সেপারা।

সমগ্র কোরাণ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত। সেপারা শব্দের অর্থ কোরাণের ত্রিশভাগের ভাগ। প্রত্যেক সেপারার ভিন্ন ভিন্ন নাম। কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ সুরার ন্ আয়ত হইতে কোন্ সেপারা আরম্ভ হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রকাশ করা ল।

মঞ্জেল।

শুদ্ধি পত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
দরকা	অরকা	১	টীকা ৮
	"বিশ্বাসীলোকদিগকে" ইহার পর— বঞ্চনা করে, বস্তুত তাহারা আপন জীবনকে।	৪	৭
	"সর্ব্বদা থাকিবে" ইহার পর— এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন এ সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে ইহারাই স্বর্গোদ্যান নিবাসী, তথায় তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে	১৮	১৫
লিপি করার জন্য তাহাদের হস্তকে ধিক্।	তাহাদের হস্ত যাহা লিপি করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদিগকে ধিক্	ঐ	৭
	"পাপ করিয়াছে" ইহার পর— যাহাদের পাপ তাহাদিগকে ঘেরিয়াছে	ঐ	১৪
	যাহা মুসা ও ঈসার প্রতি প্রদত্ত	৩০	২৬
মুসায়ী ঈসায়ী লোকেরা বিশ্বাস করিলে আলোক পাইতে পারে পরন্তু তাহারা বিরোধী বৈ নহে	অনন্তর তোমারা তৎপ্রতি যে বিশ্বাস করিয়াছ তদ্রূপ যদি তাহারা বিশ্বাস করে তবে নিশ্চয়ই পথ প্রাপ্ত হয় এবং যদি ফিরিয়া যায়, তবে তাহারা বিরুদ্ধ ভাবে আছে ইহা বৈ নহে	৩১	৪
"পান কর" তাহারা ঈশ্বর প্রদত্ত পানীয় পান করিল	এবং ঈশ্বর প্রদত্ত জীবিকা হইতে ভক্ষণ কর ও পান কর	১৩	১৩
গ্রহণ করিবে ও সাক্ষীকে	গ্রহণ করিবে লেখককে ও সাক্ষীকে	৭৯	১৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
	"ধৈর্য্য ধারণ করিবে" ইহার পর— যে দরিদ্র হয় পরে সে বৈধরূপে ভোগ করিবে	১৩৩	১১
তাহার উপর মাত্র অপরাধ অবশেষে যেজন ইহার ব্যতিক্রম করিবে	যাহারা তাহারা ব্যতিক্রম করে তাহাদের উপর তাহার অপ-রাধ ইহা ব্যতীত নহে	৪১	২
রত্ন	বস্ত্র	৫০৪	২
	"ব্যবস্থা হইল" ইহার পর— এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও	৪৬	৩
তোমরা পাপ হইতে নিবৃত্ত হইও	এবং তোমরা আমাকে ভয় করিও	৪৭	৬
অর্থ লাভ	অনুগ্রহ	ঐ	৭

ভূমিকা।

পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য ভাষায় বাইবেল পুস্তক অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বত্র সকল জাতির মধ্যে প্রচার হওয়ায় সাধারণের পক্ষে তাহা যার পর নাই সুলভ হইয়াছে। তজ্জন্যই মহর্ষি ঈসার দেবচরিত্র ও তাঁহার স্বর্গীয়-জীবন-প্রদ উপদেশ সকল বাইবেলে সহজে পাঠ করিতে পারিয়া নানা দেশের নানা জাতীয় অগণ্য লোক আলোক ও জীবন লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিধান মণ্ডলী ভুক্ত ভূমণ্ডলের একটি প্রধান ও পরাক্রান্ত জাতি মোসলমান, তাঁহাদের মূল বিধান পুস্তক কোরাণশরিফ শুদ্ধ তাঁহাদের মধ্যেই দুরূহ আরব্য ভাষারূপ দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরে বদ্ধ রহিয়াছে। অন্য জাতির নিকট মোসলমানেরা কোরাণ বিক্রয় পর্য্যন্ত করেন না, অপর লোকে তাহা পড়িবে দূরে থাকুক স্পর্শ করিতেও পায়না। অন্য জাতির মধ্যে আরব্য ভাষার চর্চ্চাও বিরল। কেহ কোরাণ হস্তগত করিতে পারিলেও ভাষা জ্ঞানের অভাবে তাহার মর্ম্ম কিছুই অবধারণ করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং ইহা কতিপয় মোসলমান মৌলবীর একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। মৌলবী শাহ্ রফিয়োদ্দিন উর্দ্দু ভাষায় এবং মৌলবী ফতেহোর্‌রহমাণ পারস্যভাষায় কোরাণ অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা মূল পুস্তকের সঙ্গে একত্র সম্বদ্ধ আছে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পাওয়া যায় না। সেই অনুবাদিত পুস্তক স্বয় সুপ্রাপ্য হইলেও উর্দ্দু ও পারস্যভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালির পক্ষে তাহা অন্ধের দর্পণের ন্যায় নিষ্ফল। ইংরেজী ভাষায় কোরাণের অনুবাদ প্রচার হইয়াছে, কিন্তু এদেশে তাহা সচরাচর প্রাপ্য নহে। অপিচ যাঁহারা ইংরেজী জানেন না তাঁহাদের পক্ষে উহাপ্রাপ্ত হওয়া না হওয়া তুল্য। আমি আরব্যভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক বন্ধু বঙ্গ ভাষায় মূল কোরাণ অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন, এবিষয়ে কোন কোন মোসলমান বন্ধু কর্ত্তৃকও আমি বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। কোরাণ অধ্যয়ন ও তাহা অনুবাদ করাই আরব্যভাষা অধ্যয়নের আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বন্ধুদিগের আগ্রহে ও স্বীয় কর্ত্তব্যানুরোধে ঈশ্বরকৃপায় এইক্ষণ কোরাণ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার মুদ্রাঙ্কণে এবং গ্রাহকদিগের গ্রহণে সহজ হইবে ভাবিয়া তাহা ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করিতে উদ্যোগ হওয়া গেল।

যাহাতে কোরাণের মূল "আয়ত" (প্রবচন) সকলের শব্দে শব্দে অবিকল অনুবাদ হয় তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন করা যাইতেছে, তদনুরোধে বঙ্গভাষার লালিত্য রক্ষার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি করা হইতেছে না। কিন্তু আরব্য ভাষার প্রণালী বঙ্গীয় ভাষার প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গালা যেমন বামদিক হইতে লিখিত হইয়া থাকে তদ্রূপ আরবী ঠিক তাহার বিপরীত দক্ষিণ দিক হইতে লিখিত হয়। বচন বিন্যাস প্রণালীও সেইরূপ। সাধারণতঃ কর্তৃপদ পূর্ব্বে স্থাপিত ও সমাপিকা ক্রিয়া অন্তে সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গালার বাক্য সমাপ্ত হইয়া থাকে কিন্তু আরব্য বাক্যের আরম্ভে সমাপিকা ক্রিয়ার ও অন্তে কর্তৃপদের প্রয়োগ হয়। অনেক স্থলে বঙ্গভাষার কর্তৃকারক ব্যক্ত ও ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে, আরব্য ভাষায় তাহার বিপরীত; অর্থাৎ কর্তৃকারক অব্যক্ত ক্রিয়াপদ ব্যক্ত হইয়া থাকে। ক্রিয়া পদের পুরুষ, লিঙ্গ ও বচনের চিহ্নদ্বারা কর্ত্তা নির্ণয় করিতে হয়। অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিতে আরবী ভাষা যেরূপ অনুকূল এমন পূর্ণভাষা যে সংস্কৃত তদ্বিষয়ে তাহার নিকট অনেক স্থলে পরাস্ত। আরবীয় একটী কথার ভাব ব্যক্ত করিতে বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ কথা প্রয়োগ করিতে হয়। এই উভয় ভাষার পদ-বিন্যাস প্রণালী ইত্যাদির বহু বিভিন্নতা হেতু কোরাণের প্রবচন সকল আরবীয় ভাষার রীতি অনুসারে বাঙ্গলা ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত শ্রুতিকটু ও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে, অতএব আমাকে অনুবাদে বঙ্গ ভাষার বচনবিন্যাসপ্রণালীর অনুসরণ করিতে হইতেছে। বিশদরূপে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে যে স্থানে দুই একটী অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহা ( ) এই চিহ্নের মধ্যে ব্যবস্থাপিত করা যাইতেছে। দুরূহ বাক্যের টীকা ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল প্রায়ই কোরাণের পারস্য ভাষ্য পুস্তক "তফ্‌সিরহোসেনী" এবং উর্দ্দু ভাষ্য শাহ্‌ অবদেল্‌কাদেরের "তফ্‌সির" অবলম্বন করিয়া লিখিত হইতেছে। কোরাণোক্ত বাক্যের অর্থবোধ ও অনুবাদে এই দুই ভা[illegible] হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইতেছি।

কোরাণ শব্দের অর্থ পাঠ,—কোরাণের অপর নাম কলামাল্লা (ঈশ্বরবাণী)। সময়ে সময়ে মহাপুরুষ মোহম্মদ জগতের কল্যাণার্থ প্রচার করিতে যে সকল প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ছিলেন তাহাই পুস্তকে একত্র সম্বদ্ধ হইয়া কোরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মোসলমানেরা ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া কোরাণকে অত্যন্ত সম্মান করেন। কোরাণ অধ্যয়ন ও শ্রবণে বহু পুণ্য লিখিত আছে। সমুদায় মোসলমান কোরাণের মতানুসারে চলিতে বাধ্য। কোরাণকে কোনরূপ অতিক্রম করিলে

মহাপাতকী হইতে হয়। কোরাণ পাঠকালে পাঠকের নিম্নলিখিত নীতি সকল পালন করা বিধেয়। যথা দন্ত ধাবন ও ওজু (বিশেষ নিয়মানুসারে হস্তপদ মুখাদি প্রক্ষালন) করিয়া অন্ততঃ শুদ্ধ ভূমিতে শুদ্ধ বস্ত্রে সৎকায়ে পশ্চিমাভিমুখে বসিবেন, মস্‌জেদে বসিতে পারিলে উত্তম হয়। কোরাণশরিফকে বিশুদ্ধ উচ্চাসনের উপর অর্থাৎ রহল ইত্যাদির উপরি সংস্থাপন করিবেন। প্রথম "আউজ বেল্লা" (ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই) ও "বেস্‌মাল্লা" (ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি) উচ্চারণ করিয়া দীনভাবে ও বিনীত অন্তরে শুদ্ধরূপে পড়িবেন। "সুরা তোবা" ব্যতীত প্রত্যেক "সুরার" (অধ্যায়ের) পূর্ব্বে "বেস্‌মাল্লা" বলিবেন এবং অধ্যয়ন কালে অন্য কোন কথা উচ্চারণ করিলে পুনর্ব্বার পাঠারম্ভ করার পূর্ব্বে "বেস্‌মাল্লা" বলিবেন। এবং ইহা বোধ করিবেন যে তিনি পরমেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছেন ও যেন তাঁহাকে দেখিতেছেন। যদি এরূপ অবস্থা না হয় তবে মনে করিবেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে দেখিতেছেন ও নিষেধ বিধি করিতেছেন। সুসংবাদ জনক প্রবচনপাঠে প্রফুল্ল হইবেন এবং ভীতিজনক প্রবচন অধ্যয়ন কালে ভীত ও ক্রন্দনোদ্যমান হইবেন।

মূল কোরাণ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিবার জন্য ত্রিশ বত্রিশ প্রকার আক্ষরিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোরাণের বঙ্গীয় অনুবাদপুস্তকে আরবীয় সেই সকল আক্ষরিক চিহ্ন ব্যবহারে প্রয়োজনাভাব বলিয়া তাহার প্রয়োগ হইল না। কোরাণের প্রত্যেক সুরার অন্তর্গত আয়ত সকলের সংখ্যা ১, ২, ৩, করিয়া প্রত্যেক আয়তে ও সমুদায় আয়ত সংখ্যার সমষ্টি সুরার আরম্ভে লিখিত আছে। কোরাণ অধ্যয়ন কালে বিশেষ বিশেষ আয়তে মস্তক অবনত করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিরত থাকিতে হয়। এইরূপ নমন কার্য্যকে "রকু" বলে। কোরাণ পাঠের বা নমাজের ব্যবচ্ছেদ রূপে "রকু" ব্যবহৃত হয়। সুরা সকলের প্রারম্ভে প্রত্যেক সুরার "রকুর" সমষ্টি লিখিত আছে। কোরাণ শরিফ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত, সেই এক এক ভাগের নাম "সিপারা"। প্রত্যেক ভাগকে আবার চারি অংশে পৃথক করা হইয়াছে। প্রত্যেক অংশের শেষ ভাগে ক্রমে "রাবা" ও "নাস্‌ফা" এবং "সাল্‌সা" (চতুর্থাংশে, অর্দ্ধাংশ এবং তৃতীয়াংশ) এরূপ লিখিত আছে। যে যে বচন হইতে অংশ সকলের আরম্ভ সেই সেই বচনের প্রথম শব্দানুসারে সেই সমস্ত অংশের নাম হইয়াছে। যথা "আলম্মা", "সইয়কুলু" "তেল্‌কর্‌ রোসোলো"। হজ্জাজিব্‌ নযুসফের রাজত্ব কালে তাঁহার আদেশে কোরাণের এইরূপ বিভাগ হয়। আবার সমগ্র কোরাণ ৬০ ভাগে বিভক্ত। এই প্রত্যেক ভাগের নাম "খর্ব্ব"।

কোরাণ পাঠ ও তাহা ক্রমে মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্য এই সকল বিভাগ হইয়াছে। ন্যূনকল্পে তিন দিন ও অনধিক চল্লিশ দিনের মধ্যে কোরাণ সম্পূর্ণ পাঠ করা বিধি। মোহাম্মদ মহাত্মাদের প্রচারবন্ধু মহাত্মা ওস্মান শুক্রবার রজনীতে কোরাণ পাঠ আরম্ভ করিয়া বৃহস্পতিবার সমাপ্ত করিতেন। তদনুসারে কোরাণ সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিভাগের নাম "মঞ্জেল্"। অনুবাদিত কোরাণ তদ্রূপ নিষ্ঠা ও প্রণালী অনুসারে কেহ অধ্যয়ন ও মুখস্থ করিবে, সম্ভাবনা নাই, এজন্য সেই সকল বিভাগাদির নাম ও চিহ্নাদি যথাস্থানে প্রয়োজিত হইল না। এক আয়তের সঙ্গে যে স্থানে অন্য আয়তের বিশেষ যোগ, সেখানে + যোগচিহ্ন স্থাপিত হইল।

অনুবাদকস্য।

সুরা তওবা।*

নবম অধ্যায়।

১২৯ আয়ত, ১৬ রকু।

অংশিবাদিগণের যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি তাহাদের বিরাগ। ১। তৎপর তোমরা (অংশিবাদিগণ,) চারি মাস পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, † জানিও নিশ্চয় তোমরা ঈশ্বরের পরাভবকারী নহ, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মদ্রোহীদিগের নির্য্যাতনকারী। ২। মহা হজ্বের দিন ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের পক্ষ হইতে মানব মণ্ডলীর প্রতি আহ্বান, নিশ্চয় ঈশ্বর অংশিবাদীদিগের প্রতি অপ্রসন্ন। ৩। এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষ (অপ্রসন্ন) পরন্তু যদি তোমরা (বিদ্রোহিতা হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হও, তবে তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গল, যদি অগ্রাহ্য কর তবে জানিও যে তোমরা ঈশ্বরের

---

* "এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হয়।" বরায়ত "ফাজেহা" প্রভৃতি ইহার অন্য অনেক নাম আছে। "দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।" এই বচন অভয় দানার্থ ব্যবহৃত হয়, এই সুরা ভয়ের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার শিরো ভাগে উক্ত বচনের প্রয়োগ হয় নাই। (ত, হো,)

† ইদ নহরের দিন হইতে রবিয়োল্ আখরের দশম দিবস পর্য্যন্ত চারি মাস যুদ্ধে নিবৃত্তি। অন্য মত এই যে, এই আয়ত শওয়াল মাসের প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হয়, অতএব মহরম মাসের শেষ পর্য্যন্ত নিবৃত্তির কাল। এই নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ লোকদিগের মধ্যে যাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিত, অবস্থা বিশেষে কাহাকে চারি মাস কাহাকে অধিক কাল সময় দেওয়া যাইত যেন তাহারা নিজের ব্যবহারের বিষয়ে চিন্তা করে ও কোন উপায় অবলম্বন করে। (ত, হো,)

পরাভবকারী নহ, যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগকে (হে মোহম্মদ,) দুঃখ কর শাস্তি সম্বন্ধে সংবাদ দান কর*। ৪। অংশিবাদিগণের যাহাদিগের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, তৎপর যাহারা কোন বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে ত্রুটি করে নাই, এবং তোমাদের উপরে (বিপক্ষে) কাহাকে সাহায্য দান করে নাই, তাহারা ব্যতীত; অতঃপর তোমরা তাহাদের প্রতি তাহাদের অঙ্গীকারকে তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে প্রেম করেন। ৫। অনন্তর যখন আশ্রয়ের মাস অতীত হয় তখন যে স্থানে অংশীবাদীদিগকে প্রাপ্ত হও সেই স্থানেই তাহাদিগকে সংহার কর ও তাহাদিগকে ধর এবং আবেষ্টন কর এবং তাহাদের জন্য প্রত্যেক গম্যস্থানে উপবিষ্ট হও, অতঃপর যদি প্রতিনিবৃত্ত হয় ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং জকাত দান করে তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দেও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু†। ৬। এবং যদি অংশিবাদী-

---

* মক্কা অঞ্চলের বহু সম্প্রদায়ের সঙ্গে হজরতের সন্ধি ছিল। মক্কা জয় হওয়ার এক বৎসর পর এরূপ আজ্ঞা হইল যে "কোন অংশি বাদীর সঙ্গে সন্ধি রাখিবে না, এই কথা হজের দিন অর্থাৎ ঈদ কোরবাণের প্রাতঃকালে সকলকে ডাকিয়া জ্ঞাপন করিবে। কাফেরদিগকে অবকাশ দেও, তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউক, কিম্বা মক্কা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউক, অথবা মোসলমান হউক" (ত, শা,)

† যাহারা প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ, ও কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই, তাহাদের সন্ধি স্থির রহিল। যাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকারের বন্ধন নাই, তাহাদিগকে চারি মাস অবকাশ দেওয়া যায়। তৎপর তাহাদিগকে আক্রমণ করা হয়। হজরত বলিয়াছেন যে অন্তরের তত্ত্ব ঈশ্বর জানেন, যাহারা বাহ্যে মোসলমান, তাহারা অন্য সকলের তুল্য আশ্রয় পাইবে। মোসলমানের বাহ্যিক লক্ষণ এই নির্দ্ধারিত;—মূলসত্যে-

দিগের কোন ব্যক্তি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে ঈশ্বরের বাক্য যে পর্য্যন্ত শ্রবণ করে তাহাকে আশ্রয় দেও, অতঃপর আশ্রয় ভূমিতে তাহাকে উপস্থিত কর। ইহা এজন্য যে ইহারা এমন এক দল যে জ্ঞান রাখে না। * । ৭। (র, ১)

যাহাদের সঙ্গে তোমরা মস্‌জেদোল্ হরামের নিকটে অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ তাহারা ব্যতীত অন্য অংশিবাদীদিগের নিমিত্ত অঙ্গীকার ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের নিকটে কিরূপে হয়? অনন্তর যে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদের জন্য (অঙ্গীকারে) স্থির থাকে তোমরাও সেপর্য্যন্ত তাহাদের জন্য স্থির থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে প্রেম করেন †। ৮। কেমন করিয়া হয়, যদি তোমাদের উপর তাহারা জয় লাভ করে তোমাদের সম্বন্ধে স্বগণত্ব ও অঙ্গীকারের (স্বত্ব) তাহারা পালন করিবে না, তাহারা আপন মুখে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে এবং তাহাদের অন্তর অস্বীকার করিবে, তাহাদের অধিকাংশই

বিশ্বাস স্থাপন করা, পৌত্তলিকতাদি হইতে নিবৃত্ত থাকা, নমাজ পড়া ও জকাত দান করা। যে ব্যক্তি নমাজ ও জকাত হইতে বিরত সে আশ্রয় পাইবে না। (ত, শা,)

* "অতঃপর আশ্রয় ভূমিতে তাহাকে উপস্থিত কর" ইহার অর্থ কোরাণ শ্রবণ করিয়া যদি সে এস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন না করে তবে তাহাকে তাহার আশ্রয় ভূমি পৃছে ফিরিয়া যাইতে দাও, পরে তাহার সঙ্গে সংগ্রাম কর। (ত, হো,)

† সন্ধিবন্ধনকারীদিগের তিন শ্রেণী ছিল। যাহাদের সঙ্গে সন্ধির নিয়ম পালনের সময় নির্দ্ধারিত ছিল না তাহাদিগকে বিদায় দান করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা মক্কা নগরের সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ ছিল তাহারা যে পর্য্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই সেপর্য্যন্ত সন্ধি রহিত হয় নাই। যাহাদের সঙ্গে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির ছিল। কিন্তু অবশেষে আরবের সমুদায় পৌত্তলিক এস্‌লাম ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়াছিল। (ত, শা,)

দুর্ব্বৃত্ত। ৯। তাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শনের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিয়াছে, পরে তাঁহার পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মন্দ। ১০। তাহারা কোন বিশ্বাসীর সম্বন্ধে স্বগণত্ব ও অঙ্গীকারের (স্বত্ব) পালন করিতেছে না, ইহারাই সেই লোক যে সীমা লঙ্ঘনকারী। ১১। পরন্তু যদি তাহারা পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে তবে তাহারা ধর্ম্মেতে তোমাদের ভ্রাতা, যাহারা জ্ঞান রাখে সেই দলের জন্য আমি নিদর্শন সকল বিস্তারিত বর্ণন করিতেছি। ১২। এবং যদি তাহারা আপন অঙ্গীকারের পর আপন শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্ম্মের প্রতি ব্যঙ্গ করে তবে ধর্ম্মবিদ্রোহিতায় সেই অগ্রগামীদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর, নিশ্চয় তাহারা, যে তাহাদের জন্য শপথ নাই, ভরসা যে তাহারা নিবৃত্ত হইবে। ১৩। যাহারা আপন শপথ ভঙ্গ করিয়াছে এবং প্রেরিত পুরুষকে নির্ব্বাসন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে সেই দলের সঙ্গে কি তোমরা সংগ্রাম করিবে না? তাহারা প্রথমবারে তোমাদের সঙ্গে আরম্ভ করিয়াছে, তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিতেছ? পরন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে ঈশ্বরই উপযুক্ত যে তাঁহাকে ভয় কর। ১৪। তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তোমাদের হস্তে ঈশ্বর তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, বিড়ম্বিত করিবেন ও তাহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন এবং বিশ্বাসীদলের অন্তরকে সুস্থ করিবেন। ১৫। + এবং তিনি তাহাদের অন্তরের দুঃখ দূর করিবেন, যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ঈশ্বর জ্ঞানবান্ নিপুণ। ১৬। তোমরা কি মনে করিয়াছ যে পরিত্যক্ত হইবে, তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্ম-

যুদ্ধ করে, ঈশ্বর ব্যতীত ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ ও বিশ্বাসিগণ ব্যতীত গুপ্ত বন্ধু রাখে না এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর তাহাদিগকে জানেন না? তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ১৭। (র, ২)

আপন জীবনে ধর্ম্মদ্রোহিতার বিষয়ে সাক্ষ্য দাতা হইয়া যে ঈশ্বরের মন্দির সকলের স্থিতি রক্ষা করিবে অংশিবাদীদিগের জন্য তাহা নয়, এই তাহারাই, তাহাদের ক্রিয়া সকল ব্যর্থ হইয়াছে, এবং তাহারা নরকাগ্নির চিরনিবাসী *। ১৮। যে ব্যক্তি ঈশ্বরেও অন্তিম দিবসে বিশ্বাস করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে, এবং ঈশ্বর ব্যতীত (অন্য কাহাকে) ভয় করে না, সে ঈশ্বরের মন্দির সকলের স্থিতি রক্ষা করে ইব নহে, এই সেই, যে সত্বর পথ প্রাপ্তদিগের একজন হইবে। ১৯। যাহারা ঈশ্বরে ও অন্তিম দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করে, তোমরা কি তাহাদের ন্যায় হাজী-দিগকে জলপান করাইয়াছ এবং মস্জেদোল্‌হরামের স্থিতিরক্ষা করিয়াছ? ঈশ্বরের নিকটে তুল্য নয়, ঈশ্বর অত্যাচারি দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ২০। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও দেশত্যাগ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের পথে আপন ধন ও আপন জীবন দ্বারা

---

* অব্বাস বন্দী হইলে পর মোসলমানগণ পৌত্তলিকতা ও নির্দ্দয়তা বিষয়ে তাঁহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে অব্বাস বলিলেন যে "তোমরা কেবল আমার দোষ বলিতেছ, আমি যে সৎকার্য্য করিয়াছি তাহা স্মরণ করিতেছ না।" আলি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি সৎকার্য্য করিয়াছ?" অব্বাস বলিলেন "আমি কাবার স্থিতি রক্ষায় যত্ন করিয়াছি, কাবা মন্দিরকে সম্মান করিয়া থাকি, হাজ্বীলোকদিগকে জমজমের জল পান করাই, বন্দীদিগকে বন্ধন মুক্ত করি।" এই কথার উপর এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

সংগ্রাম করিয়াছে ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের সর্ব্বোচ্চপদ, এই তাহারাই পূর্ণ মনোরথ হইবে। ২১। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে স্বীয় দয়া ও সন্তোষ বিষয়ে সুসংবাদ দান করেন এবং তাহাদের জন্য যাহাতে নিত্য সম্পদ্ হয় এমন স্বর্গোদ্যান আছে। ২২। +তাহারা তথায় নিত্যকাল অবস্থিতি করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে মহা পুরস্কার। ২৩। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পিতৃগণকে ও ভ্রাতৃগণকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না যদি তাহারা বিশ্বাসের অধিক বিদ্রোহিতাকে প্রেম করে এবং তোমাদের যে ব্যক্তি তাহাদিগকে ভালবাসে (তাহাদিগকেও বন্ধু করিও না,) ইহারাই তাহারা যে অত্যাচারী। ২৪। বল, (হে মোহম্মদ) যদি তোমাদের পিতৃগণ তোমাদের পুত্রগণ, ও তোমাদের ভ্রাতৃগণ ও তোমাদের ভার্য্যা সকল এবং তোমাদের কুটুম্বগণ এবং সম্পত্তি সকল যাহা তোমরা উপার্জ্জন করিয়াছ এবং বাণিজ্য যাহার অপ্রচলনকে তোমরা ভয় কর, এ সকল যদি তোমাদের নিকটে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ এবং ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম অপেক্ষা প্রিয়তর হয় তবে ঈশ্বর আপন আজ্ঞায় (শাস্তি) আনয়ন করা পর্য্যন্ত তোমরা প্রতীক্ষা কর, পরমেশ্বর দুরাচার দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ২৫। (র ৩)

সত্যই পরমেশ্বর বহুস্থানে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং হোনিনের দিবসে যখন তোমাদের লোকাধিক্য তোমাদিগকে প্রফুল্ল করিয়াছিল তখন তোমাদিগ হইতে তিনি আধিক্যের কিছুই দূর করেন নাই, বিস্তৃতি সত্ত্বে ভূমিকে তোমাদের প্রতি সঙ্কীর্ণ করিয়াছিলেন, তৎপর তোমরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলে, *। ২৬। অতঃপর ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত

* হোনিন, এক প্রান্তরের নাম, উহা তায়েফ ও মক্কার মধ্যস্থলে বিদ্যমান,

পুরুষের প্রতি ও বিশ্বাসীদিগের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণ করিলেন, সৈন্য পাঠাইলেন, তোমরা তাহা দেখ নাই; এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদিগকে শাস্তি দান করিলেন, ঈশ্বরদ্রোহীদিগের ইহাই বিনিময়। ২৭। অনন্তর ইহার পর ঈশ্বর যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ২৮। হে বিশ্বাসিগণ, অংশিবাদীরা অপবিত্র বৈ নহে, অতএব তাহাদের এতদ্বৎসরের অন্তে তাহারা মস্জেদোল্ হরামের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে না, এবং যদি তোমরা দরিদ্রতাকে ভয় কর তবে ইচ্ছা করিলে ঈশ্বর তোমাদিগকে আপন কৃপাগুণে সত্বর ধনী করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী ও নিপুণ †। ২৯। যাহারা

সেই স্থানে হওয়াজন ও সকিফ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম হইয়াছিল। তদ্বৃত্তান্ত এই;—হজরত মক্কা জয় করিলে পর এই দুই সম্প্রদায় ঐক্য হইয়া মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, হজরতের দ্বাদশ সহস্র কিম্বা ষোড়শ সহস্র অনুচর তাহাদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তাহাদের দলে চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য ছিল। তখন হজরতের অনুবর্ত্তিদিগের এক জন সহর্ষে বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের অধিক সৈন্য আছে আমরা বিপক্ষের সৈন্য দ্বারা পরাস্ত হইব না।" এই কথা হজরত শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন। যেহেতু পূর্ব্বে একবার এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করাতে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধেও তাঁহারা প্রথমে পরাজিত হন। (ত, হো,)

† মসজেদোল্ হরামে অংশিবাদীদিগের প্রবেশ নিষেধ। অপর মস্জেদে প্রবেশে নিষেধ নাই। অপবিত্রতা অংশীবাদীদিগের মনে, শরীরে নহে। "তোমরা দরিদ্রতাকে ভয় কর" অর্থাৎ অংশিবাদীদিগের গমনাগমন রহিত হইলে বাণিজ্যাদি ব্যবসায় বন্ধ হইবে, তাহাতে তোমরা দরিদ্র হইয়া যাইবে ভাবিতেছ। অতএব ঈশ্বর সমুদায় দেশের লোককে মোসলমান করিবেন, সমুদায় ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বার মুক্ত রহিল। (ত, শা,)

এই বিধি মদিনা প্রস্থানের নবম বৎসর কিম্বা হজ্জোল্ ওয়দা ব্রতের দশম বৎসরে

ঈশ্বরের প্রতি ও অন্তিম দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা অবৈধ মনে করে না এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগ হইতে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করে না যে পর্য্যন্ত তাহারা নিকৃষ্ট হইয়া স্বহস্তে জজিয়া * প্রদান না করে তাহাদের সঙ্গে তোমরা সংগ্রাম কর। ৩০। (র, ৪)

ইহুদিগণ বলে অজিজ ঈশ্বরের পুত্র, † এবং ঈসায়িগণ

হইয়াছিল। হজ্ব ও ওমরা ব্রত পালনে কাফের দিগের সম্বন্ধ নিষেধ হইয়াছিল, কাবা মন্দিরে বা অন্য মস্‌জেদে প্রবেশে নিষেধ নয় এমাম আজম এরূপ বলেন। এমাম মালেক মস্‌জেদোল্ হরামে প্রবেশে নিষেধ অনুসারে সমুদায় মস্‌জেদেই প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন, এমাম শাফি শুদ্ধ মস্‌জেদোল্‌হরামে প্রবেশেই নিষেধ করেন। (ত, হো,)

* "জজিয়া" ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজার প্রতি মোসলমান রাজার নির্দ্ধারিত কর বিশেষ।

† অজিজ ইয়াকুবের বংশোদ্ভব শরখিয়ার পুত্র, এমরাণের পুত্র হারুণের চতুর্দ্দশ পুরুষের অন্তর্গত। তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই;—নোজতনসর এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া তওরয়ত গ্রন্থ দগ্ধ ও জরুজেলম নগর ধ্বংস ও তওরয়তে জ্ঞান যাহাদের ছিল তাহাদের সকলকে সংহারপূর্ব্বক অবশিষ্ট লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অজিজ সেই বন্দীদিগের একজন ছিলেন তিনি তওরয়ত পাঠ করিতেন, কিন্তু বালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার পাঠ গণনার মধ্যে গৃহীত হয় নাই। কিছুকাল পরে তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া জরুজিলমের অভিমুখে যাত্রা করেন, পথি মধ্যে এক গ্রামে ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার মৃত্যু ও সেই গ্রাম ধ্বংস হয়, এবং শত বৎসর অন্তে তিনি পুনর্জ্জীবন লাভ করেন। বকর সুরাতে এ বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। পরে যখন অজিজ স্বজাতির নিকটে উপস্থিত হইলেন, সকলে তওরয়ত অধ্যয়ন ও লিপি করণ বিষয়ে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে পাঁচটী লেখনী তাঁহার পাঁচ অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তিনি প্রত্যেক অঙ্গুলিদ্বারা তওরয়ত লিপি করেন। তাহাতেও

বলে যে ঈসা ঈশ্বরের পুত্র, এই তাহাদের আপন মুখের উক্তি, যাহারা পূর্ব্বে কাফের হইয়াছে তাহাদের কথায় সাদৃশ্য আছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করুন, তাহারা কেমন করিয়া (সত্য-পথ হইতে) ফিরিয়া যাইতেছে। ৩১। তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আপনাদের জ্ঞানীলোকদিগকেও আপানাদের তপস্বীদিগকে ঈশ্বর-রূপে গ্রহণ করিয়াছে, ঈসা মরয়মের পুত্র, এক ঈশ্বরের উপাসনা করা ব্যতীত সে আদিষ্ট হয় নাই, তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই, তাহারা যাহাকে অংশী নির্ণয় করে তাহা অপেক্ষা তিনি পবিত্র। ৩২। তাহারা আপন মুখে ঈশ্বরের জ্যোতিকে নির্ব্বাণ করিতে ইচ্ছা করে, এবং যদিচ ধর্ম্মদ্রোহিগণ অসন্তুষ্ট হয় তথাপি ঈশ্বর স্বীয় জ্যোতিঃ পূর্ণ করা ব্যতীত স্বীকার করেন না। ৩৩। তিনিই যিনি আপন প্রেরিত পুরুষকে যদিচ অংশি-বাদিগণ অসন্তুষ্ট তথাপি সমুদায় ধর্ম্মের উপর বিজয়ী করিতে ধর্ম্মালোক ও সত্যধর্ম্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন। ৩৪। হে বিশ্বাসিগণ, নিশ্চয় অধিকাংশ জ্ঞানী ও তপস্বী অন্যায়রূপে লোকের

লোকদিগের সন্দেহের নিরাস হয় না, সকলে বলে আমাদের মধ্যে যখন কেহই তওরয়ত জ্ঞাত নহে তখন কেমন করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে যে সত্যই তওরয়ত লিপি হইতেছে। অনন্তর এক ব্যক্তি বলিলেন "আমি আমার পিতার নিকটে শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার পিতার মুখে এই কথা শুনিয়াছেন যে "সোল্তনসরের ব্যাপারের সময়ে আমি তওরয়ত গ্রন্থ একটি আধারে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া পর্ব্বতের অমুক গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সকলে যাইয়া তথা হইতে তওরয়ত লইয়া আসিলেন, এবং অজির যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেন, সম্পূর্ণ ঐক্য হইল। সকলে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন যে শত বৎসর পরে ঈশ্বর অজিরের মনে তিনি তাঁহার পুত্র বলিয়া তওরয়ত স্থাপন করিয়াছেন। তদনুসারে ইহুদিগণ অজিরকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া থাকে। (ত, হো,)

ধন ভোগ করিয়া থাকে, ও ঈশ্বরের পথ হইতে (লোক-দিগকে) নিবৃত্ত রাখে; এবং যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া ঈশ্বরের পথে তাহা ব্যয় করে না, (হে মোহম্মদ,) তুমি তাহাদিগকে দুঃখজনক শাস্তির সংবাদ দান কর। ৩৫। + যে দিবস নরকাগ্নিতে তাহার উপর উষ্ণ করা হইবে, পরে তদ্দ্বারা তাহাদের ললাটে ও তাহাদের পার্শ্বদেশে এবং তাহাদের পৃষ্ঠে চিহ্নিত করা হইবে, * সেই দিবস (বলা হইবে) ইহা তাহা, যাহা তোমরা নিজের সঞ্চয় করিয়াছ, অতএব যাহা সঞ্চয় করিতেছিলে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর। ৩৬। নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে মাস সকলের গণনা, ঐশ্বরিক গ্রন্থে দ্বাদশ মাস, যে দিবস তিনি স্বর্গও মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন (সে দিন হইতে) তাহার চারিটি অবৈধ, ইহাই সরল ধর্ম্ম। ৩৭। + অতএব তাহাতে তোমরা আত্ম জীবনের প্রতি অত্যাচার করিও না, এবং অংশিবাদীদের সকলের সঙ্গে তাহারা যেমন তোমাদের সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করে ও সংগ্রামকর, জানিও যে পরমেশ্বর ধর্ম্মভীরুদিগের সঙ্গে আছেন। † । ৩৮। ধর্ম্মদ্রোহিতাকে ভুল

---

* "নরকাগ্নিতে তাহার উপর উষ্ণ করা হইবে" ইহার অর্থ নরকাগ্নিতে সেই রজত কাঞ্চনাদি ধাতুদ্রব্যকে উষ্ণ করা হইবে।

† এব্রাহিমের ধর্ম্মে জিকাদা, জিল্‌হজ্জা, মহরম, রজব, এই চারি মাসে যুদ্ধাদি করা অবৈধ ছিল। এই কালে আরব দেশের সর্ব্বত্র শান্তি থাকিত, দূর দেশস্থ ও নিকটবর্ত্তী লোকেরা আসিয়া হজ্জ ও ওমরা করিতে পারিত। এইক্ষণ অধিকাংশ পণ্ডিতের নিকটে এই বিধি সম্যক্‌ মান্য নয়। এই আয়তদ্বারা এই অর্থ প্রকাশ পায় যে কাফের দিগের সঙ্গে সংগ্রাম করা সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্য, এবং পরস্পর অত্যাচার করা সর্ব্বদা অপরাধ, বিশেষতঃ এই কয়েক মাসে অধিক অপরাধ। কিন্তু যদি কোন কাফের এই সকল মাসের সম্মানের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়, তবে তাহাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম প্রবৃত্ত হওয়া বৈধ নহে। (ত, শা,)

(বিলম্ব) অধিক ইহা বৈ নহে যে তদ্দ্বারা বিভ্রান্তীকৃত হয়, যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারা তাহার এক বৎসরকে বৈধ ও তাহার আর এক বৎসরকে অবৈধ গণনা করে, তাহাতে ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে গণনায় মিল করিয়া থাকে, অতএব ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহারা তাহা বৈধ করে, তাহাদের জন্য তাহাদের অসৎকর্ম্ম সজ্জিত হইয়াছে, ঈশ্বর ধর্ম্মদ্রোহিদলকে পথ প্রদর্শন করেন না *। ৩৮। (র, ৫)

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদের জন্য বলা হয় যে ঈশ্বরের পথে বাহির হও তখন তোমাদের নিমিত্ত (উচিত) নয় যে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়, তোমরা কি পরলোক অপেক্ষা পার্থিব জীবনের প্রতি সম্মত? পরন্তু পরলোকের সম্বন্ধে পার্থিব জীবন ক্ষুদ্র বৈ নহে। ৪০। যদি বাহির না হও (ঈশ্বর) দুঃখজনক শাস্তিতে তোমাদিগকে শাস্তিদান করিবেন, এবং তোমরা ব্যতীত (অপর) এক জাতিকে তিনি বিনিময় স্থলে গ্রহণ করিবেন,এবং তাহাকে কিছুই ক্লেশদান করিবেন না, ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী ।৪১। যদি তোমরা তাহাকে (প্রেরিত পুরুষকে) সাহায্যদান না কর তবে নিশ্চয় (জানিও) যখন কাফেরগণ তাহাকে দুইয়ের দ্বিতীয়রূপে বাহির করিয়াছিল তখন ঈশ্বর তাহাকে সাহায্যদান করিয়াছেন, যখন তাহারা উভয়ে গর্ত্তমধ্যে ছিল, যখন সে আপন সঙ্গীকে বলিতেছিল যে নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে

---

* কাফেরগণ এই এক ভ্রান্তমত প্রকাশ করিয়াছিল যে পরস্পর যুদ্ধকালে অবৈধমাস উপস্থিত হইলে তাহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া বলিত যে এবৎসর সফর মাস প্রথম আগত, মহরম পরে আসিবে, এই কৌশল করিয়া তাহারা মহরম মাসে যুদ্ধ করিত। তৎপ্রতি ঈশ্বরের এই উক্তি। (ত, শা,)

আছেন, তখন ঈশ্বর তাহার প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং সৈন্যদ্বারা তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা দর্শন কর নাই, এবং তিনি কাফেরগণের বাক্যকে নীচ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের সেই বাক্য উচ্চ, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ। * । ৪২। লঘু ও গুরু ভাররূপে তোমরা বাহির হও, ও আপন ধন ও আপন জীবনযোগে ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তবে ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণ। ৪৩। যদি নিকট সম্পত্তি † ও বিদেশযাত্রা মধ্যম প্রকার হইত তবে অবশ্য তাহারা তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু দীর্ঘপথ তাহাদের নিকটে দূর বোধ হইল; সত্বর তাহারা ঈশ্বরযোগে শপথ করিয়া বলিবে যে যদি আমাদের সাধ্য থাকিত আমরা তোমাদের সঙ্গে বাহির হইতাম; তাহারা আপন জীবনকে বিনাশ করে, ঈশ্বর জানেন যে নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। ৪৪। (র, ৬)

। ঈশ্বর তোমাকে (হে মোহম্মদ,) ক্ষমা করুন, যাহারা সত্যবাদী যে পর্য্যন্ত না তাহারা তোমার জন্য প্রকাশিত হয় ও তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে জ্ঞাত হও সেপর্য্যন্ত কেন তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলে ‡? ৪৫। যাহারা ঈশ্বরে ও অন্তিম

---

* হজরত যখন গর্ত্তে লুকাইয়া ছিলেন তখন আবুবেকর তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। মদিনা প্রস্থান কালে তিনি হজরতের সঙ্গে ছিলেন। অন্য অনুবর্ত্তীদিগের কেহ কেহ পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিলেন, কেহ কেহ পরে আসিয়া মদিনায় উপস্থিত হন। (ত, শা,)

† "যদি নিকট সম্পত্তি হইত" ইহার অর্থ যে বিষয়ে তুমি আহ্বান করিয়া থাক তাহা যদি নিকটের সম্পত্তি পার্থিব সম্পত্তি হইত (ত, হো)

‡ "কেন তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলে" অর্থাৎ তাহাদিগকে নিবৃত্ত

দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপন সম্পত্তি ও আপন জীবন যোগে সংগ্রাম করে তাহারা (পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে) তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করে না, ঈশ্বর ধর্ম্মভীরুদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৪৬। যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ও অন্তিম দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না ও যাহাদের অন্তর সন্দিগ্ধ তাহারা তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করে বৈ নহে, পরন্তু তাহারা স্বীয় সন্দেহের মধ্যে ঘূর্ণায়মান। ৪৭। এবং যদি তাহারা বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিত তবে তাহার জন্য আয়োজন করিত, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগের সমুত্থানকে মনোনীত করেন নাই, অত-এব তাহাদিগকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং বলা হইয়াছে যে উপবিষ্ট লোকদিগের সঙ্গে বসিয়া যাও। ৪৮। যদি তাহারা তোমাদিগের মধ্যে বাহির হইত উপদ্রব করা ভিন্ন তোমা-দের (কিছুই) বৃদ্ধি করিত না, নিশ্চয় তোমাদিগের ভিতরে তোমা-দের উপদ্রব অন্বেষণ করিয়া অশ্ব চালাইত, এবং তোমাদের মধ্যে তাহাদের জন্য গুপ্তচর সকল আছে, ঈশ্বর অত্যাচারী-দিগকে জ্ঞাত। ৪৯। নিশ্চয় পূর্ব্বহইতে তাহারা উৎপাত অন্বেষণ করিয়াছে ও যে পর্য্যন্ত না সত্য উপস্থিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিভাত হইয়াছে তাহারা কার্য্য সকল তোমার জন্য বিপর্য্যস্ত করিয়াছে, ও তাহারা বীতরাগ ছিল। ।৫০। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতেছে যে আমাকে অনু-মতি দান কর, ও বিপাকে ফেলিও না, জানিও বিপাকে তা-

---

থাকিতে কেন অনুমতি দান করিলে, তাহাদের ছলনাপূর্ণ আপত্তি কেন শ্রবণ করিলে? (ত, হো,)

দ্বারা পতিত আছে, এবং নিশ্চয় ধর্ম্মদ্রোহিগণকে নরক ঘেরিয়া আছে *। ৫১। কল্যাণ তোমাকে প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে অসুখী করে ও বিপদ্ তোমাকে প্রাপ্ত হইলে তাহারা বলে "নিশ্চয় পূর্ব্বহইতে আমরা আমাদের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি;" এবং তাহারা আনন্দে ফিরিয়া যায় ৫২। তুমি বলিও, ঈশ্বর যাহা আমাদিগের জন্য লিপি করিয়াছেন কখন তাহা ভিন্ন আমাদের নিকটে উপস্থিত হয় না, তিনি আমাদের সহায়, অতএব বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করেন। ৫৩। তুমি বলিও, তোমরা দুই কল্যাণের একটি ব্যতীত আমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করিতেছ না, † এবং আমরা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করিতেছি যে, ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে অথবা আমাদের হস্তদ্বারা শাস্তি তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেন, অপিচ তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক আমরাও তোমাদিগের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারী ।৫৪। তুমি বলিও, (হে কপটগণ,) তোমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দান করিতে থাক ঈশ্বর তোমাদিগ হইতে কখন গ্রহণ করিবেন না, নিশ্চয় তোমরা দুর্ব্বৃত্ত দল হও। ৫৫। তাহাদিগ হইতে তাহাদিগের দান গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে ইহা ভিন্ন নিবারণ করে নাই যে তাহারা ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিদ্রোহিতা করিয়াছে ও তাহারা শৈথিল্য করিয়া ভিন্ন নমাজে

---

* কিসের পুত্র সয়িদ এক জন কপট লোক ছিল, সে ছলনা করিয়া হজরতকে বলিয়াছিল যে রোমীয় নারীগণ পরমা সুন্দরী, সেদেশে গেলে আমি বিপক্ষে পড়িব, আমাকে বিদেশে না যাইতে হয় এরূপ অনুমতি করুন, আমি অর্থদ্বারা সাহায্য করিব। (ত, শা,)

† দুইটি কল্যাণের এক জয় লাভ করা দ্বিতীয় ধর্ম্মার্থ নিহত হওয়া। (ত, হো,)

উপস্থিত হয় না, এবং তাহারা অনিচ্ছায় ভিন্ন দান করে না। ৫৬। অনন্তর তাহাদের ধন ও তাহাদের সন্তানগণ তোমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবে না, ঈশ্বর (ইহা) ইচ্ছা করেন বৈ নহে যে তাহাদিগকে ইহাদ্বারা পার্থিব জীবনে শাস্তি দান করেন, এবং তাহাদিগের প্রাণ বহির্গত হইবে ও তাহারা কাফের থাকিবে * ।৫৭। এবং তাহারা ঈশ্বরযোগে শপথ করিবে যে নিশ্চয় তাহারা একান্ত তোমাদিগের হয়, কিন্তু তাহারা (এমন) একদল যে (যুদ্ধে) ভয় পায়। ৫৮। যদি তাহারা কোন আশ্রয়স্থান অথবা কোন গর্ত্ত কিম্বা প্রবেশস্থান প্রাপ্ত হয় তবে তাহার দিকে তাহারা অবশ্য প্রস্থান করে ও ধাবিত হয়। ৫৯। তাহাদের মধ্যে কেহ তোমাকে দাতব্য বণ্টনে দোষী করিতেছে, যদি তাহা হইতে দান কর তবে তাহারা সন্তুষ্ট হয় এবং যদি তাহা হইতে (তাহাদিগকে) দান না কর তাহারা অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়। ৬০। ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন যদি তাহারা তাহাতে সন্তুষ্ট হইত এবং বলিত পরমেশ্বরই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, পরমেশ্বর আপন গুণে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ সত্বর আমাদিগকে দান করিবেন, নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী (তাহা হইলে ভাল ছিল)। ৬১। (র, ৭)

সদকা দরিদ্রদিগের জন্য ও নিরুপায়দিগের জন্য ও তৎ সম্বন্ধে কর্ম্মচারীদিগের জন্য ও যাহাদের অন্তরকে অনুরক্ত করা য ই-

---

* অর্থাৎ এই আশ্চর্য্য যে অধার্ম্মিককে কেন ঈশ্বর সম্পদ্ দান করিলেন। কিন্তু অধার্ম্মিকের সম্বন্ধে ধনসম্পত্তি ও সন্তান সন্ততি বিপদ্, তজ্জন্য তাহাদের মন অস্থির থাকে, তাহার চিন্তা হইতে তাহারা মুক্ত হয় না, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অনুতাপ করে না ও সৎকর্ম্ম করে না। (ত, শা,)

তেছে তাহাদের জন্য এবং গ্রীবামুক্তি বিষয়ে ও ঋণগ্রস্তের প্রতি ও ঈশ্বরের পথে এবং পথিকদিগের প্রতি বৈ নহে, * ঈশ্বরের নিকট হইতে বিধি হয়, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ৬২। তাহাদিগের মধ্যে উহারা হয় যে তত্ত্ববাহককে ক্লেশ দান করে এবং বলে যে তিনি শ্রোতা, বল, শ্রোতা তোমাদের জন্য কল্যাণ, সে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য বিশ্বাসী হয় এবং তোমাদের যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদের জন্য (ইহা) অনুগ্রহ; যাহারা ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষকে ক্লেশ দান করে তাহাদের জন্য দুঃখকর শাস্তি আছে †। ৬৩। তাহারা তোমাদিগকে প্রসন্ন করিতে তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের যোগে শপথ করে; এবং ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ সম্যক্ উপযুক্ত যে বিশ্বাসী

---

* ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দরিদ্র প্রভৃতিকে দান করাকে "সদকা" বলে। যাহার নিকটে ধন নাই তাহার প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্ব্বাহ হইলেও সে দরিদ্র, যাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব সে নিরুপায়, যাহারা সদকা সংগ্রহ করে তাহারা তৎ সম্বন্ধে কর্ম্মচারী, "যাহাদের মনকে অনুরক্ত করা যাইতেছে" ইহার অর্থ অর্থের প্রলোভনে যাহাদিগকে এস্লাম ধর্ম্মে আকর্ষণ করা যাইতেছে, গ্রীবামুক্তি অর্থাৎ দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তি, ঈশ্বরের পথে ব্যয় করা ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যয় করা। (ত, শা,)

† কপট লোকেরা হজরতকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল যে ইনি বড় কাণ কথা শুনেন। এস্থলে "শ্রোতা" শব্দে সত্য অসত্য সর্ব্বপ্রকার বাক্যের শ্রবণকারী। হজরত গম্ভীর ভাবে সকলের কথা শ্রবণ করিতেন, চঞ্চল না হইয়া শান্তভাবে সত্যাসত্য বিচার করিতেন। সেই নির্ব্বোধেরা ভাবিত যে তিনি কিছুই বুঝিতেছেন না, অবোধ। তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন, এরূপ হওয়া তোমাদের সম্বন্ধে কল্যাণ। অন্যথা তোমরা প্রথমেই ধরা পড়িবে। (ত, শা,)

হইলে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন। ৬৪। তাহারা কি ইহা জ্ঞাত হয় নাই যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের বিরোধী হয় পরে নিশ্চয় তাহার জন্য নরকাগ্নি আছে, তাহাতে সে সর্ব্বদা থাকিবে, ইহাই মহা দুর্গতি। ৬৫। কপট লোকেরা ভয় পায় যে তাহাদের প্রতি বা কোন স্বরা অবতারিত হয় যে তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহার সংবাদ তাহাদিগকে দান করে, বল, তোমরা উপহাস করিতে থাক, তোমরা যাহা ভয় পাইতেছ নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার প্রকাশক। ৬৬। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে প্রশ্ন কর তাহারা অবশ্য বলিবে যে আমরা উপহাস ও ক্রীড়া করি বৈ নহে, তুমি বলিও, ঈশ্বরের প্রতি ও নিদর্শন সকলের প্রতি ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি তোমরা উপহাসকারী আছ। ৬৭। তোমরা ছলনা করিও না, নিশ্চয় তোমরা বিশ্বাস লাভের পর কাফের হইয়াছ, যদি আমি তোমাদের এক দলকে ক্ষমা করি এক দলকে শাস্তি দিব, যেহেতু তাহারা অপরাধী আছে। ৬৮। (র, ৮)

কপট পুরুষ ও কপট নারীগণ তাহারা এক অন্যের (জাতীয়) তাহারা অশুভ কার্য্যে আদেশ করে ও শুভ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে এবং স্বীয় হস্তকে বদ্ধ রাখে; তাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব তিনি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন, নিশ্চয় সেই কপটেরা দুর্বৃত্ত হয়। ৬৯। ঈশ্বর কপট পুরুষ ও কপট নারীগণকে এবং কাফেরদিগকে নরকাগ্নি অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা চিরনিবাসী হইবে, ইহা তাহাদিগের জন্য যথেষ্ট, এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য নিত্য শাস্তি আছে। ৭০। তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহারা শক্তিতে তোমাদিগ অপেক্ষা দৃঢ়তর ছিল ও ধন ও সন্তান বিষয়ে অধিকতর ছিল, অতঃপর তাহারা আপন লভ্য দ্বারা (সংসার

দ্বারা) ফলভোগী হইয়াছিল ; অতএব যেমন তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা স্বীয় লভ্য দ্বারা ফলভোগী হইয়াছে তোমরাও স্বীয় লভ্য দ্বারা ফলভোগী হও, এবং তাহারা যেমন অযথা উক্তি করিয়াছে তোমরা সেইরূপ অযথা উক্তি করিয়াছ ; ইহাদের কার্য্য ইহলোকে ও পরলোকে বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাতেই যে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত। ৭১। তাহাদের পূর্ব্বে নুহীয় ও আদীয় ও সমুদীয় সম্প্রদায় যাহারা ছিল তাহাদের এবং এব্রাহিমের সম্প্রদায় ও মদয়ন ও মুতকেকাতনিবাসীদিগের সংবাদ কি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই ? তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিতপুরুষ স্পষ্ট নিদর্শন সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, পরন্তু ঈশ্বর (এরূপ) ছিলেন না যে তাহাদিগকে অত্যাচার করেন কিন্তু তাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। ৭২। এবং বিশ্বাসি পুরুষ ও বিশ্বাসি নারীগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু. তাহারা শুভ বিষয়ে আদেশ করে ও অশুভ বিষয়ে নিষেধ করে, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, জকাত দান করে, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হয়, তাহারাই, সত্বর ঈশ্বর তাহাদিগকে কৃপা করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর বিজয়ী ও নিপুণ। ৭৩। বিশ্বাসি পুরুষ ও বিশ্বাসি নারীদিগকে ঈশ্বর স্বর্গোদ্যান অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহার নিম্ন দিয়া জল প্রণালী প্রবাহিত হয়, তাহাতে তাহারা চিরনিবাসী হইবে, এবং স্বর্গোদ্যানে নিত্য নিবাসের জন্য পবিত্র স্থান সকল এবং ঈশ্বরের মহা প্রসন্নতা সকল আছে. ইহা সেই মহা চরিতার্থতা হয় । ৭৪। (র, ৯)

হে তত্ত্ববাহক, ধর্ম্মদ্রোহী ও কপট লোকদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিও, ও তাহাদের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিও, তাহাদের স্থান

নরক, এবং (উহা) কুৎসিত স্থান। ৭৩। তাহারা ঈশ্বরের যোগে (নামে) শপথ করে যে তাহা বলে নাই, ও নিশ্চয় তাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতার বাক্য বলিয়াছে, স্বীয় এস্‌লাম ধর্ম্মের পর কাফের হইয়াছে এবং যাহা প্রাপ্ত হয় নাই তৎপ্রতি উদ্যোগ করিয়াছে, * ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ আপন গুণে তাহাদিগকে যে সম্পদ্‌শালী করিয়া ছিলেন তাহারা তাহা যে অগ্রাহ্য করে নাই, অনন্তর যদি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তিত হয় তবে তাহাদের জন্য কল্যাণ, এবং যদি (প্রত্যাবর্ত্তন হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হয় তবে ঈশ্বর ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদিগকে দুঃখজনক দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, এবং পৃথিবীতে তাহাদের জন্য কোন বন্ধু ও সহায় নাই। ৭৬। তাহাদিগের মধ্যে কেহ ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছে যে যদি তিনি স্বীয় কৃপা গুণে আমাদিগকে দান করেন অবশ্য আমরা সদকা দিব এবং অবশ্য সাধু হইব। ৭৭। অনন্তর যখন তিনি তাহাদিগকে আপন গুণে দান করিলেন তখন তাহারা তদ্দ্বারা কৃপণতা করিল ও ফিরিয়া গেল, এবং তাহারা অগ্রাহ্যকারী। ৭৮। অনন্তর তাঁহার সঙ্গে যে দিবস তাহারা সাক্ষাৎ করিবে সে পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের অন্তরে ঈর্ষাকে তাহাদের চিহ্ন করিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে যে তাহারা অঙ্গীকারের অন্যথা করিয়াছে এবং যে অসত্য বলিতেছ তজ্জন্য (ইহা হইল)। ৮৯।

---

* অধিকাংশ কপট লোক অসাক্ষাতে হজরতের নিন্দা করিত, ধরা পড়িলে শপথ করিয়া তাহা অস্বীকার করিত। "তাহারা যাহা প্রাপ্ত হয় নাই তৎপ্রতি উদ্যোগ করিয়াছে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সৈন্যগণের গৃহে সঙ্কীর্ণতা হইয়াছিল, কপট লোকেরা আপন স্থানের সচ্ছলতার জন্য প্রবোচনা করিয়া মোহাজের ও আন্‌সারদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনায়ন করিয়াছিল। (ত, শা,)

ঈশ্বর যে তাহাদের গুপ্ত বিষয় ও তাহাদের পরামর্শ জানিতেছেন, এবং ঈশ্বর যে গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা তাহারা কি জানিতেছে না? । ৮০। যাহারা সদকাতে অনুরাগী বিশ্বাসীদিগের ও যাহারা স্বীয় পরিশ্রম ব্যতীত (কিছু) প্রাপ্ত হয় না তাহাদের দোষ ধরে তাহারা তাহাদিগকে উপহাস করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে উপহাস করেন, তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ৮১। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর কিম্বা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর, যদি সত্তর বার তাহাদের নিমিত্ত ক্ষমা প্রর্থনা কর তথাপি কখন ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না, ইহা এজন্য যে তাহারা ঈশ্বরের ও তাঁহারা প্রেরিত পুরুষের বিদ্রোহী হইয়াছে, ঈশ্বর দুর্ব্বৃত্ত দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৮২। (র, ১০)।

প্রতিপ্রেরিত লোকেরা ঈশ্বরপ্রেরিতের বিরুদ্ধে বসিয়া থাকিতে সন্তুষ্ট হইল এবং ঈশ্বরের পথে আপন সম্পত্তি ও আপন জীবন যোগে সংগ্রাম করিতে অসন্তুষ্ট হইল, এবং পরস্পর বলিল "উষ্ণতার মধ্যে বাহির হইও না;" তুমি বলিও, নরকাগ্নি অত্যন্ত উষ্ণ, যদি তাহারা বুঝিত (এরূপ করিত না)। ৮৩। অতএব উচিত যে তাহারা অল্প হাস্য করে ও অধিক ক্রন্দন করে, যাহা করিতেছিল (ইহা) তাহার বিনিময়। ৮৪। অতঃপর যদি ঈশ্বর তোমাকে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের কোন দলের নিকটে পুনর্ব্বার আনয়ন করেন তবে বাহির হইবার জন্য তাহারা তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিবে, তখন তুমি বলিও তোমরা আমার সঙ্গে কখন বহির্গত হইবে না, এবং আমার সমভিব্যাহারে কখন কোন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না, নিশ্চয় তোমরা বসিতে প্রথম বারে সম্মত হইয়াছ, অতএব পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকদিগের সঙ্গে বসিয়া থাক। ৮৫।

মরিলে তাহাদের কাহার উপরে (হে মোহম্মদ,) তুমি কখন নমাজ পড়িও না, এবং তাহার সমাধির উপর দণ্ডায়মান হইও না; নিশ্চয় তাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিরোধী হইয়াছে, এবং প্রাণত্যাগ করিল ও তাঁহারা দুর্ব্বৃত্ত। ৮৬। তাহাদের সম্পত্তি তাহাদের সন্তান তোমাকে বিস্মিত করিবে না, ইহা ভিন্ন নহে যে ঈশ্বর ইচ্ছা করেন এতদ্দ্বারা পৃথিবীতে তাহাদিগকে শাস্তি দান করেন, তাহাদের প্রাণ বহির্গত হইবে ও তাহারা কাফের থাকিবে। ।৮৭। এবং যখন (এমন) কোন সুরা অবতারিত হয় যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের যোগে সংগ্রাম কর তখন তাহাদের ধনবান্ লোকেরা তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করে এবং বলে আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও যে আমরা উপবিষ্ট লোকদিগের সঙ্গী হই। ৮৮। তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী নারীদিগের সঙ্গে থাকিতে সম্মত, এবং তাহাদের মনের উপর মোহর করা হইয়াছে * পরন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। ৮৯। কিন্তু পেরিতপুরুষ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা আপন সম্পত্তি ও আপন জীবনযোগে সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারা, তাহাদের জন্যই কল্যাণ, এবং ইহারা তাহারা যে মুক্তি পাইবে। ৯০। পরমেশ্বর তাহাদের জন্য স্বর্গোদ্যান প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাহার নিম্নদিয়া জলপ্র[illegible]লী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে, ইহাই মহা কৃতার্থতা। ৯১। (র ১১)

---

* শিলমোহর করিয়া বস্তু সকলকে বন্ধ করা হয়, মনের উপর মোহর করার অর্থ মনে জ্ঞানালোক প্রবেশের পথ বন্ধ করা।

আরাবের ছলনাকারী লোকেরা তাহাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় এজন্য আসিয়াছে * এবং যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তাহারা বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে সত্বর তাহাদের প্রতি দুঃখদ কর শাস্তি উপস্থিত হইবে। ৯২। অশক্ত লোক দিগের প্রতি ও রোগীদিগের প্রতি এবং যাহারা যাহা কিছু ব্যয় করিবে তাহা প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা করিলে কোন সঙ্কট নাই, এবং হিতকারী লোকদিগের প্রতি কোন (আক্রোশের) পথ নাই, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৯৩। + এবং তুমি বাহন দিবে বলিয়া যখন যাহারা তোমার নিকটে উপস্থিত হয়, তুমি বল যাহার উপরে তোমাদিগকে আরোহণ করাইব তাহা প্রাপ্ত হই নাই, (তাহাতে) যাহারা ফিরিয়া যায় এবং এই দুঃখ হেতু যাহাদের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হয় যে কিছুই প্রাপ্ত হয় না যে ব্যয় করে, তাহাদের প্রতি (আক্রোশের) পথ নাই। ৯৪। যাহারা তোমার নিকটে (নিবৃত্ত থাকিবার) অনুমতি প্রর্থনা করে এবং তাহারা ধনবান্, পশ্চাৎস্থিত নারীদিগের সঙ্গে বাস করিতে সম্মত, তাহাদের প্রতি (আক্রোশের) পথ ; ঈশ্বর তাহাদের মনের উপর মোহর করিয়াছেন, অতএব তাহারা বুঝিতেছে না। ৯৫। যখন তোমরা তাহাদের নিকটে (যুদ্ধক্ষেত্রহইতে) ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা তোমাদের নিকটে ছলান্বেষণ করিবে, তুমি বলিও ছলান্বেষণ করিও না, তোমাদিগকে আমরা বিশ্বাস করি না, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন, এইক্ষণ ঈশ্বর ও তাঁহার

---

* "আর্রাব" বা "আরাবী" আরবের অরণ্যনিবাসী উদ্ধত লোক।

প্রেরিতপুরুষ তোমাদের কার্য্য দেখিবেন, অতঃপর তোমরা অন্তর্যামী বিজ্ঞাতার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, তৎপর তিনি তোমরা যাহা করিতেছিলে তাহার সংবাদ দিবেন। ৯৬ যখন তাহাদের নিকটে তোমরা উপস্থিত হইবে তাহাদের হইতে তোমাদের বিমুখ হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা ঈশ্বরযোগে তোমাদের জন্য শপথ করিবে, অতএব তোমরা তাহাদিগহইতে মুখ ফিরাও, নিশ্চয় তাহারা অপবিত্র এবং তাহাদের স্থান নরক, তাহারা যাহা করিতেছে তাহার প্রতিশোধ আছে। ৯৭। তোমাদের জন্য শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, পরন্তু যদি তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক তবে নিশ্চয় ঈশ্বর পাষণ্ডদলের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন। ৯৮। আরাবী লোকেরা অত্যন্ত ধর্ম্মবিদ্রোহী ও কপট, ঈশ্বর আপন প্রেরিতপুরুষের প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহার সীমা সকল (বিধি সকল) তাহাদের অবগত হওয়া বিধেয়, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ৯৯। আরাবীদিগের কেহ আছে যে সে যাহা ব্যয় (দান) করে তাহা দণ্ড মনে করিয়া থাকে এবং তোমাদের সম্বন্ধে বিপদ্‌কে প্রতীক্ষা করে, তাহাদের প্রতিই কুৎসিত বিপদ; ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১০০। আরাবীদিগের কেহ আছে যে ঈশ্বরে ও অন্তিম দিবসে বিশ্বাসী হইয়াছে এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে পরমেশ্বরের সান্নিধ্য ও প্রেরিতপুরুষের শুভাশীর্ব্বাদের (কারণ) মনে করে; জানিও তাহাদের জন্য সান্নিধ্য বটে, সত্বর পরমেশ্বর তাহাদিগকে স্বীয় দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাইবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১০১। (র,১২)

পূর্ব্বিতন প্রথম মোহাজের ও আন্‌সারগণ এবং যাহারা সৎকার্য্যে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে *ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রসন্ন

* বদরের যুদ্ধ পর্য্যন্ত যাহারা মোসলমান হইয়াছিল তাহারা পূর্ব্বতন,

এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি তাহাদের নিমিত্ত স্বর্গোদ্যান সকল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার নিম্নে জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা নিত্যস্থায়ী, ইহাই মহা কৃতার্থতা। ১০২। এবং যাহারা তোমাদের প্রতিবেশী তাহাদের মধ্যে কপট আরাবী আছে ও মদিনা নিবাসী আছে, কপটতাতে সংলিপ্ত, তুমি তাহাদিগকে জান না, আমি তাহাদিগকে জ্ঞাত আছি, সত্বর আমি তাহাদিগকে দুই বার শাস্তি দান করিব, তৎপর তাহারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে *। ১০৩। অপর লোক আছে যে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, তাহারা ভাল কর্ম্ম ও অন্য মন্দ মিশ্রিত করিয়াছে, শীঘ্রই ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১০৪। তাহাদের সম্পত্তিহইতে তুমি দাতব্য গ্রহণ কর, তাহাতে তদ্দ্বারা তুমি তাহাদিগকে (বাহ্যে) পবিত্র করিবে ও (অন্তরে) তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবে † এবং তাহাদের প্রতি শুভ প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তোমার শুভ প্রার্থনা তাহাদের জন্য শান্তির (কারণ) ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১০৫। তাহারা কি জানে না যে ঈশ্বর সেই, যে স্বীয় দাসদিগের প্রত্যাবর্ত্তন গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, ও সদকা সকল গ্রহণ করেন এবং পরমেশ্বর সেই, যে প্রত্যাবর্ত্তনকারী ও দয়ালু। ১০৬। তুমি বলিও, তোমরা

অবশিষ্ট লোকেরা তাহাদের অনুবর্ত্তী। (ত, শা)

* অর্থাৎ পৃথিবীতে ক্লেশের পর ক্লেশ পাইবে, পুনর্ব্বার পরলোকে শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। (ত, শা)

† যেমন কাহার কাহার প্রতি আক্রোশ হইয়াছিল যে চিরকালের জন্য তাহাদের দাতব্য গৃহীত হইবে না, ইহাঁদের প্রতি তাহা হয় নাই। (ত, শা)

অনুষ্ঠান কর, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ এবং বিশ্বাসিগণ তোমাদের অনুষ্ঠান সকল অবশ্য দেখিবেন; এবং অবশ্য তোমরা অন্তর্বহির্বিজ্ঞাতার দিকে ফিরিয়া আসিবে, তৎপর যাহা করিতেছিলে তিনি তোমাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন। ১০৭। অন্য লোকেরা ঈশ্বরের আজ্ঞার নিমিত্ত অবকাশ পাইবে * হয় তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দান করিবেন, কিম্বা তাহাদিগের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ১০৮। এবং যাহারা প্রপীড়ন ও বিদ্রোহাচরণ এবং বিশ্বাসীদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন নিমিত্ত এবং যাহারা পূর্ব্বে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের জন্য মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহারা অবশ্য শপথ করিবে যে আমরা কল্যাণ ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা করি নাই, এবং ঈশ্বর সাক্ষ্যদান করিতেছেন যে নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী †। ১০৯। তুমি কখন (হে মোহম্মদ,) তন্মধ্যে

---

* যে কয়েক শ্রেণীর কপট পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা পাপ স্বীকার করিত তাহাদিগের কাহাকে কাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য পঞ্চাশ দিন অবকাশ দেওয়া হইত, এই সময়ে হজরত ও অপর মোসলমানেরা তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন না, তাহাদের ভার্য্যাগণ স্বতন্ত্র থাকিত, বিশেষ আত্মগ্লানি হইলে তাহাদের জন্য ক্ষমা হইত। (ত, শা)

† হজরত মক্কাহইতে প্রস্থান করিয়া মদিনা নগরের প্রান্তবর্ত্তী কবা নামক স্থানে প্রথম উপস্থিত হন, চতুর্দ্দশ দিবস তথায় বাস করেন, সেই সময়ে মস্‌জেদকবার ভিত্তি স্থাপিত হয়, হজরতের উপাসনার জন্য মদিনা প্রদেশে এই প্রথম ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মিত হয়। তিনি সপ্তাহে একদিন সেই মন্দিরে যাইয়া সদলে উপাসনা করিতেন। তখন উক্ত পল্লীস্থ কোন কোন কপট লোক ইচ্ছুক হয় যে তাহার পার্শ্বে অন্য মস্‌জেদ নির্ম্মাণ ও হজরতের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে এক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করে। আবুআমর নামক একজন পৌত্তলিক পুরোহিত যে পূর্ব্বে এসলাম ধর্ম্মের

দণ্ডায়মান হইও না, প্রথম দিবসে ধর্ম্মভাবে যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে অবশ্য তাহা উপযুক্ত যে তাহার মধ্যে তুমি দণ্ডায়মান হও, তন্মধ্যে যে পুরুষ সকল আছে তাহারা নির্ম্মল হইতে ভাল বাসে, এবং নির্ম্মল লোকদিগকে প্রেম করে। ১১০। পুনশ্চ যে ব্যক্তি ঈশ্বরভয় ও (তাঁহার) প্রসন্নতার উপরে স্বীয় অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করিল উত্তম? না যে ব্যক্তি নদীভগ্ন নরকাগ্নিতে পতনপ্রায় তীর ভূমিতে স্বীয় অট্টালিকার ভিত্তি-স্থাপন করিল? ঈশ্বর অত্যাচারিদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ১১১। তাহাদের অট্টালিকা সর্ব্বদা থাকিবে যাহা সন্দেহরূপে তাহাদের অন্তরে তাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদের অন্তঃকরণ খণ্ড খণ্ড হইবে বৈ নহে, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ *। ১১২। (র, ১৩)

নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসিগণহইতে তাহাদের জীবন ও তাহাদের সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন, কেন না তাহাদের জন্য স্বর্গলোক হইবে, তাহারা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করে, অতএব তাহাদের প্রতি নিহত হইব ও নিহত করিব এই অঙ্গীকার তওরয়তে ও ইঞ্জিলে এবং কোরাণে সত্য, এবং কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে স্বীয়

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল তাহাকে মণ্ডলীর দলপতি ও সেই মস্‌জেদের আচার্য্য নিযুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। মস্‌জেদ নির্ম্মাণ হইলে হজরত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে একদিন সেই মন্দিরে উপাসনা করিয়া মণ্ডলী স্থির করেন, কপটাদিগের প্রতারণা বুঝিতে পারেন নাই। তাহারা বলিল বতুকের সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা সেখানে নমাজ পড়িব ও পরে নগরে প্রবেশ করিব। পরমেশ্বর পূর্ব্বেই তাহাদের প্রতারণার সংবাদ দিলেন এবং কবামস্‌জেদ সংক্রান্ত মণ্ডলীর প্রশংসা করিলেন। সকলে যেন সাবধান হয় অনেকের বাহিরে তপস্যা ও ধার্ম্মিকতা, অন্তরে ঘোর সাংসারিকতা ও নিকৃষ্ট ভাব। (ত, শা,)

† অর্থাৎ এই দুষ্কর্ম্মের ফল এই হইল যে সর্ব্বদা তাহাদের মনে কপটতা থাকিবে এ স্থলে "সন্দেহ" শব্দে কপটতা। (ত, শা,)

অঙ্গীকার অধিক পূর্ণকারী? অতএব তাঁহাতে তোমরা যাহা বিক্রয় করিয়াছ আপনাদের সেই বিক্রয়ে সন্তুষ্ট থাক, এবং ইহা সেই মহাচরিতার্থতা। ১১৩। প্রত্যাবর্ত্তনকারী (পাপ-হইতে নিবৃত্ত ব্যক্তি) তাপস স্তাবক (ধর্ম্মপথে) পর্য্যটক রকুকারক নমস্কার কারক শুভকার্য্যের অনুজ্ঞাদাতা অশুভ কার্য্যের নিষেধকারী এবং ঐশ্বরিক বিধি সকলের রক্ষক হয়, তুমি বিশ্বাসীদিগকে (এই) সুসংবাদ দান কর; ১১৪। নিশ্চয় তাহারা (অংশিবাদিগণ) নরকলোক নিবাসী (ইহা) তাহাদের (বিশ্বাসীদের) জন্য প্রকাশিত হওয়ার পর যদ্যপি স্বগণও হয় তথাপি অংশিবাদীদিগের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা তত্ত্ববাহক ও বিশ্বাসী-দিগের নিমিত্ত (উচিত) নয়। ১১৫। স্বীয় পিতার জন্য তাহার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করা হইয়াছিল সেই অঙ্গীকারের কারণ ব্যতীত এব্রাহিমের ক্ষমা প্রার্থনা ছিল না, পরে যখন তাহার প্রতি প্রকাশিত হইল যে সে ঈশ্বরের শত্রু তখন সে তাহা হইতে পরাঙ্‌মুখ হইল, নিশ্চয় এব্রাহিম শান্ত ও দুঃখিত ছিল *। ১১৬। ঈশ্বর এরূপ নহেন যে কোন জাতিকে তাহার প্রতি পথ প্রদর্শনের পর পথভ্রান্ত করেন, এতদূর যে যাহা ছাড়িতে হইবে তাহাদের জন্য তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন. নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ১১৭। নিশ্চয় পরমেশ্বরের জন্য স্বর্গ ও পৃথিবী রাজ্য, তিনি প্রাণ দান ও প্রাণ হরণ করেন, ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের

---

* কোরাণে যে উল্লিখিত হইয়াছে মহাপুরুষ এব্রাহিম স্বীয় পিতার নিমিত্ত ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, তাহাতেই হজরতের মনে ইহা উদয় থাকিবে এবং মোসল-মানেরাও ইচ্ছুক ছিল যে স্বজনদিগের সম্বন্ধে প্রার্থনা করে, তাহা নিষিদ্ধ হইল, বুঝা যাইতেছে যে অংশিষ্ঠ ক্ষমার যোগ্য নহে। (ত, শা,)

নিমিত্ত বন্ধু ও সহায় নাই। ১১৮। নিশ্চয় ঈশ্বর তত্ত্ববাহকের প্রতি ও মোহাজ্বের ও আনসারদিগের যাহারা সঙ্কটের সময়ে তাহাদের একদলের অন্তর স্খলিত হওয়ার উপক্রমের পর, তাহার অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি প্রত্যাগত, পুনর্ব্বার তাহাদের প্রতি প্রত্যাগত, নিশ্চয় তিনি তাহাদের সম্বন্ধে ক্ষমাশীল ও দয়ালু *। ১১৯। + এবং যাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছিল সেই তিন ব্যক্তির প্রতি (প্রত্যাগত,) যখন বিস্তৃতি সত্ত্বে ভূমি তাহাদের প্রতি সঙ্কীর্ণ পর্য্যন্ত হইল এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের জীবন সঙ্কীর্ণ হইল, ও তাহারা মনে করিল ঈশ্বর হইতে আশ্রয় নাই, তাহার প্রতি (গমন) ব্যতীত, তৎপর ঈশ্বর তাহাদের প্রতি ফিরিয়া আসিলেন, তাহাতে তাহারাও ফিরিয়া আসিল, নিশ্চয় ঈশ্বর, তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকারী দয়ালু †। ১২০। (র, ১৪)

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরকে ভয় করিও এবং সত্যবাদীদিগের সঙ্গে থাকিও। ১২১। মদিনানিবাসীদিগের ও তাহাদের প্রতিবেশী আরবীদিগের জন্য (উচিত) নয় যে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ হইতে পশ্চাদ্গমন করে ও তাহার জীবন অপেক্ষা আপন জীবনের প্রতি অধিক অনুরাগী হয়, ইহা এজন্য হয় যে ঈশ্বরের পথে তৃষ্ণা ক্লেশ ক্ষুধা যেন তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হয় এবং সেই স্থানে যাইতে না হয় যথা কাফেরদিগকে প্রকোপিত করিতে

---

* মোহাজ্বের ও আনসারদিগকে মনের উদ্বেগ হইতে রক্ষা করা হইল, দুইবার বলা হইল "প্রত্যাগত" "পুনঃ প্রত্যাগত"। (ত শা,)

† মোহাজ্বের অনসারদিগের সঙ্গে তিন জন লোক ছিল যে তাহাদের উপর পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত ভয়ানক বিপদ গিয়াছিল, সেই তিন ব্যক্তি সত্যকথা বলিয়া রক্ষা পাইয়াছিল। (ত শা,)

হয়, ও তাহাদের জন্য সদনুষ্ঠানের কারণে লিপি হওয়া ব্যতীত শত্রু হইতে কোন প্রাপ্য তাহারা প্রাপ্ত হয় না, নিশ্চয় পরমেশ্বর সৎকর্ম্মশীলদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না। ১২২। + এবং তাহাদের জন্য লিপি হওয়া ব্যতীত তাহারা কোন অল্প ও অধিক দান দেয় না, এবং কোন অরণ্য অতিক্রম করে না, তাহাতে ঈশ্বর তাহারা যাহা করিতেছ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরস্কার তাহাদিগকে দান করিবেন। ১২৩। বিশ্বাসিগণ (সক্ষম) ছিল না যে সকলে বহির্গত হয়, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়হইতে তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি কেন বহির্গত হইল না যে যেন ধর্ম্মেতে জ্ঞানবান্ হয়, যেন আপন দলকে ভয় প্রদর্শন করে, যখন তাহারা (যুদ্ধ হইতে) তাহাদের নিকটে ফিরিয়া আসিবে হয়তো তাহারা নিবৃত্ত থাকিবে *। ১২৪। (র, ১৫)

হেবিশ্বাসিগণ, কাফেরদিগের যাহারা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয় ও তোমাদিগের মধ্যে সঙ্কট প্রাপ্ত হইতে চাহে তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর, জানিও যে ঈশ্বর ধর্ম্মভীরুদিগের সঙ্গে আছেন। ১২৫। এবং যখন কোন সুরা অবতারিত হয় তখন তাহাদের মধ্যে কেহ বলে ইহা তোমাদের কাহার সম্বন্ধে ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছে? কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদের ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহারা আনন্দিত আছে। ১২৬। কিন্তু যাহাদের অন্তরে রোগ, পরে তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদিগের বিকারের দিকে বিকার বৃদ্ধি করিয়াছে, এবং তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী

---

* অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তির উচিত যে প্রেরিতপুরুষের নিকটে থাকিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করে এবং পরবর্ত্তী লোকদিগকে শিক্ষা দেয়। এই ক্ষণ সংবাদবাহক বিদ্যমান নাই, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বিদ্যমান। (ত, শা,)

(অবস্থায়) প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ১২৭। তাহারা কি দেখিতেছে না যে তাহারা প্রতিবৎসর একবার বা দুইবার বিপন্ন হয়? পরে (পাপ হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হয় না এবং তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না *। ১২৮। এবং যখন কোন সুরা অবতারিত হয়, তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টি করে, কেহ কি তোমাদিগকে দেখিয়াছে যে পরে ফিরিয়া যাইতেছ? ঈশ্বর তাহাদের অন্তরকে ফিরাইয়াছেন, যেহেতু তাহারা নির্ব্বোধ দল। ১২৯। নিশ্চয় (হে মোসলমানগণ,) তোমাদের জাতি হইতে তোমাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ আসিয়াছে, তোমাদিগের ক্লেশ তাহার প্রতি অসহ্য, সে তোমাদের প্রতি অনুরাগী, বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে কৃপাযুক্ত ও দয়ালু। ১৩০। অনন্তর যদি তাহারা ফিরিয়া আইসে তবে তুমি বলিও আমার জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তাঁহার প্রতি আমি নির্ভর করিয়াছি এবং তিনি মহা সিংহাসনের প্রভু। ১৩১। (র, ১৬)

• "তাহারা নিবৃত্ত থাকিবে" ইহার অর্থ যে সকল কার্য্যে ভয় প্রদর্শন করা হইবে সেই সকল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবে।

* প্রায়ই যুদ্ধাদির সময়ে কপটলোক ধরা পড়ে। (ত, শা,)

সুরার শিরোভাগে ও তফসিরে যে আয়ত সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে, কোন কোন সুরায় তাহার দুই একটি আয়ত গণনায় ন্যূনাধিক হইতেছে, এই সুরাতে ১২৯ আয়তস্থলে ১৩১ হইল।

সুর এরাফ।

সপ্তম অধ্যায়।

২০৬ আয়ত, ২৪ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১) *
(আলম্মস ২)

এই গ্রন্থ তোমার নিকটে অবতারিত হইয়াছে, অতএব এতদ্দারা ভয় প্রদর্শন করিতে ও বিশ্বাসীদিগকে উপদেশ দিতে তোমার অন্তরে যেন ইহা হইতে সঙ্কোচ না হয়। ৩। তোমাদের প্রতিপালক হইতে (হে লোক সকল,) তোমাদিগের নিকটে যাহা অবতারিত হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য বন্ধুদিগের অনুসরণ করিও না, তোমরা উপদেশ অল্প গ্রাহ্য করিয়া থাক। ৪। বহু গ্রামকে আমি বিনাশ করিয়াছি, তৎসকলের প্রতি রাত্রিতে কিম্বা তাহাদের মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাবস্থায় আমার শাস্তি উপস্থিত হইয়াছে †। ৫। পরে

---

* মক্কানগরে এই সুরার আবির্ভাব হয়।

এই সুরার আদি আয়ত "আলম্মস"। ইহা কোরাণের নাম অথবা এই সুরার নাম কিম্বা ঈশ্বরের নাম বিশেষকে লক্ষ্য করে। [বিশেষ বিশেষ অক্ষর বিশেষ বিশেষ অর্থপ্রকাশক।

† রজনীতে লূতীয় সম্প্রদায়ের উপর মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাবস্থায় শোআয়বীয় সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি উপস্থিত হইয়াছিল। "এই দুই সময়ে শাস্তির বিশেষত্ব এই

যখন তাহাদের প্রতি আমার শাস্তি উপস্থিত হইল, "নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী" ইহা বলা ভিন্ন তাহাদের অন্য উক্তি ছিল না। ৬। অনন্তর অবশ্য আমি যাহাদিগের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রশ্ন করিব এবং অবশ্য প্রেরিতদিগকে প্রশ্ন করিব। ৭। + অবশেষে জ্ঞান সহকারে তাহাদের নিকটে বিবরণ বলিব, যেহেতু আমি দূরাস্থিত ছিলাম না। ৮। সেই দিনকার তুল করা ঠিক, যাহাদের পাল্লা (সাধুতায়) গুরুভার হইবে সেই তাহারাই মুক্তিলাভকারী। ৯। এবং যাহাদের পাল্লা লঘু ভার হইবে তাহারা সেই লোক যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া আপনাদের জীবনের অনিষ্ট করিয়াছে *। ১০। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থান দিয়াছি এবং তোমাদের জন্য এই স্থানে উপজীবিকা উৎপাদন করিয়াছি, তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা দান কর। ১১। (র, ১)

নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তৎপর তোমাদের

যে, উহা সুখ আরামের সময়, তখন শাস্তির চিন্তা মনে স্থান পাইতে পারে না। যেমন আকস্মিক সম্পদ্ অত্যন্ত সুখজনক তদ্রূপ আকস্মিক বিপদ্ অতিশয় কষ্টজনক। (ত, হো,)

* প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্য লিখিত হইয়া থাকে, সেই কার্য্যের পরিমাণই উপযুক্ত যাহা ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী ন্যায় ও প্রেমানুসারে যথাস্থানে কৃত হয়, তাহারই পাল্লা গুরুভার হয়। যে কার্য্য বিধি অনুযায়ী করা হয় নাই ও যথাস্থানে কৃত হয় নাই তাহার তুল লঘু হইয়া থাকে। পরকালে কার্য্য সকলের তুল হইবে, যাহার সৎকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম অপেক্ষা গুরুভার হইবে তাহার সেই পাপকর্ম্ম ক্ষমা করা যাইবে। যাহার দুষ্কর্ম্মের ভার অধিক হইবে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে। (ত, শা,)

মূর্ত্তি গঠন করিয়াছি * অনন্তর দেবতাদিগকে বলিয়াছিলাম যে আদমকে প্রণাম কর, তাহাতে শয়তান ব্যতীত (সকলে) প্রণাম করিয়াছিল, সে প্রণামকারীদিগের (একজন) হইল না। ১২। (ঈশ্বর) জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি যখন তোমাকে আজ্ঞা করিলাম তখন প্রণাম করিতে কিসে তোমাকে বারণ করিল?" সে বলিল "আমি তাহা অপেক্ষা উত্তম, তুমি আমাকে অগ্নিদ্বারা ও তাহাকে মৃত্তিকাদ্বারা সৃজন করিয়াছ"। ১৩। তিনি বলিলেন "তুমি এস্থান হইতে নিম্নে চলিয়া যাও, যেহেতু এখানে অহঙ্কার করা তোমার জন্য (উচিত) নয়, অতএব বাহির হও, নিশ্চয় তুমি নিকৃষ্টদিগের (একজন)"। ১৪। সে বলিল "উত্থাপনের দিন পর্য্যন্ত আমাকে অবকাশ দেও"। ১৫। তিনি বলিলেন "নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদিগের (একজন)। ১৬। সে বলিল" যেমন তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করিলে আমিও তাহাদিগের জন্য তোমার সরলপথে অবশ্য বসিয়া থাকিব †। ১৬। + অতঃপর তাহাদের সম্মুখ হইতে ও তাহাদের পশ্চাৎ হইতে ও তাহাদের দক্ষিণ হইতে এবং তাহাদের বাম হইতে অবশ্য আমি তাহাদের নিকটে আসিব, এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ প্রাপ্ত হইবে না"। ১৭। তিনি বলিলেন "এস্থান হইতে তুমি লাঞ্ছিত ও তাড়িত অবস্থায় বাহির হও, তাহাদের যে ব্যক্তি নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করিবে, অবশ্য আমি একযোগে তোমাদিগের দ্বারা নরক পূর্ণ করিব। ১৮। হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী স্বর্গেতে বাস

---

* "তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি" অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি।

† অর্থাৎ আমিত বিভ্রান্ত হইলাম, মনুষ্যদিগকেও পথভ্রান্ত করিব। (ত, শা,)

করিতে থাক, এবং যথা হইতে তোমাদের ইচ্ছা হয় ভক্ষণ কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটে যাইওনা, তাহা হইলে তোমরা অত্যাচারী হইবে। ১৯। অনন্তর শয়তান তাহাদের উভয়ের লজ্জাকর অঙ্গ তাহাদিগহইতে যে গুপ্ত ছিল তাহাকে ব্যক্ত করিতে তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল, এবং বলিল যে "তোমাদের পরমেশ্বর তোমাদের দেবতা অথবা (এখানে) চিরনিবাসী হওয়া ব্যতীত এই বৃক্ষ বিষয়ে তোমাদিগকে নিবারণ করেন নাই" *। ২০। সে তাহাদের দুই জনের জন্য শপথ করিয়া বলিল যে নিশ্চয় আমি তোমাদের উপদেশকদিগের (একজন) +। ২১। অনন্তর সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনাতে ফেলিল, যখন তাহারা সেই বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করিল তখন তাহাদের গুপ্ত অঙ্গ তাহাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল ও তাহারা তদুপরি স্বর্গীয় তরুর পত্র সকল আচ্ছাদন করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে "এই বৃক্ষ সম্বন্ধে আমি কি তোমাদিগকে নিষেধ করি নাই? এবং আমি কি বলি নাই যে শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু?" ।২২। তাহারা বলিল "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি দয়া না কর অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব"। ২৩। তিনি বলিলেন "তোমরা নামিয়া

---

* স্বর্গে মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন ছিল না, আদম হবার অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল, তাহা কখন উন্মোচিত হইত না, যেহেতু উন্মোচন করার প্রয়োজন ছিল না, তজ্জন্য তাঁহারা আপনাদের গুপ্ত অঙ্গের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না। যখন তাঁহারা নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে অপরাধী হইলেন তখন মানবীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন, আপনাদের কার্য্য বুঝিলেন এবং গুপ্ত অঙ্গ দেখিতে পাইলেন। (ত, শা,)

যাও, তোমরা পরস্পর শত্রু, ও ভূতলে তোমাদের অবস্থিতি এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত ফলভোগ হইবে"। ২৪। তিনি বলিলেন "তথায় বাঁচিবে ও তথায় মরিবে এবং তথা হইতে নিষ্কাশিত হইবে"। ২৫। (র, ২)

হে আদমসন্তানগণ, তোমাদের প্রতি আমি সেই বস্ত্র যাহা তোমাদের গুপ্ত অঙ্গকে আবৃত করিতেছে ও সুশোভন বস্ত্র অবতারণ করিয়াছি, এবং বৈরাগ্যের বস্ত্র (অবতারণ করিয়াছি) ইহা উৎকৃষ্ট, ইহা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের (অন্তর্গত) ভরসা যে তাহারা উপদেশ লাভ করিবে *। ২৬। হে আদমসন্তানগণ, তোমাদের পিতা মাতাকে যেমন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের গুপ্ত অঙ্গ প্রদর্শন করিতে তাহাদিগহইতে

এরূপ ছিল যে স্বর্গবাসিগণ আদম হবার গুপ্ত অঙ্গ দেখিতে পাইতেন না। আদম হবাও পরস্পরের অঙ্গ দৃষ্টি করিতেন না। কথিত আছে যে ঈশ্বর তাঁহাদের গুপ্ত অঙ্গের উপর আচ্ছাদন রাখিয়া দিয়াছিলেন। শয়তান জানিত যে ঈশ্বরের অবাধ্যতাচরণ করিলেই তাঁহাদের অঙ্গ হইতে আবরণ উন্মুক্ত হইবে। অতএব সে চাহিল যে তাঁহাদিগকে পাপগ্রস্ত করিয়া উলঙ্গ করে, তাহা হইলে দেবতাদের নিকটে তাঁহারা লজ্জা পাইবে। তজ্জন্য কুমন্ত্রণা দানে তাঁহাদিগকে ভুলাইতে আরম্ভ করে। আদম স্বর্গকে বিশেষ সুখের স্থান ভাবিয়া তথায় চিরকাল থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে শয়তান এই চক্রান্ত করে। এই কুমন্ত্রণায় পড়িয়াও তিনি কলঙ্কক্ষণে বিলম্ব করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ শত্রু স্বর্গীয় বস্ত্র তোমাদের অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়াছে, তৎপর আমি পৃথিবীতে বস্ত্র নির্ম্মাণ প্রণালী তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি। এইক্ষণ সেই পরিচ্ছদ পরিধান কর যাহাতে বৈরাগ্যভাব আছে। অর্থাৎ পুরুষে রেশমী কাপড় পরিবে না এবং দামন (বস্ত্রাঞ্চল) দীর্ঘ করিবে না। যাহা নিষিদ্ধ হইল তাহারা তাহা হইতে বিরত থাকিবে। এবং স্ত্রীলোকেরা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিবে না। এবং আপন সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবে না। (ত, শা,)

তাহাদের বস্ত্র উন্মোচন করিয়াছে তদ্রূপ শয়তান তোমাদিগকেও যেন বিপাকে না ফেলে, নিশ্চয় সে ও তাহার দল যে স্থান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে না পাও তোমাদিগকে দেখিয়া থাকে, * নিশ্চয় আমি শয়তানকে অবিশ্বাসী লোকদিগের বন্ধু করিয়াছি। ২৭। এবং তাহারা যখন দুষ্ক্রিয়া করে তখন বলিয়া থাকে "আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আমরা এবিষয়ে প্রাপ্ত হইয়াছি;" তুমি বল, নিশ্চয় ঈশ্বর দুষ্কর্ম্মে আদেশ করেন না, যাহা তোমরা জ্ঞাত নহ ঈশ্বরের প্রতি কি তাহা বলিতেছ? † ২৮। বল, আমার প্রতিপালকের আজ্ঞা ন্যায়যুক্ত, তোমাদের মুখমণ্ডলকে প্রত্যেক নমস্কারভূমির নিকটে স্থাপন কর ও তাঁহার জন্য ধর্ম্মের বিশোধনকারী হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা কর। ২৯। যদ্রূপ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ পুনর্ব্বার তোমরা হইবে। ৩০। তিনি এক দলকে পথ প্রদর্শন করিলেন এবং এক দলকে (এরূপ করিলেন) যে তাহাদের প্রতি বিপথ গমন উপযুক্ত হইল, নিশ্চয় তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শয়তান সকলকে বন্ধু গ্রহণ করিল, ও মনে করিতেছিল যে তাহারা সুপথ গামী ৩১। হে আদমসন্তানগণ, প্রত্যেক মস্জেদের নিকটে তোমরা স্বীয় শোভা গ্রহণ করিও এবং ভোজন

---

* অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া শয়তান তোমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না, তোমরা স্থূল দেহধারী, সে তোমাদিগকে দেখিতে পায়। অতএব ঈদৃশ শত্রু হইতে তোমাদের সাবধান থাকা উচিত। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা শয়তান কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছে, পুনর্ব্বার পিতার প্রমাণ কেন উপস্থিত করিতেছ? (ত, শা,)

পান করিও, অমিতাচার করিও না, নিশ্চয় তিনি অমিতাচারীকে প্রেম করেন না। * । ৩১। (র, ক)

বল, ঈশ্বরের সেই শোভাকে যাহা তিনি আপন দাসদিগের জন্য বাহির করিয়াছেন এবং শুদ্ধ উপজীবিকা সকলকে কে অবৈধ করিল? বল, তাহা পার্থিব জীবনে বিশ্বাসিদিগের জন্য, শুদ্ধ (তাহাদের জন্য) সমুত্থানের দিন, এইরূপ যাহারা জ্ঞান রাখে সেই দলের জন্য নিদর্শন সকল বিস্তারিত বর্ণন করি †।

---

* স্বীয় শোভা অর্থাৎ আপন পরিচ্ছদ নমাজের সময় ধারণ করা বিধি। তখন পুরুষের কটিদেশ হইতে জানু পর্যান্ত এবং নারীর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত থাকা আবশ্যক। কিন্তু দাসীর জানুর নিম্ন ও করতলের উপর অনাবৃত থাকিলে দোষ নাই। যে সূক্ষ্ম বসনের ভিতর দিয়া শরীর এবং রোম নয়ন গোচর হয় তাহা পরিধান নিষিদ্ধ, এবং এই আদেশ হইল যে অসৎ কর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিবে না। (ত, শা,)

† অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিও না। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার পান ভোজন বৈধ। যে সকল সামগ্রী মোসলমানের জন্য সৃজিত হইয়াছে পৃথিবীতে কাফেরগণও তাহার অংশী। পরলোকের সুখ কেবল বিশ্বাসী দিগের জন্য। (ত, শা,)

যে মস্‌জেদে নমাজ পড়িবে বা তাহা প্রদক্ষিণ করিবে, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেই উত্তম ও শুদ্ধ পরিচ্ছদ ধারণ করিবে। কেহ কেহ বলেন শোভা গ্রহণ করার অর্থ শ্মশ্রু বিন্যাস করা। কোন এমাম বলিয়াছেন এস্থানে আন্তরিক শোভার কথা হইয়াছে বাহ্যিক নয়, অর্থাৎ প্রেম বিনয় ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রেম বিনয়াদি এক বিশেষ স্থানের জন্য নয়, প্রত্যেক স্থান ও মস্‌জেদের জন্য আবশ্যক। কশ্‌ফোল আসার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে এস্থানে বাহ্যজ্ঞানের ভাষায় শোভার অর্থ আচ্ছাদনদ্বারা লজ্জা নিবারণ করা, তত্ত্বজ্ঞানের ভাষায় প্রার্থনা ও দীনতার জন্য মনের একাগ্রতা। "ঈশ্বর অমিতাচারীদিগকে প্রেম করেন না" তাহারাই অমিতাচারী যাহারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলেও ভক্ষণ করে। কুশ্‌ফোল্‌কলুব গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে দিনে দুইবার করিয়া আহার করাই

৩৩। বল, আমার প্রতিপালক দুষ্ক্রিয়া সকলের যাহা ব্যক্ত ও যাহা গুপ্ত * ও অন্যায় অবাধ্যতা এবং যাহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত হয় নাই তাহাকে যে তোমরা ঈশ্বরের অংশী কর এবং যাহা জ্ঞাত নহ ঈশ্বর সম্বন্ধে যে তাহা বল ইহা ব্যতীত অবৈধ করেন নাই। ৩৪। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল আছে, † যখন তাহাদের নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হয় তাহারা এক দণ্ড বিলম্ব করে না, সত্বরও হয় না। ৩৫। হে আদমের সন্তানগণ, যদি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষগণ আগমন করে ও আমার নিদর্শন সকল তোমাদের প্রতি বর্ণন করে তাহাতে যাহারা ধর্ম্ম-ভীরু হইবে ও সৎকর্ম্ম করিবে তাহাদের প্রতি ভয় নাই, তাহারা শোকার্ত্ত হইবে না। ৩৬। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে এই তাহারাই নরকাগ্নির অধিবাসী, তাহারা তথায় সর্ব্বদা থাকিবে। ৩৭। ঈশ্বরের প্রতি যাহারা অসত্য বন্ধন করিয়াছে ও তাঁহার নিদর্শন সকলের সম্বন্ধে অসত্য বলিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি সমধিক অত্যাচারী? এই তাহারা, গ্রন্থ হইতে তাহাদের লভ্য প্রাপ্ত হইবে, ‡ সে পর্য্যন্ত

অমিতাচারিতা। অনেক প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যাহা ইচ্ছা তাহা ভোগ করাই অমিতাচারিতা। ভোজন পানের চিন্তাতে যাহার সমুদায় শক্তি ব্যয়িত হয় সেই ব্যক্তিই নরাধম। মহাত্মা অবদোল্লাআন্সারি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের অনভিপ্রেতরূপে যাহা ব্যয় করা হয় তাহাই অমিতাচারিতা। (ত, হো).

* এস্থানে দুষ্ক্রিয়ার অর্থ ব্যভিচার।

† বিশ্বাসীদিগের পুনর্জীবন ও অবিশ্বাসীদিগের শাস্তি প্রাপ্তির কাল।

‡ এস্থানে গ্রন্থ শব্দে ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ গ্রন্থ, অথবা পরমেশ্বর দত্ত পুরস্কার

যখন আমার প্রেরিতগণ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে, তাহাদের প্রাণ হরণ করিবে ও বলিবে "তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে আহ্বান করিতেছিলে তাহারা কোথায় ?" তখন তাহারা বলিবে "আমাদের নিকট হইতে তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে," এবং তাহারা আপন জীবন সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবে যে নিশ্চয় তাহারা কাফের ছিল। ৩৮। (ঈশ্বর) বলিবেন তোমাদের পূর্ব্বে যে সকল দানব ও মানব নরকাগ্নিতে চলিয়া গিয়াছে, সেই দলে তোমরা প্রবেশ কর, যখন এক দল প্রবেশ করিবে তখন আপন ভগিনীকে অভিসম্পাত করিবে, তথায় সকলের পরস্পর একত্রিত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী দল তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দলের সম্বন্ধে বলিবে যে "হে আমাদের প্রতিপালক, তাহারা আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছে, অতএব তুমি তাহাদিগকে নরকাগ্নির দ্বিগুণ শাস্তি দান কর" *। ৩৯। ঈশ্বর বলিবেন "প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা বুঝিতেছনা †। ৪০। এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তীকে বলিবে "যেহেতু আমাদের উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠতা নাই, অতএব যাহা করিতেছিলে তজ্জন্য শাস্তি আস্বাদন কর। ৪১। (র, ৪)

জীবন মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা বুঝাইবে (ত, হো,)

* আপন ভগিনীকে অভিসম্পাত করিবে" ইহার অর্থ আপন সহযোগী অপর দলকে অর্থাৎ এক ইহুদী অপর ইহুদীকে এক ঈসায়ীদল অপর ঈসায়ীদলকে এক অগ্নির উপাসক দল অপর অগ্নির উপাসক দলকে অভিসম্পাত করিবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ এক ভাবে ১ম দলের অপরাধ গুরুতর, যেহেতু পরবর্ত্তীদলকে তাহারা পথ প্রদর্শন করিয়াছে, অন্যভাবে পরবর্ত্তী দলের অপরাধও গুরুতর, যেহেতু তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তীদলের অবস্থা দর্শন করিয়াও সাবধান হয় নাই। (ত, শা,)

সত্যই যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে তাহাদের জন্য স্বর্গের দ্বার মুক্ত হইবে না, এবং যে পর্য্যন্ত না সূচির ছিদ্রে উষ্ট্র প্রবেশ করে সেপর্য্যন্ত তাহারা স্বর্গে যাইবে না, এইরূপে আমি পাপী-দিগকে প্রতিফল দান করি। ৪২। নরকলোক তাহাদিগের জন্য শয্যা ও তাহাদের উপর আচ্ছাদন হইবে; এইরূপে আমি অত্যাচারীদিগকে প্রতিফল দান করি। ৪৩। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে (তাহাদের) কোন ব্যক্তিকে তাহাদের সাধ্যানুরূপ ব্যতীত আমি ক্লেশ দান করি না তাহারা স্বর্গলোকের নিবাসী তথায় তাহারা সর্ব্বদা বাস করিবে। ৪৪। তাহাদের অন্তরে যে বিদ্বেষ হইবে তাহা আমি বাহির করিব, * তাহাদিগের নিম্নে জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইবে, এবং তাহারা বলিবে "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিনি আমা-দিগকে এই দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি ঈশ্বর আমাদিগকে পথ প্রদর্শন না করিতেন আমরা কখন পথ প্রাপ্ত হইতাম না, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত পুরুষগণ সত্যসহকারে আগমন করিয়াছেন;" এবং ধ্বনি হইবে যে তোমরা যাহা করিতে ছিলে তজ্জন্য তোমাদিগকে এই স্বর্গের উত্তরাধিকারী করা গেল। ।৪৫। স্বর্গবাসিগণ নরকবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে "আমা-দের প্রতিপালক আমাদিগের নিকটে যাহা অঙ্গীকার করিয়া-ছিলেন নিশ্চয় তাহা সত্য পাইয়াছি, পরন্তু তোমরা কি তোমা-দের প্রতিপালক তোমাদের নিকটে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছে সত্য পাইয়াছ?" তাহারা হাঁ বলিবে, তৎপর ধ্বনিকারক তাহা-

---

* স্বর্গবাসীদিগের অন্তরে যে বিদ্বেষ হইবে তাহা আমি দূর করিব। (ত, হো,)

দের মধ্যে ধ্বনি করিবে যে অত্যাচারী দিগের প্রতি ঈশ্বরের অভি-সম্পাত। ৪৬। + যাহারা ঈশ্বরের পথ হইতে (লোক দিগকে) নিবৃত্তি করে ও সেই পথের জন্য বক্রতা অন্বেষণ করে তাহারা পরলোক সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। ৪৭। উভয়ের (স্বর্গ-নরকের) মধ্যে আচ্ছাদন রহিয়াছে, এবং "এরাফের" উপর পুরুষ সকল আছে, তাহারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের লক্ষণানুসারে চিনিবে এবং স্বর্গবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে "তোমাদিগের প্রতি সলাম" (তথনও) তাহারা তথায় প্রবেশ করে নাই, আকাঙ্ক্ষা করিতেছে *। ৪৮। এবং যখন তাহাদিগের দৃষ্টি নরক-বাসীদিগের প্রতি ফিরিয়া আসিবে তখন তাহরা বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে অত্যাচারী লোকদিগের সঙ্গী করিওনা"। ৪৯। (র, ৫)

এরাফনিবাসিগণ তাহাদিগকে তাহাদের লক্ষণানুসারে চিনিবে, ডাকিয়া বলিবে "তোমাদের হইতে তোমাদের দল উপকার প্রাপ্ত হয় নাই এবং তোমরা অহঙ্কার করিতেছিলে। ৫০। ইহারা কি তাহারা নয় যে তোমরা শপথ করিতেছিলে কখন তাহাদিগের প্রতি ঈশ্বর দয়া প্রেরণ করিবেন না; তোমরা স্বর্গে প্রবেশ কর, তোমা-

---

* স্বর্গ ও নরকের মধ্যে এক প্রাচীর আছে, তাহার উপরে কতিপয় পুরুষ স্থিতি করেন, তাঁহারা মুখের লক্ষণানুসারে স্বর্গীয়লোক ও নারকীলোকদিগকে চিনিয়া স্বর্গবাসীদিগকে সুসংবাদ দান করিবেন। তাঁহারা সংবাদ প্রাপ্তির আশা করিবেন, শুভ সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইবেন। (ত, হো,)

স্বর্গ ও নরকের মধ্যে এক স্থান আছে, সেই স্থানে কে স্বর্গে যাইবে কে নরকে যাইবে তাহার পরিচয় হয়, এজন্য সেই স্থানকে "এরাফ" বলে। "এরাফ" শব্দের অর্থ চিনিয়া লওয়া।

দের প্রতি ভয় নাই ও তোমরা শোকার্ত্ত হইবে না” *। ৫১। এবং নরকবাসিগণ স্বর্গবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে যে “আমাদের প্রতি কিছু জল অথবা ঈশ্বর তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু বর্ষণ কর ;” তাহারা বলিবে “ঈশ্বর নিশ্চয় ধর্ম্মদ্রোহিগণের প্রতি এতদুভয়কে অবৈধ করিয়াছেন। ৫২। যাহারা আপনধর্ম্মকে ক্রীড়া ও আমোদ করিয়াছে তাহাদিগকে পার্থিব জীবন প্রতারণা করিয়াছে, অতএব অদ্য আমি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব, তাহারা যেমন আপনাদের এই দিবসের সাক্ষাৎ কারকে বিস্মৃত হইয়াছে এবং যেমন আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করিতেছিল। ৫৩। নিশ্চয় আমি তাহাদের নিকটে গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছি, বিশ্বাসী লোকদিগের জন্য জ্ঞানানুসারে পথ প্রদর্শন ও দয়ার অনুরোধে তাহা বিস্তৃত বর্ণন করিয়াছি।৫৪। তাহার মর্ম্মব্যতীত তাহারা কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকে ? যে দিন তাহার মর্ম্ম উপস্থিত হইবে যাহারা পূর্ব্বে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল তাহারা বলিবে, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিতপুরুষগণ সত্যসহকারে আসিয়া ছিলেন, অতঃপর আমাদের জন্য শুভ প্রার্থী কি আছে যে আমাদের নিমিত্ত শুভ প্রার্থনা করিবে ? কিংবা আমরা কি ফিরিয়া যাইব, তৎপর যাহা করিতেছিলাম তদ্ভিন্ন কায করিব ?” সত্যই তাহারা আপন জীবনের ক্ষতি করিয়াছে এবং যাহা বাঁধিতেছিল তাহাদিগ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে † । ৫৫। (র, ৬)

* এরাফনিবাসিগণ বিশ্বাসী লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাফেরগণকে বলিবেন “ইহারা কি তাহারা নয় যে পৃথিবীতে তোমরা শপথ করিয়া বলিতেছিলে যে কখন ঈশ্বর ইহাদিগকে দয়া করিবেন না, এইক্ষণ ঈশ্বরের দয়ায় ইহারা স্বর্গেতে চলিয়াছেন।” ঈশ্বর বলিবেন “তোমরা স্বর্গেতে প্রবেশ কর।” (ত, হো,)

† “তাহার মর্ম্ম ব্যতীত তাহারা কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকে?” অর্থাৎ

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক সেই পরমেশ্বর যিনি ছয় দিবসে স্বর্গলোক ও ভূলোক স্বজন করিয়াছেন, তৎপর সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন, তিনি দিবাদ্বারা রজনীকে আচ্ছাদিত করেন, তাহাকে (দিবারাত্রিকে) সত্বর আহ্বান করিয়া থাকেন এবং আপন আজ্ঞায় নিয়মিত সূর্য্য চন্দ্র সকলকে (স্বজন করিয়াছেন) জানিও তাঁহারই সৃষ্টি ও আজ্ঞা, বিশ্বপালক পরমেশ্বর উন্নতিবিধায়ক ৫৬। তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে কাতর ভাবে ও নিঃশব্দে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে প্রেম করেন না *। ৫৭। এবং পৃথিবীতে তাহার সংশোধনের পর তোমরা উপদ্রব করিও না, তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাক, নিশ্চয় ঈশ্বরের দয়া হিতকারী লোকদিগের নিকটে আছে। ৫৮। এবং তিনিই যিনি আপন দয়ার পূর্ব্বে বায়ু সকলকে সুসংবাদ বাহকরূপে প্রেরণ করেন, এতদূর পর্য্যন্ত, যখন (বায়ু) ঘন মেঘকে বহন করে তখন আমি নির্জীব নগরের দিকে তাহাকে প্রেরণ করি, তৎপর আমি তাহা দ্বারা বারিবর্ষণ করিয়া থাকি, অনন্তর তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ফল নিঃসারণ করি, এই প্রকার আমি মৃত লোকদিগকে বাহির করিব, ভরসা যে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ৫৯। বিশুদ্ধ নগর, আপন প্রতিপালকের আদেশে

প্রতীক্ষা করে না। কাফের লোকেরা প্রতীক্ষা করে যে এই গ্রন্থে শাস্তির যে উল্লেখ আছে তাহা সত্য হয় কিনা দেখি, সত্য হইলে তখন ইহা গ্রাহ্য করা যাইবে। কিন্তু যখন ঠিক হইবে তখন আর মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? এইজন্যই সংবাদ দেওয়া যায়, যে পূর্ব্ব হইতে যেন মুক্তির উপায় অবলম্বন করা হয়। (ত, শা,)

* নিঃশব্দে প্রার্থনা করা উত্তম। তাহা করিলে প্রার্থনায় আপনাকে প্রদর্শন করা হয় না। কাতরতা সহকারে প্রার্থনা করিবে। সীমা লঙ্ঘন করিবে না, অর্থাৎ নিজ মুখে উচ্চ বিষয় চাহিবেনা। (ত, শা,)

স্বীয় উৎপাদনীয় নিঃসারিত করে এবং যাহা অবিশুদ্ধ তাহা অল্প বৈ নিঃসারণ করে না, এইরূপে আমি কৃতজ্ঞ হয় এরূপ দলের জন্য নিদর্শন সকল বর্ণন করিয়া থাকি *। ৬০। (র, ৭)

সত্যই আমি নুহকে তাহার দলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, অবশেষে সে বলিয়াছিল "হে আমার সম্প্রদায়, পরমেশ্বরকে ভজনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করিতেছি"। ৬১। তাহার দলের প্রধান পুরুষগণ বলিল "নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিপথে দেখিতেছি"। ৬২। সে বলিল "হে আমার সম্প্রদায়, আমার জন্য পথভ্রান্তি নয়, কিন্তু আমি বিশ্বপালক হইতে প্রেরিত। ৬৩। আমি আপন প্রতিপালকের সমাচার তোমাদিগকে পঁহুছাইতেছি ও তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তোমরা যাহা জানিতেছ না আমি ঈশ্বরের সাহায্যে তাহা জানিতেছি। ৬৪। তোমারা কি বিস্মিত হইতেছ যে তোমাদের প্রতিপালকহইতে তোমাদিগের এই ব্যক্তির উপরে তোমাদের নিকটে উপদেশ আসিয়াছে যেন সে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে ও তাহাতে তোমরা ধর্ম্মভীরু হও, ভরসা

---

* এ স্থানের বিশুদ্ধ নগরের অর্থ বালুকা প্রস্তরমুক্ত পরিষ্কৃত ভূমি। যে ভূমি অবিশুদ্ধ তাহা অল্প ফল ভিন্ন উৎপাদন করেনা। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে এই উপমা হইতে পারে। বিশ্বাসীর মন বিশুদ্ধ ভূমি সদৃশ, অবিশ্বাসীর মন মরুভূমি তুল্য। যখন ঈশ্বর বাণীরূপ মেঘ হইতে উপদেশরূপ বারি বিশ্বাসীর মনে বর্ষিত হয়, তখন ভজন সাধনের ভাব তাঁহার জীবনে প্রকাশ পায়। কিন্তু কাফেরের মনোরূপ ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সে উপদেশ গ্রাহ্য করে না। (ত, হো,)

যে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হইবে"। ৬৫। তৎপর তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় ছিল তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছি, এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল তাহাদিগকে জলমগ্ন করিয়াছি; নিশ্চয় তাহারা এক অন্ধ সম্প্রদায় ছিল। *। ৬৬। (র, ৮)

আদ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা হুদকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম) সে বলিয়াছিল "হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে ভজনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই, তোমরা কি ধর্ম্মভীরু হইতেছ না?" তাহার সম্প্রদায়ের যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রধান পুরুষগণ বলিল "সত্যই আমরা তোমাকে অজ্ঞানতার মধ্যে দর্শন করিতেছি, এবং সত্যই আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদিগের (এক জন) মনে করিতেছি †"

---

* প্রেরিত পুরুষ নুহকে তাঁহার দলস্থ লোকেরা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। ঈশ্বর এক নৌকা নির্ম্মাণ করিতে নুহকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। তদনুসারে নুহ নৌকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বিশ্বাসিগণকে সঙ্গে করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর মহা বন্যা প্রেরণ করেন, সেই বন্যার জলে ডুবিয়া ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নুহ সঙ্গীদিগের সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা পান। তাহাকেই ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমি তাহাদিগকে নিমজ্জন হইতে রক্ষা করিয়াছি। (ত, হো,)

† নুহের বংশোদ্ভব আদনামক এক ব্যক্তি ছিলেন। আদের বংশীয় লোকেরা আদ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা অত্যন্ত উন্নত ও বলিষ্ঠকায় ছিল, তখন পৃথিবীতে কোন জাতি তাহাদের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ছিল না। তাহারা ধনে জনে অত্যন্ত সবল ছিল ও পুত্তলিকা পূজা করিত। তাহাদের বংশোদ্ভব হুদনামক ব্যক্তিকে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রেরিতরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

। ৬৭। সে বলিল "হে আমার সম্প্রদায়, আমার জন্য অজ্ঞানতা নয়, কিন্তু আমি বিশ্বপালকের নিকটহইতে প্রেরিত। ৬৮। আমার প্রতিপালকের সমাচার তোমাদিগকে পঁহুছাইতেছি এবং আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। ৬৯। তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে তোমাদের প্রতিপালকহইতে তোমাদের এক ব্যক্তির উপরে তোমাদের নিকটে * উপদেশ আসিয়াছে যেন সে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে? স্মরণ কর, তিনি যখন নূহীর সম্প্রদায়ের অন্তে তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত ও সৃষ্টির মধ্যে তোমাদিগকে উন্নত করিয়াছিলেন; অতঃপর ঈশ্বরের দানকে স্মরণ কর, ভরসা যে তোমরা উদ্ধার পাইবে"। ৭০। তাহারা বলিল "আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিব ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাকে ভজনা করিতেছিলেন পরিত্যাগ করিব এজন্য তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ? যদি তুমি সত্যবাদীদিগের (একজন) হও তবে আমাদের প্রতি যাহা অঙ্গীকার করিতেছ তাহা আমাদের নিকটে উপস্থিত কর"। ৭১। সে বলিল "তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক হইতে ক্রোধ ও শাস্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তোমরা কি আমার সঙ্গে কতিপয় নাম সম্বন্ধে বিতণ্ডা করিতেছ? তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সেই নাম রাখিয়াছে, তাহার জন্য ঈশ্বর কোন প্রমাণ অবতারণ করেন নাই, অতঃপর প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারীদিগের (এক জন)" †। ৭২। অনন্তর

---

* তোমাদের নিকট এই কথার ভাব তোমাদের জন্য।

† বিশেষ বিশেষ প্রতিমার বিশেষ বিশেষ নাম রাখা হইয়াছিল, তাহাকে

আমি তাহাকে ও যাহারা তাহার সঙ্গে ছিল তাহাদিগকে নিজ দয়াক্রমে মুক্তি দিয়াছি, এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছিল ও বিশ্বাসী ছিল না, তাহাদের মূল কর্তন করিয়াছি *। ৭৩। (র, ৯)

"সাকিয়া" (জলদাতা) বলা হইত। আদ জাতি মনে করিত যে সাকিয়া দেবী বারিবর্ষন করেন। তাহারা কাহাকে "হাফেজা" (রক্ষয়িত্রী) বলিত, দেশ পর্যটন কালে রক্ষয়িত্রীরূপে এই দেবী সঙ্গে থাকেন এরূপ তাহাদের সংস্কার। এইরূপ "রাজেকা" (জীবিকা দাত্রী) "সালেমা" (কল্যাণ দাত্রী) প্রভৃতি তাহাদের উপাস্য দেবী ছিলেন। এ সকল নাম ছিল মাত্র, কিন্তু নামানুরূপ কোন পদার্থ ছিল না। মনুষ্যের উপর মৃন্ময়ী বা পাষাণময়ী মূর্ত্তির কি ক্ষমতা আছে? অতএব হুদ বলিলেন "তোমরা কি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত এই সকল বস্তু লইয়া আমার সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছ?" (ত, হো)

* পরমেশ্বর তিন বৎসর তাহাদের উপর জল বর্ষণ করেন নাই, তাহাতে দুর্ভিক্ষ হয়। তৎকালে যখন কোন বিপদ্ উপস্থিত হইত এইক্ষণ যে স্থানে কাবা মন্দির সে স্থানে বিপদ্গ্রস্ত লোক সকল চলিয়া আসিত। তথায় লোহিত বর্ণের একটি মৃত্তিকাস্তূপ ছিল, সে খানে একেশ্বরবাদী ও অনেকেশ্বরবাদী সকলে প্রার্থনা করিত, তাহাতে সকল লোক ভয়হইতে মুক্তি পাইত ও সিদ্ধকাম হইত। তখন দুর্ভিক্ষাক্রান্ত হইয়া আদ জাতি যাত্রার আয়োজন করিল। কবিল ও মোর্সদনামক দুই দলপতি আপন দলের সত্তর জন লোক সঙ্গে করিয়া মক্কায় চলিয়া আইসেন। মাওয়িয়ানামক ব্যক্তি সেই সময়ে মক্কার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। আদবর্গ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকনাদি প্রদানান্তর নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া প্রার্থনা করিবার জন্য অনুমতির প্রার্থী হন। মোর্সদ হুদের প্রতিবিশ্বাসী ছিলেন, তিনি কবিলের দলকে বলিলেন "তোমরা যে পর্যন্ত হুদের আনুগত্য স্বীকার না করিবে, তোমাদের প্রার্থনায় বৃষ্টি হইবে না। অনুতাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।" কবিল ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাহা না শুনিয়া প্রার্থনার ভূমিতে চলিয়া আসিল, তথায় যাইয়া বলিল "হে ঈশ্বর, আদ জাতি যেরূপ বৃষ্টি ইচ্ছা করে প্রদান কর।" ৫২

এবং আমি সমুদ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম) সে বলিয়াছিল "হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে অর্চনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য ঈশ্বর নাই, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকহইতে তোমাদের নিকটে এক প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, এই ঐশ্বরিক উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দেও, এ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ভক্ষণ করিতে থাকুক, তাহাকে ক্লেশ দান করিও না, তাহা করিলে তোমাদিগকে দুঃখজনক শাস্তি আক্রমণ করিবে। * ৭৪। এবং

ক্ষণাৎ কৃষ্ণ শুভ্র লোহিত বর্ণের তিন খণ্ড মেঘ আকাশে প্রকাশিত হইল। দৈববাণী হইল "কবিল, তুমি ইহার এক খণ্ড মেঘকে মনোনীত কর।" কবিল কৃষ্ণ বর্ণের মেঘ খণ্ডকে প্রার্থনা করিয়া সহচরগণ সহ মক্কা হইতে স্বদেশে চলিয়া আসিল এবং আপন নিবাস ভূমি মগরণনামক স্থানে আসিয়া স্বজাতিকে এই সুসংবাদ দান করিল। তাহা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া মেঘ দর্শন করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিল। তখন ঈশ্বরের শাস্তি তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইল। সেই মেঘ খণ্ডের সঙ্গে মহাবাত্যা ছিল। সাত দিন ক্রমাগত ঝড় হইয়া আদ সম্প্রদায়কে বিনাশ করিল, হুদ সদলে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইলেন। (ত, হো,)

* সমুদ জাতি শারীরিক বল ও প্রচুর সম্পত্তি এবং লোক বলের কারণে গর্ব্বিত হইয়া সালেহকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, এবং তাঁহার নিকটে প্রেরিতত্বের নিদর্শন চাহিয়াছিল। সালেহ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কিরূপ নিদর্শন চাহ?" তাহাতে তাহারা বলিল "আমাদের সঙ্গে তুমি প্রান্তরে চলিয়া আইস, কল্য আমাদের উৎসব, প্রতিমা সকলকে সুসজ্জিত করিয়া তথায় উপস্থিত করিব, তুমি আপন ঈশ্বরের নিকটে কিছু প্রার্থনা করিও, আমরাও আমাদের পরমেশ্বর দিগের নিকটে প্রার্থনা করিব, যাহার প্রার্থনা গৃহীত হইবে অপর সকলে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিবে।" ইহাই স্থির করিয়া সকলে পর দিন প্রান্তরে চলিয়া গেলেন। সমুদ লোকেরা নানা বিষয়ে প্রার্থনা করিল, কোন প্রার্থনাই

স্মরণ কর, যখন আদ জাতির অন্তে তিনি তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং পৃথিবীতে স্থান দিলেন, তোমরা তাহার কোমল মৃত্তিকাদ্বারা আলয় সকল নির্ম্মাণ করিতেছ ও পর্ব্বত সকলকে কাটিয়া গৃহরাজি প্রস্তুত করিতেছ; পরন্তু ঈশ্বরের উপকার স্মরণ কর, ভূতলে উপদ্রবকারী হইয়া ফিরিও না"। ৭৫। তাহার সম্প্রদায়ের যাহারা উদ্ধত ছিল তাহাদের প্রধান পুরুষগণ যাহাদিগকে দুর্ব্বল মনে করিতেছিল তাহাদিগের যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিল "তোমরা কি বোধ করিতেছ যে সালেহ তাহার প্রতিপালক কর্ত্তৃক প্রেরিত?" তাহারা বলিল "সত্যই আমরা তাহার সঙ্গে যাহা প্রেরিত হইয়াছে তৎ প্রতি বিশ্বাসী"। ৭৬। উদ্ধত লোকেরা বলিল "তোমরা যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ নিশ্চয় আমরা তৎ প্রতি কাফের"। ৭৭। অনন্তর তাহারা উষ্ট্রীকে বধ করিল ও

গৃহীত হইবার লক্ষণ লক্ষিত হইল না। তাহারা দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিল। সম্প্রদায়ের দলপতি জনদানামক ব্যক্তি প্রান্তর স্থিত এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হে সালেহ, এই প্রস্তর খণ্ড হইতে তুমি আমাদের জন্য একটী রোমশঃ বৃহৎ উষ্ট্রী বাহির কর।" সালেহ বলিলেন "যদি আমার ঈশ্বর পূর্ণশক্তি হন এই প্রস্তরহইতে তদ্রূপ উষ্ট্রী বাহির করিবেন; তাহা হইলে তোমরা কি করিবে বল?" তাহারা বলিল "তোমার ঈশ্বরকে পূজা করিব।" সকলে এই নির্দ্ধারণে শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল। সমুদ দুইবার উপাসনা করিলে পর পাথর কাঁপিয়া উঠিল, প্রসব সময়ে উষ্ট্রী যেরূপ আর্ত্তনাদ করে প্রস্তর খণ্ডও সেইরূপ চীৎকার করিল এবং তাহাহইতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত একটী প্রকাণ্ড উষ্ট্রী বাহির হইল। তাহার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বের দূরতা দুই শত চল্লিশ হস্ত, শরীরটী পর্ব্বত সদৃশ ছিল। জনদা উহা দেখিয়াই ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। অন্য সমুদলোকেরা সৎপথ আশ্রয় করিল না। (ত, হো,)

আপন প্রতিপালকের অবাধ্য হইল এবং বলিল "হে সালেহ, যদি তুমি প্রেরিত পুরুষদিগের (এক জন) হও তবে যাহার সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা উপস্থিত কর। ৭৮। অবশেষে ভূমিকম্প তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহারা আপন গৃহে প্রাতঃকালে অধোমুখে (কাল গ্রাসে) পতিত হইল। ৭৯। অনন্তর সে তাহাদিগ হইতে বিমুখ হইল এবং বলিল "হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের সমাচার তোমাদিগকে পঁহুছাইয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তোমরা উপদেষ্টাদিগকে প্রেম কর না। ৮০। এবং লুতকে (প্রেরণ করিয়াছি) (স্মরণ কর) যখন সে আপন দলকে বলিল "তোমরা যে দুষ্কর্ম্ম করিতেছ তোমাদের পূর্ব্বে কি জগতের কেহ তাহা করিয়াছে?" * । ৮১। নিশ্চয় তোমরা স্ত্রীলোক ছাড়িয়া কামভাবে পুরুষদিগের নিকটে আসিয়া থাক, বরং তোমরা নিক্রামিত দল"। ৮২। স্বীয় গ্রাম হইতে ইহাদিগকে বাহির

---

* লুত আজরের পৌত্র হারণের পুত্র ও মহাত্মা এব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র। এব্রাহিম যখন বাবেল হইতে শাম দেশে চলিয়া যান তখন লুত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পরমেশ্বর লুতকে প্রেরিতত্ব দান করিয়া মওতফকাতনামক স্থানের অধিবাসীদিগের নিকটে প্রেরণ করেন। মওতফকাতে পাঁচটি নগরের সম্মিলন। সাদমো সেই সকল নগরের মধ্যে প্রধান ছিল। আমুরা, দাউমা, সাবুরা ও সউদা অপর চারিটি নগর। প্রত্যেক নগরে চারি সহস্র লোকের বাস ছিল। লুত সদোমাতে আগমন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের নিকটে ধর্ম্মপ্রচার করেন। উনত্রিশ বৎসর তিনি সেখানে বাস করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য উপদেশ দেন। উক্ত নগরবাসীদিগের দুষ্ক্রিয়ার মধ্যে পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার প্রধান ছিল। ঈশ্বর সেই সকল লোকের পরিণাম জানাইলেন এবং বলিলেন হে মোহম্মদ, লুতের বৃত্তান্ত স্মরণ কর। (ত, হো,)

কথা বলা ভিন্ন তাহার দলের উত্তর ছিল না, * নিশ্চয় ইহারা এরূপ লোক যে পবিত্রতা অন্বেষণ করে। ৮৩। অনন্তর তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত গৃহবাসীদিগকে আমি মুক্তি দিলাম, সে (লুতের স্ত্রী) অন্য লোকদিগের (এক জন) ছিল †। ৮৪। আমি তাহাদের উপর বৃষ্টি (প্রস্তর বৃষ্টি) বর্ষণ করিলাম, অতঃপর দেখ অপরাধীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল। ৮৫। (র,১০)

এবং মদ্‌য়ন জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোআয়বকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম,) সে বলিয়াছিল "হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে ভজনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য ঈশ্বর নাই, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, অতঃপর তুল ও পরিমাণকে পূর্ণ করিও এবং লোকদিগকে তাহাদের দ্রব্য ন্যূন পরিমাণ দিওনা, ও পৃথিবীতে তাহার সংশোধনের পর উপদ্রব করিও না, তোমরা বিশ্বাসী হইলে তোমাদের জন্য ইহাই কল্যাণ হয় ‡। ৮৬। তোমরা

---

* "ইহাদিগকে বাহির কর" এই কথার অর্থ লুতকে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে বাহির কর।

† পরমেশ্বর লুতীয় সম্প্রদায়ের উত্তরে অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহাদের উপর শাস্তি প্রেরিত হইল। ভয়ানক প্রস্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল। লুতের ভার্য্যা ব্যতীত তিনি ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলে রক্ষা পাইলেন। লুতের পত্নীর নাম ওয়াএলা, সে গোপনে ঈশ্বরদ্রোহী ছিল। লুতকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য সে দ্রোহী-দিগকে উত্তেজনা করিত। (ত, হো,)

‡ মদয়নজাতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই প্রকার তুল ও পরিমাণ যন্ত্র রাখিত, বৃহৎ যন্ত্র দ্বারা ক্রয় ক্ষুদ্র যন্ত্রদ্বারা বিক্রয় করিত, এইরূপে তাহারা সকলকে ঠকাইত। শোআয়ব এই প্রবঞ্চনা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দান করেন। মহাপুরুষ এব্রাহিমের এক পুত্রের নাম মদ্‌য়ন, সেই মদ্‌য়নের বংশোদ্ভব লোকদিগকে মদ্‌য়ন, জাতি বলে, তাহাদের প্রতি শোআয়ব প্রেরিত হইয়াছিলেন। (ত, হো,)

ঈশ্বরের পথহইতে তৎপ্রতি বিশ্বাসীকে নিবৃত্ত করিতে ও ভয় দেখাইতে প্রত্যেক পথে বসিও না, তোমরা তাহার জন্য বক্রতা অন্বেষণ করিতেছ, স্মরণ কর যখন তোমরা অল্প ছিলে পরে তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, দেখ অত্যাচারীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে? *। ৮৭। এবং যদি তোমাদের এক দল যৎসহ আমি প্রেরিত হইয়াছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও এক দল অবিশ্বাসী হয় তবে যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন সে পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ কর, তিনি বিচারপতিদিগের শ্রেষ্ঠ" †। ৮৮। তাহার দলের যে সকল প্রধান পুরুষ উদ্ধত ছিল তাহারা বলিল "হে শোঅয়ব, তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহা-দিগকে আমাদের গ্রামহইতে অবশ্য বাহির করিব, অথবা তোমরা আমাদের ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবে;" সে বলিল "আমরা অসন্তুষ্ট তথাপি কি ফিরিয়া আসিব? ৮৯। ঈশ্বর তাহা হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন যদি তোমাদের সেই ধর্ম্মে ফিরিয়া আসি নিশ্চয় ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিব, আমাদের

---

* মদয়ন লোকেরা পথে বসিয়া থাকিত যাহাকে শোঅয়বের নিকটে যাইতেছে দেখিত, তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত করিত। (ত, হো,)

† মদয়ন জাতির এক দল শোঅয়বের প্রেরিতত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, অন্য একদল তাঁহাকে অগ্রাহ্য করে। তাহারা বলে "আমাদের ধন ও বল আছে, বিশ্বাসীদিগের তাহা নাই, অতএব ঈশ্বর আমাদের দিকে আছেন, যদি ঈশ্বর তাহাদের পক্ষ হইতেন তবে তাহাদের ধন সম্পত্তি ও জীবিকার স্বচ্ছলতা হইত।" তাহাতে শোঅয়ব বলেন "তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর, স্বীয় অনুবর্ত্তিগণকে বল ঈশ্বর বিচার করিবেন, তিনি উত্তম বিচারপতি। (ত, হো,)

প্রতিপালক পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহা অতিক্রম করিয়া তাহার মধ্যে যে আমরা আসিব, আমাদের জন্য (উচিত) নয়, জ্ঞান যোগে আমাদের প্রতিপালক সকল বস্তু ঘেরিয়া রহিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রতি আমরা নির্ভর করিয়াছি; হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের মধ্যে ও আমাদের জাতির মধ্যে তুমি সত্যভাবে মীমাংসা করিয়া দেও, তুমি মীমাংসাকারীদিগের শ্রেষ্ঠ ;” ৯০। তাহার জাতির যে সকল প্রধান পুরুষ কাফের ছিল তাহারা (বন্ধু দিগকে) বলিল “যদি তোমরা শোঅয়বের অনুসরণ কর তবে তখন নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ৯১। অনন্তর ভূমিকম্প তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, পরে তাহারা আপন গৃহে অধোমুখে প্রাতঃকালে (মৃত) পড়িয়া রহিল। ৯২। যাহারা শোঅয়বের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল তাহারা যেন সেখানে নাই, যাঁহারা শোঅয়বের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৯৩। অনন্তর সে তাহাদিগহইতে ফিরিয়া আসিল এবং বলিল “হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের সমাচার সকল তোমাদের নিকটে পঁহুছাইয়াছি ও তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, অনন্তর কি প্রকারে ধর্ম্মদ্রোহী দলের প্রতি শোক করি”। ৯৪। (র, ১১)

আমি কোন গ্রামে তাহার অধিবাসীকে দুঃখ দরিদ্রতা দ্বারা আক্রমণ না করিয়া কোন তত্ত্ববাহককে প্রেরণ করি নাই, ভরসা এই যে তাহারা কাতর হইবে। ৯৫। তৎপর অমঙ্গলের স্থলে মঙ্গল বিনিময় করিয়াছি, এতদূর যে অধিক হইয়য়াছে এবং তাহারা বলিয়াছে “নিশ্চয় দুঃখ ও সুখ আমাদের পিতৃ পুরুষদিগকেও প্রাপ্ত হইয়াছিল;” অনন্তর আমি তাহাদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ

করিয়াছি, তাহারা অজ্ঞাত ছিল *। ৯৬। যদি গ্রামবাসিগণ বিশ্বাস করিত ও ধর্ম্মভীরু হইত আমি তাহাদের প্রতি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের উন্নতির দ্বার মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা অসত্যারোপ করিল, অতএব যাহা করিতে ছিল তজ্জন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম। ৯৭। পরন্তু গ্রামবাসিগণ কি নিঃশঙ্ক আছে যে আমার শাস্তি রাত্রিকালে উপস্থিত হইবে এবং তাহারা নিদ্রিত থাকিবে ? ৯৮। অথবা গ্রামবাসিগণ কি নিঃশঙ্ক আছে যে আমার শাস্তি মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইবে এবং তাহারা ক্রীড়া করিতে থাকিবে ? ৯৯। পরন্তু তাহারা কি ঈশ্বরের চতুরতার প্রতি নিঃশঙ্ক আছে ? ক্ষতিকারকদল ব্যতীত ঈশ্বরের চতুরতায় নিশঙ্ক হয় না। ১০০। (র, ১২)

যাহারা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী তাহার নিবাসীদিগের অন্তে হইয়াছে তাহাদের জন্য কি ইহা পথ প্রদর্শন নয় যে আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের অপরাধের বিনিময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতাম, তাহাদের মনের উপর মোহর (মনবন্ধ) করিয়া রাখিয়াছি, অতএব তাহারা শুনিতেছেনা। ১০১। এই সকল গ্রাম, আমি তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ) ইহাদের তত্ত্ব সকল বর্ণন করিতেছি, নিশ্চয় ইহাদের নিকটে ইহাদিগের প্রেরিত

---

* তাহারা বলিয়াছিল যে "দুঃখ পরিশ্রমের স্থানে এইরূপ সুখ শান্তি কালের প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালেও কখন অন্নকষ্ট কখন স্বচ্ছলতা, কখন অসুস্থতা কখন সুস্থতা কখন শোক কখন সন্তোষ হইয়াছে। ইহা ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণে হয় নাই। অতএব আমরা যে ভাবে কালযাপন করিয়াছি সেই ভাবেই যাপন করিব।" যখন ইহারা অধর্ম্ম ও অকৃতজ্ঞতার প্রতি দৃঢ় হইল তখন অকস্মাৎ সেই নিশ্চিন্ত অবস্থায় শাস্তি প্রেরিত হইল। (ত, হো,)

পুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে যে বিষয়ে ইহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল তৎপর তখন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, এইরূপে ঈশ্বর কাফেরদিগের মনের উপর মোহর করিয়া থাকেন। ১০২। আমি ইহাদের অধিকাংশের জন্য অঙ্গীকারে স্থিতি প্রাপ্ত হই নাই, এবং ইহাদের অধিকাংশকে অবশ্য দুষ্ক্রিয়াশীল প্রাপ্ত হইয়াছি। ১০৩। তৎপর ইহাদের অন্তে আমি মুসাকে আমার নিদর্শন সকল সহ ফেরওণের ও তাহার প্রধানলোক দিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, পরে তাহারা তাহার (নিদর্শনের) প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, অনন্তর দেখ অত্যাচারীদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল? *। ১০৪। এবং মুসা বলিয়াছিল "হে ফেরওণ, নিশ্চয় আমি বিশ্বপালকের নিকট হইতে প্রেরিত। ১০৫। সত্য ভিন্ন ঈশ্বরসম্বন্ধে বলি না, এবিষয়ে আমি উপযুক্ত। সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে প্রমাণসহ আগমন করিয়াছি,

---

* মুসা ফেরওণের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। ফেরওণের প্রকৃত নাম কাবুস, অথবা অলিদ। যেমন পারস্য, রোম ও চিন এবং এমন দেশাধিপতিদিগের উপাধি কয়সর, কসরা, খাকান ও তব্বা তদ্রূপ মেসরাধিপতির উপাধি ফেরওণ ছিল। মহাপুরুষ মুসা যখন মেসর হইতে পলায়ন করিয়া মদয়নে মহাত্মা শোঅয়বের নিকটে উপস্থিত হন তখন তিনি তাঁহার কন্যা সফুরাকে বিবাহ করেন, তৎপর তথা হইতে মেসরাভিমুখে ফিরিয়া যান। পথে এয়মনের অরণ্যে পঁহুছিয়া প্রেরিতত্ব লাভ করেন, ও অলৌকিক নিদর্শন প্রাপ্ত হন, তদ্বিবরণ পরবর্ত্তি সুরায় বিবৃত হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহাকে আদেশ করেন যে তুমি মেসরে যাইয়া আমার ধর্ম্ম ফেরওণের নিকটে প্রচার কর, সে অবাধ্য ও অহঙ্কারী হইয়া আমাকে অস্বীকার করিতেছে। কিয়ৎ কালান্তর মুসা ফেরওণের নিকটে আসিয়া প্রচার আরম্ভ করেন। (ত, হো,)

অতএব আমার সঙ্গে এস্রায়েল সন্ততিগণকে প্রেরণ কর, *। ১০৬। সে বলিল "যদি তুমি নিদর্শন সকল সহ আসিয়াছ তবে সত্যবাদীদিগের (একজন) হইবে তাহা উপস্থিত কর। ১০৭। তৎপর সে আপন দণ্ড নিক্ষেপ করিল, পরে অকস্মাৎ তাহা স্পষ্ট অজগর হইল †। ১০৮। এবং স্বকীয় হস্ত

---

* ইয়কুবের অপর নাম এস্রায়েল। ফেরওণ এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে দাসত্বে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইয়কুব যখন সন্তান সন্ততিগণ সহ মেসরে যাইয়া বাস করেন তখন তাঁহার বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইয়কুব ও ইয়ুসেফ ও ইয়ুসেফের ভ্রাতৃবর্গ ক্রমে পরলোক প্রাপ্ত হন, এবং রাজা রয়ান যে ইয়ুসেফের সময়ে ফেরওণ ছিলেন, মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র মসাব এস্রায়েল সন্ততিদিগকে সম্মান করিতেন, কখন তাঁহাদিগের বিরোধী হন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে অলিদ যে মুসার সময়ে ফেরওণ হয়, সে, সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াই "আমি তোমাদের সর্ব্বপ্রধান ঈশ্বর" প্রজামণ্ডলীর নিকটে এই কথা প্রচার করে। এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতে অসম্মত হয়। ফেরওণ বলে "তোমাদের পিতৃপুরুষগণ আমার অনুচরবর্গের ক্রীত দাস ছিল, তোমরা আমার দাসের দাসপুত্র।" ইহা বলিয়া তাঁহাদিগকে দাসত্বে আবদ্ধ করে। তৎপর মহাত্মা মুসা প্রেরিতত্ব লাভ করিয়া ফেরওণকে আসিয়া বলেন "তুমি এস্রায়েলসন্ততিগণকে মুক্তি দান কর, তাহাদিগকে আমি পৈত্রিক পুণ্য ভূমিতে লইয়া যাইব"। (ত, হো,)

† কথিত আছে যষ্টি অজগররূপ ধারণ করিয়া রাজপ্রাসাদকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহা দেখিয়া ভয় পাইয়া ফেরওণ পলায়ন করে, তাহার অনুচর এবং প্রজাবর্গও পলাইয়া যায়, প্রস্থানকালে পঁচিশ সহস্র লোক কালগ্রাসে পতিত হয়, তখন ফেরওণ আর্ত্তনাদ করিয়া বলে "হে মুসা, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত, স্বীয় যষ্টিকে সম্বরণ কর, আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং এস্রায়েল জাতিকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি।" ইহা শুনিয়া মুসা অজগরের পুচ্ছ গ্রহণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দণ্ডে পরিণত হইল। তখন ফেরওণ পুনর্ব্বার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বলিল,

বাহির করিল অকস্মাৎ তাহা দর্শকদিগের জন্য শুভ্র (জ্যোতি) হইল *। ১০৮। (র, ১৩)

ফেরওণের দলের প্রধান পুরুষেরা বলিল "নিশ্চয় এ জ্ঞানী ঐন্দ্রজালিক। ১১০। + সে ইচ্ছা করিতেছে যে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে তাড়িত করে, (ফেরওণ বলিল) "অতঃপর তোমরা কি আদেশ করিতেছ?" ১১১। তাহারা বলিল "তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে নিবৃত্ত রাখ এবং নগর সকলে দূত প্রেরণ কর। ১১২। + তাহারা তোমার নিকটে প্রত্যেক জ্ঞানবান্ ঐন্দ্রজালিক লোককে উপস্থিত করিবে। ১১৩। ঐন্দ্রজালিকগণ ফেরওণের নিকটে আগমন করিয়া বলিল "যদি আমরা জয় লাভ করি তবে নিশ্চয় আমাদের জন্য পারিশ্রমিক আছে"। ১১৪। সে বলিল "সত্য, নিশ্চয় তোমরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইবে"। ১১৫। তাঁহারা বলিল "হে মুসা, এই তুমি কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরা নিক্ষেপকারী হইব"। ১১৬।

তোমার অন্য কিছু অলৌকিকতা থাকিলে প্রকাশ কর।" মুসা বলিলেন "আরও আছে।" তখন দক্ষিণ হস্ত কণ্ঠদেশে স্থাপন করিলেন। (ত, হো,)

* মহাপুরুষ মুসা কপিশবর্ণ ছিলেন। নিজের হস্ত কণ্ঠে স্থাপন করিয়া বাহির করিলে সেই হস্তের জ্যোতি সূর্য্যের জ্যোতি অপেক্ষা উজ্জ্বল হইত। তখন মুসা স্বীয় হস্ত কণ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক বাহির করিলেন, হস্তের জ্যোতি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। পুনর্ব্বার তাহা কণ্ঠে স্থাপন করিয়া বাহির করিলেন, পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। ফেরওণ এই ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে মুসার সম্বন্ধে পরামর্শ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল। (ত, হো,)

+ কথিত আছে ঐন্দ্রজালিকদিগের দলে চারিজন প্রধান লোক ছিল! সাবুর ও আজুরনামক দুই ভ্রাতা এবং হত্ হত্ ও মসফা নামক দুই ব্যক্তি। এই চারি ব্যক্তির একজন নেতা ছিল, তাহার নাম শমুন। মুসার সময়ে সে দেশে যেমন

সে বলিল "তোমরা নিক্ষেপ কর," অনন্তর যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন লোকের চক্ষে যাদু করিল, ও তাহাদিগকে ভয় দেখাইল এবং এক মহা ইন্দ্রজাল উপস্থিত করিল *। ১১৭। এবং আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে তোমার যষ্টিকে তুমি নিক্ষেপ কর, অনন্তর যাহা তাহারা প্রদর্শন করিতেছিল অকস্মাৎ তাহা গিলিয়া ফেলিতে লাগিল † । ১১৮। অবশেষে সত্য

ঐন্দ্রজালিক লোক ছিল এরূপ কোন সময়ে ছিল না। কেহ বলেন বার হাজার কেহ বলেন সত্তর হাজার জাদুকর মেসরে ফেরওণের আজ্ঞানুসারে উপস্থিত হইয়াছিল। সাবুর ও আজুর কোন অলৌকিক উপায়ে জানিতে পারিয়াছিল যে মুসা যখন নিদ্রিত হন তখন তাঁহার পার্শ্বে দণ্ড অজগররূপ ধারণ করিয়া প্রহরীর কার্য্য করে। তাহারা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিল, তাহাতে উহাকে তাঁহারা প্রেরিতত্বের নিদর্শন ভাবিয়া বিশেষ ভীত ও চিন্তিত হইল। যখন ফেরওণ মহাত্মা মুসাকে ডাকাইয়া ঐন্দ্রজালিকদিগের নিকটে তাঁহার অলৌকিকক্রিয়া প্রকাশ করিতে অনুমতি করিল তখন ঐন্দ্রজালিকগণ দণ্ড ও রজ্জু সকল প্রান্তরে আনিয়া উপস্থিত করিয়া আপনাদের বিদ্যা প্রকাশে উদ্যত হইল। ফেরওণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সিংহাসনে বসিল। সহস্র সহস্র লোক দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইল। এক পার্শ্বে ঐন্দ্রজালিকগণ অপর পার্শ্বে মুসা ও তাঁহার ভ্রাতা ও প্রচার বন্ধু হারুণ দণ্ডায়মান হইলেন। (ত, হো)

* ঐন্দ্রজালিকগণ স্থূল রজ্জু সকল ও যষ্টি সকল বর্ণরঞ্জিত ও শূন্যগর্ভ করিয়া পারদ পূর্ণ করিয়াছিল। রৌদ্রের উত্তাপে পারদস্ফীত হইয়া উঠিলে সেই সকল রজ্জু ও যষ্টি স্পন্দন করিয়া সর্পের ন্যায় পরস্পরকে বেষ্টন করিতে লাগিল। তফসির অয়লোনুমানিনামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে মৃত্তিকার নিম্নে গর্ত্ত করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, নিম্ন হইতে অগ্নির উত্তাপ উপর হইতে সূর্য্যের উত্তাপ লাগিয়া সে সকল রজ্জু ও যষ্টি স্পন্দন করে ও সমুদায় প্রান্তর যেন সর্পে পরিপূর্ণ হয়। (ত, হো,)

† ঐন্দ্রজালিকগণ যে যে রজ্জু ও যষ্টি পুঞ্জকে প্রবঞ্চনা করিয়া দেখাইতে ছিল

প্রমাণিত হইল ও তাহারা যাহা করিতেছিল মিথ্যা হইল। ১১৯। সেই স্থানে তাহারা পরাজিত হইল এবং নিকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল। ১২০। এবং ঐন্দ্রজালিকগণ প্রণত হইয়া পড়িল। ১২১। + বলিল "আমরা বিশ্বপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। ১২২। + মুসা ও হারুণের প্রতিপালকের প্রতি"। ১২৩। ফেরওণ বলিল "তোমাদিগকে আজ্ঞা প্রদানের পূর্ব্বে তোমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, নিশ্চয় ইহা প্রতারণা, এই নগরেতে তোমরা এই প্রবঞ্চনা করিয়াছ, যে এস্থানহইতে এস্থানের অধিবাসীদিগকে বাহির করিবে, অতএব সত্বর তোমরা জানিতে পাইবে *। ১২৪। অবশ্য আমি তোমাদের হস্ত ও তোমাদের পদ বিপরীত ভাবে ছেদন করিব † তৎপর একযোগে অবশ্য তোমাদিগকে শূলে স্থাপন করিব"। ১২৫। তাহারা বলিল "নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী। ১২৬। আমরা যে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি যখন তাহা আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তুমি আমাদিগহইতে বিমুখ হই-

---

সেই সমস্তকে সেই অজগর ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া লোক সকল পলায়ন করিতে লাগিল, বহু লোক ভয়ে প্রাণ ত্যাগ করিল। অনন্তর মুসা অজগরকে স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই যষ্টি হইল। ঈশ্বর ঐন্দ্রজালিকদিগের সমুদায় রজ্জু ও যষ্টিকে বিলুপ্ত করিলেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ তোমরা মিলিয়া এই চক্রান্ত দ্বারা নগরের আধিপত্য গ্রহণ করিতে চাহিতেছ, ফেরওণ এই কথা বলিয়া সেই সকল লোককে শত্রু স্থির করিয়াছিল। (ত, শা,)

† "বিপরীত ভাবে ছেদন করিব" ইহার অর্থ একজনের হস্ত অন্য এক জনের পদ এইরূপ এক এক জনের এক এক অঙ্গ আমি ছেদন করিব।

তেছ তাহা নহে; (উহা হইতে বিমুখ হইতেছ,) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতি ধৈর্য্য স্থাপন কর, ও আমাদিগকে মোসলমান (জীবনে) কালগ্রস্ত করিও" ।১২৭। (র, ১৪)

ফেরওণীয় সম্প্রদায়ের প্রধান লোকেরা বলিল "তুমি কি মুসা ও তাহার দলকে দেশে উপদ্রব করিতে ছাড়িয়া দিতেছ, (তাহাদিগের দ্বারা প্রজাকুল বিদ্রোহী হইয়া) তোমাকে ও তোমার উপাস্যদেবদিগকে পরিত্যাগ করিবে;" সে বলিল "সত্বরই আমরা তাহাদের সন্তান দিগকে বধ করিব, এবং নারীগণকে জীবিত রাখিব; নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর পরাক্রান্ত *। ১২৮। মুসা আপন দলকে বলিল "ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর, ও ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় পরমেশ্বরেরই পৃথিবী, তিনি আপন দাসদিগের যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী করেন এবং ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য পরিণাম"। ১২৯। তাহারা বলিল "আমাদের নিকটে তোমার আগমনের পূর্ব্বে ও তোমার আগমনের পর আমরা উৎপীড়িত হইয়াছি," সে বলিল "আশা আছে যে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে বিনাশ করিয়া তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত

* ফেরওণ নিজের পূজাতে প্রজাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল, সে স্বয়ং নক্ষত্রের উপাসক ছিল। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, সে স্বীয় আকৃতির প্রতিমা সকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার এক একটিকে পূজা করিবার জন্য এক এক প্রজাকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিল যে, তোমরা এই মূর্ত্তিকে অর্চ্চনা কর, এ তোমাদিগকে শান্তি দান করিবে। সে বলিত আমি সর্ব্বোপরি তোমাদের ঈশ্বর, অন্য সকল ঈশ্বর ক্ষুদ্র, আমি শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য প্রধান প্রধান লোকেরা মুসাকেও তাহার দলস্থ এস্রায়েল,বংশীয় লোকদিগকে বধ করিতে প্রধান দেব ফেরওণের নিকটে প্রার্থনা করিল। (ত, হো,)

করিবেন, অতঃপর দেখ, তোমরা কেমন আচরণ করিতেছ।” ১৩০। (রু, ১৫)

এবং সত্যই আমি ফেরওণের দলকে দুর্ভিক্ষদ্বারা আক্রান্ত করিলাম, ফল সকলের অপচয় হইল, ভরসা যে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ১২৯। অনন্তর যখন তাহাদিগের কল্যাণ হইত বলিত, ইহা আমাদের জন্যই, এবং যদি অকল্যাণ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইত তবে তাহারা মুসা ও তাহার সঙ্গীদিগের উপর অকুশল আরোপ করিত; জানিও তাহাদের অকুশলারোপ ঈশ্বরের প্রতি বৈ নহে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ বুঝিতেছে না। ১৩০। তাহারা বলিল “তুমি নিদর্শন সকলের যাহা কিছু আমাদের নিকটে উপস্থিত কর যে তদ্দারা আমাদিগকে মুগ্ধ করিবে, কিন্তু আমরা তোমার জন্য বিশ্বাসকারী নহি। ১৩১। অনন্তর আমি তাহাদিগের প্রতি ঝটিকা, পঙ্গপাল ও শলভ ও মণ্ডূক এবং রক্ত (এই) ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন সকল প্রেরণ করিলাম, তৎপরও অহঙ্কার করিল, এবং তাহারা অপরাধী দল ছিল *। ১৩২। এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল “হে মুসা, তোমার

---

* এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে স্বদেশে যাইতে ছাড়িয়া দিবার জন্য ফেরওণের সঙ্গে মহাত্মা মুসার চল্লিশ বৎসর বিরোধ করিতে হয়, ফেরওণ কিছুতেই সম্মত হয় নাই। মুসার অভিসম্পাতে এই সকল বিপদ্ ঘটে, যথা নীল নদীর জল রক্তে পরিণত হয়, শস্যক্ষেত্র, উদ্যান ও আলয় সকল নষ্ট হইয়া যায়, পঙ্গপাল পড়িয়া ক্ষেত্রের অপচয় করে, লোকের শরীরে ও বস্ত্রে রাশি রাশি কীট জন্মে, এইরূপ নানা দুর্ঘটনা হইলেও ফেরওণ গ্রাহ্য করে না। (ত, শা,)

নিকটে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর, যদি তুমি আমাদিগ হইতে শাস্তিকে উন্মোচন কর তবে অবশ্য আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী হইব এবং অবশ্য তোমার সঙ্গে এস্রায়েলসন্ততি-গণকে প্রেরণ করিব” ।১৩৩। অনন্তর যখন আমি তাহাদিগ হইতে শাস্তিকে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত যে তাহাতে তাহাদিগের গতি ছিল উন্মোচন করিলাম তখন অকস্মাৎ তাহারা অঙ্গী-কার ভঙ্গ করিল * ।১৩৪। অবশেষে আমি তাহাদিগহইতে

---

* কথিত আছে যে সপ্তাহ অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইয়াছিল, মেসরের আদি নিবাসী কিব্‌তি জাতির গৃহে জল প্রবেশ করিয়াছিল, শিশুগণকে উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলকে জলে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া ফেরওণের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাতেও নিরাশ হয়। পরে মহাপুরুষ মুসার নিকটে আসিয়া বলে “আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তুমি তোমার ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, আমরা ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।” তখন মুসার প্রার্থনায় সেই মহাবৃষ্টির নিবৃত্তি হইল, ক্ষেত্রের জল শুখাইয়া গেল, প্রচুর শস্য জন্মিল। পুনর্ব্বার তাহারা ধর্ম্ম অস্বীকার করিল এবং বলিল “ইহা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।” তখন ঈশ্বর তাহাদের প্রতি পঙ্গপাল প্রেরণ করিলেন, তাহাতে অধিকাংশ শস্যক্ষেত্রে বিনষ্ট হইল। তাহারা পুনর্ব্বার মুসার শরণাপন্ন হইয়া শপথপূর্ব্বক বলিল “এই বিপদ্ হইতে আমরা মুক্ত হইলে তোমার ঈশ্বরের অনুগত হইয়া থাকিব।” তৎপর পঙ্গপাল চলিয়া গেল। ক্ষেত্রে কিয়দংশ শস্য অবশিষ্ট ছিল, তাহারা তাহা দেখিয়া বলিল “আমাদের উপজীবিকার জন্য ইহাই যথেষ্ট।” পুনর্ব্বার তাহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিল, তখন শলভ উৎপন্ন হইয়া যাহা কিছু শস্য অবশিষ্ট ছিল বিনাশ করিল। আবার তাহারা মুসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম স্বীকার করিল, তাহাতে শাস্তির অবসান হইল। তখন তাহারা বলিল “মুসা, আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে তুমি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় অতিশয় পটু।” পুনর্ব্বার ঈশ্বর তাহাদের প্রতি ভেকের

প্রতিশোধ লইলাম, অতঃপর তাহাদিগকে সমুদ্রে নিমগ্ন করিলাম, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল ও তাহারা তৎপ্রতি উদাসীন ছিল। ১৩৫। যাহারা দুর্ব্বল বলিয়া পরিগণিত ছিল তাহাদিগকে আমি পৃথিবীর পূর্ব্বদিকের ও তাহার পশ্চিম দিকের অধিকারী করিয়াছি, তন্মধ্যে যে স্থানকে আমি উন্নতি দিয়াছি (তাহার অধিকারী করিয়াছি) এস্রায়েল সন্ততিগণের সম্বন্ধে তাহারা যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল তন্নিমিত্ত (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের শুভ বাক্য পূর্ণ হইয়াছে, ফেরওণ ও তাহার দল যাহা করিতেছিল ও যাহা উঠাইতেছিল আমি তাহা বিনষ্ট করিয়াছি *। ১৩৬। এবং আমি এস্রায়েল সন্তানগণকে

দল পাঠাইলেন। ভেক সকল তাহাদের অন্নস্থালীতে লাফ দিয়া পড়িত, একজন মুখব্যাদান করিয়া কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলে মুখের ভিতরে প্রবেশ করিত, কেহ শয়ন করিয়া আছে এমন সময়ে তাহার বস্ত্রের ভিতরে যাইয়া লুকাইয়া থাকিত। পুনর্ব্বার দীনভাবে তাহারা মুসার নিকটে নিবেদন করিল "আমরা এবার অবশ্য বিশ্বাসী হইব, আমাদিগকে এ বিপদ্ হইতে তুমি রক্ষা কর।" তখন বিপদ্ দূর হইল। পুনর্ব্বার তাহারা অগ্রাহ্য করিল। তৎকালীন নীল নদের জল কিব্‌তিদের পক্ষে শোণিতের আকার ধারণ করিল ইত্যাদি। (ত, হো,)

* "তন্মধ্যে যাহাকে আমি উন্নতি দিয়াছি" অর্থাৎ তন্মধ্যে শামদেশ অন্তরে বাহিরে বহু উন্নত ছিল। (ত, শা,)

এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা কিব্‌তিদিগের অধীনতায় বদ্ধ হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল, ফেরওণের ও তাহাদের অনুবর্ত্তিগণের মৃত্যুর পর তাহারা মুক্ত হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে আধিপত্য বিস্তার করে। তন্মধ্যে শাম দেশ প্রচুর শস্যোৎপত্তি ও প্রেরিত পুরুষদিগের সমাগমের কারণ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। ফেরওণীয় লোকেরা যে সকল গৃহ অট্টালিকা ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ ও উন্নত করিতেছিল ঈশ্বর তাহা বিনষ্ট করিয়াছেন। (ত, হো,)

সাগর পার করিয়াছি, অনন্তর আপন পুত্তলিকা দিগের প্রতিবেশী হইয়া আছে এমন এক জাতির নিকটে তাহারা উপস্থিত হইলে, বলিল "হে মুসা, ইহাদিগের যেমন ঈশ্বর সকল আছে তুমি আমাদের জন্য এরূপ এক ঈশ্বর প্রস্তুত কর ;" সে বলিল "নিশ্চয় তোমরা (এমন) এক দল যে মূর্খতা করিতেছ *। ১৩৭। নিশ্চয় এই সকল লোক, ইহারা যাহাতে স্থিত তাহা বিনষ্টীকৃত এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহা মিথ্যা"। ১৩৮। সে বলিল "ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি তোমাদের জন্য উপাস্য অন্বেষণ করিব ? বস্তুত তিনি সমুদায় জগতের উপরে তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন। ১৩৯। এবং (স্মরণকর) যখন তিনি তোমাদিগকে ফেরওণীয় লোক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; তাহারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি পহুঁছাইতেছিল, তোমাদের পুত্রসন্তানগণকে হত্যা করিতেছিল ও তোমাদের কন্যাদিগকে জীবিত রাখিয়াছিল, এবিষয়ে তোমাদের প্রতিপালক হইতে কঠিন পরীক্ষা ছিল"। ১৪০ (র, ১৬)

আমি মুসার সঙ্গে ত্রিংশৎ রজনীর অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছিলাম, পরে তাহার প্রতিপালকের চত্বারিংশৎ রজনীর অঙ্গীকার পূর্ণ হইয়াছিল, এবং মুসা আপন ভ্রাতা হারুণকে বলিয়াছিল "আমার দলে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হও, ও সদনুষ্ঠান

---

* মূর্খ লোকেরা নিরাকারকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট নহে। তাহারা যে পর্য্যন্ত সম্মুখে একটি মূর্ত্তি দেখিতে না পায় সেপর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হয় না। নির্ব্বোধ এস্রায়েল সন্ততিগণ কতক গুলি লোককে গাভী পূজা করিতে দেখিয়া তৎপূজায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিল। অবশেষে তাহারা সুবর্ণদ্বারা গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া পুজা করিতে লাগিল। (ত, শা,)

কর, অত্যাচারীদিগের পথের অনুসরণ করিও না * । ১৪১।
এবং যখন মুসা আমার নির্দ্দিষ্ট কালে উপস্থিত হইল ও তাহার প্রতিপালক তাহার সঙ্গে কথা বলিলেন, সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দেখা দেও, আমি তোমার প্রতি দৃষ্টি করি ;" তিনি বলিলেন "তুমি আমাকে কখন দেখিবে না, কিন্তু পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টি কর, যদি সে স্বস্থানে স্থিতি করে তবে সত্বর তুমি আমাকে দেখিবে ;" অনন্তর যখন সেই পর্ব্বতের জন্য তাহার প্রতিপালক প্রকাশিত হইল, তখন তাহাকে চূর্ণ করা হইল এবং মুসা অচৈতন্যভাবে পড়িল, অবশেষে যখন সংজ্ঞা লাভ করিল, বলিল "পবিত্রতা তোমার (হে ঈশ্বর,) তোমার নিকটে আমি প্রত্যাগমন করিতেছি এবং আমি বিশ্বাসীদিগের প্রথম" † ।১৪২। তিনি বলিলেন "হে মুসা, সত্যই আমি

---

* মহাত্মা মুসা এস্রায়েল সন্তানদিগের নিকটে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে ফেরওণ নিধন হইলে পর ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমাদের জন্য এক গ্রন্থ আনয়ন করিব, তোমাদের যাহা যাহা প্রয়োজন সেই গ্রন্থে স্পষ্ট ও বিস্তারিত রূপে লিখিত থাকিবে। ফেরওণ জলমগ্ন হইলে পর তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া সেই গ্রন্থ চাহিলেন। মুসা পরমেশ্বরের নিকটে তাহার প্রার্থনা করিলে আদেশ হইল যে ত্রিশ দিন রোজা পালন করিয়া তুর গিরিতে আগমন করিও, তখন আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিব। মুসা তদনুসারে ত্রিশ দিন ব্রত পালন করিয়া তুর পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। অনশন জন্য মুখে গন্ধ হইয়াছিল বলিয়া তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। তাহা দূর করিবার জন্য মুখ ধৌত করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবগণ বলিলেন "তোমার মুখে মৃগনাভির গন্ধ অনুভূত হইতেছিল, তুমি মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাহা দূর করিলে কেন ?" তখন ঈশ্বর বলিলেন যে ইহার দণ্ড স্বরূপ আর ও দশদিন ব্রত পালন করিতে হইবে। (ত, হো,)

† পরমেশ্বর মহাপুরুষ মুসাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন যে দেবতার মধ্যবর্ত্তিত্ব ব্যতিরেকে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করিতে পারিয়াছিলেন। পরে ঈশ্বর দর্শনে তাঁহার অভিলাষ হয়, দর্শনের তেজ সহ্য করিতে পারেন নাই,

মানবজাতির প্রতি আমার সংবাদ ও আমার বাক্য (কথনে) তোমাকে স্বীকার করিয়াছি, অতএব আমি যাহা তোমাকে দান করিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদিগের (এক জন) হও। ১৪৩। আমি সকল বিষয়ের উপদেশ ও কসল বিষয়ের বর্ণনা পট্টকে লিপি করিয়াছি, অতঃপর তাহা সবলে ধারণ কর এবং আপন দলকে আদেশ কর যেন তাহার উৎকৃষ্ট সকলকে গ্রহণ করে, সত্বর আমি তোমাদিগকে দুর্বৃত্ত লোক দিগের আলয় প্রদর্শন করিব *। ১৪৪। যাহারা পৃথিবীতে অযথা অহঙ্কার করে সত্বর আমি তাহাদিগকে আমার নিদর্শন সকল হইতে নিবৃত্ত রাখিব, যদি তাহারা সমুদায় নিদর্শন দর্শন করে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, এবং যদি তাহারা সত্যের পথ দর্শন করে তাহাকে পন্থা রূপে গ্রহণ করিবে না, এবং যদি তাহারা ভ্রান্তির পথ দর্শন করে তাহাকে পন্থারূপে গ্রহণ করিবে, ইহা এজন্য যে আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও তৎপ্রতি উদাসীন হই য়াছে। ১৪৫। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি ও

ঈশ্বরের জ্যোতি পর্ব্বতেরদিকে প্রকাশ পাইয়াছিল, পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া গেল, মুসা অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। ইহা দ্বারা বুঝাযায় যে পৃথিবীতে ঈশ্বর দর্শন লোকের পক্ষে অসহ্য হয়, পরলোকে সহ্য হইবে। (ত, হো,)

* জাদোল্‌মনির গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে দশ খণ্ড কাষ্ঠ পট্টকে বা প্রস্তর পট্টকে উপদেশ সকল অঙ্কিত ছিল। আমি তোমাদিগকে দুর্ব্বৃত্তদিগের আলয় নরক প্রদর্শন করিব বা শামদেশে লইয়া গিয়া যে সকল পুরাতন লোক আমার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছিল তাহাদের আলয় তোমাদিগকে দেখাইব, অথবা মিসরে ফেরওণ ও কিব্‌তিগণ যে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের শূন্য গৃহ প্রদর্শন করিব। (ত, হো,)

যে কার্য্য করিবার জন্য আদেশ হইয়াছে তাহাই উৎকৃষ্ট বিধি, যাহা করিতে

পারলৌকিক সম্মিলনের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তাহাদের (সৎ) ক্রিয়া সকল বিনষ্ট হইবে, তাহারা যাহা করিতেছিল তাহার বিনিময় ব্যতীত দেওয়া যাইবে না। ১৪৬। (র, ১৭)

মুসার দল সে চলিয়া গেলে পর আপন অভরণ দ্বারা গোবৎস মূর্ত্তি গ্রহণ করিল, তাহার শব্দ ছিল; তাহারা কি দেখে নাই যে নিশ্চয় সে তাহাদের সঙ্গে কথা বলে না ও তাহাদিগকে কোন পথ প্রদর্শন করেনা; তাহাকে গ্রহণ করিল ও তাহারা অত্যাচারী ছিল *। ১৪৭। এবং যখন তাহারা আপন

নিষেধ হইয়াছে তাহা নিকৃষ্ট বিষয়। দুর্ব্বৃত্তদিগের গৃহ তোমাদিগকে দেখাইব অর্থাৎ যদি তোমরা আজ্ঞাধীন না হও তবে তোমাদিগকে এরূপ অপদস্থ করিব যেমন শাম রাজ্য কাড়িয়া লইয়া দুর্ব্বৃত্তদিগকে করিয়াছি। (ত, শা,)

* এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা ফেরওণের অনুচরগণের অজ্ঞাত সারে মেসর হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা এই ছল করিয়াছিলেন যে আমাদের মধ্যে বিবাহের উৎসব আছে, আমাদিগকে সেই উৎসবে যোগ দিতে হইবে। এই বলিয়া ফেরওণীয় সম্প্রদায়ের যাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল তাহাদিগ হইতে অলঙ্কারাদি চাহিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা সাগর উত্তীর্ণ ও ফেরওণ সদলে জলমগ্ন হইলে পর সেই সকল অভরণ তাঁহাদের হস্তে ছিল। যখন মুসা তুর গিরির দিকে চলিয়া গেলেন, সামরি নামক এক ব্যক্তি হারুণের নিকটে আসিয়া বলিল "এস্রায়েলীয় লোকদিগের হস্তে যে সকল অলঙ্কার আছে, তাহা ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে পাপ।" ইহা শুনিয়া হারুণ সমুদায় অলঙ্কার তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিতে সঙ্গী দিগকে অনুমতি করিলেন। তাহা একত্র করা হইলে তিনি সামরিকে বলিলেন "তুমি এ সকল অভরণ আপন নিকটে গচ্ছিত রাখ" সামরি স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার সকল গ্রহণ করিল। সে সুনিপুণ স্বর্ণকার ছিল. সেই সমুদায় ধাতুকে গলাইয়া একটি গোবৎসের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল এবং এইরূপ কৌশল করিল যে সেই ধাতুময়ী মূর্ত্তি, গোবৎসের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা চমৎকৃত হইয়া সেই মূর্ত্তিকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। (ত, হো,)

হস্তে অনুতপ্ত হইল * এবং দেখিল যে নিশ্চয় তাহারা বিপথগামী হইয়াছে, তখন বলিল "যদি আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে দয়া ও আমাদের প্রতি ক্ষমা না করেন তবে অবশ্য আমরা ক্ষতি-গ্রস্ত হই"। ১৪৮। যখন মুসা আপন দলের নিকটে ফিরিয়া আসিল, তখন ক্রুদ্ধ ও শোকার্ত্ত হইল, বলিল "আমার অন্তে তোমরা যাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছ তাহা কদর্য্য, তোমরা কি আপন প্রতিপালকের আজ্ঞার প্রতি সত্বর হইলে?" † সে পট্টক সকল নিক্ষেপ করিল, এবং স্বীয় ভ্রাতার মস্তক গ্রহণ করিল, তাহাকে আপনার দিকে টানিতে লাগিল, সে (হারুণ) বলিল "মম মাতৃনন্দন, সত্যই এই দল আমাকে দুর্ব্বল মনে করিয়াছে, এবং আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অতঃপর আমাদ্বারা তুমি শত্রুকে সন্তুষ্ট করিও না, এবং আমাকে অত্যাচারীদিগের দলভুক্ত করিও না"। ১৫০। সে বলিল "হে আমার প্রতি-পালক, আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর, এবং তোমার দয়ার মধ্যে আমাদিগকে প্রবিষ্ট কর, তুমি দয়ালুদিগের মধ্যে মহা দয়ালু"। ১৫১। (র, ১৮)

নিশ্চয় যাহারা গোবৎসকে (উপাস্যদেব) গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের প্রতিপালকহইতে সত্বর তাহাদের জন্য আক্রোশ পঁহুছিবে, এবং সাংসারিক জীবনে দুর্গতি হইবে, এইরূপে আমি

---

* "আপন হস্তে অনুতপ্ত হইল" ইহার অর্থ এই যে যেমন কেহ কোন বস্তু হস্তে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ অনুতাপকে তাহারা প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হইল। (ত, হো.)

† "তোমরা কি আপন প্রতিপালকের আজ্ঞার প্রতি সত্বর হইল?" ইহার অর্থ তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া আমার আগমনের জন্য ধৈর্য্যধারণ করিলে না, অবিলম্বে গোবৎসের পূজায় প্রবৃত্ত হইলে। (ত, হো,)

অসত্যবন্ধনকারীদিগকে প্রতিফল দান করি। ১৫২। এবং যাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, অবশেষে তাহার পর অনুতাপ করিয়াছে এবং বিশ্বাসী হইয়াছে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ) তাহার (তাহাদের সেই অনুতাপের) পর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৫৩। এবং যখন মুসার ক্রোধ শান্তি হইল, সে পট্টক সকল গ্রহণ করিল, তাহার লিপির মধ্যে উপদেশ ছিল এবং যাহারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য দয়া ছিল। ১৫৪। এবং মুসা আপন দলহইতে সেই সত্তর জন পুরুষকে আমার অঙ্গীকারের জন্য মনোনীত করিল এবং যখন তাহাদিগকে কম্প আক্রমণ করিল, সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, যদি তুমি ইহাদিগকে ও আমাকে ইতি পূর্ব্বে হত্যা করিতে (ভাল ছিল,) আমাদের নির্ব্বোধেরা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য কি আমাদিগকে বধ করিতেছ? ইহা তোমার পরীক্ষা বৈ নহে, এতদ্দ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা হয় বিভ্রান্ত কর এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় পথ প্রদর্শন করিয়া থাক, তুমি আমাদিগের বন্ধু, অতএব আমাদিগকে ক্ষমা কর, ও আমাদিগকে দয়া কর, এবং তুমি ক্ষমাশীল দিগের শ্রেষ্ঠ *। ১৫৫। এবং আমাদের জন্য তুমি ইহলোকেও পরলোকে কল্যাণ লিপি কর, নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে ফিরিয়া আসি

---

* মহাপুরুষ মুসা মণ্ডলীর প্রধান সত্তর ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর দর্শন না হয় সে পর্য্যন্ত আমরা বিশ্বাস করি না।" এই কথার পরই তাঁহাদের উপর বিদ্যুৎপাত হয়, কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহারা প্রাণ ত্যাগ করেন। মহাত্মা মুসা তদ্রূপ প্রার্থনা করেন, তাহাতে তাঁহারা জীবিত হইয়া উঠেন। এই ঘটনা গোবৎসপূজার পূর্ব্বে বা পরে হইয়াছিল। (ত, শা,)

য়াছি," তিনি বলিলেন "আমার শাস্তি আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পঁহুছাইয়া থাকি, এবং আমার দয়া সমুদায় বস্তুকে ঘেরিয়াছে, অতএব আমি যাহারা ধর্ম্মভীরু হয় ও জকাত দান করে ও যাহারা আমার নির্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাদের জন্য তাহা (দয়া) অবশ্য লিখিব *। ১৫৬। † যে তত্ত্ববাহক অশিক্ষিত যাহারা সেই প্রেরিত পুরুষের অনুসরণ করে তাহারা আপনাদের নিকটে তওরয়ত ও ইঞ্জিলে তাহাকে (তাহার বর্ণনা) লিপি বদ্ধ প্রাপ্ত হয়, সে তাহাদিগকে বৈধ বিষয়ে আদেশ করে, অবৈধ বিষয়হইতে নিবৃত্ত করে ও তাহাদের জন্য শুদ্ধ বস্তু বৈধ এবং তাহাদের সম্বন্ধে অশুদ্ধ বস্তু অবৈধ করে, অপিচ তাহাদের ভার ও গল বন্ধন যাহা তাহাদের উপরে আছে তাহাদিগহইতে দূর করে, অতএব যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে সম্মান করে ও তাহাকে সাহায্য দান করে এবং সেই জ্যোতির অনুসরণ করে যাহা তাহার সঙ্গে অবতারিত হইয়াছে ইহারাই তাহারা যে মুক্তি পাইবে †। ১৫৭। (র, ১৯)

---

* মহাপুরুষ মুসা আপন মণ্ডলীর সম্বন্ধে ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য হয়তো এই হইবে যে তাঁহার মণ্ডলী যেন ইহ পরলোকে অগ্রগণ্য হয়। তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন "আমার কৃপা ও শাস্তি বিশেষ ভাবে কোন দলের প্রতি নহে।" যাহাকে ইচ্ছা হয় ঈশ্বর তাহাকে শাস্তি দান করেন, এবং তাঁহার কৃপার দ্বার সকলের জন্য মুক্ত। কিন্তু সেই বিশেষ কৃপা তাঁহাদের জন্য লিপিবদ্ধ আছে যাঁহারা পরমেশ্বরের সমুদায় কথা বিশ্বাস করেন। (ত, শা,)

† কত্তাদা নামক একজন সাধু পুরুষ বলিয়াছেন যে "ইহুদি ও ঈসায়ী লোকেরা এই করুণার প্রার্থী হইয়া বলিয়াছিলেন যে আমরা নিদর্শন সকলের প্রতি

তুমি বল, হে লোক সকল, স্বর্গ ও পৃথিবী যাঁহার রাজত্ব, সত্যই আমি তোমাদের সকলের নিকটে সেই ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত; তিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই, তিনি প্রাণ দান ও প্রাণ হরণ করেন, অতএব ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি যে অশিক্ষিত তত্ত্ব বাহক ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করিতেছে সেই প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাহার অনুসরণ কর ভরসা যে তোমরা পথ প্রাপ্ত হইবে। ১৫৮। মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল সত্যভাবে পথ দেখাইয়া থাকে ও তৎসহ বিচার করে *। ১৫৯। এবং আমি তাহাদিগকে দ্বাদশ বংশ ও দলে বিভক্ত করিয়াছি, আমি মুসার প্রতি যখন তাহার নিকটে তাহার দল জল প্রার্থনা করিয়া ছিল প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে প্রস্তরকে তোমার দণ্ড দ্বারা আঘাত কর; অনন্তর তাঁহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ নিঃসৃত

বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ও ধর্ম্মার্থ দান করিয়া থাকি, অতএব আমাদের এই করুণায় অধিকার আছে।" ঈশ্বর তাঁহাদিগকে নিরাশ করিয়া বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ করুণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিষয়বিরাগী বিশ্বাসী লোকের জন্য আমি স্বীয় করুণা লিখিয়া থাকি। যে তত্ত্ববাহক অশিক্ষিত, অর্থাৎ লিখা পড়া জানে না, এই উক্তি দ্বারা হজরত মোহম্মদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। লিখা পড়া না জানিয়াও তাঁহার প্রচুর জ্ঞান ছিল, এই তাঁহার এক অলৌকিকতা। (ত, হো,)

* ইহারা সেই লোক ছিল যে হজরতের নিকটে আসিয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, যথা সলামের পুত্র অবদোল্ল প্রভৃতি। (ত, শা,)

এই সুরার ১৫৯, ১৬০, ১৬১ আয়তের ঐতিহাসিক তত্ত্ব বকর সুরায় বিবৃত হইয়াছে।

হইল, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাদের জলাশয় চিনিয়া লইল, এবং তাহাদের প্রতি আমি বারিবাহকে চন্দ্রাতপ করিয়া ছিলাম, ও তাহাদের প্রতি মন সলওয়াকে অবতারণ করিয়া ছিলাম, (বলিয়াছিলাম) আমি যে শুদ্ধবস্তু জীবিকারূপে তোমাদিগকে দান করিলাম তাহা ভক্ষণ কর; তাহারা আমার প্রতি অত্যাচার করে নাই, আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। ১৬০। এবং (স্মরণ কর) যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে এই গ্রামেতে বাস কর ও ইহার যথা ইচ্ছা তোমরা ভক্ষণ কর, ও বল, পাপ নিবৃত্ত হইল এবং প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে প্রবেশ কর, আমি তোমাদের অপরাধ তোমাদের জন্য ক্ষমা করিব, সত্বর হিতকারীদিগকে অধিক দান করিব। ১৬১। অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের জন্য যাহা বলা হয় নাই তাহারা তাহার সঙ্গে কথার পরিবর্ত্তন করিল, অবশেষে তাহারা যে অত্যাচার করিতেছিল তজ্জন্য আমি স্বর্গহইতে তাহাদিগের উপর শাস্তি প্রেরণ করিলাম। ১৬২। (র, ২০)

তুমি সেই গ্রামের বিষয়ে যাহা সাগর কুলে ছিল তাহাদিগকে প্রশ্ন কর, (স্মরণ কর) যখন তাহারা শনিবাসরের সীমা লঙ্ঘন করিত, যেদিন তাহাদের শনিবাসর তখন তাহাদের মৎস্য সকল প্রকাশ্যভাবে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইত, এবং যেদিন তাহারা শনিবাসর করিতনা তাহাদের নিকটে আসিতনা, এইরূপ, তাহারা দুষ্কর্ম্ম করিতেছিল বলিয়া আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে ছিলাম *। ১৬৩। এবং যখন তাহাদিগের একদল

---

* সেই গ্রামের নাম আয়লা ছিল। উহা মদয়ন ও তুর এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী তিব্‌রিয়াসাগরের কুলে ছিল। সেই গ্রামনিবাসিগণ শুক্রবারের

বলিল "কেন তোমরা সেই দলকে উপদেশ দিতেছ? ঈশ্বর তাহাদিগের বিনাশকারী, অথবা তিনি তাহাদিগের কঠিন দণ্ডের দণ্ড দাতা;" তাহারা বলিল "তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে মিনতি করিবার জন্য (এই উপদেশ,) ভরসা যে তাহারা ধর্ম্মভীরু হইবে *। ১৬৪। অনন্তর যখন যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়া ছিল তাহারা তাহা বিস্মৃত হইল, যাহারা দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারণ করিতে ছিল তাহাদিগকে আমি মুক্তিদান করিলাম, এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদিগকে কঠিন শাস্তিদ্বারা আক্রমণ করিলাম, যেহেতু তাহারা কুকর্ম্ম করিতেছিল। ১৬৫।

বিধির অনুসরণ করিয়া চলিত। তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে শনিবারের সম্মান করা একটি কর্ত্তব্য ছিল। সে দিবস মৎস্য শিকার করা ও বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া নিষেধ ছিল। তাহারা ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মহাপুরুষ দাউদ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়। পরমেশ্বর ইহুদিদিগের দুষ্ক্রিয়া প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে হজরতকে বলিলেন যে "তুমি গ্রন্থাধিকারীদিগকে প্রশ্ন কর।" শনিবার দিন জলের উপর তাহাদের নিকটে মৎস্য সকল ভাসিয়া বেড়াইত, অন্য দিবস এরূপ হইত না ইহাদ্বারা ঈশ্বর তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। যখন অয়লা নিবাসিগণ শনিবারে অনেক মৎস্য দেখিত, তাহা শিকার করিতে পারিত না, ধৈর্য্যধারণেও অক্ষম হইত। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিল, সমুদ্রের কূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করিয়া সমুদ্র হইতে খাল কাটিয়া সেই সকল পুষ্করিণীর সঙ্গে যোগ করিয়া দিল। জোওয়ারের জলের সঙ্গে মৎস্য সকল প্রণালী দিয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিলে তাহারা প্রণালীর মুখ জাল দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিত, রবিবার দিন পুষ্করিণীতে সেই মৎস্য অনায়াসে শিকার করিয়া উদর পূর্ত্তি করিত। (ত, হো,)

* তাহাদের মধ্যে তিন দল ছিল, এক দলে শিকার করিত, একদল নিষেধ করিত, এবং আর একদল এ দুইয়ের কিছুই করিত না। কিন্তু যাহারা নিষেধ করিত তাহারাই শ্রেষ্ঠ ছিল। (ত, শা,)

পরে যখন তাহারা যে বিষয়ে নিষেধ প্রাপ্ত হইয়া ছিল সে বিষয়ের (পরিত্যাগে) অবাধ্যতা করিল, তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম "তোমরা জঘন্য মর্কট হইয়া যাও * ১৬৬। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক জ্ঞাপন করিলেন যে অবশ্য তাহাদের উপরে কোন ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত প্রেরণ করিবেন যে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি অর্পণ করে, † নিশ্চয় তোমার ঈশ্বর সত্বর শাস্তিদাতা; এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী ও দয়াশীল। ১৬৭। এবং পৃথিবীতে আমি তাহাদিগকে বহুদলে বিভক্ত করিয়াছি, তাহাদিগের (কতক-লোক) সাধু ও তাহাদের কতক লোক এতদ্ভিন্ন ছিল, এবং তাহাদিগকে আমি শুভাশুভ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন ফিরিয়া এইসে ‡। ১৬৮। অনন্তর তাহাদিগের অন্তে সেই স্থলবর্ত্তী

---

* নিষেধকারী লোকেরা শিকারীদিগের সঙ্গে মিলিত হইত না, আপনাদের ও তাহাদের ভবনের মধ্যে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছিল যেন তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হয়। এক দিন তাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শিকারী-দিগের কোন কথা শুনিতে পাইল না। প্রাচীরের উপর হইতে দৃষ্টি করিয়া দেখিল যে প্রত্যেক গৃহে বানর বিরাজ করিতেছে। সেই মর্কটে পরি-ণত লোক সকল আপন প্রতিবেশীদগের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা অতি দুরবস্থায় তিন দিনের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল। (ত, হো,)

† তওরাত গ্রন্থে ইহুদিদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে যখন তোমরা তওরাতের বিধি অমান্য করিবে তখন তোমাদিগের উপর অন্য লোক পরা-ক্রান্ত হইবে ও তোমরা কেয়ামত পর্য্যন্ত হীনাবস্থায় থাকিবে। এইক্ষণ কোথাও ইহুদগের আধিপত্য নাই, তাহারা অন্য জাতির প্রজা হইয়া আছে। (ত, শা,)

‡ ইহুদিগণ ভাগ্যহীন হইল, তাহারা আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়া নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের ধর্ম্মও বিচ্ছিন্ন হইল। (ত, শা,)

স্থলাভিষিক্ত হইল, গ্রন্থের স্বত্ব লাভ করিল যে তাহারা এই নিকৃষ্ট (জীবনের) সামগ্রী গ্রহণ করিতেছে এবং বলিতেছে যে আমাদের জন্য অবশ্য ক্ষমা আছে, এবং যদি তাহাদের নিকট তৎসদৃশ সামগ্রী উপস্থিত হয় তাহারা তাহা গ্রহণ করে, তাহাদের প্রতি কি গ্রন্থের নির্দ্ধারিত বাক্য গৃহীত হয় নাই যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে ও তাহাতে যে পাঠ করিয়াছে সত্য বৈ বলিবে না? যাহারা ধর্ম্মভীরু হয় তাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট পারলৌকিক আলয় আছে, পরন্তু তাহারা কি বুঝিতেছে না * ? ১৬৯। এবং যাহারা গ্রন্থকে ধারণ করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, নিশ্চয় আমি সেই সাধুদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করি না। ১৭০। এবং (স্মরণ কর) যখন আমি তাহাদিগের উপরে পর্ব্বত উঠাইয়াছিলাম যেন তাহা চন্দ্রাতপ ছিল ও তাহারা মনে করিয়াছিল যে নিশ্চয় তাহা তাহাদের উপর পতিত হইবে, (আমি বলিয়াছিলাম) তোমাদিগকে যাহা দান করিতেছি বলপূর্ব্বক গ্রহণকর এবং যাহা ইহাতে আছে স্মরণ কর, ভরসা যে রক্ষা পাইবে। ১৭১। (র, ২১)

এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক আদমসন্ততি হইতে তাহাদের ঔরসজাত তাহাদের সন্তানগণকে গ্রহণ করিলেন ও তাহাদের জীবন সম্বন্ধে তাহাদিগকে সাক্ষী করিলেন যে আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলিল সত্য;

---

* পরবর্ত্তী ইহুদিগণ তওরাত গ্রন্থ শিক্ষা করিয়া উৎকোচগ্রহণপূর্ব্বক তাহার বিধির ব্যতিক্রম করিয়াছিল, তাহারা বলিত যে আমাদের দিবাভাগের পাপ রাত্রিতে রাত্রিকালের পাপ দিবাভাগে ক্ষমা হইয়া থাকে। তাহারা পাপ ত্যাগ ও অনুতাপ করিত না। "তৎসদৃশ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উৎকোচের ন্যায় সামগ্রী উপস্থিত হইলেই গ্রহণ করিত। (ত, হো,)

ইহা এজন্য যে কেয়ামতের দিনে তোমরা না বল যে নিশ্চয় আমরা এবিষয়ে উদাসীন ছিলাম। ১৭২। + অথবা বলিবে যে "পূর্ব্বহইতে আমাদের পিতৃপুরুষগণ অংশী স্থাপন করিয়াছেন বৈ নহে, এবং আমরা তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী সন্তান হই, মিথ্যাবাদী লোকেরা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য কেন তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ" *। ১৭৩। এবং এই প্রকার আমি নিদর্শন সকল ব্যক্ত করি, এবং ভরসা যে তাহারা ফিরিয়া আসিবে †। ১৭৪। এবং যাহাকে আমি নিদর্শন সকল প্রদান করিয়াছিলাম পরে যে তাহা হইতে বাহির হইয়া শয়তানের অনুসরণ করিয়াছিল তৎপর পথভ্রান্ত হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত তুমি ইহাদের নিকটে

---

* পরমেশ্বর আদমের ঔরস হইতে তাঁহার সন্তান সকল উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আপনার দাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া তিনিই একমাত্র ঈশ্বর এ বিষয়ে সকলকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে লোক সকল অংশীবাদী হয়—

এই আয়ত ও পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বরকে মান্য করিতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে পিতৃ পিতামহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিলেও পুত্রের উচিত যে অংশি বিহীন অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়। যদি কেহ বলে যে সেই অঙ্গীকার তো আমাদের স্মরণ নাই, অতএব তদ্বিষয়ে আমাদের কি প্রয়োজন? তবে ইহা জানিবে যে তাহার চিহ্ন প্রত্যেকের অন্তরে আছে, প্রত্যেক রসনা ব্যক্ত করিয়াছে যে সকলের স্রষ্টা এক ঈশ্বর, সমুদায় জগৎ একথা প্রচার করিতেছে যাহারা ঈশ্বর স্বীকার করে না অথবা অংশীস্থাপন করে, তাহারা স্বীয় নীচ বুদ্ধির অনুসরণে তাহা করিয়া থাকে, নিজেই সেই সকল লোক মিথ্যাবাদী হয়। (ত, শা,)

† ইহুদিদিগকে এই ইতিহাস শুনান হয়, অংশীবাদীদিগের ন্যায় তাহারাও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছিল। (ত, শ,)

পাঠ কর। ১৭৫। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম অবশ্য তাহাকে উহার দ্বারে উন্নত করিতাম কিন্তু সে মৃত্তিকার দিকে সংলগ্ন হইল এবং আপন ইচ্ছার অনুসরণ করিল, অতএব তাহার অবস্থা কুকুরের অবস্থার ন্যায়, যদি তাহার উপরে ভারার্পণ কর সে লোলজিহ্ব হইবে, যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে সেই দলের এই অবস্থা, অতঃপর তুমি এই ইতিহাস বর্ণন কর যেন তাহারা চিন্তা করে *। ১৭৬। যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে সেই দলের অবস্থা

---

* মহাপুরুষ মুসার সৈনাদল এক বাদশার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে এক জন অলৌকিক ক্ষমতাবান্ ফকির ছিলেন, তখন বাদশা তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ফকির তাঁহাকে সাহায্য করিতে অন্তরে নিষেধ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর বাদশা ফকিরের স্ত্রীকে ধনদ্বারা বশীভূত করিলেন, সে স্বামীকে সম্মত করিয়া বাদশার নিকটে পাঠাইয়া দিল। ফকির কোন অলৌকিক ক্রিয়া করিতে অক্ষম হইয়া বাদশাকে এই চক্রান্ত করিতে বলিলেন, যে, কতকগুলি কুলটা স্ত্রীলোক মুসার সৈন্যদলের মধ্যে পাঠাইয়া দেও, সৈন্যগণ তাহাদের সঙ্গে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইলেই দুর্দ্দশাপন্ন হইবে। পরমেশ্বর মুসার পুণ্যের অনুরোধে এই ষড়যন্ত্র বিফল করিয়া ষড়যন্ত্রকারীকে বিড়ম্বিত করিলেন। ইহকালে বা পরকালে তাঁহার এই শাস্তি হইল যে কুকুরের ন্যায় জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। উচ্চ জ্ঞান থাকিলে তখনই সেই জ্ঞান দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে যখন প্রকৃতভাবে তাহার অনুসরণ করা হয়, লোভমোহের বশবর্ত্তী হইয়া সেই জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিলে কোন ফল হয় না। বরং তাহাতে শ্রান্ত কুকুরের অবস্থার তুল্য অবস্থা হয়। লোভ অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানভারে আক্রান্ত হও বা জ্ঞানশূন্য হও তোমার জিহ্বা বিস্তৃত হইয়া পড়িবেই। (ত, শা,)

হয়। ১৭৭। ঈশ্বর যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন সে পথ প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি যাহাদিগকে বিভ্রান্ত করেন, এই তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ১৭৮। নিশ্চয় আমি দানব ও মানবের অধিক সংখ্যককে নরকের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের জন্য অন্তঃকরণ আছে তদ্দ্বারা তাহারা বুঝিতে পারে না, তাহাদের জন্য চক্ষু আছে তদ্দ্বারা দর্শন করিতে পারে না, তাহাদের জন্য কর্ণ আছে তদ্দ্বারা তাহারা শুনিতে পায় না, তাহারা চতুষ্পদ সদৃশ, বরং তাহারা পথভ্রান্ত, ইহারাই তাহারা যে উপেক্ষাকারী। ১৭৯। ঈশ্বরের জন্য উত্তম নাম সকল আছে, তোমরা তৎসহকারে তাঁহাকে আহ্বান কর, যাহারা তাঁহার নামেতে কুটিলতা করে তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, তাহারা যাহা করিতেছিল অবশ্য তদ্বিনিময় প্রদত্ত হইবে *। ১৮০। তাহাদের এক দলকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি যে সত্য সহকারে তাহারা পথ প্রদর্শন করে ও তৎসাহায্যে বিচার করিয়া থাকে। ১৮১। (র, ২২)

যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে অবশ্য আমি তাহাদিগকে তাহারা যে স্থান দিয়া জানিতে পায় না ক্রমশঃ (বিপথে) আকর্ষণ করিব। ১৮২। এবং তাহাদিগকে অবকাশ দিব, নিশ্চয় আমার চতুরতা দৃঢ়। ১৮৩ তাহারা কি চিন্তা করে না যে তাহাদের সঙ্গীর জন্য ক্ষিপ্ততা নয়, সে স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক বৈ নহে †। ১৮৪। স্বর্গ মর্ত্ত্যের রাজত্বের প্রতি

---

* অর্থাৎ পরমেশ্বর আত্মস্বরূপ বুঝাইয়া বলেন যে উপাসনা কালে আমাকে এই নামে আহ্বান করিও, কুটিল পথ আশ্রয় করিও না। ঈশ্বর যে গুণ বুঝাইয়া দেন না, তাহা বলাই কুটিলতা। (ত, শা,)

† এস্থানে প্রেরিত পুরুষকে সঙ্গী বলা হইয়াছে, কেন না তিনি সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। (ত, শা,)

এবং প্রত্যেক পদার্থ যাহা কিছু ঈশ্বর স্বজন করিয়াছেন তৎ-প্রতি কি তাহারা দৃষ্টি করে না? এবং সত্বরই যে তাহাদের নির্দ্ধারিতকাল নিকটবর্ত্তী হইল (তৎপ্রতি কি দৃষ্টি করে না,) অতঃপর ইহার (কোরাণের) পরে কোন্ বাক্যেতে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে?। ১৮৫। ঈশ্বর যাহাকে পথ ভ্রান্ত করেন তাহার জন্য পথপ্রদর্শক নাই, তিনি তাহাদিগকে আপন অবাধ্যতায় ঘূর্ণায়মান হইতে ছাড়িয়া দেন। ১৮৬। তাহারা তোমাকে কেয়ামতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছে যে তাহা সঙ্ঘটন হইবার কখন সময়? বল তাহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকটে বৈ নহে, তাহার সময়ে তিনি তাহাকে প্রকাশিত করিবেন না; তিনি ব্যতীত স্বর্গে মর্ত্ত্যে তাহা গুরুভার,*তাহা অকস্মাৎ বৈ তোমাদের নিকটে আসিবে না; তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে যেন তুমি তদ্বিষয়ে বিতর্ককারী, তুমি বল যে তাহার জ্ঞান ঈশ্বরের নিকটে বৈ নহে, কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝিতেছে না। ১৮৭। বল, ঈশ্বর যাহা চাহেন তদ্ভিন্ন আমি আপনার জন্য হিত ও অহিত করিতে সক্ষম নহি, এবং যদি আমি গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান রাখিতাম নিশ্চয় বহু লাভ করিতাম এবং আমার প্রতি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইত না, আমি বিশ্বাসি দলের জন্য ভয়প্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতা বৈ নহি। ১৮৮। (র, ২৩)

তিনিই যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহার স্ত্রী উৎপাদন করিয়াছেন, যেন তাহাতে আরাম প্রাপ্ত হয়, অনন্তর তাহাকে সঙ্গম করিলে সে লঘুতর

---

* অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত কি স্বর্গবাসী দেবগণ ও কি মর্ত্ত্যবাসী মানববৃন্দ সকলেই তাহা জানিতে অক্ষম। (ত, হো,)

গর্ভে গর্ভবতী হইল, পরে তাহার (স্বামীর) সঙ্গে চলিয়া গেল, অনন্তর সে গুরুতর গর্ভ ধারণ করিলে উভয়ে আপন প্রতিপালক পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল যে, যদি আমাদিগকে তুমি সাধু (পুত্র) দান কর তবে আমরা কৃতজ্ঞ হইব। ১৮৯। অনন্তর যখন তাহাদের উভয়কে তিনি সাধু (পুত্র) দান করিলেন যাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল যখন তদ্বিষয়ে তাঁহার জন্য তাহারা অংশী নির্দ্ধারণ করিল, পরন্তু যাহাকে অংশী স্থাপন করিয়া থাকে তাহা হইতে ঈশ্বর উন্নত *। ১৯০। যাহারা কোন বস্তু সৃজন

---

* কথিত আছে যে এই অবস্থা আদম ও হবা সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল। হবার যখন প্রথম গর্ভ হইল তখন শয়তান একজন সাধু পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। এবং তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলে যে তোমার গর্ভে কোন ভয়ঙ্কর জন্তু জন্মিয়াছে। যখন তাঁহারা স্বামী স্ত্রী প্রার্থনা করিতে লাগিলেন তখন সে, আদম ও হবাকে বলিল যে, "আমার আশীর্ব্বাদে বিপদ্ ঘটিবে না, তোমাদের পুত্র সন্তান হইবে। তাহার নাম অবদোল্ হারস (হারসের দাস) রাখিও, হারস শয়তানের অন্যতর নাম। আদম ও হবা আপন সন্তানের এই নাম রাখিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকাঅনুসারে সংবাদ-বাহকের অংশীবাদী হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। অথবা এই উপাখ্যান অলিক। বস্তুতঃ এই আয়তে অন্য স্ত্রীপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে, আদম ও হবাকে নহে। আদম হবার বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে যাহা কিছু মনুষ্য সম্বন্ধে সঙ্ঘটন হওয়া নির্দ্ধারিত ছিল তাহা আদম হবাতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনই তাহার আদর্শস্থল। সন্তানের পাপ তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। যথা লোভ পরবশ হওয়া ও ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা এবং কথা বলিয়া বিস্মৃত হওয়া ইত্যাদি সন্তানের চরিত্র আদম হবার জীবনে লক্ষিত হইয়াছে। (ত, শা,)

করিতে পারে না এবং স্বয়ং সৃষ্ট তাহারা কি তাহাদিগকে অংশী স্থাপন করিতেছে? ১৯১। তাহারা (সেই অংশিগণ) তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে, ও আত্মজীবনকেও সাহায্য করিতে পারে না। ১৯২। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে সৎপথের দিকে আহ্বান কর তাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে না, তাহাদিগকে তোমরা আহ্বান কর, অথবা নীরব থাক তোমাদের সম্বন্ধে তুল্য। ১৯৩। সত্যই তোমরা ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান কর তাহারা তোমাদের ন্যায় ভৃত্য; ভাল, তাহাদিগকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদিগকে উত্তর দান করা তাহাদের উচিত। ১৯৪। তাহাদের কি পদ আছে যে তদ্দ্বারা গমন করে, তাহাদের কি হস্ত আছে যে তদ্দ্বারা গ্রহণ করে, অথবা তাহাদের চক্ষু আছে যে তদ্দ্বারা দর্শন করে, কিম্বা তাহাদের কর্ণ আছে যে তদ্দ্বারা শ্রবণ করে? তুমি বল (হে মোহম্মদ,) তোমাদের অংশী (প্রতিমা) দিগকে আহ্বান কর, তৎপর আমার সঙ্গে প্রতারণা করিও, এবং আমাকে অবকাশ দিও না। ১৯৫। নিশ্চয় আমার সহায় ঈশ্বর যিনি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, এবং তিনি সাধুদিগকে প্রীতি করেন। ১৯৬। এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক তাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে, এবং আপনাকেও সাহায্য করিতে পারে না। ১৯৭। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে কল্যাণের পথে আহ্বান কর তাহারা শুনিবে না, ও তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ (হে মোহম্মদ,) যে তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে, বস্তুতঃ তাহারা দেখিতেছে না। ১৯৮। ক্ষমাকে স্বীকার কর, উত্তম বিষয়ে আদেশ কর, মূর্খগণ হইতে বিমুখ

হও*। ১৯৯। যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি ঈশ্বরের শরণ লইও, নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২০০। নিশ্চয় যাহারা ধর্মভীরু হয় যখন তাহাদিগকে শয়তানের প্ররোচনা অভিভূত করে তখন তাহারা (ঈশ্বরকে) স্মরণ করিয়া থাকে, তৎপর তাহারা অকস্মাৎ চক্ষুষ্মান্ হয়। ২০১। এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ তাহাদিগকে বিপথে আকর্ষণ করে, তৎপর তাহারা ক্ষান্ত হয় না। ২০২। এবং তাহাদের নিকটে নিদর্শন উপস্থিত না করিলে তাহারা বলে "কেন তুমি তাহা আনয়ন করিলে না?" তুমি বল, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক হইতে যাহা প্রত্যাদেশ হয় আমি তাহার অনুসরণ বৈ করি না, তোমাদের প্রতিপালক হইতে ইহা (কোরাণ) প্রমাণপুঞ্জ স্বরূপ (অবতীর্ণ) এবং বিশ্বাসী দলের জন্য দয়া ও পথপ্রদর্শন। ২০৩। যখন কোরাণ পাঠ হয় তখন তোমরা তাহা শ্রবণ করিও এবং নীরব থাকিও, ভরসা যে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হইবে,† ।২০৪।

---

* এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে জেব্রিলকে হজরত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি?" "তাহাতে জেব্রিল বলেন যে" তোমার ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহাদের সঙ্গে মিলিত হও, যে জন তোমাকে বঞ্চিত করে তাহাকে দান কর, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করে তাহাকে ক্ষমা কর।" প্রকৃতপক্ষে সাধু লোকেই এই প্রকৃতির মূল "মূর্খগণ হইতে বিমুখ হও" অর্থাৎ নীচ অজ্ঞান লোকদিগের সঙ্গে বিবাদ করিও না। (ত, হো,)

† যখন কেহ কোরাণ পাঠ করে, তখন অন্য লোকের উচিত যে কথা না বলে ও মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করে। হয়তো তাহারা তাহাতে অন্তরে আলোক লাভ করিতে পারিবে। কথোপকথনের সভাতে পাঠক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে তাহার পক্ষে অপরাধ। (ত, শা,)

তুমি আপন অন্তরে প্রতিপালককে শঙ্কিত ও কাতর ভাবে স্মরণ কর এবং অনুচ্চ বাক্যে প্রাতঃসন্ধ্যা (স্মরণ কর) উপেক্ষাকারী দের একজন) হইও না। ২০৫। নিশ্চয় যাহারা তোমার প্রতিপালকের নিকটে আছে, তাহারা তাঁহার উপাসনায় অহংকার করে না, তাঁহাকে পবিত্রভাবে স্মরণ করে ও তাঁহাকে নমস্কার করে *। ২০৬। (র, ২৪)

---

* ঈশ্বরকে মাত্র সেজদা (নমস্কার) করিবে, অন্য কাহাকে নমস্কার করিবে না, নমস্কার বিশেষভাবে ঈশ্বরের প্রাপ্য। এই আয়ত পাঠান্তে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। কোরাণ পাঠে নমস্কার চতুর্দ্দশস্থলে বিধি। দুই স্থানে মতভেদ আছে। এক, সুরা হজ্বের শেষভাগে এমাম শাফি ও এমাম আহমদের মতে নমস্কার বিধি, এমাম আজমের মতে নয়। দ্বিতীয় সুরা "স" তে এমাম আজমের মতে নমস্কার আছে, অন্য অন্য এমামের মতে নয়। এমাম আজমের মতে নমাজের সময়ে ও অন্য সময়ে অধ্যয়নের নমস্কার পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের প্রতি বৈধ। ভ্রম প্রমাদাদি বশতঃ তাহা না করা হইলে পরে যথাবিধি তাহা পূর্ণ করা আবশ্যক। অন্যান্য এমামের মতে নমস্কার করা বিধি, কিন্তু "ফৌত" হইলে অর্থাৎ ঘটনা বশতঃ না করিলে "কজা" করা অর্থাৎ পূর্ণ করা আবশ্যক নাই। (ত, হো,)

সুরা আন্‌ফাল। *

অষ্টম অধ্যায়।

৭৫ আয়ত, ১০ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করিয়া থাকে, বল লুণ্ঠিত সামগ্রী সকল ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের জন্য, অতঃপর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আপনাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব কর এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়াথাক তবে পরমেশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও †।১। তাহারা বিশ্বাসী ইহা বৈ নহে, যাহারা, যখন ঈশ্বরকে স্মরণ করা হয় তখন তাহাদের অন্তঃকরণ ভীত হইয়া থাকে, এবং যখন তাহাদের নিকটে তাঁহার নিদর্শন সকল পঠিত হয় তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং

---

* মদিনাতে এই সুরার আবির্ভাব হয়।

† সংগ্রামে কতক লোক অগ্রসর হইয়াছিল, কতক সৈন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিল। যখন লুঠের সামগ্রী সকল সংগ্রহ করা হইল তখন অগ্রবর্ত্তী সৈন্যগণ বলিল যে আমরা শত্রুকে পরাজয় করিয়াছি, এ সকল দ্রব্যে আমাদের অধিকার, এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনারা বলিল যে আমাদের বলে যুদ্ধে জয় লাভ হইয়াছে, লুঠের বস্তুতে আমাদের স্বত্ব। ঈশ্বর উভয়কে নীরব করিলেন, কেন না ঈশ্বরের সাহায্যে জয় অন্য কাহার শক্তিতে নহে। অতএব সেই সম্পত্তির অধিকারী ঈশ্বর, প্রেরিত পুরুষ তাঁহার প্রতিনিধি। (ত, শা,)

তাহারা আপন প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করে * ।২। + যাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও তাহাদিগকে যে উপজীবিকা দেওয়া হয় তাহারা তাহা হইতে ব্যয় করে। ৩। ইহারাই তাহারা, যে প্রকৃতরূপে বিশ্বাসী, তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে তাহাদের জন্য উন্নত পদ সকল ও ক্ষমা এবং গৌরবান্বিত উপজীকা আছে। ।৪। যেরূপ তোমার প্রতিপালক তোমার আলয় হইতে উচিত রূপে তোমাকে বাহির করিয়াছেন, নিশ্চয় (তাহাতে) বিশ্বাসী দিগের একদল একান্ত অসন্তুষ্ট †।৫। সত্য সম্বন্ধে তাহা

---

* যখন কোন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় ও তাহা বিশ্বাসীদের নিকটে পড়া যায় তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি হয়, ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা ও গৌরব ভাবিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণ ভয়াকুল হইয়া থাকে। হকায়েকস্‌সলমিতে উক্ত হইয়াছে যে কোরাণ পাঠের প্রসাদাৎ অন্তরে বিশ্বাসের জ্যোতি প্রকাশ পায়, উপাসনা সাধনার বৃদ্ধি হয়। বহরোলহকায়েক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে বিশ্বাস বস্তুতঃ জ্যোতিঃ বিশেষ, মনের দ্বারের প্রশস্ততা অনুসারে সেই জ্যোতিঃ মনে প্রবেশ করে। মনস্বী ব্যক্তির নিকটে কোরাণ পাঠ করিলে সেই পাঠের প্রসাদাৎ তাঁহার মনের দ্বার উন্মুক্ত হয়, তাহাতে বিশ্বাসজ্যোতিঃ অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। (ত, হো,।)

† কোরেশ বণিক্‌দল প্রচুর দ্রব্যজাত সহ শামদেশহইতে মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছিল, আবুসুফিয়ান আরবের কতিপয় প্রধান পুরুষ সহ সেই দলে কর্তৃত্ব করিতেছিল। জেব্রিল দ্বারা হজরত ইহা জ্ঞাত হইয়া সহচরদিগকে জানাইলেন। তাঁহারা সেই বণিক্‌দলে অল্পলোক ও অধিক ধন আছে ভাবিয়া তাহাদিগকে পথে আক্রমণ করিতে ইচ্ছু হইলেন। সকলে এই উদ্যোগেই মদিনা হইতে বাহির হইলেন। আবু সুফিয়ান এই সংবাদ পাইয়া কোরেশ দিগের আনুকূল্য প্রার্থনায় জমজম নামক ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করিল এবং স্বয়ং বণিক্‌দিগকে সঙ্গে করিয়া দুর্গমস্থান দিয়া মক্কাভিমুখী হইল। আবুজহল জমজমের মুখে সংবাদ পাইয়া বণিক্‌দলের সাহায্যের জন্য বহুলোক জন সহ মক্কা হইতে বদরের অভিমুখে

প্রকাশিত হওয়ার পর তাহারা তোমার সঙ্গে (যোগ দিয়া) যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে এবং তাহারা দেখিতেছে *। ৬। এবং (স্মরণ কর) যখন পরমেশ্বর সেই দুই দলের এক দলকে তোমাদের প্রতি অঙ্গীকার করিতে ছিলেন যে তাহারা তোমাদের জন্য হয় এবং তোমরা প্রতাপশূন্য দলকে চাহিতে ছিলে যে তোমাদের নিমিত্ত হয়, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিতে ছিলেন যে আপন উক্তি সকল দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত করেন, এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগের মূল ছিন্ন করেন †। ৭। + তাহাতে সত্যকে সত্য করেন অসত্যকে অসত্য করেন, যদিচ অপরাধিগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ৮। (স্মরণ কর) যখন

অগ্রসর হইল। তখন প্রেরিত পুরুষ জফ্‌রাণনামক প্রান্তরে ছিলেন, সেই সময়ে জেব্রিল কাফের সৈন্যদলের আগমন বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। হজরত সহচরবর্গকে উহা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা বণিক্‌দলের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ইচ্ছু না কোরেশ সৈন্যগণের সঙ্গে ইচ্ছু। তাঁহাদের অনেকে বলিলেন যে আমোদের যুদ্ধে প্রবৃত্তি নাই, যদি বণিক্‌দল হস্তগত হয় তাহার চেষ্টা করিতে পারি। হজরত এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন, পরে প্রধান প্রধান লোক যুদ্ধকেই স্বীকার করিলেন। এইক্ষণ ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষকে তাহা স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন যে আমি মদিনা হইতে তোমাকে বদর ভূমিতে আনয়ন করিয়াছি। (ত, হো,)

* বলিতেকি এস্‌লামসৈন্যদল লক্ষণাদি দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত বুঝিতে ছিলেন। তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি ও সৈন্য অল্প ছিল। তিন শত পঞ্চাশ জনমাত্র সৈন্য, সত্তরটি উষ্ট্র, দুইটি অশ্ব, ছয়টি কবচ, আটখানা করবালমাত্র ছিল। (ত, হো,)

† দুই দলের একদল বণিক্ ও অপরদল কাফের দিগের সৈন্য। এস্‌লাম সৈন্যগণ নিস্তেজ বণিক্‌দলের প্রতি ইচ্ছু হইয়াছিলেন। বণিক্‌দলে চল্লিশ জন অশ্বারোহীর অধিক ছিল না। কাফেরের দলে নয়শত পঞ্চাশ জন সৈন্য ছিল, (ত, হো,)

তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা করিতে ছিলে তখন তোমাদিগের জন্য তিনি (তাহা) গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমি ক্রমশঃ সহস্র দেবতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য-দান করিয়াছি। ৯। এবং পরমেশ্বর তাহা সুসংবাদের জন্য বৈ করেন নাই, ও যেন তদ্দ্বারা তোমাদের অন্তঃকর সান্ত্বনা লাভ করে, এবং ঈশ্বরের নিকট হইতে বৈ সাহায্য নাই, সত্যই ঈশ্বর পরা-পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা। ১০। (র, ১)

(স্মরণ কর) যখন তিনি আপনার নিকট হইতে বিশ্রাম স্বরূপ ঈষন্নিদ্রা দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন ও তোমা-দের উপরে আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিলেন যেন তোমাদিগকে তদ্দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া লন ও তোমাদিগহইতে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করেন, এবং তাহাতে তোমাদের অন্তঃকরণকে বদ্ধ করেন, অপিচ তদ্দ্বারা চরণকে দৃঢ় করেন *। ১১। (স্মরণ কর)

---

* যে রজনীতে এস্‌লাম ও কাফের সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন হয়, তখন হজরতের বন্ধুদিগের মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, যেহেতু বালুকাময় ক্ষেত্রে তাঁহারা অবস্থান করিয়াছিলেন, চলিতে চরণ বালুকা পুঞ্জে বসিয়া যাইত, জল ছিল না। পরমেশ্বর তাঁহাদের উপর বিশ্রামের জন্য তন্দ্রা প্রেরণ করিলেন, সেই নিদ্রাতে হজরতের অধিকাংশ সহচরের স্বপ্নদোষ হইল। প্রাতঃকালে পাপাত্মা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল যে, তোমাদিগকে নমাজ পড়িতে হইবে, এদিকে তোমরা অপবিত্র হইয়াছ, স্নান করার জল নাই, এবং জানুপর্য্যন্ত চরণ বালুকা পুঞ্জে বসিয়া যাইতেছে, দেখ কাফেরগণ তাহাদের স্থানে স্ফূর্ত্তি যুক্ত ও তাহাদের অধিকারে জল আছে। তোমরা না বলিয়া থাক যে ঈশ্বর আমাদের বন্ধু এবং প্রেরিত পুরুষ আমাদের সঙ্গে আছেন, এই কি ব্যাপার?" তখন পরমেশ্বর সেই স্থানে মেঘ প্রেরণ করিলেন। ঈদৃশ বারিবর্ষণ হইল যে সেই মরু ক্ষেত্রে নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই বৃষ্টির জলে হজরতের সহচরগণ স্নান ও অজু করিলেন, উষ্ট্র অশ্বাদি পশুকে জলপান করাইলেন বালুকা সকল দৃঢ় বদ্ধ হইল,

যখন তোমার প্রতিপালক দেবতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, অতএব যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদিগকে দৃঢ় কর, যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের অন্তরে অবশ্য আমি ভয় স্থাপন করিব, অতঃপর গল দেশের উপর আঘাত কর এবং তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গুলির গ্রন্থি সকলে আঘাত কর * । ১২। ইহা এজন্য যে তাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের বিরোধী হইয়াছিল, যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের বিরুদ্ধাচরণ করে তৎপর নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহাদের) কঠিন শাস্তিদাতা। ১৩। ইহাই, অতএব তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর এবং সত্যই কাফের দিগের জন্য অগ্নিদণ্ড আছে। ১৪। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা দলবদ্ধভাবে ধর্ম্মদ্রোহী লোক দিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর তখন তাহাদের প্রতি পৃষ্ঠ দেশ ফিরাইও না। ১৫। এবং যে ব্যক্তি সেই দিন কোন দলের দিকে স্থানগ্রহণকারী ও কোন যুদ্ধের জন্য সমুদ্যত না হইয়া তাহাদের প্রতি আপন পৃষ্ঠ ফিরায়, তৎপর নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আক্রোশে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, ও তাহার স্থান নরক লোক এবং (তাহা)

মোসলমান সৈন্যদিগের মন বদ্ধ অর্থাৎ সুস্থির হইল, শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। (ত, হো,)

* কথিত আছে যে দেবগণ মনুষ্যের আকারে মোসলমান সেনাশ্রেণীর অগ্রে গমন করিতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন যে "তোমরা ধন্য, ঈশ্বর তোমাদের সহায়, তোমরা জয়ী হইতেছ, শত্রু অল্প, বীরত্ব প্রকাশ কর।" এই আয়তের অর্থ এই যে হে দেবগণ, তোমরা বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দান কর, আমি কাফের দিগের মনে ভয় জন্মাইয়া দিব। দেবগণ অস্ত্রাঘাত করিতে জানিতেন না, তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বর বলিয়া দিলেন, গলদেশে আঘাত কর এবং অঙ্গুলির গ্রন্থি সকলে অর্থাৎ হস্ত পদে আঘাত কর। (ত, হো,)

কুৎসিত স্থান। ১৬। পরন্তু তোমরা তাহাদিগকে বধ কর নাই, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন, এবং যখন (হে মোহম্মদ,) তুমি (মৃত্তিকা) নিক্ষেপ করিয়াছ, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, কিন্তু ঈশ্বর নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, * এবং তাহাতে উত্তম পরীক্ষায় তিনি বিশ্বাসীদিগকে পরীক্ষিত করেন, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১৭। এই (অবস্থা) এবং নিশ্চয় ঈশ্বর কাফের দিগের প্রতারণার নিস্তেজকারী। ১৮। যদি তোমরা বিজয়াকাঙ্ক্ষা কর তবে নিশ্চয় তোমাদের নিকটে বিজয় উপস্থিত হইবে; এবং যদি নিবৃত্ত হও (হে কাফেরগণ,) তবে তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গল, এবং যদি তোমরা ফিরিয়া আইস আমিও ফিরিব, কখন তোমাদের দল তোমাদিগকে লাভযুক্ত করিবে না, যদিচ অধিক ও হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে আছেন। ১৯। (র, ২)

হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও এবং তাহা হইতে বিমুখ হইওনা, বস্তুতঃ তোমরা শ্রবণ করিতেছ। ২০। এবং যাহারা বলিয়াছে যে আমরা শুনিয়াছি, তাহারা শ্রবণ করে না, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না † । ২১। যাহারা বুঝিতেছেনা, তাহারা ঈশ্বরের নিকটে নিকৃষ্টতর

---

* ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে হজরত ক্ষুদ্র প্রস্তর ও মৃত্তিকা বিপক্ষ সৈন্যের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরের কৌশলে তাহাদের সকলের চক্ষে মৃত্তিকা পতিত হয়, তৎপর তাহারা পরাস্ত হইয়া পড়ে। এইক্ষণ এই আদেশ হইতেছে যে বিশ্বাসিগণ যেন স্বীকার করে যে জয় লাভ তাহাদের ক্ষমতার নয়, ঈশ্বরানুকূল্যে হইয়া থাকে। কোন বিষয়েই আত্মপ্রভাব ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নয়। (ত, শা,)

† অর্থাৎ ইহুদিরা যেমন তওরয়তের বিধি মুখে স্বীকার করিয়া অন্তরে অস্বীকার করিয়া থাকে, যেমন কপট লোকেরা মৌখিক আজ্ঞা পালনকারী, অন্তরে নয় তোমরা সেইরূপ হইও না। (ত, শা,)

চতুষ্পদ মূক বধির *। ২২। এবং যদি তাহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বর কল্যাণ জানিতেন অবশ্য তাহাদিগকে শুনাইতেন, এবং (এইক্ষণ) যদি তাহাদিগকে শ্রবণ করাম তবে অবশ্য তাহারা মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান করিবে †। ২৩। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদিগকে সজীব করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করেন তখন ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের (আহ্বান) গ্রাহ্য করিও, জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার ও মনুষ্যের মধ্যে অন্তরাল হন, এবং নিশ্চয় সে তাঁহার দিকে সমুত্থাপিত হইবে ‡। ২৪। তোমাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিল তাহাদিগকে বিশেষভাবে যাহা প্রাপ্ত হইবে না সেই সঙ্কটে সাবধান হইও, এবং জানিও ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা §

---

* অর্থাৎ যাহারা সত্যধর্ম্ম বুঝে না, তাহারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। (ত, শা,)

† অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মালোক লাভের যোগ্যতা প্রদান করেন নাই। যাঁহাকে তিনি সেই যোগ্যতা প্রদান করেন তাঁহাকে ধর্ম্মালোক দান করিয়া থাকেন। যোগ্যতা ব্যতীত যে জন উপদেশ শ্রবণ করে সে তাহা অস্বীকার করিয়া থাকে। (ত, শা,)

‡ অর্থাৎ আদেশ পালনে বিলম্ব করিবে না, মন ঈশ্বরের হস্তে, পরমেশ্বর প্রথমতঃ কাহার মনে বাধা দেন না ও আবরণ স্থাপন করেন না, কিন্তু যখন লোকে শৈথিল্য করে, তখন তাহার প্রতিফল স্বরূপ আবরণ স্থাপন করেন। ঈশ্বরের পূজা না করিলে মনের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। (ত শা,)

§ অর্থাৎ আজ্ঞাপালনে শৈথিল্য করিলে একেত মন নিস্তেজ হয় তাহাতে আবার কার্য্য অধিক দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, দ্বিতীয়তঃ উন্নত লোকদিগের শিথিলতা দর্শনে পাপী লোকেরা সম্পূর্ণরূপে সৎকার্য্য পরিত্যাগ করে, কুভাব অধিকতর বিস্তার হইয়া পড়ে, তাহার কুফল তুল্যভাবে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। যেমন যুদ্ধকালে বীর পুরুষের শৈথিল্য হইলে হীনবল সৈন্যগণ পলাইয়া যায়, তাহাতে সকলকেই পরাজিত হইতে হয়, বীরপুরুষ সেই পরাজয় হইতে রক্ষা পায় না। (ত, শা,)

। ২৫। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা ভূমিতে (মক্কানগরে) দুর্ব্বল অল্পসংখ্যক ছিলে, ভয় পাইতেছিলে যে লোকে তোমাদিগকে ধরে, তৎপর তিনি তোমাদিগকে (মদিনায়) স্থান দিলেন ও আপন সাহায্যে তোমাদিগের সহায়তা করিলেন এবং শুদ্ধ বস্তু যোগে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিলেন, ভরসা যে তোমারা কৃতজ্ঞতা অর্পণকরিবে। ২৬। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের ও পরস্পরের গচ্ছিত বস্তু সকলের অপচয় করিও না, এবং তোমরা জানিতেছ *। ২৭। এবং জানিও যে তোমাদের সম্পত্তি ও তোমাদের সন্তান সঙ্কট, এই যে পরমেশ্বর তাঁহার নিকটে মহা পুরস্কার। ২৮। (র, ৩)

হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা ঈশ্বরকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদের জন্য মীমাংসা করিবেন, ও তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদিগহইতে দূর করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন. ঈশ্বর মহা গৌরবান্বিত †। ২৯। এবং (স্মরণ কর)

---

* স্বীয় ধন সম্পত্তি ও সন্তানাদি রক্ষার অনুরোধে গোপনে কাফেরদিগের সঙ্গে যোগ স্থাপন করাই ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের অপচয় করা বা চুরি করা। লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত লুকাইয়া রাখা, দলপতির নিকটে তাহা প্রকাশ না করাই পরস্পরের গচ্ছিত সম্পত্তির অপচয় করা, এইরূপ অপচয় অনেক প্রকার হইতে পারে। (ত, শা,)

† হয়তো বদরের যুদ্ধে জয় লাভের পর মোসলমানদিগের অন্তরে এইভাবের উদয় হইয়াছিল যে গোপনে কাফেরদিগের উপকার সাধন করা যাউক, আমাদের গৃহ পরিবার মক্কাতে রহিয়াছে, হিতসাধন করিয়া তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব করিলে তাহারা পরিবারের প্রতি অত্যাচার করিবে না। তাহাতেই সপ্ত বিংশ আয়তে বিশ্বাসঘাতকতা নিষেধ হইয়াছে এবং এই আয়তে সান্ত্বনা দান করা হইয়াছে যে, পূর্ব্বেই তোমাদের গৃহ পরিবারের বিষয় নিষ্পত্তি হইবে, কাফেরদিগের হস্তগত হইবে না। (ত, শ,)

যখন (হে মোহম্মদ,) কাফেরগণ তোমার সঙ্গে ছলনা করিল যে তোমাকে বন্দী করিয়া রাখে, অথবা তোমাকে বধ করে, কিম্বা তোমাকে নির্ব্বাসিত করে, তাহারা ছলনা করিতে ছিল এবং ঈশ্বরও ছলনা করিতে ছিলেন, ঈশ্বর ছলনাকারীদিগের শ্রেষ্ঠ * । ৩০ । এবং (স্মরণকর) যখন তাহাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পঠিত হয় তাহারা বলে "সত্যই আমরা

---

* যখন মক্কা পরিত্যাগের আদেশ হইল তখন পূর্ব্বেই হজরতের সহচরগণ মদিনায় প্রস্থান করিলেন, আবুবেকর ও আলি ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহার নিকটে ছিলেন না। কোরেশ লোকেরা ইহা জানিতে পারিয়া দারোন্নদওয়া নামক স্থানে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য মিলিত হইল, পাপপুরুষও মনুষ্যের আকারে সেই সভায় আগমন করিল। হজরতের সম্বন্ধে এক ব্যক্তি বলিল যে "তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক, গৃহের দ্বার দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া যেপর্য্যন্ত তাহার মৃত্যু না হয় গবাক্ষদ্বারা অন্নজল তাহাকে যোগাইতে হইবে।" পাপাত্মা এই যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বলিল যে "মদিনাবাসী অধিকাংশ লোক এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে ও মোহম্মদের বহুসংখ্যক বন্ধু সেখানে আছে, এবং হাশমবংশীয় অনেক লোক এনগরে বাস করে, সকলে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে ও তাহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইবে।" অন্য একজন বলিল "তাহাকে এনগরহইতে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক, যথা ইচ্ছা সে চলিয়া যাউক।" এই কথা শুনিয়া পাপাত্মা বলিল "সে যেখানে যাইবে সেই স্থানেই লোক সকল তাহাদ্বারা প্রতারিত হইবে, পরে সে বহুসংখ্যক লোককে প্রতারিত করিয়া দল বাঁধিয়া আসিয়া তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবে।" তখন হজরতের পিতৃব্য আবু জহল বলিল "আমার মত এই যে আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে বধ করিব, মোহম্মদের বন্ধু হাশম বংশীয় লোকেরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না।" শয়তান বলিল যে "আমারও এই মত।" দুরাত্মা আবু জহল প্রত্যেক পরিবারের এক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া সেই দিন রাত্রিতেই হজরতকে হত্যা করা স্থির করিল। হজরত এই বৃত্তান্ত জানিতে পাইলেন, তিনি আপন প্রচারবন্ধু আলিকে স্বীয় শয্যায় শয়ান রাখিয়া প্রিয় সহচর আবু

শুনিলাম, যদি ইচ্ছা করি অবশ্য আমরা ইহার তুল্য বলিব, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের উপন্যাস বৈ নহে। ৩১। এবং (স্মরণ কর) যখন তাহারা বলিল "হে পরমেশ্বর, যদি ইহা (কোরাণ) তোমার নিকটহইতে (আগত) সত্য হয়, তবে আমাদিগের উপরে আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর, অথবা আমাদিগের প্রতি দুঃখজনক শাস্তি উপস্থিত কর" *। ৩২। ঈশ্বর এরূপ নহেন যে তাহাদিগকে শাস্তিদান করেন যেহেতু তুমি তাহাদের মধ্যে ছিলে, এবং তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর তাহাদের শাস্তিদাতা নহেন †। ৩৩। তাহাদের জন্য কি আছে যে ঈশ্বর তাহাদিগকে শাস্তিদান করিবেন না, বস্তুতঃ তাহারা মসজেদোল্ হরাম হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখে ও তাহারা তাহার অধ্যক্ষ নহে, ধর্ম্মভীরু লোক ব্যতীত (কেহ) তাহার অধ্যক্ষ নয়, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না ‡। ৩৪। মন্দিরের

বেকরের সঙ্গে গর্ত্তের ভিতরে লুকাইয়া রহিলেন। এইক্ষণ পরমেশ্বর হজরতকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। (ত, হো,)

যেমন পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষকে রক্ষা করিয়াছেন তদ্রূপ তোমাদের গৃহ পরিবার রক্ষা করিবার সম্ভাবনা। ইহাই বিজ্ঞাপিত হইল। (ত, শা,)

* আবু জহল যখন মক্কা হইতে চলিয়া যাইতেছিল তখন কাবা মন্দিরের সম্মুখে এই প্রার্থনা করিয়াছিল। ইহাই ঘটিয়াছিল। (ত, শা)

† অর্থাৎ মক্কায় হজরতের উপস্থিতির নিমিত্ত শাস্তি রহিত ছিল, পরে কাফেরদিগের উপর শাস্তি আরম্ভ হয়। যে পর্য্যন্ত অপরাধী অনুতাপ করে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে চাহে, সে পর্য্যন্ত গুরুতর অপরাধ হইলেও সে ধৃত হয় না। হজরত বলিয়াছেন যে পাপীর দুইটী আশ্রয় আছে, এক আমি, দ্বিতীয় ক্ষমা প্রার্থনা। (ত, শা)

‡ কোরেশ লোকেরা আপনাদিগকে এব্রাহিমের সন্তান মনে করিয়া কাবার অধ্যক্ষ হইয়াছিল। তাহারা মোসলমানদিগকে উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিতে

নিকটে শীশ ও করতালি দেওয়া ব্যতীত তাহাদের উপাসনা নাই, অতএব ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছ বলিয়া তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর *। ৩৫। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারা আপনাদের ধন ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত করিতে ব্যয় করে, অনন্তর সত্বরই তাহারা তাহা ব্যয় করিবে, অতঃপর তাহাদিগের প্রতি খেদ হইবে, তৎপর তাহারা পরাভূত হইবে। ৩৬। যাহারা কাফের হইয়াছে নরকের দিকে তাহারা একত্রিত হইবে। ৩৭। † তাহাতে তিনি পবিত্র হইতে অপবিত্রকে বিচ্ছিন্ন করিবেন, এক অপবিত্রের উপর অন্য অপবিত্রকে রাখিবেন, তৎপর তাহা একত্রীভূত করিবেন, অবশেষে নরকেতে তাহাদিগকে স্থাপন করিবেন, ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত। ৩৮। (র, ৪)।

যাহারা কাফের হইয়াছে তাহাদিগকে বল "যদি তাহারা ফিরিয়া আইসে তবে যাহা কিছু গত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ক্ষমা করা যাইবে, এবং যদি প্রত্যাবর্ত্তন করে তবে নিশ্চয় পূর্ব্ব-

---

দিত না। অতএব ঈশ্বর এই আদেশ করিতেছেন যে এব্রাহিমের বংশীয় লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক তাহারই তদ্বিষয়ে স্বত্ব, অত্যাচারীদের নহে। (ত, শা,)

* কোন কোন কাফের শ্রেণীর এই রীতি ছিল যে স্ত্রীপুরুষ উলঙ্গ হইয়া শীশ ও করতালি দিয়া কাবা প্রদক্ষিণ করিত। এরূপও উক্ত হইয়াছে যে প্রেরিত পুরুষ যখন নমাজ পড়িতেন তখন তাহারা তাঁহার প্রতি ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে এ প্রকার আচরণ করিত। (ত, হো,)

† কোরেশদিগের দলপতি আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধে পরাজয় হইলে বারসহস্র আরবীয় লোককে পারিশ্রমিক দানে সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করাইয়াছিল, পরযুদ্ধে তাহার পঞ্চাশ সহস্র মেস্কাল স্বর্ণ ব্যয়িত হইয়াছিল। এক মেস্কালের পরিমাণ সাড়ে চারি মাষা। (ত, হো,)

তনদিগের রীতি গত হইয়াছে *। ৩৯। এবং যে পর্য্যন্ত উপদ্রব না থাকে ও ঈশ্বরের জন্য সমগ্র ধর্ম্ম হয় সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর, অবশেষে যদি তাহারা ফিরিয়া আইসে তবে তাহারা যাহা করিবে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দ্রষ্টা।৪০। যদি তাহারা বিমুখ হয় তবে নিশ্চয় জানিও ঈশ্বর তোমাদের বন্ধু, উত্তম বন্ধু এবং উত্তম সাহায্যকারী। ৪১। এবং জানিও তোমরা দ্রব্যের যাহা কিছু লুণ্ঠন কর নিশ্চয় তাহার পঞ্চমাংশ ঈশ্বরের জন্য, প্রেরিত পুরুষের জন্য ও স্বগণদিগের জন্য এবং নিরাশ্রয় ও দরিদ্র ও পথিকদিগের জন্য,যদি তোমরা ঈশ্বরের প্রতি ও যে দিন (সত্যাসত্যের)মীমাংসা,যে দিন দুই সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হয় সেই দিন আমার দাসের প্রতি যাহাঅবতরণ করিয়াছিলাম তৎপ্রতি বিশ্বাসী হও,(তবে কল্যাণ) ঈশ্বর সকল পদার্থের উপর ক্ষমতাশালী †। ৪২।

---

* পুরাকালে যে সকল লোক প্রেরিত পুরুষদিগের উপরে সৈন্য চালনা করিয়াছিল, তাহারা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইক্ষণ শত্রুতা পরিত্যাগ করিলে আর সেরূপ হইবে না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পরমেশ্বর স্বীয় প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিজয় ও আনুকূল্য দান করিয়াছেন, তাহাতেই তোমরা হে মোসলমানগণ, জয়ী হইয়াছ, পরেশ ঈশ্বর তোমাদিগকে বিজয়ের পর বিজয়দানে সক্ষম। যুদ্ধ করিয়া তোমরা কাফের দিগের ধন যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করিবে, উহা প্রেরিত পুরুষ ব্যয় করিবেন। প্রেরিত পুরুষের নিজের ও স্বগণ বর্গের ও দরিদ্রদিগের জন্য অংশ আছে। হজরতের পরলোকের পর তাঁহার প্রাপ্য অংশ দলপতি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সন্ধি বন্ধন দ্বারা যে ধন পাওয়া যায় তৎসমুদায় মোসলমান দিগের জন্য ব্যয়িত হয়। পরন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্যের চারি অংশের দুই অংশ অশ্বারূঢ় সেনাকে একাংশ পদাতিকে দেওয়া বিধি। দাসের প্রতি অর্থাৎ হজরতের প্রতি দেবদূত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (ত, শা,)

এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা (প্রান্তরের) নিকটবর্ত্তী ছিলে ও তাহারা প্রান্তের দূরবর্ত্তী ছিল এবং (বণিক) আরোহিগণ তোমাদের নিম্নে ছিল, যদি তোমরা (যুদ্ধের) অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে তবে অবশ্য অঙ্গীকারের বিপরীত আচরণ করিতে, কিন্তু যেকার্য্য করণীয় হয় ঈশ্বর তাহা তো সম্পাদন করেন, তাহাতে বিনষ্ট হয় সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি স্পষ্ট নিদর্শনমতে বিনষ্ট হইয়াছে, জীবিত থাকে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি স্পষ্ট নিদর্শনমতে জীবিত হইয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা *। ৪৩। (স্মরণ কর) যখন তিনি তোমার স্বপ্নে তোমার প্রতি তাহাদিগকে অল্পসংখ্যক প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি তোমার প্রতি তাহাদিগকে অধিক প্রদর্শন করিতেন তবে অবশ্য তোমরা ভীরুতা প্রকাশ করিতে এবং অবশ্য কার্য্যেতে তোমরা পরস্পর বিরোধ করিতে, কিন্তু ঈশ্বর শান্তি রক্ষা করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি আন্তরিক বিষয়ে জ্ঞাতা। ৪৪। এবং

পঞ্চমাংশ লুণ্ঠিত সামগ্রী ছয় ভাগ করা বিধি। এক ভাগ ঈশ্বরের, অপর ভাগ প্রেরিত পুরুষের, চারি ভাগ উপরিউক্ত চারি দলের। যে ভাগ ঈশ্বরের নামে গৃহীত তাহা কাবা মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার ও তাহার শোভা বর্দ্ধনে ব্যয় করিবে, অপরাংশ সৈন্য ও অন্যান্য লোকদিগকে ভাগ করিয়া দিবে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কোরেশ লোকেরা বণিকদলের সাহায্যের জন্য আসিয়াছিল ও তোমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলে, বণিক্‌দল বাঁচিয়া গেল। দুই পক্ষের সৈন্য এক প্রান্তরের দুই প্রান্তে সমাগত হয়, এক পক্ষ অপর পক্ষকে জ্ঞাত ছিল না। ইহাতে ঈশ্বরের কৌশল ছিল। হজরতের সৈন্য দল চেষ্টা করিয়া গেলেও যথা সময়ে পঁহুছিতে না পারিয়া ও অকৃত কার্য্য হইতেন। পরে প্রেরিত পুরুষের সত্যতা কাফেরদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিল সেও নিশ্চয় জানিয়া প্রাণত্যাগ করিল, যে জীবিত রহিল সেও সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবিত রহিল। (ত, শা,)

(স্মরণ কর) তোমাদের নেত্রযোগে এক্ষাৎ করিবার সময় যখন তিনি তোমাদের প্রতি তাহাদিগকে অল্প সংখ্যক ও তোমাদিগকে তাহাদের চক্ষেতে অল্পসংখ্যক প্রদর্শন করিলেন, যাহা করণীয় সেই কার্য্য ঈশ্বর সম্পাদন করেন, এবং ঈশ্বরের প্রতিই কার্য্য সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। ৪৫। (র, ৫)

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা এক দলের সম্মুখীন হইবে তখন দৃঢ় থাকিবে এবং ঈশ্বরকে বহু স্মরণ করিবে, ভরসা যে তোমরা উদ্ধার পাইবে *। ৪৬। ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও, ও পরস্পর বিরোধ করিওনা, তাহাতে তোমরা দুর্ব্বল হইবে এবং তোমাদের বাতাস চলিয়া যাইবে † এবং সহিষ্ণু হও নিশ্চয় ঈশ্বর সহিষ্ণু লোকদিগের সঙ্গে আছেন। ৪৭। যাহারা আপনাদের আলয় হইতে অবাধ্যতা প্রযুক্ত ও লোকপ্রদর্শনের জন্য বাহির হইয়াছে এবং ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিতেছে তোমারা তাহাদের সদৃশ হইওনা, এবং তাহারা যাহা করিতেছে ঈশ্বর তাহার আবেষ্টনকারী। ৪৮। এবং (স্মরণ কর) যখন শয়তান তাহাদের কার্য্যকে তাহাদের জন্য শোভাযুক্ত করিয়াছিল ও বলিয়াছিল যে "অদ্য মানবগণের (কেহ) তোমাদের উপর পরাক্রান্ত নহে, এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের সাহায্যকারী;" পরে যখন দুই দলের সাক্ষাৎ হইল সে পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া গেল এবং বলিল, "নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট,

---

* ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিবে, বাহিরের কোন বস্তুর প্রতি নির্ভর করিবে না, মনের ধৈর্য্য সাধন, ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা, দলপতির অনুগত থাকা এবং সকলের একমত হওয়া কর্ত্তব্য। (ত, শা,)

† বাতাস চলিয়া যাইবে" ইহার অর্থ ভাগ্য কিরিয়া যাইবে। (ত, শা,)

নিশ্চয় আমি তাহা দেখিতেছি যাহা তোমরা দেখিতেছ না, সত্যই আমি ঈশ্বরকে ভয় করি ;" ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা *। ৪৯। (র, ৬)

(স্মরণ কর) যখন কপট লোকেরা এবং যাহাদের অন্তরে রোগ আছে তাহারা বলিতেছিল যে ইহাদিগকে ইহাদের ধর্ম্ম প্রতারিত করিয়াছে ; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে (তাঁহার কল্যাণ) নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী †। ৫০। এবং যদি তোমরা দেখিতে (আশ্চর্য্যান্বিত হইতে) যখন দেবগণ কাফেরদিগের প্রাণ হরণ করে তখন তাহাদের মুখে ও তাহাদের পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া থাকে, এবং (বলে) প্রদাহনের দণ্ড আস্বাদন কর। ৫১। তাহাদের হস্ত পূর্ব্বে যাহা পাঠাইয়াছিল তজ্জন্য ইহা, এবং সত্যই ঈশ্বর দাসদিগের সম্বন্ধে অত্যাচারী নহেন ৫২। + ফেরওণের দল এবং যাহারা তাহাদের পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াছিল পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধ অনুসারে ধরিয়াছিলেন, (ইহাদের রীতি) তাহাদের রীতির তুল্য, নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিমান্ কঠিন শাস্তিদাতা।

---

* কোরেশগণ দলবদ্ধ হইয়া হজরতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে পথে এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়, সে বলে আমি মোসলমানদিগের শত্রু তোমাদের সাহায্য করিতে আসিয়াছি, আমি সংগ্রামে বিশেষ নিপুণ।" পরে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল আবুজহল হইতে হস্ত ছাড়াইয়া সে পলায়ন করিল। কেহ সেই ব্যক্তিকে পূর্ব্বে দেখে নাই পরেও দেখে নাই, সে, শয়তান ছিল। সে জেব্রিল ও মেকায়িলকে মোসলমানদিগের সহায় দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিল। (ত, শা,)

† কোরেশ জাতির একদল এসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বজন সঙ্গে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই, পরে কোরেশগণ বদরের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উহারা

। ৫৩। ইহা এজন্য যে ঈশ্বর কখন কোন জাতির প্রতি প্রদত্ত সম্পদের পরিবর্ত্তনকারী নহেন যে পর্য্যন্ত তাহারা আপনাদের জীবনে যে ভাব আছে তাহার পরিবর্ত্তন না করে, যেহেতু ঈশ্বর, শ্রোতা ও দ্রষ্টা *। ৫৪। + ফেরওণীয় দল এবং যাহারা তাহাদের পূর্ব্বে আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধে বিনাশ করিলেন, এবং আমি ফেরওণীয় লোকদিগকে জলমগ্ন করিলাম, তাহারা সমুদায় অত্যাচারী ছিল। ৫৫। সত্যই যাহারা কাফের হইয়াছে তাহারা ঈশ্বরের নিকটে চতুষ্পদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, পরে তাহারা বিশ্বাসী হয় না; ৫৬। তাহাদিগের যাহাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ তৎপর তাহারা প্রতিবারে আপনাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছে, এবং তাহারা ধর্ম্মভীরু হইতেছে না। ৫৭। অনন্তর যদি তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হও তবে যাহারা তাহাদের পশ্চাতে আছে তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত কর, ভরসা যে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ৫৮। এবং যদি কোন দলের বিশ্বাসঘাতকতাকে ভয় কর তবে (তাহাদের অঙ্গীকার) তাহাদের দিকে তুল্যভাবে

তাহাদের সঙ্গে আসিয়া যুদ্ধে যোগ দেয়। সেই এস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা যখন প্রেরিতের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অসম্মত হওয়ার অপরাধের ফল বদরের দিবসে ফলিল, তাহারা বিশ্বাসিগণকে অল্প সংখ্যক দেখিয়া বলিয়াছিল যে ইহাদের ধর্ম্ম ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। (ত, হো,]

* যাহারা আপনাদের জীবনের অবস্থাকে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থাতে আনয়ন করে পরমেশ্বর তাহাদের সম্পদ্ও বিপর্য্যস্ত করেন, কোরেশদিগের প্রতি এই উক্তি। তাহারা আপনাদের পৌত্তলিকতা ও শব ভক্ষণের অবস্থাকে প্রেরিত পুরুষের প্রতি শত্রুতাচরণ ও কোরাণের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ও অসত্যারোপ

ফিরাইয়া দেও; নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসঘাতকদিগকে প্রেম করেন না *। ৫৯। (র, ৭)

বিদ্রোহী লোকেরা মনে করে না যে তাহারা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে, নিশ্চয় তাহারা কাতর হইবে না। ৬০। এবং তাহাদের জন্য (হে মোসলমানগণ,) শক্তি অনুসারে যত পার আয়োজন কর, এবং অশ্বসংগ্রহপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ঈশ্বরের শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে এবং তদ্ভিন্ন অন্য লোককে ভয় প্রদর্শন কর, তোমরা তাহাদিগকে জান না, ঈশ্বর তাহাদিগকে জানেন, এবং পরমেশ্বরের পথে তোমরা কোন বস্তুর যাহা কিছু ব্যয় কর তাহা তোমাদের প্রতি পূর্ণ অর্পিত হইবে ও তোমরা অত্যাচারগ্রস্ত হইবে না †। ৬১। এবং যদি তাহারা সন্ধির ইচ্ছু হয় তবে তুমিও তাহার ইচ্ছা করিও এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিও, নিশ্চয় তিনি

এবং বিশ্বাসী দিগকে উৎপীড়ন করা রূপ নিকৃষ্টতর অবস্থায় পরিবর্ত্তন করিয়াছিল ? সেই কোরেশ লোকেরা। (ত, হো,)

* যদি কোন ধর্ম্মদ্রোহিদলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়, পরে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এবং যাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পায় নাই কিন্তু তাহার আশঙ্কা হইয়াছে এমতাবস্থায় তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া উত্তর দান করিবে। (ত, শা,)

† আদেশ হইল যে, সমরের আয়োজন কর, বলপ্রয়োগে যত দূর হইতে পারে তাহা কর, অস্ত্র চালনা শরবর্ষণাদি ক্রিয়া বলপ্রয়োগের অন্তর্গত। অশ্বপালনে যে ব্যয় হইবে কেয়ামতের দিনে তাহার বিনিময় তুলযন্ত্রে পরিমাণ করা হইবে। অপিচ এই আদেশ হইল যে এ সকল ভয় প্রদর্শনের জন্য, ইহা মনে করিবে না যে যুদ্ধসামগ্রীদ্বারা জয় লাভ হইবে, বিজয়লাভ ঈশ্বরানুকূল্যে হইয়া থাকে। তাহাদিগকে তোমরা জানিতেছ না, তাহারা কপট, বাহ্যে মোসলমান কিন্তু অন্তরে বিপক্ষ। (ত, শা,)

শ্রোতা ও জ্ঞাতা *। ৬২। এবং যদি তাহারা (হে মোহম্মদ,) তোমাকে প্রতারণা করে তবে নিশ্চয় পরমেশ্বর তোমার উপকারক, তিনিই যিনি আপন আনুকুল্যদ্বারা ও বিশ্বাসীদিগের দ্বারা তোমার প্রতি বলবিধান করিয়াছেন। ৬৩। † এবং তাহাদের পরস্পরের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন, ধরাতলে যাহা-কিছু আছে যদি তুমি তৎসমগ্র ব্যয় করিতে তাহাদের পরস্পরের অন্তঃকরণে প্রীতি দান করিতে পারিতে না, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা ৭। ৬৪। হে তত্ত্ববাহক, ঈশ্বর তোমার ও বিশ্বাসীদিগের যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছেন তাহাদের উপকারক। ৬৫। (র ৮)

হে সংবাদবাহক, তুমি বিশ্বাসীদিগকে সমরে প্রবৃত্তি দান কর, যদি তোমাদের জন্য বিশ জন সহিষ্ণু লোক থাকে তাহারা দুই শত ব্যক্তির উপর জয়ী হইবে, এবং যদি তোমাদের জন্য এক শত থাকে যাহারা কাফের হইয়াছে তাহাদের সহস্রের উপর জয়ী হইবে, যেহেতু তাহারা (এমন) এক দল যে জ্ঞান রাখেনা ‡

---

* অর্থাৎ যদি তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, ঈশ্বর তাহার প্রতিফল দান করিবেন। (ত, শা,)

† ওস্ ও খজরজ্ এই দুই আরব্য জাতির মধ্যে এক শত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভয়ানক শত্রুতাও হিংসা বিদ্বেষ ছিল, সর্ব্বদা তাহারা পরস্পর যুদ্ধ বিবাদ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত থাকিত। ঈশ্বর তোমার অনুরোধে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের মনে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা উভয় বিপক্ষ দল তোমার প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছে। (ত, হো.)

‡ হজরত মদিনাতে উপস্থিত হইয়া মোসলমানদিগকে গণনা করিয়া

। ৬৬। এই ক্ষণ ঈশ্বর তোমাদিগের ভার লঘু করিলেন এবং জানিলেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা আছে, অতএব যদি তোমাদের এক শত সহিষ্ণু লোক হয় দুই শতের উপর জয়ী হইবে, এবং যদি তোমাদের সহস্র লোক হয় দুই সহস্রের উপর ঈশ্বরের আজ্ঞায় জয়ী হইবে, ঈশ্বর সহিষ্ণুদিগের সঙ্গী *। ৬৭। কোন তত্ত্ববাহকের জন্য (উচিত) নয় যে তাহার জন্য বন্দী সকল হয়, এপর্য্যন্ত (উচিত) যে সে ভূমিতলে (তাহাদের অধিকাংশের) রক্তপাত করে; তোমরা পার্থিব সম্পত্তি ইচ্ছা করিতেছ এবং ঈশ্বর পরলোক চাহিতেছেন, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা †। ৬৮।

দেখিলেন যে যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত ছয় শত লোক আছে; সকলে সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল যে আমাদিগকে আর কোন্ কাফেরকে ভয় পাইতে হইবে? তৎপর এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।

"তাহারা বুঝিতেছে না" অর্থাৎ তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি ও পুরস্কারের প্রতি বিশ্বাস নাই, যাহাদের বিশ্বাস আছে তাহারা মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইতে সাহসী হয়। (ত, শা,)

* পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমানেরা পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আদেশ হইয়াছিল যে আপন অপেক্ষা দশ গুণ অধিক কাফেরের [illegible] সংগ্রাম করে। তৎপরবর্ত্তী মোসলমানেরা তদ্বিষয়ে এক পদ খর্ব্ব ছিলেন, তখন এই আদেশ হয়, যে দ্বিগুণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এই আজ্ঞা এইক্ষণও বর্ত্তমান। কিন্তু দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক লোককে আক্রমণ করিলে অধিক পুরস্কার। হজরতের সময়ে এক সহস্র মোসলমান অশিতি সহস্র কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। (ত, শা,)

† বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কাফের বন্দী হইয়াছিল। হজরত সহচরদিগের নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহাদিগকে কি করিতে হইবে। অধিকাংশ মোসলমানের অভিপ্রায় হইল যে অর্থ গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কাহার কাহার মত হইল যে সকলের শিরশ্ছেদন করা হয়। অতঃপর ধন গ্রহণ করিয়া

যদি ঈশ্বরের প্রথম লিখা না হইত তবে অবশ্য যাহা লইয়াছ তাহাতে তোমাদিগের গুরুতর দণ্ড প্রাপ্তি হইত *। ৬৯। অনন্তর বৈধ ও বিশুদ্ধ লুণ্ঠিত সামগ্রী হইতে তোমরা ভক্ষণ কর † এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৭০। (র, ৯)

হে সংবাদ বাহক, তোমাদের হস্তে যাহারা ধৃত হইয়াছে তাহাদিগকে বল "যদি পরমেশ্বর তোমাদের অন্তঃকরণে শুভ (ভাব) নিরীক্ষণ করেন তোমাদিগ হইতে যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে তদপেক্ষা শুভ প্রদান করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ৭১। এবং যদি তাহারা তোমার অপচয় করিতে ইচ্ছা করে তবে নিশ্চয় পূর্ব্বেই ঈশ্বরের

তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহাতে ভৎর্সনাসূচক এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষদিগের যুদ্ধে অর্থের প্রতি দৃষ্টি থাকা উচিত নয়, ধর্ম্মদ্রোহীদিগের বিদ্রোহিতা চূর্ণ করিবে, হত্যার ভয়ে যেন তাহারা ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে। (ত, শা,)

* সেই কথা এই লিখা হইয়াছিল যে এই বন্দীদিগের মধ্যে বহুলোকের ভাগ্যে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ আছে। (ত, শা,)

† অর্থাৎ তোমরা ভীত থাকিবে, যদি কিছু অপরাধও হয় এই অবস্থায় ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন। বন্দীদিগের সম্বন্ধে সেই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মোসলমানেরা লুণ্ঠিত সামগ্রী গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহাদিগকে এইরূপ সান্ত্বনা দান করা হয় যে ইহা ঈশ্বরের দান, আনন্দে ভোগ কর, কিন্তু লুণ্ঠনের জন্য জেহাদ করিবে না। হনফীর মতে কাফের ধরা পড়িলে ধন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া বিহিত নয়, অমনি ছাড়িয়া দেওয়া যে স্বগণ কাফের দিগের সঙ্গে যাইয়া পুনর্ব্বার মিলিত হয়। কিন্তু, তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখা অথবা এস্লাম রাজ্যে প্রজা হইয়া বাস করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়ার বিধি প্রচলিত। (ত, শা,)

অপচয় করিয়াছে, তৎপর তাহাদের উপর ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও বিজ্ঞাতা *। ৭২। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও দেশান্তরিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের পথে আপন জীবন ও সম্পত্তিযোগে সংগ্রাম করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয় ও সাহায্য দান করিয়াছে এই তাহারা, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু; এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও দেশান্তরিত হয় নাই, যে পর্য্যন্ত তাহারা দেশান্তরিত না হয়, তাহাদের বন্ধুতার কিছুই তোমাদের জন্য নহে, এবং যদি তাহারা তোমাদের নিকটে ধর্ম্মবিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে তবে যাহাদের মধ্যে তোমাদের অঙ্গীকার আছে সেই দলের উপর ব্যতীত সাহায্য দান তোমাদিগের প্রতি (বিধেয়) এবং যাহা তোমরা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার দর্শক †। ৭৩। এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদি (হে

---

* "পূর্ব্বেই ঈশ্বরের অপচয় করিয়াছে" ইহার অর্থ ধর্ম্মবিদ্রোহিতা ও তাঁহার আদেশ অমান্য করা। (ত, শা,)

"তৎপর তাহাদের উপর ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে।" ইহার অর্থ ঈশ্বর তাহাদিগকে ধরাইয়া দিয়াছেন।

† হজরতের অনুচরবর্গ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন, "মোহাজের" ও "অন্‌সার"। "মোহাজের" গৃহত্যাগী, "আন্‌সার" সাহায্য ও আশ্রয়দাতা। যাঁহারা মক্কা ত্যাগ করিয়া হজরতের সঙ্গে ছিলেন তাঁহারা মোহাজের, তাঁহাদের সকলের সন্ধি বিগ্রহ এক ছিল, একের বন্ধু সকলের বন্ধু, একের শত্রু সকলের শত্রু ছিল। যে সকলমোসলমান স্বদেশে ছিলেন তাঁহারা আন্‌সার, তাঁহারা কাফেরদিগের প্রতাপে মোহাজেরদিগের সন্ধিবিগ্রহে যোগ দান করিতে পারিতেন না। গৃহত্যাগিগণ সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সুযোগ মতে সহায়তা করিতেন। (ত, শা,)

মোসলমানগণ,) ইহা না কর তবে পৃথিবীতে বিপত্তি হইবে ও মহা গোলযোগ ঘটিবে *। ৭৪। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও দেশান্তরিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয় ও সাহায্য দান করিয়াছে এই লোক, ইহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, ইহাদের জন্য ক্ষমা আছে। ৭৫। এবং পরে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও দেশান্তরিত হইয়াছে এবং তোমাদের সহযোগী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, তৎপর তাহারা তোমাদিগেরই এবং তাহারা ঈশ্বরের গ্রন্থ বিষয়ে স্বজনবর্গ, তাহারা পরস্পর পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ †)। ৭৫। (র, ১০)

যদি অগৃহত্যাগী বিশ্বাসী লোক ধর্ম্মবিষয়ে সাহায্যপ্রার্থী হয়, অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে কাফেরদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যদি সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তোমাদিগের উচিত যে, যে সকল অংশিবাদীর সঙ্গে তোমাদের সন্ধি আছে তাহাদের সঙ্গে যদি সাহায্যপ্রার্থীদের সংগ্রাম না হয়, তবে সাহায্য দান করিবে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে না। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কাফেরগণ পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ, তাহারা শক্রতাবশতঃ দুর্ব্বল মোসলমানদিগকে যে স্থানে পাইবে সেই স্থানেই আক্রমণ করিয়া যন্ত্রণা দান করিবে। অতএব তুমি হে মোহম্মদ, এই ঘোষণা কর যে যাহারা দলবদ্ধ হইয়া আমার নিকটে থাকিবে তাহাদের জন্য আমি দায়ী। তাহা না করিয়া স্বগৃহে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিলে তাহাদের জন্য পৃথিবীতে বিপত্তি আছে। (ত, শা,)

† অর্থাৎ যাঁহারা দেশত্যাগ করিয়া হজরতের সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া আছেন তাঁহাদের স্বজন গৃহবাসী অন্য স্বজন অপেক্ষা গ্রন্থোল্লিখিত উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে পরস্পর অধিকতর ঘনিষ্ঠ, তাহারাই ধনের স্বত্ব লাভ করিবে।

সুরা মায়দা।

পঞ্চম অধ্যায়।

১২০ আয়ত, ১৬ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি * । ১ ।

হে বিশ্বাসিগণ, অঙ্গীকার পূর্ণ কর †। ২। যাহা তোমাদের নিকটে পঠিত হইবে তদ্ভিন্ন অহিংস্র জন্তু তোমাদের জন্য বৈধ হইয়াছে, এহ্‌রাম বন্ধনের অবস্থায় মৃগয়া অবৈধ, নিশ্চয় ঈশ্বর ইচ্ছানুসারে আজ্ঞা করেন। ৩। হে বিশ্বাসিগণ! ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের, হরাম মাসের ও বলির পশুর ও কেলাদার এবং আপন প্রতিপালকের প্রসাদ ও সন্তোষ অন্বেষণ করে এমন মস্‌জেদোল হরামের উদ্যোগী লোকদিগের অবমাননা করিও না, এহ্‌রাম উন্মোচন করিয়া মৃগয়া করিবে, মস্‌জেদোল হরাম হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছে এমন কোন দলের শক্রতা যেন তোমাদের কারণ না হয় যে তোমরা সীমা লঙ্ঘন কর; তোমরা সৎকার্য্যে ও ধৈর্য্যধারণে পরস্পর আনুকুল্য করিও এবং দুষ্কর্ম্মে ও অত্যাচারে পরস্পর আনুকুল্য করিও না, ঈশ্বরকে

---

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হয়।

† বিবাহ বন্ধন ও ক্রয় বিক্রয়াদিতে যে অঙ্গীকার করিয়া থাকে তাহা পূর্ণ করিও। (ত, হো,)

ভয় করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা * । ৪। তোমাদিগের প্রতি তোমরা যাহা জব করিয়াছ তদ্ব্যতীত শব, শোণিত, বরাহমাংস, যাহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়াছে, গলা চাপায় মরিয়াছে যষ্ঠির আঘাতে মরিয়াছে, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, ও শৃঙ্গাঘাতে মরিয়াছে, এবং যাহা হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করিয়াছে (এ সকল) অবৈধ; এবং নির্দ্দিষ্ট স্থান সকলে জব করা হইয়াছে, ও আজলাম যোগে তোমরা যাহা বিভাগ কর (অবৈধ) ইহা দুষ্কর্ম্ম; অদ্য কাফেরগণ তোমাদের ধর্ম্মে নিরাশ হইয়াছে তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না; আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্মকে পূর্ণ

---

* হতিম নামক ব্যক্তি যে আরব দেশে নির্ভীকতায় ও মূর্খতায় এবং পাপাচারে বিখ্যাত ছিল. সে এক দিন হজরতের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মোহম্মদ, তুমি লোকদিগকে কি কি বিষয়ে আহ্বান করিয়া থাক?" হজরত বলিলেন "ঈশ্বরকে এক মাত্র বলিয়া জানা ও তাঁহাকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করা, নমাজ ও জকাত দানে নিত্য ব্রতী হওয়া এ সকল বিষয়ের জন্য আহ্বান করিয়া থাকি।" ইহা শুনিয়া হতিম বলিল "তুমি উত্তম বলিয়াছ, আমি কতকগুলি লোকের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ আছি, তাহাদের মন্ত্রণানুসারে কায করিয়া থাকি। আমি যাইয়া তাহাদের নিকটে এই কথা বলিতেছি, তাহারা উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলে আমি তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" হজরত তাহার আগমনের পূর্ব্বেই বলিয়া ছিলেন যে "অদ্য এমন এক লোক আসিবে যে সে শয়তানের রসনায় কথা বলিবে, ও পরে অত্যাচার করিবে।" অতঃপর হতিম এই সকল কথা বলিয়া চলিয়া গেল তৎপর উষ্ট্র ও মদিনার অন্য কতক গুলি গৃহ পালিত পশু হরণ করিল। তাহাতে তনয়িম নামক গ্রামে কোলাহল ও গোলযোগ উপস্থিত হয়॥ হজরত ওমরা ব্রত পালনের জন্য মক্কা যাত্রা করিয়া ধর্ম্ম বন্ধুগণ সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ দেখিলেন যে হতিম উষ্ট্র সকল হরণ করিয়া বলি যোগ্য পশুর নিয়মে কেলাদা সংযুক্ত করিয়া মক্কা ভিমুখে লইয়া

করিয়াছি আমার দান তোমাদের সম্বন্ধে পূর্ণ করিয়াছি, আমার দান তোমাদের জন্য এস্‌লামকে ধর্ম্মরূপে মনোনীত করিয়াছি, যে ব্যক্তি পাপের প্রতি অননুরক্ত ক্ষুধায় কাতর নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহকারী * । ৫ । তোমাকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে কোন্ বস্তু তাহাদের জন্য বৈধ হইয়াছে, তুমি বল যে তোমাদের নিমিত্ত বিশুদ্ধ বস্তু বৈধ, এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তদনুসারে তোমরা শিকারী জন্তুদিগকে তাহাদের শিক্ষা দাতার ভাবে যাহা শিক্ষা

যাইতেছেন তাঁহারা উষ্ট্র সকল ছিনিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন হজরত বলিলেন "হতিম বলি পশুকে কেলাদা যুক্ত করিয়াছে, তাহার অসম্মান না করা তোমাদের উচিত নয়।" তদুপলক্ষ্যে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

ঈশ্বরের নামে যে সকল বস্তু চিহ্নিত হইয়াছে, সে সকলের উপর হস্তক্ষেপ করিও না। অর্থাৎ কাফের ও যদি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলি লইয়া যায় তাহা লুণ্ঠন করিও না। হরাম মাসে অর্থাৎ হজ্জব্রত পালনের নির্দ্দিষ্ট মাসে কাফেরদিগকে আক্রমণ করিও না, ও তাহারা বলির জন্য চিহ্নিত করিয়া পশু মক্কা উদ্দেশ্যে লইয়া গেলে তাহা ছিনিয়া লইও না ও তাহাদের অবমাননা করিও না। মস্‌জেদোল্ হরামে প্রবেশ করিতে কাফেরগণ তোমাদিগকে বাধা দিয়াছে, কিন্তু তোমরা সীমা লঙ্ঘন করিও না, অর্থাৎ আসিবার কালে তাহাদিগকে বাধা দিও না। পূর্ব্ব হইতে বলিবে যেন, কাফের না আইসে। এতদ্দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে কার্য্য দ্বারা কাফেরগণ ঈশ্বরের সম্মান করে সে কার্য্যের অবমান না করা অবিধি (ত, শা,)

কেলাদা, পশুরগলার বন্ধন বিশেষ।

* মস্‌জেদোল্ হরামের চতুষ্পার্শ্বে ৩৬০ খণ্ড প্রস্তর নির্দ্দিষ্ট আছে, পৌত্তলিকতার সময়ে লোকে সেই সকল প্রস্তরকে সম্মান করিত এবং তদুপরি বলিদান করিত, এই ক্ষণ সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান সকলে বলি প্রদান নিষিদ্ধ হইল। আরবীয় লোকদিগের পালক ও ফলাশূন্য তিনটি শর ছিল, তাহাকে আজলাম ও

দেও (সেই ভাবে শিকার করিয়া) তাহারা তোমাদের জন্য যাহা রক্ষা করে তাহা ভক্ষণ করিবে এবং তদুপরি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিও, ঈশ্বরকে ভয় করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে

আজ্লাম বলিত। তাহাদের কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তাহারা সেই তিন বাণ গ্রহণ করিয়া একটি বগলিতে পুরিত এবং সেই বগলি হবল নামক দেব-মূর্ত্তির প্রতিবেশী এমন এক জনের হস্তে সমর্পণ করিত একটি শরে "আমার ঈশ্বর আমাকে আজ্ঞা করিলেন" (আমরণি রব্বি) এই কথা, আর একটিতে আমার ঈশ্বর 'আমাকে নিষেধ করিলেন" (নহানি রব্বি) এই কথা লিখা থাকিত। অন্যটিকে মনিহ বলা হইত, তাহাতে কিছু লিখা থাকিত না। যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে উদ্যত হইত সে হবল দেবের প্রতিবেশীর নিকটে বলি উপহার সহ আগমন পূর্ব্বক সেই বগলির ভিতরে হস্তার্পণ করিয়া একটি শর বাহির করিত। তাহাতে আমরণি রব্বি লেখা থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। "নহানি রব্বি" লেখা হইলে সম্বৎসর কাল সেই কার্য্যে বিরত থাকিত এবং মনিহ শর বাহির হইলে পুনর্ব্বার বগলিতে শর স্থাপন ও তাহা হইতে নিঃসারণে প্রবৃত্ত হইত। এই আজ্লাম অনুসারে বিবাহাদি কার্য্য সম্পাদন করিত। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উষ্ট্র জব করা ও বলির পশুর মাংস বিভাগ করা ও আজলাম অনুসারে হইত। (ত, হো,)

অহিংস্র জীবের মধ্যে কয়েকটি বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যথা বরাহ মাংস, কোন পশুর শোণিত, অথবা যে পশু স্বতঃ মরিয়াছে, কিম্বা জব ব্যতীত অন্য কোন কারণে মারা গিয়াছে, বা যাহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতার নামে কিম্বা কোন ঈশ্বরের মন্দির ব্যতীত বিশেষ স্থানের সম্মানের জন্য জব করা হইয়াছে, এই সকল নিষিদ্ধ কিন্তু ক্ষুধাক্রান্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের এ সকল ভক্ষণে দোষ নাই আজলাম পার্সি ক্রীড়ার-ব্যবহার্য্য অস্থিখণ্ড সকলকে বলে। আজলাম যোগে মাংস বিভাগ করা কাফের দিগের রীতি ছিল। যথা দশ জন একটি পশু ক্রয় করিয়া জব করিল, তাহারা দশটি আজলামের কোন কোনটিতে অর্দ্ধাংশ তৃতীয়াংশ কোনটিতে চতুর্থাংশ ইত্যাদি লিখিল। পরে ক্রীড়াতে যাহার নামে যে অংশ পড়িল তাহার ভাগে সেই অংশ হইল। একটি আজলামে কিছুই লেখা থাকিত না যাহার নামে তাহা পড়িত সে কিছুই পাইত না। ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নামে বা অন্য কিছুর

সত্বর *। ৬। তোমাদের জন্য অদ্য বিশুদ্ধ বস্তু বৈধ হইয়াছে, ও গ্রন্থাধিকারীদিগের খাদ্য বৈধ হইয়াছে, এবং তোমাদের খাদ্য তাহাদিগের জন্য বৈধ হইয়াছে এবং মোসলমান শুদ্ধাচারিণী কন্যা ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাধিকারীদিগের শুদ্ধাচারিণী কন্যা তোমরা গুপ্ত প্রণয় গ্রহণ বিমুখ শুদ্ধাচারী অব্যভিচারী হইয়া

সম্মান উদ্দেশে যাহা জব হয় তাহা মৃত দেহ তুল্য অখাদ্য। এবং এই বিধি হইল যে, অদ্য পূর্ণ ধর্ম্ম তোমাদিগকে দেওয়া গেল।" এই আয়ত ঈশ্বরের সমুদায় আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার পর তিন মাস মাত্র হজরত জীবিত ছিলেন। (ত, শা,)

* অদি ও জয়দোল্ খয়র এই দুই ব্যক্তি হজরতের নিকটে আসিয়া বলিল যে "আমরা এক স্থানে থাকিয়া কুকুর ও শিকারী পক্ষীদিগের সাহায্যে জন্তু শিকার করিয়া থাকি। তাহারা আমাদের ইঙ্গিত ক্রমে বনের পশু পক্ষী দিগকে শিকার করে। কোন শিকারকে কুকুরে জীবন নাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রাপ্ত হইয়া জব করি, কতক গুলি এমন হয় যে আমাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কুকুরে মারিয়া ফেলে। এই ক্ষণ শব ভক্ষণে ঈশ্বর নিষেধ করিতেছেন তবে এ বিষয় কি বিধি হইবে? তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

হজরত যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধ করিয়াছেন তাহা শুদ্ধ নয় বুঝা গেল। যথা ব্যাঘ্র ভল্লুক বাজ চিল ইত্যাদি শ্বাপদ ও শিকারী পক্ষী। গৃধ্র কাক প্রভৃতি শবাশী পক্ষী, অশ্বতর ও গর্দ্দভ প্রভৃতি পশু এবং মূষিক ইত্যাদি অবৈধ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত শিকারী জন্তু যে জন্তুকে ভক্ষণ করিয়াছে প্রথমতঃ তাহা ভক্ষণে নিষেধ হইয়াছে। এইক্ষণ বিশুদ্ধ শিকারী জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত জন্তু বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইল। যখন সেই সকল জন্তুকে মনুষ্যে শিক্ষা দিয়া থাকে তখন তাহারা যাহা মারে তাহা যেন মনুষ্যে জব করিল এরূপ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহার শুদ্ধতা আবশ্যক। শিকারী জন্তু যে জন্তুকে না খাইয়া রাখিয়া দেয়, তাহা শুদ্ধ। শিক্ষিত শিকারী জন্তুকে শিকারের জন্য ছাড়িয়া দিবার সময় ঈশ্বরের পথে স্মরণ করা অর্থাৎ বেসমল্লা" বলা আবশ্যক (ত, শা,)

তাহাদিগকে তাহাদের যৌতুক দান করিলে (তোমাদের জন্য বৈধ,) যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার কর্ম্ম বিনষ্ট হয়, সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদিগের এক জন *। ৭। (র, ১)

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা নমাজের প্রতি দণ্ডায়মান হও আপনাদের মুখ মণ্ডল ও আপনাদের হস্ত কাঁকালি পর্য্যন্ত ধৌত করিও ও আপনাদের মস্তকে হস্তামর্শন করিও এবং জানু পর্য্যন্ত আপনাদের পদ ধৌত করিও ; যদি অশুদ্ধ থাক তবে শুদ্ধ (স্নাত) হইও, ও যদি পীড়িত হও বা দেশ ভ্রমণে থাক কিম্বা তোমাদের কেহ শৌচাগার হইতে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীসঙ্গ কর জল প্রাপ্ত না হও, তবে তোমরা বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা করিবে। তৎপরে তাহা দ্বারা আপনাদের মুখ ও হস্ত মর্দ্দন করিবে, ঈশ্বর ইচ্ছা করেন না যে তোমাদের প্রতি কিছু কঠিন আজ্ঞা করেন, কিন্তু তোমাদিগকে শুদ্ধ করিতে ও তোমাদের প্রতি আপন দান পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, ভরসা যে তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে †। ৮।

---

* অদ্য শুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য সকল তোমাদের জন্য বৈধ হইল। এ সকল বস্তু মহাপুরুষ এব্রাহিমের সময়ে বৈধ ছিল। তওরয়ত অবতীর্ণ হইলে পর ইহুদিদিগের শাস্তির জন্য তাহার অধিকাংশ দ্রব্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বাইবলে বৈধাবৈধ ব্যক্ত হয় নাই। এইক্ষণ কোরাণে সেই এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুরূপ তৎ সমুদায় বৈধ হইল। গ্রন্থাধিকারীদিগের খাদ্যও বৈধ, উপরে যে বলিদানের (জবকরার) প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, যথা ঈশ্বরের নামোচ্চারণ হইবে, তাহাতে অন্য দেবতার সম্মান রক্ষা করা হইবে না সেই প্রণালী অনুসারে গ্রন্থাধিকারী ইহুদি বা খ্রীষ্টান কর্ত্তৃক জব করা দ্রব্য বৈধ। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেও তাহাদের জব বৈধ নহে। এরূপ তাহাদের কন্যা মোসলমানগণ বিবাহ করিতে পারে। (ত, শা,)

† এই আয়তের গূঢ় অর্থ এই যে যখন আলস্য নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তোমরা স্বর্গের সোপান স্বরূপ নমাজে প্রবৃত্ত হও তখন স্বীয় মুখ ধৌত করিবে

স্মরণ কর তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের দান ও তাঁহার অঙ্গীকার যাহা তৎ সঙ্গে তোমাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছে, তখন তোমরা বলিয়াছিলে শ্রবণ করিলাম ও গ্রাহ্য করিলাম; ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয়ের তত্ত্বজ্ঞ *। ৭। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরের জন্য ন্যায়ানুযায়ী সাক্ষ্য দাতারূপে দণ্ডায়মান থাকিও, অন্যায়াচরণে তোমরা কোন দলের শত্রুতার কারণ হইওনা, ন্যায়াচরণ কর, তাহা বৈরাগ্যের অনুরূপ, ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা †

অর্থাৎ তাহা সংসারের অভিমুখে স্থাপিত ছিল, অতএব অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনার জলে তাহা ধৌত করিবে, সংসারলিপ্তি হইতে হস্তকে ধৌত করিবে, মস্তকে হস্তামর্শন করিবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পথে পশুজীবন মস্তক হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবে, চরণকে পার্থিব প্রকৃতি অহং ভাবাবস্থিতি হইতে ধৌত করিবে। যদি অন্য বিষয়ে আসক্তি বশতঃ তোমরা অপবিত্র হইয়া থাক তবে সেই কলঙ্ক হইতে জীবনকে মুক্ত করিবে, অন্তরকে তপস্যা সমীক্ষণ হইতে নিগূঢ় তত্ত্বকে অপরের সমালোচন হইতে আত্মাকে অন্য বিষয়ে আরাম লাভ হইতে রক্ষা করিবে। (ত, হো,)

* পরমেশ্বর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে অঙ্গীকারে তোমরা বদ্ধ থাক, অঙ্গীকারকে স্মরণ কর। অঙ্গীকার এই যে যখন লোক হজরতের নিকটে এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তখন তিনি দীক্ষার্থীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে কতকগুলি অঙ্গীকারে বদ্ধ করেন। কয়েকটি অঙ্গীকার কার্য্যে প্রবৃত্তি বিষয়ে— যথা পাঁচবার নমাজ পড়িবে, রমজান মাসে রোজা রাখিবে, জকাত দিবে, হজ্ করিবে, সকল মোসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষা করিবে। কয়েকটি নিবৃত্তি বিষয়ে যথা—হত্যা করা, ব্যভিচার করা, চুরি করা, নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর কলঙ্কারোপ করা, দলপতির বিরুদ্ধাচারী হওয়া এ সকল নিষিদ্ধ, ঈশ্বর বলিতেছেন যে এই সকল অঙ্গীকারে তোমরা বদ্ধ থাক। (ত, শা,)

† সত্য বিষয়ে শত্রু মিত্র তুল্য, সকল স্থানে এই বিধি। (ত, শা,)

১০। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার আছে। ১১। যাহারা কাফের হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলে অসত্যারোপ করিয়াছে তাহারা নরক লোক নিবাসী। ১২। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের দানকে স্মরণ কর, যখন এক দল উদ্যোগ করিয়াছিল যে তোমাদের উপর তাহাদের হস্ত বিস্তার করে তখন তিনি তোমাদিগ হইতে তাঁহাদের হস্তকে নিবৃত্তি রাখিয়াছেন; তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিও, বিশ্বাসীদিগের উচিত যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে *। ১৩। (র, ২)

---

* গতফানের যুদ্ধে এক দল সালবরা বংশীয় যোদ্ধার সঙ্গে হজরত রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। শত্রুগণ তাঁহার আগমন সংবাদ আপন দলপতিকে জ্ঞাপন করে। দলপতির নাম ঘোরস ছিল। সে কোন পর্ব্বতের উপর হইতে এস্লাম সৈন্য অবলোকন করিতেছিল। এক সময় জলবর্ষণ হয়, তখন হজরত সেনাদল হইতে দূরে পড়িয়াছিলেন। তিনি অর্দ্রবস্ত্র শুষ্ক করিবার জন্য বৃক্ষ শাখায় স্থাপন করিয়া স্বয়ং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে কোন শত্রুসেনা স্বীয় দলপতিকে যাইয়া বলে যে দেখ মোহম্মদ একাকী তরুতলে বসিয়া আছে, তাহার সহচরগণ দূরে রহিয়াছে এই সময়ে অনায়াসে তাহাকে বধ করা যাইতে পারে।" ঘোরস তৎক্ষণাৎ কোষমুক্ত করবাল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক দৌড়িয়া হজরতের নিকটে আসিয়া বলিল "অদ্য কে তোমাকে আমা হইতে রক্ষা করিবে?" হজরত বলিলেন "ঈশ্বর রক্ষা করিবেন।" কথিত আছে তখন ঈশ্বরের আজ্ঞায় জেব্রিল আসিয়া ঘোরসের বক্ষে আঘাত করেন, তাহাতে তাহার হস্ত হইতে করবাল পড়িয়া যায়। হজরত সেই করবাল গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলেন "এইক্ষণ তোমাকে আমা হইতে কে রক্ষা করিবে?" সে বলিল "কেহই নাই।" তখনই সে দীক্ষা কলেমা পড়িল, ও আপন দলে যাইয়া সকলকে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিল। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

নিশ্চয় ঈশ্বর এস্রায়েল সন্তানগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ও আমি তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ জন দলপতি নিযুক্ত করিয়াছিলাম এবং ঈশ্বর বলিয়াছিলেন নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দান কর ও আমার প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং ঈশ্বরকে উত্তম ঋণ দান রূপে ঋণ দান কর তবে একান্তই আমি তোমাদিগের পাপ তোমাদিগ হইতে মোচন করিব এবং একান্তই তোমাদিগকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইব যাহার ভিতর দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইবে নিশ্চয় তাহারা সরল পথ হারাইবে *। ১৪।

---

* কথিত আছে যে পরমেশ্বর হজরত মুসার সঙ্গে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে তিনি এস্রায়েল সন্ততিগণকে পুণ্যভূমি শামরাজ্য দান করিবেন। আরলিহা ও আরিহা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম সে দেশে ছিল। তথায় কতক গুলি দুর্দ্দান্ত লোক বাস করিত, তাহারা অমালকা বলিয়া পরিচিত। এই অমালকাগণ অত্যন্ত দৃঢ়োন্নতকায় ও বলবান্ পুরুষ ছিল, এবং আদি জাতির দলপতি ছিল। ফেরাউনের সৈন্যদল জলমগ্ন হইলে পর মেসর রাজ্য এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগের প্রতি সমর্পিত হয়। তখন তাহাদিগকে ঈশ্বর এই আজ্ঞা করেন যে তোমরা পুণ্যভূমিতে চলিয়া যাও, তথায় সহস্র গ্রাম আছে, প্রত্যেক গ্রামে সহস্র উদ্যান রহিয়াছে, তত্রত্য দুর্দ্দান্ত দলপতিদিগের সঙ্গে যাইয়া সংগ্রাম কর ও তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই দেশ হস্তগত কর। অনন্তর এস্রায়েল সন্তানগণের নেতা মহাপুরুষ মুসা আপন সৈন্যগণ হইতে দ্বাদশ জন দলপতি মনোনীত করিয়া এক এক জনের প্রতি এক একটি দলের ভার অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং সসৈন্যে আরিহা নামক স্থানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দলপতিদিগকে দুর্দ্দান্ত অমালকা দিগের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ আজ

অনন্তর আমি তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম ও তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়াছিলাম তাহারা উক্তি সকলকে স্থান ভ্রষ্ট করিয়া পরিবর্ত্তিত

নামক একজন অমালকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা তাহার প্রকাণ্ড ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হন. অন্য অমালকাগণ ও তৎসদৃশ ছিল। ইহা দেখিয়া এস্রায়েল দলপতিগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে সৈন্যদিগকে এ বৃত্তান্ত জানিতে দেওয়া হইবে না। তাহারা শুনিলে ভয় পাইয়া মেসরে পলায়ন করিবে। অতঃপর সকলেই অঙ্গীকার করিলেন যে এই সংবাদ গোপন রাখিবেন ও সেনাগণকে সংগ্রামে উৎসাহ দিবেন। অবশেষে সকলে শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া মহাত্মা মুসা ও তাঁহার ভ্রাতা হারুণকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তখন দশজন দলপতি কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া সেই ভীষণ কায় বলবান্ পুরুষদিগের বৃত্তান্ত সেনাগণকে জ্ঞাপন করেন। কেবল, য়ুসেফ বংশ সম্ভূত নুনের পুত্র মুসা এবং ইহুদা বংশীয় ইয়ুফনার পুত্র কালেব এই দুই জন দলপতি আপন অঙ্গীকার পালনে স্থিরতর ছিলেন। পরে বিপক্ষদিগের বল বিক্রমের কথা শুনিয়া এস্রায়েল সৈন্যগণ অতিশয় ভীত ও আকুল হইয়া পড়িল, তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে অভয় দান করিয়া বলিয়াছিলেন "নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।" (ত. হো,)

হজরত মুসার শেষ জীবনে পরমেশ্বর এস্রায়েল সন্ততিগণকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। হজরত মোহম্মদের ও শেষ জীবনে এই সুরা অবতারিত হয়। মুসায়ী মণ্ডলী এই অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিলেন যে মহাপুরুষ মুসার পরে যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক আগমন করিবেন তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য কারী হইবেন, এইক্ষণ তৎপরিবর্ত্তে ঈশ্বর কর্তৃক আমরা এই অঙ্গীকারে বদ্ধ যে প্রেরিত মহাপুরুষ মোহম্মদের অন্তে যে সকল খলিফা মণ্ডলীর নেতা হইবেন আমরা তাঁহার অনুসরণ করিব। হজরত বলিয়াছেন যে আমার মণ্ডলীর মধ্যে কোরেশ বংশীয় বার জন খলিফা প্রকাশিত হইবে। এবং ইহা ও বলিয়াছেন যে পয়গাম্বরগিবের বিরুদ্ধাচরণ করাতে পূর্ব্বতম মণ্ডলীর যেমন দুর্গতি হইয়াছে, খলিফাগণের বিরুদ্ধাচারী হইয়া এই মণ্ডলীও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। (ত, শা,)

করিয়া থাকে, এবং তাহারা সেই অংশ ভুলিয়া গিয়াছে যাহার উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া গিয়াছিল, সর্ব্বদা তুমি তাহাদের অল্প লোক ভিন্ন তাহাদিগের অনিষ্টকারিতা জ্ঞাত হইতেছ না, অতএব তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও ও অগ্রাহ্য কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারী দিগকে প্রেম করেন * । ১৫ । যাহারা বলে আমরা ঈশায়ী তাহাদিগ হইতে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তৎপর তাহারা সেই অংশ বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব আমি কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত তাহাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ সজ্ঘটন করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা যাহা করিতে ছিল সত্বরই ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহার সংবাদ দান করিবেন † । ১৬ । হে গ্রন্থাধি কারিগণ, নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে আমার প্রেরিত পুরুষ আগমন করিয়াছ তোমরা গ্রন্থের যাহা গোপন করিয়াছ তাহার অনেক সে ব্যক্ত করিবে এবং অনেক উপেক্ষা করিবে।১৭। নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমাদের নিকটে জ্যোতি ও উজ্জ্বল গ্রন্থ সমাগত হইয়াছে। ১৮।+ পরমেশ্বর তদ্দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা অন্বেষণ কারী ব্যক্তিদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন ও স্বীয় আজ্ঞায়, অন্ধকার হইতে তাহা-

---

* তাহাদের অন্তরকে এরূপ কঠিন করিব যে ভয়ের কথা ও নিদর্শন সকলের ভাব তাহাতে সংক্রামিত হইবে না। তওরয়ত গ্রন্থের যে স্থলে হজরত মোহম্মদের বর্ণনা ছিল তাহার সেই বর্ণনা বিলোপ করিয়া সেই স্থানে অন্য উক্তি সকল বিন্যস্ত করিয়াছে। (ত, হো,)

† ঈশায়ীরা তিন দলে বিভক্ত হইয়াছে ও পরস্পর বিবাদ করিতেছে। তাহারা যাহা করিতেছিল সত্বরই আমি তাহাদিগকে তাহার সংবাদ দিব। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাহাদিগকে দুষ্কর্ম্মের শাস্তি দান করিব। (ত, হো,)

দিগকে জ্যোতির দিকে লইয়া যান, এবং সরল পথের দিকে তাহা-দিগকে উপদেশ দান করেন।১৭। যাহারা বলিয়াছে সেই মরয়মের পুত্র ঈশাই নিশ্চয় ঈশ্বর, নিশ্চয় তাহারা কাফের হইয়াছে; যদি তিনি ইচ্ছা করেন যে মরয়মের পুত্র ঈশাকে ও তাঁহার মাতাকে এবং পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদিককে একত্র সংহার করেন তবে বল কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বরের কার্য্যে কোন ক্ষমতা রাখে? স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং ঈশ্বর সমুদায়ের উপর শক্তিশালী। ২০। এবং ইহুদি ও ঈশায়ী লোকেরা বলিয়াছে যে আমরা পরমেশ্বরের পুত্র ও তাঁহার বন্ধু, বল তবে কেন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের অপরাধে শাস্তিদান করেন, বরং তোমরা সৃষ্ট মনুষ্য, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় শাস্তি দান করিয়া থাকেন, স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু তাহা ঈশ্বরের, তাঁহার দিকেই প্রতি গমন। ২১। হে গ্রন্থাধিকারী লোক, নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে আমার প্রেরিত পুরুষ আগমন করিয়াছে, প্রেরিতগণের বিরতির অবস্থাতে সে তোমাদের জন্য প্রচার করিতেছে, তোমরা যেন না বল যে আমাদিগের নিকটে ভয় প্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতা আগমন করিল না, নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক আগমন করিয়াছে, ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী * ।২২। (র, ৩)

---

* হজরত ঈশার পরে অন্য কোন পেগাম্বরের আবির্ভাব হয় নাই। এজন্য ঈশ্বর বলিতেছেন "তোমরা আক্ষেপ করিতেছিলে যে হায়। আমরা প্রেরিত পুরুষ দিগের সময়ে জন্ম গ্রহণ করি নাই তাহা হইলে তাঁহাদের নিকটে শিক্ষা লাভ করিতাম, এইক্ষণ বহুকালের পর প্রেরিত পুরুষের সহবাস তোমাদের লাভ

(স্মরণ কর) যখন মুসা আপন দলকে বলিয়াছিল "হে আমার সম্প্রদায় তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, যখন তোমাদিগের মধ্যে তিনি প্রেরিত পুরুষ সকলকে উৎপাদন করিয়াছেন ও তোমাদিগকে রাজা করিয়াছেন এবং লোকমণ্ডলীর কাহাকেও যাহা দান করেন নাই তোমাদিগিকে দিয়াছেন"। ২৩। "হে আমার সম্প্রদায়, পুণ্য ভূমিতে যাহা ঈশ্বর তোমাদের জন্য লিপি করিয়াছেন প্রবেশ কর, এবং পৃষ্ঠদিকে তোমরা মুখ ফিরাইওনা তবে ক্ষতিগ্রস্তরূপে ফিরিবে।" *। ২৪। তাহারা বলিল "হে মুসা, নিশ্চয় তথায় দুর্দ্দান্ত জাতি

হইল। এতদ্দারা কৃতার্থ হও। জানিও ঈশ্বর পূর্ণ ক্ষমতাশালী। যদি তোমরা গ্রাহ্য না কর, আমি তোমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য লোক দণ্ডায়মান করিব।" হজরত মুসার সঙ্গে যোগ দান করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ সংগ্রাম করিতে অসম্মত হইলে, ঈশ্বর তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া অন্য লোক দ্বারা শামদেশ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। (ত,শা,)

* মহাপুরুষ এব্রাহিম ঈশ্বরোদ্দেশ্যে আপন জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শাম দেশে যাইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বহুকাল তাঁহার সন্তান হয় নাই। পরে পরমেশ্বর তাঁহাকে এই সুসংবাদ দান করেন যে তোমার বংশকে বহু বিস্তৃত করিব ও শাম রাজ্য তাহাদিগকে প্রদান করিব, এবং প্রেরিতত্ব, ধর্ম্ম, গ্রন্থ ও আধিপত্য তাহাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিব। তিনি মুসার সময়ে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। তখন এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে ফেরাওণের অধীনতা হইতে উদ্ধার ও ফেরাওণকে জলমগ্ন করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন যে "তোমরা অমালকাদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে শাম দেশ কাড়িয়া লও চির কাল সেই রাজ্যে তোমাদের আধিপত্য থাকিবে।" সেই সময়ে মহাপুরুষ মুসা আপন সম্প্রদায়কে দ্বাদশ দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের জন্য দ্বাদশ জন দলপতি নিয়োগ পূর্ব্বক শাম দেশাভিমুখে

বাস করে, যে পর্য্যন্ত তাহারা তথা হইতে বাহির না হয় নিশ্চয় আমরা সেখানে প্রবেশ করিব না, যদি তাহারা তথা হইতে নির্গত হয় তবে নিশ্চয় আমরা প্রবেশ করিব।। ২৫। যাহারা ভয় পাইতেছিল তাহাদিগের দুই ব্যক্তি যে দুই জনের প্রতি ঈশ্বর করুণা করিয়াছিলেন বলিল "তাহাদের উদ্দেশ্যে তোমরা দ্বারে প্রবেশ কর, যদি তোমরা তাহাতে প্রবিষ্ট হও তবে নিশ্চয় তোমরা বিজয়ী হইবে এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর"। ২৬। তাহারা বলিল "হে মুসা, নিশ্চয় তাহারা যে পর্য্যন্ত তথায় আছে আমরা কখন সেখানে প্রবেশ করিব না, তবে তুমি যাও ও তোমার ঈশ্বর যাউক, তোমরা দুই জনে যুদ্ধ কর নিশ্চয় আমরা এখানে বসিয়া থাকিব। ২৭। মুসা বলিল "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি ও ভ্রাতার প্রতি ব্যতীত ক্ষমতা রাখি না, অতএব তুমি আমাদিগের ও এই অপরাধী দলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন

প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাইয়া শাম দেশ অতিশয় রমণীয় বলিয়া মহাত্মা মুসাকে জ্ঞাপন করেন এবং ইহাও বলিয়া পাঠান যে অমালকাগণ এ রাজ্যে আধিপত্য করিতেছে তাহারা অশেষ বলবিক্রমশালী। মুসা দলপতিদিগকে বলিলেন যে তোমরা অনুবর্ত্তী লোকদিগকে সে দেশের রমণীয়তার বিষয় বলিবে কিন্তু তাহাদের নিকটে শত্রুগণের বল পরাক্রমের কথা প্রকাশ করিবে না। দলপতিদিগের দুই জন মাত্র এই আজ্ঞা পালন করিলেন, দশ জন দলপতি শত্রুদিগের দুর্জ্জয় বলের কথা প্রচার করিলেন। সকল সহচর ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। এই অপরাধের জন্য চল্লিশ বৎসর শামদেশ অধিকার করিতে মুসারর্ণবলম্ব হয়। এত কাল এস্রায়েল সন্ততিগণ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। অবশেষে দুই ব্যক্তি যাঁহারা মুসার মৃত্যুর পর খলিফা হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের দ্বারা শাম দেশে আধিপত্য বিস্তৃত হয়। (ত, শা,)

কর”। ২৮। ঈশ্বর বলিলেন “ অতঃপর চল্লিশ বৎসর সেই স্থান তাহাদের প্রতি অবৈধ হইল, তাহারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তুমি এই দুর্ব্বৃত্ত দলের বিষয়ে মনস্তাপ করিও না। ২৯। (র, ৪)

তুমি তাহাদিগের নিকটে পাঠ কর, সত্যভাবে আদমের সন্তান দিগকে সংবাদ দেও; যখন তাহারা দুই জনে বলি উৎসর্গ করিল তাহাদের এক জনের গৃহীত হইল, অন্য জনের গৃহীত হয় নাই। এক জনে বলিল একান্তই তোমাকে বধ করিব;” অন্য জন বলিল “ধর্ম্মভীরুদিগের (বলি) ব্যতীত ঈশ্বর গ্রহণ করেন না *। ৩০।

---

* আদমের পত্নী হবা প্রতি গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র প্রসব করিতেন। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আদম একগর্ভের কন্যার সঙ্গে অপর গর্ভের পুত্রের বিবাহ দিতেন। যে কন্যা কাবিল নামক পুত্রের সঙ্গে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নাম আক্লিমা ছিল, তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা ছিল না। হাবিল নামক পুত্রের সঙ্গে যে কন্যার জন্ম হয় তাহাকে লিয়ুজা বলিয়া ডাকিত। আদম লিয়ুজাকে কাবিলের সঙ্গে আক্লিমাকে হাবিলের সঙ্গে বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কাবিল তাহাতে অসম্মত হইয়া বলে যে “আমার ভগিনী অত্যন্ত রূপবতী, আমি তাহার সঙ্গে এক গর্ভে ছিলাম, তাহার সহিত আমার বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য।” আদম বলিলেন “ ঈশ্বরের আদেশ অন্য রূপ, এ বিষয়ে আমার কোন ক্ষমতা নাই।” কাবিল এই কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল “ তুমি আমা অপেক্ষা হাবিলকে অধিক ভাল বাস, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী কন্যাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছ।” আদম বলিলেন “ তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না, অতএব তোমরা দুই ভ্রাতা বলি উৎসর্গ কর। যাহার বলি গৃহীত হইবে আক্লিমা তাহারই স্ত্রী হইবে!” পরে তাহা অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে হাবিলের বলি গৃহীত হয়, আকাশ হইতে অগ্নি অবতীর্ণ হইয়া তাহার বলি গ্রাস করে, কাবিলের বলি অমনি পড়িয়া থাকে। এই ঘটনায় কাবিল ক্রুদ্ধ হইয়া হাবিলকে বধ করে। (ত, হো,)

যদিচ তুমি আমাকে হত্যা করিতে আমার প্রতি তোমার হস্ত প্রসারণ কর, আমি কখন তোমাকে হত্যা করিতে আমার হস্ত তোমার প্রতি প্রসারণ করিব না, নিশ্চয় আমি বিশ্বপালক পরমেশ্বরকে ভয় করি *। ৩১। নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করি যে তুমি আমার অপরাধ ও তোমার অপরাধ সহ ফিরিয়া যাও ও নরকবাসীদিগের একজন হও, ইহাই অত্যাচারীদিগের প্রতিফল †। ৩২। অতঃপর ভ্রাতাকে বধ করা তাহার প্রকৃতি তাহার জন্য সহজ করিল, অবশেষে তাহাকে হত্যা করিল, পরে সে ক্ষতিকারীদিগের এক জন হইল। ৩৩। অনন্তর কি রূপে আপন ভ্রাতার শব গোপন করিতে হইবে তাহাকে প্রদর্শন করিবার জন্য পরমেশ্বর এক কাককে মৃত্তিকা খনন করিতে পাঠাইলেন, সে বলিল আমার প্রতি আক্ষেপ, আমি কি দুর্ব্বল হইলাম যে এই বায়স সদৃশ হইব? পরে সে ভ্রাতার মৃতদেহ লুক্কায়িত করিল, অবশেষে সন্তপ্ত হইল ‡। ৩৪। একারণে

---

* যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে অযথা আঘাত করে তবে সেই অত্যাচারীকে আঘাত করা যাইতে পারে। ধৈর্য্যধারণ করিয়া ক্ষমা করিলে বিশেষ পুণ্য। (ত, শা,)

† অর্থাৎ তোমার পাপ তোমার সঙ্গে রহিল, অপিচ আমার হত্যাজনিত পাপ বৃদ্ধি হইল। আমার জীবনের পাপ চলিয়া গেল। (ত, শা,)

‡ ইহার পূর্ব্বে কোন মনুষ্যের মৃত্যু হয় নাই যে কাবিল জানিতে পাইবে মৃতদেহসম্বন্ধে কি করিতে হইবে। কাবিল হাবিলকে বধ করিয়া এই ভাবিয়া ভীত হইল যে এই শব পড়িয়া থাকিলে লোকে ইহা দেখিয়া আমাকে হত্যাকারী বলিয়া ধরিবে। সে ইহা ভাবিতেছিল ইতিমধ্যে এক কাক ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহার দৃষ্টিগোচরে চঞ্চুপুটে ভূমি খনন করিল। তাহা দেখিয়া সে

আমি এস্রায়েল বংশীয়দিগের সম্বন্ধে এই লিপি করিলাম যে যে ব্যক্তি এক জনের (হত্যার বিনিময়) ব্যতীত কিম্বা অত্যাচার ব্যতীত পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিল সে যেন এক যোগে মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল, এবং যে ব্যক্তি তাহার জীবন দান করিল সে যেন এক যোগে মানব মণ্ডলীর জীবন দান করিল, নিশ্চয় তাহাদের নিকটে উজ্জ্বল নিদর্শন সকল সহ আমার প্রেরিত পুরুষগণ সমাগত হইয়াছে, অবশেষে নিশ্চয় তাহাদের অনেকে পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারী হইয়াছে *। ৩৫। যাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে সংগ্রাম

বুঝিতে পারিল যে মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্নিম্নে শব প্রোথিত করিতে হইবে। এরূপও শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে একটি কাক আসিয়া ভূমি খনন করিল পরে এক কাক এক কাকের মৃত দেহকে সেই গর্ত্তে মৃত্তিকার নিম্নে লুকাইয়া রাখিল, তাহাতেই কাবিল শব প্রোথিত করিবার প্রণালী অবগত হয় এবং অন্য ভ্রাতার সম্বন্ধে ভ্রাতার সদাচরণ দেখিয়া স্বীয় অসদাচরণ জন্য অনুতপ্ত হয়। (ত, শা,)

* মদিনা প্রস্থানের ষষ্ঠ বর্ষে অরিণাবংশীয় কতগুলি লোক হজরতের নিকটে আসিয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহবাসে অবস্থিতি করে। মদিনার জল বায়ু তাহাদের পক্ষে অনুকূল হয় না, তাহারা পীড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা হজরতের নিকটে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাদিগকে জুবিলোনইর নামক স্থানের নিকটে (যে স্থানে দুগ্ধবতী উষ্ট্র সকল রাখা হইয়াছিল) পাঠাইয়া দেন। তাহারা সে স্থানে কিছু দিন যাপন করিয়া ঔষধ পথ্য স্থলে উষ্ট্রের দুগ্ধ ও মূত্র পান পূর্ব্বক সুস্থ হইয়া উঠে। এক দিন প্রাতঃকালে তাহারা সকলে একমত হইয়া হজরতের পনরটী উৎকৃষ্ট উষ্ট্র লইয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। হজরতের দাস ইয়সার নামক ব্যক্তি কয়েক জন লোক সঙ্গে করিয়া যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা ইয়সারকে আক্রমণ করিয়া তাহার হস্ত পদ ছেদন এবং চক্ষু ও জিহ্বাতে কণ্টক বিদ্ধ করে, তাহাতেই তাহার

করে এবং পৃথিবীতে অত্যাচার করিতে ধাবিত হয়, শত্রুপক্ষ হইতে ছিন্ন মস্তক হওয়া কিম্বা শূলোপরি স্থাপিত হওয়া অথবা তাহাদের হস্ত তাহাদের পদ ছিন্ন হওয়া কিম্বা দেশচ্যুত হওয়া ব্যতীত তাহাদিগের পুরস্কার নাই, এই তাহাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে *। ৩৬। + তাহাদের উপর তোমরা ক্ষমতা পাইবার পূর্ব্বে যাহারা অনুতাপ করিয়াছে তাহারা ব্যতীত, † জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ৩৭। (র, ৫)

হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বরকে ভয় করিও ও তাঁহার দিকে

মৃত্যু হয়। হজরত এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জাবরের পুত্র করজকে বিশ জন অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে তাহাদের অনুসরণে পাঠাইয়া দেন। সে সকলকে বন্দী করিয়া হজরতের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। এই উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।

পৃথিবীতে প্রথমে এই প্রধান পাপ হয়, প্রথম হইতে কঠিন শাস্তির বিধি হইয়াছে। এজন্য তওরয়তে লিখিত হইয়াছে, যে এক ব্যক্তিকে বধ করিল সে সকলকে বধ করিল ইত্যাদি। (ত, হো,)

* প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে হত্যা করা পাপ। কিন্তু এইক্ষণ অত্যাচার ও শাস্তির স্থলে এই আয়ত বিবৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিবাদ করে ও রাজবিদ্রোহী হইয়া রাজ্য লুণ্ঠন অত্যাচার করে তাহাকে পাইলে করবালের আঘাতে বা শূলাগ্রে বধ করিবে বা তাহার দক্ষিণ হস্ত ও চরণ কাটিয়া ফেলিবে, কিম্বা কারাগারে বদ্ধ রাখিবে। পাপের অনুরূপ দণ্ড দিবে। (ত, শা,)

† যদি কোন অত্যাচারী অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই অত্যাচারের কারণ হইতে দূরে থাকে তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে এই শাস্তির বিধি নহে। (ত, শা,)

উপলক্ষ অন্বেষণ করিও * এবং তাঁহার পথে সংগ্রাম করিও † তবে ভরসা যে তোমরা উদ্ধার পাইবে। ৩৮। নিশ্চয় যাহারা কাফের হইয়াছে পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় যদি তাহাদের হয় ও তৎসদৃশ তাহাদের সঙ্গে থাকে যে তাহারা কেয়ামতের দিনে শাস্তির (পরিবর্ত্তে) তাহা দান করে তাহাদিগ হইতে গৃহীত হইবে না, এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে। ৩৯। + তাহারা ইচ্ছা করিবে যে নরকাগ্নি হইতে নির্গত হয় কিন্তু তাহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না, ও তাহাদের জন্য নিত্য শাস্তি থাকিবে। ৪০। পুরুষ চোর ও নারীচোর উভয়ের হস্ত চ্ছেদন কর, তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য ঈশ্বর হইতে শিক্ষাদানরূপে বিনিময়, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ। ৪১। অনন্তর যে ব্যক্তি আপন অত্যাচারের পর প্রতি নিবৃত্ত হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রত্যাগত হন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৪২। কি তোমরা জানিতেছ না যে ঈশ্বরেরই স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় শাস্তি দান করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করিয়া থাকেন, ও ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী। ৪৩। হে প্রেরিত পুরুষ, যে সকল লোক আপন মুখে বলে যে আমরা বিশ্বাসী হইয়াছি ও তাহাদের অন্তঃকরণ অবিশ্বাসী রহিয়াছে তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতায় সত্বর তাহারা তোমাকে দুঃখিত করিবে না, তাহাদের মধ্যে

---

* প্রেরিত পুরুষকে উপলক্ষ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া যে সৎ কার্য্য করিবে সে গৃহীত হইবে অন্যথা হইবে না। (ত, শা,)

† আন্তরিক ও বাহ্যিক শত্রুর সঙ্গে ঈশ্বরের জন্য সংগ্রাম করা। (ত, শা,)

যাহারা ইহুদি তাহারা অসত্য শ্রোতা, অন্য লোকের জন্য শ্রোতা (এ পর্য্যন্ত) তাহারা তোমার নিকটে উপস্থিত হয় নাই; তাহারা উক্তি সকলকে স্বস্থান চ্যুত করিয়া পরিবর্ত্তিত করে; তাহারা বলে যদি ইহা (এই পরিবর্ত্তিত বিধি) তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়া থাকে তবে ইহা গ্রহণ কর এবং যদি তোমাদিগকে প্রদত্ত না হইয়া থাকে তবে নিবৃত্ত হও; যাহাকে ঈশ্বর পথ-চ্যুত করিতে ইচ্ছা করেন কখন তাহার জন্য তুমি ঈশ্বর হইতে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না; সেই তাহারা, যাহাদিগকে ঈশ্বর ইচ্ছা করেন না যে তাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেন, তাহাদিগের জন্য ইহ লোকে দুর্গতি ও তাহাদের জন্য পরলোকে মহাশাস্তি আছে * । ৪৪। তাহারা অসত্য শ্রোতা অবৈধ ভোক্তা, পরে যদি তাহারা তোমার নিকটে আগমন করে তবে

---

* এরূপ অনেক কপট বন্ধু ছিল যে তাহারা অন্তরে ইহুদিদিগের সঙ্গে মিলিত হইত, কতক ইহুদি ছিল যে তাহারা বন্ধুভাবে হজরতের নিকটে গমনাগমন করিত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে হে মোহম্মদ, তোমার ধর্ম্মে ইহারা কোন দোষ ধরিয়া স্বীয় দলপতিদিগকে যাইয়া জ্ঞাপন করিবার জন্য আসিয়া থাকে, প্রধান পুরুষেরা আগমন করে না। প্রকৃতপক্ষে দোষ কোথায়? ইহারা বাক্যের অসত্য ব্যাখ্যা করিয়া গুণকে দোষরূপে প্রদর্শন করে। অনেক ইহুদি হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহার নিষ্পত্তি প্রার্থনা করিত, প্রধান ব্যক্তি স্বয়ং আগমন না করিয়া মধ্যবর্ত্তী প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইত যে আমাদিগের প্রচলিত রীতির অনুরূপ আজ্ঞা হইলে আমরা গ্রহণ করিব, নতুবা নয়। তাহারা পূর্ব্ব হইতে তওরয়তের বিধির বিপরীত কতকগুলি বিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কোন প্রেরিত পুরুষ তদনুরূপ আদেশ করিলে তাহারা মনে করিত যে ইহার তওরয়তের জ্ঞান নাই, আমাদের নিকটে যাহা শুনে তাহাই করে। এজন্য ঈশ্বর হজরতকে সাবধান করিয়া দিলেন ও তওরয়তের অনুযায়ী আদেশ করিলেন। (ত, শা,)

তুমি তাহাদিগের মধ্যে আদেশ প্রচার করিও অথবা তাহাদিগ হইতে বিমুখ হইও, যদি তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও তাহারা কখন তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; এবং যদি আদেশ প্রচার কর তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়ানুসারে আদেশ করিও. নিশ্চয় ঈশ্বর ন্যায়বান্‌দিগকে প্রেম করেন *। ৪৫। তাহারা কেমন করিয়া তোমার প্রতি আজ্ঞা করিতেছে, তাহাদের নিকটে তওরয়ত বিদ্যমান তাহাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা আছে, ইহার পরেও তাহারা পুনর্ব্বার বিমুখ হইতেছে. এই তাহারাই বিশ্বাসী নহে †। ৪৬। (র, ৬)

নিশ্চয় আমি তওরয়ত অবতারণ করিয়াছি, তন্মধ্যে উপদেশ ও জ্যোতি রহিয়াছে, ঈশ্বরানুগত তত্ত্ববাহকগণ তদনুসারে ইহুদিদিগের জন্য আদেশ করিয়াছে ও ঈশ্বরপরায়ণ লোক এবং পণ্ডিতগণ যে ঐশ্বরিক গ্রন্থের সংরক্ষক ছিল তদনুসারে (আদেশ করিয়াছে) এবং তাহারা তদ্বিষয়ে সাক্ষী ছিল " অতএব তোমরা লোকদিগকে ভয় করিও না, আমাকে ভয় করিও ও

---

* হজরত এইরূপ চিন্তিত ছিলেন যে আমি তাহাদের অভিযোগে কিছু না করিলে তাহারা অসন্তুষ্ট হইবে, এবং যদি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে নিষ্পত্তি করি তাহারা গ্রাহ্য করিবে না, এবং তাহাদের প্রবর্ত্তিত রীতি সমর্থন করিলে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইব। ঈশ্বর বলিতেছেন যে " হয় তুমি তাহাদের অভিযোগে অমনোযোগী হও তাহাতে তাহাদিগের অসন্তোষের কোন আশঙ্কা নাই, অথবা আপন ধর্ম্মানুসারে আদেশ কর।" অনন্তর হজরত তদনুসারে আদেশ করেন। (ত, শা,)

† " ইহার পরও তাহারা পুনর্ব্বার বিমুখ হইতেছে " ইহার অর্থ গ্রন্থানুযায়ী আদেশ করার পরও তাহারা অগ্রাহ্য করিতেছে। (ত, হো,)

আমার প্রবচন সকল দ্বারা স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিও না; ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন যাহারা তদনুসারে আদেশ করে না এই তাহারাই কাফের। ৪৭। আমি তাহাদের সম্বন্ধে তাহাতে (তওরয়তে) লিপি করিয়াছি যে জীবনের পরিবর্ত্তে জীবন, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, নাসিকার পরিবর্ত্তে নাসিকা, কর্ণের পরিবর্ত্তে কর্ণ ও দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত এবং আঘাতসকলের বিনিময় আছে * পরন্তু যে ব্যক্তি তদ্বিষয়ে ক্ষমা করে তাহার জন্য উহা পাপের ক্ষমা হয়, পরমেশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন যে সকল ব্যক্তি (তদনুসারে) আজ্ঞা করে না সেই তাহারা, তাহারাই অত্যাচারী।৪৮। পরিশেষে আমি তাহাদের পশ্চাৎ মরয়মের পুত্র ঈশাকে তাহার পূর্ব্বে যে তওরয়ত ছিল তাহার সপ্রমাণকারিরূপে প্রেরণ করিয়াছি, এবং তাহাকে ইঞ্জিল দান করিয়াছি তাহাতে উপদেশ ও জ্যোতি আছে ও তাহাকে (ইঞ্জিলকে) তাহার পূর্ব্বে যে তওরয়ত ছিল তাহার সপ্রমাণকারী ও ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ ও আলোক করিয়াছি। ৪৯। এবং ইঞ্জিলাধিকারীর উচিত যে তাহাতে ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনুসারে আজ্ঞা করে, ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা আজ্ঞা করে না, এই তাহারা, তাহারাই দুষ্ক্রিয়াশীল। ৫০। যে গ্রন্থ তাহাদের নিকটে আছে ও তাহারা যাহার রক্ষক তাহার সপ্রমাণকারী সত্য গ্রন্থ তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ) অবতারণ করিয়াছি, অতএব ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনু-

---

* বিনিময় অর্থাৎ পরিবর্ত্তন সেই সকল আঘাতের হইয়া থাকে যাহার তুল্যতা রক্ষা পাইতে পারে। (ত, হো,)

সারে তাহাদের মধ্যে তুমি আদেশ কর এবং তোমার নিকটে যে সত্য আগত তৎপ্রতি বিমুখ হইয়া তাহাদের রুচির অনুসরণ করিও না, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি এক বিধি ও এক পথ নির্দ্ধারণ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে এক মণ্ডলীভুক্ত করিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন, অতএব তোমরা কল্যাণের প্রতি ধাবিত হও, পরমেশ্বরের দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্ত্তন, তোমরা তাহাতে * যে বিরোধ করিতেছিলে তদ্বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে সংবাদ দিবেন। ৫১। × এবং আমি (আদেশ করিয়াছি) ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনুসারে তাহাদের মধ্যে তুমি আজ্ঞা কর ও তাহাদের রুচির অনুসরণ করিও না, তাহাদিগকে ভয় করিও যে ঈশ্বর তোমার প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহার কিছু হইতে তোমাকে তাহারা বিভ্রান্ত করিবে, অনন্তর যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে তবে জানিও ঈশ্বর তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া বৈ ইচ্ছা করেন না, এবং নিশ্চয় মানবজাতির অধিকাংশ একান্তই পাপাচারী। ৫২। কি তাহারা অজ্ঞানতার আজ্ঞা চাহিতেছে? বিশ্বাস রাখে এমন কোন দলের জন্য আজ্ঞাদানবিষয়ে ঈশ্বর অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? ৫৩। (র, ৭)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ইহুদি ও ঈসায়ীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমাদের যে

---

* ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মবিধিতে। (ত, হো,)

ব্যক্তি তাহাদিগকে বন্ধু করে নিশ্চয় সে তাহাদের এক জন, ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না * ৫৪। অনন্তর যাহাদিগের অন্তরে এক রোগ আছে তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ, তাহারা তাহাদিগের মধ্যে ধাবিত হইতেছে, তাহারা বলে কাল-চক্র আমাদিগকে প্রাপ্ত হইবে বলিয়া ভয় হইতেছে, অতঃপর শীঘ্রই ঈশ্বর বিজয় অথবা আপন নিকট হইতে কোন বিষয় আনয়ন করিবেন, যাহাতে পরে তাহারা আপন অন্তরে যাহা গুপ্ত রাখিয়াছে তদ্বিষয়ে অনুতপ্ত হইবে †। ৫৫। এবং বিশ্বাসিগণ বলিবে "যাহারা ঈশ্বরের নামে গুরুতর শপথরূপে শপথ করিয়াছিল ইহারাই কি?" একান্তই তাহারা তোমাদের সঙ্গে আছে, তাহাদের কর্ম্মপুঞ্জ বিনাশ পাইয়াছে পরন্তু তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৫৬। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া যায়, পরে ঈশ্বর এমন এক দল আনয়ন করিবেন যে তিনি তাহাদিগকে প্রেম করেন ও তাহারা তাঁহাকে প্রেম করে ও বিশ্বাসীদিগের প্রতি কোমল ও কাফের-

---

* সামতের পুত্র এবাদা হজরতের নিকটে বলিয়াছিল যে "আমার অনেক ইহুদি বন্ধু আছে, বিপদের সময়ে আমি তাহাদিগের নিকটে সাহায্য পাইতে পারি। কিন্তু অদ্য আমি সে আশা আর রাখি না, আমার জন্য ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের বন্ধুতাই যথেষ্ট।" ইহা শুনিয়া আবুর পুত্র অবদোল্লা বলিল "আমি দুঃখ বিপদকে ভয় করি, আমি ইহুদি প্রধান পুরুষদিগের আনুকূল্য পরিত্যাগ করিতে পারি না।" ইহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† "অন্তরে রোগ আছে" অর্থাৎ কপটতা আছে। তাহারা "তাহাদিগের মধ্যে ধাবিত" ইহার অর্থ ইহুদিদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিতে সত্বর। "কালচক্র আমাদিগকে প্রাপ্ত হইবে বলিয়া ভয় হইতেছে" এই কথার অর্থ কালের গতি ও পরিবর্ত্তনে দুর্ঘটনা হইবে বলিয়া ভয় পাইতেছে। (ত, হো,)

দিগের প্রতি কঠোর হয়, তাহারা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিবে, কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় করিবে না, ইহা ঈশ্বরের দান, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় দিয়া থাকেন, ঈশ্বর বদান্য ও জ্ঞানী *। ৫৭। পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ ও যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে এবং যাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে তাহারা বৈ তোমাদের বন্ধু নাই এবং তাহারা নমাজ করিয়া থাকে। ৫৮। যাহারা ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে প্রেম করে এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে নিশ্চয় তাহারাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত মণ্ডলী। ৫৯। (র, ৮)

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের যাহারা তোমাদিগের ধর্ম্মকে উপহাস করে অথবা (তাহা লইয়া ক্রীড়ামোদ করে তোমরা তাহাদিগকে এবং কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে ঈশ্বরকে ভয় করিও। ৬০। যখন তোমরা নমাজ উদ্দেশ্যে ঘোষণা কর তখন তাহারা তৎপ্রতি উপহাস ও ক্রীড়ামোদ করে, † ইহা একারণে যে তাহারা এমন এক দল যে বুঝিতে পারে না। ৬১।

---

* হজরতের পরলোক হইলে পর আরবীয় লোকেরা ধর্ম্মত্যাগ করে, হজরত আবুবেকর এয়মন দেশ হইতে মোসলমান আনয়ন করেন। তাহারা আসিয়া ধর্ম্মত্যাগী লোকদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাহাতে সমুদায় আরবীয় লোক পুনর্ব্বার মোসলমান হয়, এই আয়ত সেই সুসংবাদ প্রচার করিতেছে। (ত, হো,)

† আজ্ঞাদাতা আজ্ঞায় যখন বলিত যে, "আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত" তখন এক জন অগ্নিপূজক বলিত "দগ্ধ হও, মিথ্যা কথা বলিতেছ।" ইহুদিগণও উপহাস বিদ্রূপ করিত। ঘোষণার অর্থ আজ্ঞা। "তাহারা বুঝিতে পারে না" ইহার অর্থ এই যে তাহারা যে গুরুতর শাস্তি পাইবে তাহা বোধ করিতে পারে না। (ত, হো,)

তুমি বল হে গ্রন্থধারী লোক! আমরা ঈশ্বরের প্রতি এবং যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে ও আমাদের পূর্ব্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ভিন্ন তোমরা আমাদের দোষ ধরিতেছ না, যেহেতু তোমাদের অধিকাংশই দুর্বৃত্ত। ৬২। তুমি বল ঈশ্বরের নিকট প্রতিফলস্বরূপ ইহা অপেক্ষা অমঙ্গল সংবাদ তোমাদিগকে কি দান করিব? ঈশ্বর যাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন ও যাহার প্রতি আক্রোশ করিয়াছেন ও তাহাদের যাহাকে মর্কট এবং বরাহরূপে পরিণত করিয়াছেন ও যে ব্যক্তি অসত্য উপাস্যকে উপাসনা করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই স্থান বিষয়ে নিকৃষ্টতর * সে সরল পথ হইতে দূরে পড়িয়াছে। ৬৩। যখন তাহারা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয় তখন বলে যে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, বস্তুতঃ ধর্ম্মদ্রোহিতা সহ চলিয়া যায়, তাহারা যাহা গুপ্ত রাখে ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত। ৬৪। তুমি তাহাদের অধিকাংশকে পাপে ও অত্যাচারে এবং আপন অবৈধ ভক্ষণে ধাবিত হইতেছে দেখিতেছ, নিশ্চয় তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা অকল্যাণ। ৬৫। ঈশ্বরপরায়ণ লোক ও জ্ঞানী পুরুষেরা তাহাদের পাপ কথনে ও তাহাদের অবৈধ ভক্ষণে কেন তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছে না, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা অকল্যাণ † । ৬৬। ইহু-

---

* "সে ব্যক্তি স্থান বিষয়ে নিকৃষ্টতর" এই কথার তাৎপর্য্য এই যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্থান নরকে বাস করিবে।

† হজরত মোহম্মদের মদিনায় আগমনের পূর্ব্বে তথাকার ইহুদিদিগের প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল। তাহারা আমোদ প্রমোদে ও জগতের হিতসাধনে কালযাপন করিতেছিল। হজরত মদিনায় উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহার সঙ্গে

দিগণ বলিয়াছে যে ঈশ্বরের হস্ত বদ্ধ, বরং তাহাদের হস্ত বদ্ধ, এবং যাহা বলিয়াছে তজ্জন্য তাহারা শাপগ্রস্ত, বরং ঈশ্বরের উভয় হস্ত মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা করেন তিনি সেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, তোমার প্রতিপালক হইতে হে মোহম্মদ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা একান্তই তাহাদের বহু সংখ্যককে ধর্ম্মদ্রোহিতায় ও অবাধ্যতায় পরিবর্দ্ধিত করিবে, কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা স্থাপন করিয়াছি, তাহারা যখন যুদ্ধের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করে তখন ঈশ্বর তাহা নির্ব্বাপিত করেন, তাহারা পৃথিবীতে অত্যাচার করিতে বাধিত হয়, ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না। * ।৬৭। যদি গ্রন্থাধিকারিগণ বিশ্বাস স্থাপন করিত ও ধর্ম্মভীরু হইত, একান্তই আমি তাহাদিগের পাপ তাহাদিগ হইতে দূর করিতাম এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে সম্পদের উদ্যানসকলে লইয়া যাইতাম। ৬৮। এবং যদি তাহারা তওরয়ত ও ইঞ্জিলকে ও তাহাদের প্রতিপালক হইতে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ

শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের ঐশ্বর্য্য শ্রী বিনষ্ট করেন। তজ্জন্য তাহারা অনুচিত কথা সকল বলে, ঈশ্বর তাহারই সংবাদ দিতেছেন। (ত, হো,)

* ইহুদিগণ এরূপ বলিত যে ঈশ্বরের হস্ত বদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ আমাদিগের প্রতি তিনি জীবিকা সঙ্কুচিত করিয়াছেন। ইহা ধর্ম্মদ্রোহী বাক্য। ঈশ্বর বলিতেছেন যে পরমেশ্বরের হস্ত কখন বদ্ধ নহে, তাঁহার কৃপার হস্ত ও শাস্তির হস্ত এই উভয় হস্তই মুক্ত। তোমাদের উপর এইক্ষণ শাস্তির ও তাহাদের উপর কৃপার হস্ত মুক্ত। তিনি বলিতেছেন "তোমরা যখন পরস্পর মিলিত হইয়া মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত কর তখন ঈশ্বর তাহা নিবাইয়া ফেলেন। (ত, শা,)

হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত রাখিত, তবে একান্তই তাহারা আপনাদের মস্তকের উপর হইতে ও আপনাদের চরণের নিম্ন হইতে (জীবিকা) ভোগ করিত; তাহাদের এক দল পথ মধ্যে আছে তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা অকল্যাণ *। ৬৯। (র,৯)

হে প্রেরিত পুরুষ, তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহা প্রচার কর, যদি তাহা না কর, তবে তাঁহার তত্ত্ব তুমি প্রচার করিলে না, ঈশ্বর তোমাকে মানব মণ্ডলী হইতে রক্ষা করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মদ্রোহী দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৭০। তুমি বল হে গ্রন্থাধিকারিগণ, যে পর্য্যন্ত তোমরা তওরয়ত ও ইঞ্জিলকে এবং তোমাদের প্রতিপালক হইতে যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত না কর সে পর্য্যন্ত তোমরা কিছুতেই নও. তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ) যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহাদের অধিক সংখ্যককে একান্তই ধর্ম্মদ্রোহীতায় ও অবাধ্যতায় পরিবর্দ্ধিত করিবে, অতঃপর তুমি ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হইও না।৭১। নিশ্চয় যাহারা মোসলমান ও যাহারা ইহুদি ও নক্ষত্রপূজক এবং ঈসায়ী (তাহাদের) যাহারা পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎকার্য্য করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা শোকগ্রস্ত হইবে না। ৭২। নিশ্চয় আমি এস্রায়েল সন্তানগণ হইতে

---

* "আপনাদের মস্তকের উপর হইতে ও আপনাদের চরণের নিম্ন হইতে ভোগ করিত" এই কথার তাৎপর্য্য এই যে পর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণে তাহাদের সম্বন্ধ উপজীবিকা বিস্তৃত হইত। শস্য ও ফল, এতাধিক উৎপন্ন হইত যে তাহার বাহুল্য প্রযুক্ত তাহারা তাহা মস্তকে বহন করিত, ও মৃত্তিকায় বিক্ষিপ্ত হওয়াতে পদদ্বারা মর্দ্দন করিত। "তাহাদের একদল পথি মধ্যে আছে" ইহার অর্থ এই যে এক দল সরল পথাবলম্বী, হজরতের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছে। (ত, হো,)

অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছি ও তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ পাঠাইয়াছি; যখন তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ পাঠাইয়াছি; যখন তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ (যাহা তাহাদের জীবন ইচ্ছা করিত না) উপস্থিত হইয়াছে তাহারা কতককে (কতক প্রেরিতকে) অসত্যবাদী বলিয়াছে কতককে (প্রেরিতকে) বধ করিয়াছে। ৭৩। তাহারা মনে করিয়াছিল যে কোন সঙ্কট হইবে না, যেহেতু তাহারা অন্ধ ও বধির, তৎপর ঈশ্বর (অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রতি প্রত্যাগমন করিলেন, তৎপর তাহাদের অধিকাংশ অন্ধ ও বধির হইল, তাহারা যাহা করিতেছে ঈশ্বর তাহার দর্শক ৭৪। যাহারা বলিয়াছে নিশ্চয় সেই মরয়মের পুত্র ঈশা ঈশ্বর, সত্যই তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, ঈশা বলিয়াছিলেন যে "হে এস্রায়েল বংশীয়গণ, আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরকে তোমরা অর্চ্চনা কর?" নিশ্চয় যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের সঙ্গে অংশিত্ব স্থাপন করে একান্তই তাহার প্রতি পরমেশ্বর স্বর্গোদ্যান অবৈধ করিলেন, তাহার আবাস নরকাগ্নি; অত্যাচারী লোকদিগের কোন সাহায্যকারী নাই। ৭৫। যাহারা বলিয়াছে "নিশ্চয় ঈশ্বর তিনেতে তৃতীয়;" নিশ্চয় তাহারা কাফের; একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই; তাহারা যাহা বলিতেছে যদি তাহা হইতে নিবৃত্ত না হয় তাহাদের যাহারা কাফের হইয়াছে একান্তই তাহাদিগকে দুঃখ জনক শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হইবে *। ৭৬। তাহারা কি ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাব-

---

* ঈশায়ীদিগের দুইটি কথা। কেহ কেহ বলে ঈশার আকারে যিনি প্রকাশ পাইয়াছেন তিনিই ঈশ্বর। কেহ কেহ বলে ঈশ্বর তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, এক পরমেশ্বর, দ্বিতীয় পবিত্রাত্মা, তৃতীয় ঈশা মসিহ। এই দুই উক্তিই স্পষ্ট অধর্ম্মোক্তি। (ত, শা,)

র্ত্তন করিতেছে না ও তাঁহার নিকটে ক্ষমা চাহিতেছে না? ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ৭৭। মরয়মের পুত্র ঈশা প্রেরিত বৈ নহে, তাহার পূর্ব্বে নিশ্চয় প্রেরিত শূন্য হইয়াছিল, ও তাহার মাতা সত্যবাদিনী ছিল, উভয়ে অন্ন ভক্ষণ করিত, দেখ তাহাদের জন্য আমি কেমন করিয়া নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিতেছি, তৎপর দেখ, কোথায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে * ।৭৮। তুমি বল তোমরা কি ঈশ্বর ছাড়িয়া এমন বস্তুর অর্চ্চনা কর যে তোমাদের ক্ষতি ও হিত করিতে ক্ষমতা রাখেনা? ঈশ্বর তিনিই শ্রোতা ও দ্রষ্টা ।৭৯। তুমি বল, হে গ্রন্থাধিকারিগণ, স্বীয় ধর্ম্ম বিষয়ে অসত্যে তোমরা আতিশয্য করিও না, এবং নিশ্চয় যাহারা ইতি পূর্ব্বে পথভ্রান্ত হইয়াছে ও অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে ও সরল পথ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে সেই সম্প্রদায়ের ইচ্ছার অনুসরণ করিওনা। ৮০। (র ১০)

এস্রায়েল বংশীয়দিগের যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারা দাউদ ও মরয়মের পুত্র ঈশার রসনায় ধিক্কার প্রাপ্ত, তাহারা যে অবাধ্যতাচরণ ও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে ইহা সেই কারণে হইয়াছে। ৮১। তাহারা পরস্পরকে অসৎকর্ম্ম হইতে নিষেধ করিত না, তাহারা যাহা করিতেছিল নিশ্চয় তাহা অকল্যাণ ।৮২। তুমি তাহাদের অনেককে দেখিতেছ যে যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে যে তাহারা তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিতেছে, তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ

---

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি পানভোজন করে, ও যাহার মানবীয় অভাব সকল আছে তাহার ইহা অপেক্ষা মনুষ্যত্বের নিদর্শন অধিক কি আর হইতে পারে ঈশ্বরের স্বরূপ পবিত্র, তাহাতে কখন এ সকল ভাব থাকিতে পারে না। ত, শা,]

করিয়াছে একান্তই তাহা অকল্যাণ, ইহাতে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাহারা শাস্তিতে চিরকাল থাকিবে। ৮৩। যদি তাহারা ঈশ্বর ও তত্ত্ববাহক ও তাহার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিত তবে তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুর্ব্বৃত্ত *। ৮৪। একান্তই তুমি বিশ্বাসী দিগের প্রতি শত্রুতা বিষয়ে ইহুদি ও অংশীবাদীদিগকে সকল লোক অপেক্ষা (প্রবল) প্রাপ্ত হইবে, এবং একান্তই তুমি বিশ্বাসীদিগের প্রতি বন্ধুতা বিষয়ে যাহারা বলে নিশ্চয় আমরা ঈশায়ী তাহাদিগকে অধিক নিকটবর্ত্তী পাইবে, ইহা এ কারণে যে তাহাদের অনেকে জ্ঞানবান্ ও সাধক, অপিচ তাহারা অহঙ্কারী নহে †। ৮৫। প্রেরিত পুরুষের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে যখন তাহারা তাহা শ্রবণ করে তুমি দেখিতেছ তখন সত্য উপলব্ধির জন্য তাহাদের নেত্র অশ্রুপূরিত হয়, তাহারা বলে "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা

---

* ইহারা যদি কোরাণের প্রতি ও মোহম্মদের প্রতি বিশ্বাস রাখিত, তাহা হইলে কাফেরদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিত না। তওরয়তের ও বিধি এই যে কাফেরের সঙ্গে বন্ধুতা করিবে না। (ত, হো,)

† অনেক ইহুদি ও খ্রীষ্টান মোসলমানদিগকে বধ করিতে ও তাহাদের মস্জেদ ও নগর ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু আফ্রিকার অধিপতি নজ্জাশী ও তাঁহার পারিষদগণ আবুতালেবের পুত্র জাফেরের মুখে কোরাণ শ্রবণ করিয়া মোসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন॥ নজ্জাশী ও তাঁহার পারিষদবর্গ খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁহারা মোসলমানদিগের প্রতি অনেক সদয় ব্যবহার করেন। তাঁহাদের অনেকে হজরতের নিকটে আসিয়া কোরাণের সূরাবিশেষ শ্রবণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন ও ধর্ম্মেতে দীক্ষিত হন। (ত, হো,)

বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, অতএব আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতৃগণের সঙ্গে লিপি কর" ৷ ৮৬। কি আছে যে আমরা ঈশ্বরের প্রতিও যে সত্য আমাদের নিকটে আকাঙ্ক্ষা করি যে আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে সাধুমণ্ডলীর সঙ্গে লইয়া যাইবেন। ৮৭। অনন্তর তাহারা যাহা বলিয়াছে তজ্জন্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান পুরস্কার দিলেন, যাহার ভিতর দিয়া তাহাতে নিত্যস্থায়ী পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, হিতকারী লোক দিগের ইহাই পুরস্কার। ৮৮। যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে এই তাহারাই নরক নিবাসী *। ৮৯। (র, ১১)

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বর যে পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য বৈধ করিয়াছেন তোমরা তাহা অবৈধ করিও না এবং সীমা লঙ্ঘন করিওনা

---

* মক্কা নগরে পৌত্তলিকগণ মোসলমানদিগের উপর যখন অত্যাচার করিতে লাগিল তখন হজরত তাহাদিগকে ভিন্নদেশে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে প্রায় আশিজন মোসলমান কেহ কেহ একাকী কেহ কেহ সপরিবারে হবশে (আফ্রিকায়) চলিয়া যান। তথাকার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাদশা অতিশয় সদ্বিবেচক ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে আশ্রয়দান করেন। মক্কার কাফের লোকেরা তাঁহাদিগকে তথা হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করে এবং বলে যে "ইহারা মহাত্মা ঈশাকে ভৃত্য বলিয়া থাকে।" তখন বাদশা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সবিশেষ অবগত হন ও কোরাণ শ্রবণ করেন। কোরাণ শুনিয়া তিনি ও তাঁহার সভাসদ পণ্ডিতগণ কাঁদিয়া বলেন যে "হজরত ঈশার শ্রীমুখাৎ আমরা এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়াছি। আমাদিগকে ঈশা বলিয়াছেন যে আমার পরে কেয়ামতের পূর্ব্বে আর একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আগমন করিবেন।" ইনিই সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। সেই বাদশা গুপ্তভাবে মোসলমান হইয়াছিলেন। তাঁহারই সম্বন্ধে এই কয়েক আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, শা,)

নিশ্চয় ঈশ্বর সীমা লঙ্ঘন কারিদিগকে প্রেম করেন না * ।৯০। এবং পরমেশ্বর বিশুদ্ধ ও বৈধ যাহা উপজীবিকা রূপে তোমাদিগকে দান করিয়াছেন তাহা ভক্ষণ কর ও তোমরা যাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ সেই ঈশ্বর হইতে ভীত হও † ।৯১। তোমাদের অযথা শপথের জন্য পরমেশ্বর তোমাদিগকে ধরিবেন না, কিন্তু তোমরা যে সকল শপথ দৃঢ় বদ্ধ করিয়াছ তাহার নিমিত্ত তোমাদিগকে ধরিবেন, তোমাদের পোষ্যবর্গকে যে সাধারণ বস্তু খাওয়াইয়া থাক দশজন দরিদ্রকে তাহা ভোজন করান কিম্বা তাহা-

---

* একদা হজরত ধর্ম্মবন্ধুদিগের নিকটে কেয়ামতের বর্ণনা করেন তাহার ভীষণত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলেন। তখন তাঁহার ধর্ম্ম বন্ধুদিগের মধ্যে আবুবেকর, আলি, মেক্‌দাদ, সোলয়মান প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা উহা শুনিয়া সকলে মতউনের পুত্র ওস্‌মানের গৃহে সমবেত হইয়া এই স্থির করেন যে অবশিষ্ট জীবন সমুদায় দিব। সমস্তদিন রোজা পালন ও সমুদায় রজনী উপাসনায় যাপন করিতে হইবে। শয্যায় শয়ন করা হইবে না, মাংস ভক্ষণে বিরত থাকিতে হইবে, স্ত্রীলোকের নিকটে গমনে স্থগিত থাকিবে, সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কম্বল পরিধান করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। সকলেই এ বিষয়ে এক মত হইয়া শপথ করিলেন। হজরত এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে "তোমরা যাহা ভাবিয়াছ, আমি তদ্বিষয়ে আদিষ্ট হই নাই। তোমরা রোজা রাখিও রোজা ভঙ্গ ও করিও, রাত্রিতে নমাজ পড়িও শয়ন ও করিও। আমি উপাসনা ও শয়ন দুই করিয়া থাকি, রোজা পালন করিও রোজা ভঙ্গ করিয়া থাকি, মাংস ভোজন ও স্ত্রীলোকের নিকটে গমন করি।" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† যে বস্তু শরাতে (বিধি শাস্ত্রে) স্পষ্ট বৈধ হইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। যে বস্তু নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার নিকটবর্ত্তী না হওয়া কর্ত্তব্য। এই নিবৃত্তির পথ অবলম্বন বিধেয়। যে বিষয় বিধি সঙ্গত তদ্বিষয় শপথ করা

দিগকে বস্ত্রদান করণ অথবা ককটি গ্রীবা মুক্ত করণ তাহার প্রায়-চিত্ত ; যে ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত না হয় তিন দিবস তাহার রোজা পালন বিধি, যখন তোমরা শপথ কর তখন ইহাই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত, আপনাদের শপথকে রক্ষা করিও, এইরূপে পরমেশ্বর তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন ভরসা যে তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে * । ৯২। হে বিশ্বাসিগণ, সুরা, দ্যুতক্রীড়া, "নসব" (দেবাধিষ্ঠানভূমি) "আজলাম" (ভাগ্য নির্দ্ধারণের বাণাবলী) † শয়তানের অপবিত্র ক্রিয়া বৈ নহে, অতএব এ সকল হইতে নিবৃত্ত হও তবে ভরসা যে তোমরা মুক্ত হইবে। ৯৩। শয়তান ইহা বৈ ইচ্ছা করে না যে সুরা ও দ্যুত ক্রীড়াতে তোমাদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও শত্রুতা স্থাপন করে এবং তোমাদিগকে ঈশ্বর স্মরণ হইতে ও উপাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখে, অতঃপর তোমরা কি নিবৃত্ত হইবে ? ‡ । ৯৪। ঈশ্বরের

অকর্ত্তব্য। তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য শপথ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা ভঙ্গ করিবে। (ত, শা,)

* লক্ষ্য করিয়া যে বিষয়ে শপথ করা হয় পরে সেই সপথের অন্যথা চরণ হইলে নিম্ন লিখিত তিন উপায়ের কোন একটি উপায়ে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ১ দশজন দীন দুঃখীকে ভোজন করান। অর্থাৎ প্রত্যেককে দুইসের গম অথবা চারিসের যব অন্য খাদ্যোপকরণ সহ দান করা। ২ বস্ত্র দান করা। ৩ "একটি গ্রীবা মুক্ত করণ" অর্থাৎ একজন ক্রীতদাসকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করা। যে ব্যক্তি এই তিন্ বিধির কোন বিধি পালন করিতে সমর্থ নয়, তাহার পক্ষে তিন দিন রোজা পালন বিধি। সাধ্যানুসারে শপথে বিরত থাকিবে। শপথ করার অভ্যাস জিহ্বার না হওয়া শ্রেয়ঃ। (ত, শা,)

† এই সুরার প্রথম, রকুতে "নসব" ও আজলামের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

‡ এই দুই আয়াত সুরা পানের অবৈধতা বিষয়ে দশটি প্রমাণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ সুরাকে দ্যুত ক্রীড়ার সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে, দ্যুতক্রীড়া অবৈধ, সুতরাং তাহার

অনুগত হও ও প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও এবং ভীত হইও, যদি তোমরা অগ্রাহ্য কর তবে জানিও আমার প্রেরিতের প্রতি স্পষ্ট প্রচার কার্য্যের ভার বৈ নহে *। ৯৫। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে যখন তাহারা ধৈর্য্যশীল, বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্ম পরায়ণ হইয়াছে, অতঃপর ধৈর্য্যশীল, বিশ্বাসী হইয়াছে অতঃপর ধৈর্য্যশীল ও সৎকর্ম্ম পরায়ণ হইয়াছে তখন তাহারা যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তাহাতে দোষ নাই, ঈশ্বর হিতকারীদিগকে প্রেম করেন †। ৯৬। (র, ১২)

সহযোগী সুরাও অবৈধ। দ্বিতীয়তঃ সুরাকে পৌত্তলিকতার সঙ্গে এক সূত্রে বদ্ধ করা হইয়াছে, পৌত্তলিকতা অত্যন্ত অবৈধ, সুতরাং সুরা ও অবৈধ। তৃতীয়তঃ সুরাকে অপবিত্র বলা হইয়াছে, অতএব যাহা অপবিত্র তাহাই অবৈধ। চতুর্থতঃ সুরাপান শয়তানের কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সুতরাং যাহা শয়তানের কার্য্য তাহাই অবৈধ। পঞ্চমতঃ আদেশ হইয়াছে যে তাহা হইতে দূরে থাক যাহা হইতে দূরে থাকার বিধি হয় তাহা অবৈধ। ষষ্ঠতঃ সুরাপানের নিবৃত্তির সঙ্গে মুক্তির সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং যাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে মুক্ত হওয়া যায় তাহা পানকরা অবৈধ। সপ্তমতঃ সুরা শত্রুতা ও ঈর্ষ্যার কারণ, অতএব যাহা শত্রুতা আনয়ন করে তাহা অবৈধ। অষ্টমতঃ সুরা ঈশ্বর স্মরণ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, যে বস্তু মানুষের মনে ঈশ্বর বিস্মৃতি উৎপাদন করে তাহা অবৈধ। নবমতঃ সুরা নমাজের বিঘ্ন, অতএব নিঃসন্দেহ তাহা অবৈধ। দশমতঃ আদেশ হইয়াছে তাহা হইতে নিবৃত্ত হও অর্থাৎ তাহা পরিত্যাগ কর। যাহার পরিত্যাগে বিধি একান্তই তাহা অবৈধ। (ত, হো,)

* "যদি তোমরা অগ্রাহ্য কর" ইত্যাদি উক্তির তাৎপর্য্য এই যে প্রেরিত পুরুষ আমার আজ্ঞা তোমাদের নিকটে প্রচার করিলে তৎপ্রতি তোমাদের অনাদর হইলে তাহার কিছুই ক্ষতি হইবে না, বরং তোমাদেরই ক্ষতি হইবে। আমার প্রেরিতের প্রতি প্রচার কার্য্যের ভার বৈ নহে। (ত, হো,)

† হজরতকে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "আমাদের

হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বর কোন এক শিকার দ্বারা (যাহা তোমাদের হস্ত ও ভল্লাস্ত্র প্রাপ্ত হয়) তোমাদিগকে পরীক্ষিত করেন, তদ্দ্বারা ঈশ্বর, কে তাঁহাকে অন্তরে ভয় করে জ্ঞাত হন; ইহার পরে যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করিবে তাহার জন্য দুঃখ জনক শাস্তি আছে। *। ৯৭। হে বিশ্বাসি গণ, এহরাম বদ্ধ হইয়া তোমরা শিকার বধ করিও না, ইচ্ছা করিয়া তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহা বধ করিল সে, যে চতুষ্পদকে বধ করিল তাহার বিনিময় হওয়া (উচিত) তোমাদের মধ্যে দুইজন সুবিচারক যে কাবাতে বলি উপহার পাঠাইবে তাহারা এ বিষয়ে আজ্ঞা করিবে কিম্বা তদনুরূপ দরিদ্র দিগকে ভোজন করাণ অথবা ইহার অনুরূপ রোজা পালন প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহাতে সে স্বীয় কার্য্যের প্রতিফল ভোগ করিবে; যাহা গত হইয়াছে ঈশ্বর তাহা ক্ষমা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পুনর্ব্বার করিবে ঈশ্বর তাহার প্রতি শোধ দিবেন, পরমেশ্বর পরাক্রান্ত প্রতি শোধ দাতা †। ৯৮।

ভ্রাতৃগণ সুরাপান করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কি গতি হইবে?" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* এস্থানে ভল্লাস্ত্রে সকল প্রকার অস্ত্রকে বুঝাইবে। দ্বিবিধ উপায়ে মৃগয়া করার উল্লেখ হইল। এক, পশুপক্ষীকে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় হস্তে ধরিয়া আনিয়া বধ করা, দ্বয়তঃ দূর হইতে অস্ত্রদ্বারা নিহত করা। দূর হইতে পশু অস্ত্রাহত হইয়া মরিলেও বৈধ হয়। কিন্তু এহরামবন্ধনের অবস্থায় উভয় প্রকারের মৃগয়াই অবৈধ। (ত, শা,)

† এহরামবন্ধনের অবস্থায় শিকার পাইলে তাহা ছাড়িয়া দিবে এই বিধি। তাহা বধ করিলে সেই মূল্যের একটি গৃহপালিত পশু ছাগ বা গো কিম্বা উষ্ট্র কাবাতে পাঠাইয়া বলিদান করিবে, নিজে তাহা ভক্ষণ করিবে না। অথবা সেই মূল্যের খাদ্যদ্রব্য দরিদ্রদিগকে দিবে। কিম্বা সেই অন্নদানের তুল্য রোজা পালন করিবে। দুই জন বিশ্বস্ত মোসলমান তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে। (ত, শা,)

তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ও তাহা ভক্ষণ বৈধ হইয়াছে, তোমাদিগের নিমিত্ত এবং পর্যটক দলের নিমিত্ত উহা লাভ, যে পর্য্যন্ত তোমরা এহরাম বদ্ধ থাক সে পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি আরণ্যক মৃগয়া অবৈধ হইয়াছে; সেই ঈশ্বরকে ভয় কর যাহার দিকে তোমরা সমুত্থিত হইবে *। ৯৯। পরমেশ্বর লোকের দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য সম্মানিত মন্দির কাবাকে ও সম্মানিত মাস সকলকে ও বলি উপহার এবং কেলাদাকে নিরূপিত করিয়াছেন, † ইহা এজন্য যে তোমরা যেন জানিতে পার যে ঈশ্বর যাহা কিছু স্বর্গে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে তাহা জ্ঞাত আছেন, এবং যেন জানিতে পার যে ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১০০। তোমরা জানিও যে ঈশ্বর শাস্তিদানে কঠিন, ও জানিও যে ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১০১। প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রচার কার্য্য বৈ নহে, তোমরা যাহা প্রকাশ্যে কর ও যাহা গুপ্ত রাখ ঈশ্বর জ্ঞাত হন। ১০২। বল হে মোহম্মদ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ তুল্য নহে,

---

* এহরাম বন্ধনের অবস্থায় সামুদ্রিক শিকার অর্থাৎ মৎস্য শিকার ও তাহা ভক্ষণ করা বৈধ। জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে মৎস্য মরিয়া গিয়াছে শিকার করা হয় নাই তাহা ভক্ষণও বৈধ, ইহাতে লাভ। সরোবর ইত্যাদির মৎস্য সম্বন্ধেও এই বিধি। (ত, শা,)

† কাবা লোকের দণ্ডায়মান ভূমি অর্থাৎ লোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার ও নিরাপদে থাকিবার স্থান। সেই কাবাকে এবং সম্মানিত মাস সকলকে অর্থাৎ যে সকল মাসে হজ ক্রিয়া ইত্যাদি হয় এবং লোকে হত্যা ও লুণ্ঠন ইত্যাদির ভয় হইতে নিরাপদ থাকে, ও কেলাদাকে (বলির পশুর গ্রীবা বন্ধন বিশেষ) এবং বলির উপহারকে যাহা হজ ও ওমরা ব্রতের অঙ্গ, যাহা চৌর্য্যাদি হইতে সংরক্ষিত থাকে এসমুদায় ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (ত, হো,)

পূর্ব্বে আরবদেশ অরাজক ছিল। তথায় সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ ও অত্যাচার

যদিচ বহু অশুদ্ধ তোমাকে চমৎকৃত করে, * হে বুদ্ধিমান্ লোকসকল, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিও, ভরসা যে তাহাতে মুক্ত হইবে। ১০৩। (র, ১৩)

হে বিশ্বাসিগণ, সে বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করিও না যদি তাহা তোমাদের জন্য প্রকাশিত হয় তোমাদিগকে দুঃখিত করিবে, তোমরা যদি তাহা জিজ্ঞাসা কর যখন কোরাণ অবতীর্ণ হইবে তখন তোমাদের জন্য প্রকাশ করা যাইবে, ঈশ্বর তাহা ক্ষমা করিয়াছেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু †। ১০৪। নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্বে একদল তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তৎপর তাহারা তদ্বিষয়ে কাফের হইয়াছিল ‡। ১০৫। পরমেশ্বর কোন বহিরা ও

হইত। কিন্তু কাবাকে সকলে মান্য করিত, এবং সম্মানিত মাসে অর্থাৎ হজ্জ ব্রতাদি পালন করিবার মাসে মক্কাপ্রদেশ নিরাপদ হইত, তখন লুণ্ঠন অত্যাচার ইত্যাদির ভয় থাকিত না। সেই সময়ে সকলে সেই দেশের নানাস্থানে গমনাগমন ও বাণিজ্যাদি করিত। তখন এইরূপে লোকে কালযাপন করিত। (ত, শা,)

* শরার অর্থাৎ ব্যবস্থা শাস্ত্রের ব্যবস্থানুরূপ যাহা লাভ হয় তাহাই শুদ্ধ। তাহা অল্প হইলেও উত্তম। বিধি সঙ্গত নয় এমন যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অশুদ্ধ। উহার প্রচুরতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না। একসের ছাগ মাংস একমন বরাহ মাংস অপেক্ষা উত্তম। (ত, শা,)

† কতকগুলি লোক উপহাস করিয়া হজরতকে প্রশ্ন করিতেছিল, কেহ বলিতেছিল "বল আমার পিতা কে?" কেহ বলিতেছিল যে "আমার উষ্ট্র হারাইয়া গিয়াছে বল তাহা কোথায়?" তাহাতেই ঈশ্বর এই আয়ত প্রকাশ করেন। ইহার ভাব এই যে তোমরা প্রশ্ন করিও না, প্রশ্ন করিলে কোরাণের আয়তে তোমাদের জন্য তাহার উত্তর প্রকাশিত হইবে। তাহা তোমাদিগকে দুঃখিত করিবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আপনা হইতে জিজ্ঞাসা করিও না যে ইহা উচিত কি অনুচিত,

আরবা ও উসিলা "এবং হাম" নির্দ্ধারিত করেন নাই, কিন্তু ধর্ম্মদ্রোহিগণ ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশ লোক বুঝিতেছে না *। ১০৬। যখন তাহাদিগকে বলা হইল "ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও প্রেরিত পুরুষের দিকে আগমন কর" যদিচ তাহাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই জানিতেছে না ও কোন পথ প্রাপ্ত হইতেছে না তথাপি তাহারা বলিল "যে বিষয়ে আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষ দিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট"। ১০৭। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের আত্মাকে তোমরা রক্ষা করিও, তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি বিপথগামী সে তোমাদের ক্ষতি করিতে পারিবে না, ঈশ্বরের দিকে তোমাদের সকলের এক যোগে প্রত্যাবর্ত্তন; তোমরা যাহা করিতেছ অবশেষে তিনি তাহার সংবাদ দিবেন। ১০৮। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা পৃথিবীতে পর্য্যটন

এ কার্য্য করিব কি করিব না? যেরূপ আজ্ঞা হইয়াছে তদনুযায়ী আচরণ কর, যে বিষয়ে আদেশ হয় নাই তাহা করিতে হইবে না জানিও। ইহাতেই ধর্ম্ম সহজ হয়, প্রত্যেক কথার প্রশ্নোত্তর হইলে ধর্ম্ম কঠিন হইয়া পড়ে। তদনুসারে চলা দুষ্কর হয়। পূর্ব্বে এইরূপে অনেকে প্রশ্ন করিয়াছিল তাহারা তাহার উত্তরানুসারে আচরণ করিতে না পারিয়া বিদ্রোহিতার পথ আশ্রয় করিয়াছে। প্রশ্ন করিবার কোন প্রয়োজন রাখে না। যে বিষয়ে পরমেশ্বর আজ্ঞা করেন নাই তাহা অপ্রয়োজনীয়। তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা নিরর্থক। কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে "আমার পিতা কে?" কেহ প্রশ্ন করিয়াছিল যে 'আমার স্ত্রী গৃহে কি ভাবে আছে?" প্রেরিত পুরুষ যদি তাহার উত্তরদান না করেন, হয়তো সেই উত্তর দুঃখ জনক হইবে। (ত, শা,)

* কাফেরদিগের এইরূপ রীতি ছিল যে কোন পশুশাবকের কর্ণ বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে প্রতিমার উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করিয়া রাখিত, এইরূপ চিহ্নিত পশুশাবকের

কর ও তোমাদের নিকটে মৃত্যুরূপ বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের সাক্ষ্যদান আছে, যে সময় তোমাদের কাহার মৃত্যু উপস্থিত হয় অন্তিম নির্দ্ধারণ কালে তোমাদের মধ্যে দুই জন ন্যায়বান্ অথবা তোমাদিগের ছাড়া অপর দুইজন (সাক্ষী আবশ্যক) যদি তোমরা সন্দেহ কর তবে সেই দুই জনকে (শেষোক্ত দুইজনকে) শেষ নমাজ পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিবে, পরে তাহারা ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিবে যে "যদিচ আত্মীয়ও হয় আমরা কোন মূল্য ইহার সঙ্গে (এই শপথের সঙ্গে) বিনিময় করিব না, এবং ঈশ্বরের সাক্ষ্য আমরা গোপন করিব না (করিলে) নিশ্চয় তখন অপরাধী হইব" * ।১০৬। অনন্তর এই দুইজনের পাপ করিয়া স্বত্ব সমর্থন করার বিষয় যদি তোমরা জ্ঞাত হইয়া থাক তবে প্রথম দুইজন যাহাদের সম্বন্ধে স্বত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে

নাম বহিরা। এবং কোন পশুকে প্রতিমার নামে ছাড়িয়া দিত সে স্বাধীনভাবে চড়িয়া বেড়াইত তাহাকে সায়বা বলা হইত। এবং কোন কোন ব্যক্তি এরূপ নির্দ্ধারণ করিত যে যদি আমার পালিত পশুর পুংশাবক হয় তবে আমি তাহা প্রতিমাকে উপহার দিয়া বলিদান করিব, স্ত্রীশাবক হইলে নিজে রাখিব। পুং স্ত্রী দুই শাবক হইলে স্ত্রীশাবকের সঙ্গে পুংশাবককে তাহারা নিজে রাখিত তাহাকে উসিলা বলা হইত। এই সমুদায় রীতিই অবিশুদ্ধ। (ত, শা,)

* মালেকের পুত্র তমিম ওয়াদি যে একজন ঈসায়ী ছিল, সে একদা বাণিজ্য উপলক্ষে শামদেশে যাত্রা করিয়াছিল। আসের পুত্র ও ওমরের ভৃত্য বদিল নামক একজন মোসলমান তাহার সঙ্গী হইয়াছিল। যখন ইহারা শামরাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইল তখন বদিল পীড়িত হইয়া পড়িল। মুদ্রা ও তৈজসাদি যাহা যাহা তাহার সঙ্গে ছিল সে একখণ্ড কাগজে তাহা লিখিয়া একটি আধারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে মুমূর্ষু অবস্থায় তমিম ওয়াদিকে বলিয়াছিল যে তাহার দ্রব্যসামগ্রী যেন তাহার পরিবারের নিকটে পঁহুছাইয়া দেয়। বদিলের মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত

তাহাদিগের মধ্য হইতে অপর দুইজন সেই দুইজনের স্থানে দণ্ডায়মান হইবে, তৎপর তাহারা ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিবে যে একান্তই আমাদের সাক্ষ্য সেই দুইজনের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য ও আমরা সীমা লঙ্ঘন করি নাই, (করিলে) নিশ্চয় আমরা তখন একান্ত অত্যাচারী হইব। ১০৭। ইহা, সাক্ষ্যদানে তৎপ্রণালী অনুসারে উপস্থিত হওয়ার অথবা তাহাদের শপথ করার পর শপথ ভঙ্গ ভয়ের নিকটতর, ঈশ্বরকে ভয় কর এবং শ্রবণ কর দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগকে পরমেশ্বর পথ প্রদর্শন করেন না *। ১০৮। (র, ১৪)

(স্মরণ কর) যে দিন পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষদিগকে একত্র করিবেন, পরে জিজ্ঞাসা করিবেন যে "তোমাদিগকে ইহারা কি উত্তর দিয়াছে;" তাহারা বলিবে যে "আমাদের কোন জ্ঞান নাই, নিশ্চয় তুমি গোপনীয় সকল জ্ঞাত"। ১০৯। যখন পরমেশ্বর বলিবেন যে, "হে মরয়মের পুত্র ঈশা, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার দান তুমি স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্রাত্মাযোগে সাহায্য করিয়াছিলাম, তুমি দোলায় থাকিয়া (শৈশবকালে) ও মধ্যম বয়সে লোকের সঙ্গে কথা

সম্পত্তি হইতে একটি মূল্যবান্ বস্তু তমিমপ্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া অবশিষ্ট সামগ্রী মদিনানগরে তাহার পরিবারের হস্তে সমর্পণ করে। পরিবার কাগজের লিখানুসারে একটী বস্তু প্রাপ্ত না হইয়া তমিম তাহা অপহরণ করিয়াছে বলিয়া হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করে। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদিগের সন্দেহ হইলে শপথ করাইবার আদেশ হইল। কেন না শপথ করিলে সাক্ষী ভীত হইয়া প্রথম হইতেই মিথ্যা বলিতে সাহসী

বলিতেছিলে এবং যখন তোমাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও তওরয়ত এবং ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছিলাম, ও যখন আমার আজ্ঞানুক্রমে তুমি মৃত্তিকাদ্বারা পক্ষিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, অবশেষে তাহাতে ফুৎকার করিলে পর আমার আজ্ঞানুসারে পক্ষী হইয়াছিল এবং আজ্ঞানুক্রমে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করিতেছিলে এবং যখন তুমি আমার আজ্ঞানুসারে মৃতদিগকে বাহির করিতেছিলে, এবং যখন আমি এস্রায়েল বংশীয়দিগকে তোমাহইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম, * যখন তুমি তাহাদিগের নিকটে অলৌকিক নিদর্শন সকল উপস্থিত করিলে তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহারা বলিল "ইহা ইন্দ্রজাল বৈ নহে"। ১১০। (স্মরণ কর) যখন আমি তোমার প্রচারবন্ধুদিগের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে আমার প্রতি ও আমার প্রেরিতের প্রতি বিশ্বাসী হও, তাহারা বলিয়াছিল যে "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবিষয়ে তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা বিশ্বাসী"। ১১১। যখন প্রচারবন্ধুগণ বলিল "হে মরয়মের পুত্র ঈসা, তোমার প্রতিপালক আমাদের নিকটে স্বর্গ হইতে ভোজ্যপাত্র উপস্থিত করিতে পারেন কি?" সে বলিল, "যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক" †। ১১২। তাহারা বলিল যে "আমরা

হইবে না। পরে যদি তাহাদের কথায় অসত্য প্রকাশ পায় তবে উত্তরাধিকারী শপথ করিবে। (ত, শা,)

* "এস্রায়েল বংশীয়দিগকে তোমা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম" অর্থাৎ তোমাকে হত্যা করিতে দেই নাই। (ত, শা,)

† অর্থাৎ আমাদের জন্য তোমার প্রার্থনায় এরূপ অলৌকিক ব্যাপার হইতে পারে কি না? ঈসা বলিলেন "ঈশ্বরকে ভয় কর" অর্থাৎ দাসের উচিত নয় যে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করে যে তিনি আমার কথা গ্রাহ্য করেন কিনা। (ত, শা,)

তাহা হইতে ভোজন করিতে ইচ্ছা করি ও আমাদের অন্তর শান্তিলাভ করিবে, এবং আমরা জানিব যে তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ, এবং সেই ভোজ্যপাত্র সম্বন্ধে আমরা সাক্ষী হইব" *। ১১৩। মরয়মের পুত্র ঈসা বলিল "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার প্রতিপালক, আমাদের নিকটে ভোজ্যপাত্র স্বর্গ হইতে অবতারণ কর, তাহাতে আমাদের জন্য ও আমার পূর্ব্ব ও আমাদের অন্ত্য (মণ্ডলীর) জন্য ইদ (উৎসব) এবং তোমার নিদর্শন হইবে, এবং আমাদিগকে উপজীবিকা দান কর, তুমি উত্তম জীবিকা দাতা †। ১১৪। পরমেশ্বর বলিলেন "নিশ্চয় আমি তাহা তোমাদের প্রতি অবতারণ করিলাম, অতঃপর তোমাদের যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহী হইবে নিশ্চয় আমি তাহাকে এমন শাস্তিদান করিব যে কোন জগদ্বাসীকে সেরূপ শাস্তিপ্রদান করিব না ‡। ১৫। (র, ১৫)

---

* অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমরা প্রার্থনা করিতেছি অলৌকিক কার্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য নয়। (ত, শা,)

† কথিত আছে সেই ভোজ্য পাত্র রবিবাসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহা-তেই আমাদের শুক্রবারের ন্যায় ঈসায়ীদিগের সেই দিবস উৎসব দিন হইয়াছে। (ত, শা,)

আমাদের পূর্ব্ব মণ্ডলীর জন্য অর্থাৎ আমাদের সমকালবর্ত্তী মণ্ডলীর জন্য।

‡ অনন্তর ঈশ্বর দুই খণ্ড মেঘ প্রেরণ করিলেন। তাহার মধ্যে ভোজ্যজাত পূর্ণ লোহিত বর্ণের ভোজ্য পাত্র ছিল। সেই ভোজ্যপাত্র মেঘের ভিতর হইতে মহর্ষি ঈসার ধর্ম্ম বন্ধুদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রেরিত পুরুষ ঈসা তাহা দেখিয়া সাশ্রু নয়নে বলিলেন "হে আমার পরমেশ্বর, তুমি আমাকে কৃতজ্ঞ কর" পরন্তু বলিলেন "হে ঈশ্বর, এই ভোজ্য পাত্রকে দয়াতে পরিণত কর, শাস্তিতে পরিণত করিও না।" অনন্তর হস্ত পদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক উপাসনা

যখন পরমেশ্বর বলিবেন "হে মরয়মের পুত্র ঈসা, তুমি কি লোক সকলকে বলিয়াছ যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমাকে ও আমার জননীকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ কর ?" সে বলিবে "তুমি পবিত্র যাহা আমার পক্ষে সত্য নহে তাহা আমি বলিব, আমার ইহা

করিয়া গলদশ্রু নয়নে বলিলেন "সর্ব্বোত্তম জীবিকাদাতার নামে প্রবৃত্ত হইতেছি" ইহা বলিয়াই ভোজ্যপাত্র হইতে আবরণ উদ্ঘাটন করিলেন, দেখিলেন যে সুন্দর ভোজ্য পাত্রে ভাজা মৎস্য রহিয়াছে, তাহাতে চর্ম্ম ও অস্থি নাই। তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হইতেছে। তাহার মস্তকের নিকটে লবণ ও পুচ্ছের নিকটে অম্লরস এবং চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার শাক তরকারি ছিল। পাঁচ খণ্ড রুটি ভোজ্য পাত্রে স্থাপিত ছিল, তাহার একটিতে তৈল, একটিতে ঘৃত একটির উপর পনির একটিতে মধু, একটির উপর শুষ্কমাংস দৃষ্ট হইল। এক শিষ্য মহাপুরুষ ঈসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্য, ইহা সাংসারিক খাদ্য, না, পারলৌকিক খাদ্য ?" প্রেরিতপুরুষ বলিলেন "তাহার কিছুই নয়, বরং ইহা এরূপ খাদ্য যে ঈশ্বর নিজ শক্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে তাহা উপস্থিত, ভক্ষণ কর, কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে সম্পদের বৃদ্ধি হইবে।" শিষ্যগণ বলিলেন "হে ঈশ্বরপ্রাণ ঈসা, যদি তুমি এই অলৌকিক নিদর্শনের সঙ্গে আর একটি অলৌকিকতা প্রদর্শন কর তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস প্রবল হয়।" তখন মহাত্মা ঈসা সেই মৎস্যকে বলিলেন "জীবন্ত হও" ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে মৎস্য তৎক্ষণাৎ জীবিত হইল। পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন "পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হও" তাহাতে পুনরায় সেই ভাজা মৎস্যরূপে প্রকাশ পাইল। অনন্তর শিষ্যগণ ঈশ্বরের বিভীষিকায় ভীত হইয়া সেই ভোজ্য পাত্র হইতে কিছুই ভক্ষণ করিলেন না। মহাত্মা ঈসা ব্যাধিগ্রস্ত দীন দুঃখী লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন "ইহা তোমরা ভক্ষণ কর, ইহা তোমাদের জন্য সম্পদ্ অন্য লোকের জন্য বিপদ্।" তদনুসারে এক সহস্র তিনশত লোক ভোজন করিল। তাহাতে ভোজ্যপাত্রে যাহা ছিল তাহার কিছুই ন্যূন হয় নাই। এমন দরিদ্র ছিল না যে তাহা ভক্ষণ করিয়া ধনী হয় নাই, এমন রোগী ছিল না যে আরোগ্য লাভ করে নাই। (ত, হো,)

নহে? যদি আমি তাহা বলিতাম নিশ্চয় তুমি তাহা জ্ঞাত হইতে, আমার অন্তরে যাহা আছে তুমি জানিতেছ, তোমার অন্তরে যাহা আছে আমি জ্ঞাত নহি; নিশ্চয় তুমি অন্তর্যামী”। ১১৬। তুমি আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছ “আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা কর, ইহা ব্যতীত আমি তাহাদিগকে বলি নাই, আমি তাহাদের মধ্যে যে পর্য্যন্ত ছিলাম তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষী ছিলাম, পরে যখন তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে তুমি তাহাদিগের সম্বন্ধে রক্ষক ছিলে, এবং তুমি সর্ব্ববিষয়ে সাক্ষী”। ১১৭। “যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তিদান কর নিশ্চয় তাহারা তোমারই ভৃত্য, যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত ও নিপুণ”। ১১৮। ঈশ্বর বলিলেন “অদ্য সত্যাশ্রিত লোকদিগকে তাহাদের সত্য তাহাদিগকে লাভমান করিবে, তাহাদের জন্যই স্বর্গোদ্যান, যাহার ভিতর দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাহারা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট; ইহাই মহা সফলতা। ১১৯। স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১২০। (র, ১৬)

সুরা এনাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৬৫ আয়ত, ২০ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। * ১)

সেই পরমেশ্বরের প্রশংসা যিনি স্বর্গলোক ও ভূলোক সৃজন করিয়াছেন এবং অন্ধকার ও আলোক উৎপাদন করিয়াছেন † অতঃপর কাফেরগণ স্বীয় প্রতিপালকের সহিত সমকক্ষতা করিয়া থাকে। ২। তিনি যিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন তৎপর মৃত্যু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং এক কাল তাঁহার নিকটে নির্দ্ধারিত আছে. পরে তোমরা সন্দেহ করিতেছ। ৩। সেই ঈশ্বর স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছেন, তিনি তোমাদের অন্তর ও বাহ্য জানিতেছেন, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক জ্ঞাত আছেন। ৪। এবং তাহাদের প্রতিপালক হইতে নিদর্শন সকলের (এমন) কোন নিদর্শন তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হয় নাই যে তাহা তাহারা অগ্রাহ্য করে নাই। ৫। তাহাদের নিকটে যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন

* মক্কানগরে এই সুরার আবির্ভাব হয়।

† অগ্নি পূজকেরা বলে যে পরমেশ্বর জ্যোতির স্রষ্টা, শয়তান অন্ধকারের স্রষ্টা। ঈশ্বর বলেন যে "জ্যোতি ও অন্ধকার উভয় আমি সৃজন করিয়াছি।" অনেকের মতে এই জ্যোতি ও অন্ধকারের অর্থ দিবা রাত্রি। (ত, হো,)

সত্যের প্রতি তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছে, যাহা লইয়া তাহারা উপহাস করিয়া থাকে সত্বরই তাহার সংবাদ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে। ৬। তাহারা কি দেখে নাই যে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দলের কতকলোককে আমি বিনাশ করিয়াছি? আমি পৃথিবীতে তাহাদিগকে যেরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম তোমাদিগকে সেরূপ প্রতিষ্ঠিত করি নাই, আমি তাহাদের উপর বর্ষণকারী মেঘ প্রেরণ ও পয়ঃপ্রণালী সকল তাহাদের নিম্নে প্রবাহিত করিয়াছিলাম, অনন্তর তাহাদের অপরাধের জন্য তাহাদিগকে বিনাশ করিলাম এবং তাহাদের পরে অপর এক সম্প্রদায় উৎপাদন করিলাম। ৭। যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত গ্রন্থ অবতারণ করিতাম তাহারা আপন হস্তে তাহা মর্দ্দন করিত, কাফের লোকেরা একান্তই বলিত ইহা স্পষ্ট চক্রান্ত ব্যতীত নহে *। ৮। এবং তাহারা বলিল "কেন তাহার (প্রেরিত পুরুষের) প্রতি দেবতা অবতারিত হইল না?" যদি আমি দেবতা অবতারিত করিতাম তবে একান্তই কার্য্যশেষ হইত, তৎপর অবকাশ দেওয়া যাইত না †। ৯। যদি আমি তাহাকে (প্রেরিতকে) দেবতা

---

* নজর ও নওফল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি হজরতের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল যে 'হে মোহম্মদ, যে পর্য্যন্ত চারিজন দেবতা স্বর্গ হইতে পুস্তক লিখিয়া আনয়ন না করে ও তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত এই কথা সেই পুস্তকে লিখা না থাকে ও এরূপ সাক্ষ্য না দেয় যে এই গ্রন্থ ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমার নিকটে উপস্থিত করিলাম, সে পর্য্যন্ত তোমাকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় (ত, হো,)

যাহার ভাগ্যে উপদেশ নাই তাহার সন্দেহ কখন দূর হয় না। (ত শা,)

† তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিনাশের আজ্ঞা প্রচার হইত অর্থাৎ মনুষ্য দেব-

করিতাম তবে একান্তই আমি তাহাকে (আকৃতিতে) মনুষ্য করিতাম, তাহারা যেমন (এইরূপ) সন্দেহ করিতেছে একান্তই তাহাদের প্রতি সেরূপ সন্দেহ স্থাপন করিতাম। ১০। নিশ্চয় তাহারা তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতগণের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছিল, যাহা লইয়া উপহাস করিতেছিল উহা তাহাদিগ হইতে সেই উপহাসকারিগণকে আসিয়া ঘেরিল। ১১। তুমি বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর তৎপর দেখ অসত্যবাদীদিগের পরিণাম কেমন হইয়াছে। ১২। (র, ১)

বল, স্বর্গলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা কাহার ? বল, ঈশ্বরের ; তাঁহার অন্তরেতে দয়া লিখিত আছে, একান্তই তিনি তোমাদিগকে কেয়ামতের দিনে সংগ্রহ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; যাহারা আপন জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না। ১৩। এবং দিবা রজনীতে যাহা স্থিতি করিতেছে তাহা তাঁহার ; তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১৪। বল, স্বর্গ মর্ত্ত্যের স্রষ্টা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি বন্ধু গ্রহণ করিতেছ ? তিনি অন্নদান করেন ও অন্নগৃহীতা নহেন, বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, মোসলমান হইয়াছে এমন এক প্রথম ব্যক্তি হইব, তুমি অংশীবাদীদিগের একজন হইও না। ১৫। বল, আমার প্রতিপালকের সম্বন্ধে অবাধ্যতাচরণ করিলে নিশ্চয় আমি মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করি। ১৬। সেই দিবস যাহা হইতে (শাস্তি) নিবৃত্ত রাখা হইবে নিশ্চয় তিনি তাহার প্রতি

তাকে দেবতার আকারে দর্শন করিতে সমর্থ নহে। সেই অবস্থায় দেখিলে তাহাদের প্রাণের বিয়োগ হয়। এজন্য দেবতাগণ পৃথিবীতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনুষ্যাকারে প্রকাশিত হন। (ত, হো,)

অনুগ্রহ করিলেন, ইহাই স্পষ্ট মনোরথ সিদ্ধি। ১৭। যদি ঈশ্বর ক্লেশদান করেন তবে তিনি ব্যতীত তাহার নিবারণকারী নাই; যদি তিনি কল্যাণ বিধান করেন তবে তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১৮। এবং তিনি স্বীয় দাসদিগের উপর পরাক্রান্ত ও তিনি নিপুণ ও জ্ঞাতা। ১৯। জিজ্ঞাসা কর, কোন্ বস্তু সাক্ষ্যদান বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? তুমি বল, "তোমাদের ও আমার মধ্যে ঈশ্বরই সাক্ষী; তিনি এই কোরাণ আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যেন এতদ্দ্বারা আমি তোমাদিগকেও যাহারা পথ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে সাবধান করি, তোমরা কি সাক্ষ্য দান করিতেছ যে পরমেশ্বরের সঙ্গে অপর পরমেশ্বর সকল আছে?" বল, "আমি সাক্ষ্য দান করি না" বল, "তিনি এক পরমেশ্বর বৈ নহেন, এবং তোমরা যে অংশী নির্দ্ধারণ করিয়া থাক নিশ্চয় আমি তাহা হইতে বিমুখ।" ২০। যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি তাহারা আপন সন্তানদিগকে যেরূপ জ্ঞাত তদ্রূপ ইহা জ্ঞাত, যাহারা আপন জীবনের অনিষ্ট করিয়াছে তাহারা বিশ্বাস করে না। ২১। (র, ২)

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে অথবা তাঁহার নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? নিশ্চয় অত্যাচারিগণ উদ্ধার পাইবে না ২২। (স্মরণ কর) সেই দিন আমি এক যোগে তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিব, তৎপর যাহারা অংশী স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে তোমাদের সেই অংশিগণ কোথায়? তোমরা যাহাদিগের গর্ব্ব করিতেছিলে। ২৩। তৎপর তাহারা এই বলিবে যে "আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরের শপথ আমরা অংশীবাদী ছিলাম না, এতদ্ভিন্ন তাহাদের ছলনা থাকিবে না। ২৪।

দেখ, তাহারা আপন জীবন সম্বন্ধে কেমন অসত্য বলে ও যাহা কিছু আরোপ করিতেছে তাহাদিগ হইতে উহা প্রচ্ছন্ন। ২৫। তাহাদের কেহ কেহ তোমার প্রতি কর্ণ স্থাপন করে, আমি তাহাদের মনের উপর আবরণ ও তাহাদের কর্ণেতে গুরুত্ব উৎপাদন করিয়াছি যেন তাহারা তাহা বুঝিতে না পারে, যদিচ তাহারা প্রত্যেক অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, এতদূর যে যখন তাহারা তোমার নিকটে উপস্থিত হয় তোমার সঙ্গে বিরোধ করে, কাফের লোকেরা বলে "ইহা পূর্ব্বতন উপন্যাস বৈ নহে" *। ২৬। এবং তাহারা তাহা হইতে (আনুগত্য হইতে) নিবৃত্ত করিতেছে ও তাহা হইতে দূরে পড়িতেছে, তাহারা স্বীয় জীবন বৈ বিনাশ করিতেছে না এবং বুঝিতেছে না। ২৭। এবং যখন তাহাদিগকে অগ্নির উপর দণ্ডায়মান করা হইবে, যদি তুমি দেখ (আশ্চর্য্যান্বিত হইবে) তাহারা বলিবে "হায়, আমরা ফিরিয়া গেলে আমাদের পরমেশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিব না ও বিশ্বাসী হইব ২৮। তাহারা পূর্ব্বে যাহা গোপন করিতেছিল বরং

---

* একদা আবু সুফিয়ান ও অলিদ এবং আত্‌বা প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্মবিরোধীলোক মস্‌জেদোল্‌ হরামের এক পার্শ্বে বসিয়া হজরত যে কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন তাহা শ্রবণ করিতেছিল। তথায় হারসের পুত্র নজর ও ছিল। সে প্রাচীন বৃত্তান্ত সকল জ্ঞাত ছিল। তখন আবু সুফিয়ান প্রভৃতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে মোহম্মদ যাহা পাঠ করিতেছে তাহা কিরূপ? সে দুরাত্মা বলিয়াছিল যে কি বলিতেছে আমি তাহা বুঝিতেছি না সে কেবল অধরোষ্ঠ নাড়িতেছে ও প্রাচীন উপন্যাস পড়িতেছে, যাহা আমি এইক্ষণ তোমাদের নিকটে পাঠ করিতেছি। তাহাতেই এই আয়তের আবির্ভাব হয়। (ত, হো,)

তাহাদের জন্য তাহা প্রকাশিত হইল, এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায় যাহা নিষেধ করা হইয়াছে একান্তই তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে ও নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী * । ২৯। এবং তাহারা বলিয়াছে যে ইহা পার্থিব বৈ নহে, আমরা সমুত্থাপিত হইব না। ৩০। এবং যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে দণ্ডায়মান করা হইবে যদি দেখ (বিস্মিত হইবে) ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিবেন " ইহা কি সত্য নহে ? " তাহারা বলিবে " আমাদের ঈশ্বরের শপথ, নিশ্চয়ই ;" তিনি বলিবেন "ধর্মদ্রোহী ছিলে বলিয়া শাস্তিরস আস্বাদন কর। ৩০। (র, ৩)

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলন বিষয়ে যাহারা মিথ্যা বলিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা অনিষ্ট করিয়াছে, এতদূর যে যখন তাহাদের নিকটে অকস্মাত কেয়ামত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে হায় ইহাতে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি তজ্জন্য আমাদিগের আক্ষেপ, এবং তাহারা আপন পৃষ্ঠে আপনাদের ভার বহন করিবে, জানি ও যাহা তাহারা বহন করিবে তাহা অশুভ। ৩১। পার্থিব জীবন ক্রীড়া আমোদ বৈ নয় ; নিশ্চয় ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য পরলোক কল্যাণের আলয়, তোমরা কি বুঝিতেছ না ? ৩২।

---

* অর্থাৎ কাফেরগণ নরকের পার্শ্বে উপস্থিত হইলে আজ্ঞা হইবে, স্থির হও। তাহাতে তাহারা ভাবিবে যে হয়তো আমাদিগকে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এবার আমরা ফিরিয়া গেলে বিশ্বাসী হইব। তদুপলক্ষে তখন ঈশ্বর বলিবেন যে " আমি এ উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে দণ্ডায়মান রাখি নাই, বরং তাহারা যে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে এই উপায়ে তাহাদের মুখ দিয়া স্বীকার করাইয়া লইলাম। যেহেতু তাহারা যে অংশীবাদী ছিল প্রথমে অস্বীকার করিয়াছে। (ত, শা,)

নিশ্চয় আমি জানিতেছি তাহারা যাহা বলিতেছে একান্তই তোমাকে দুঃখিত করিতেছে, নিশ্চয় তাহারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে না, বরং অত্যাচারী লোকেরা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করিতেছে। ৩৩। নিশ্চয় তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতগণের প্রতি অসত্যারোপিত হইয়াছিল, আমার আনুকূল্য তাহাদের প্রতি উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে সকল অসত্যারোপ ও ক্লেশ দান করা হইয়াছিল তাহাতে তাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল, ঈশ্বরের বাক্য সকলের পরিবর্ত্তনকারী কেহই নয়, নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষদিগের অনেক সংবাদ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ৩৪। যদি তাহাদিগের উপেক্ষা তোমার সম্বন্ধে কঠিন হইয়া থাকে, তবে যদি পার ভূমিতে ছিদ্র অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করিবে, তৎপর তাহাদের নিকটে কোন অলৌকিক নিদর্শন উপস্থিত করিবে, ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করিতেন তবে একান্তই তিনি তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনে একত্রিত করিতেন, তুমি মূর্খদিগের একজন হইও না *। ৩৫। যাহারা শ্রবণ করে তাহারা গ্রাহ্য করে বৈ নহে এবং মরিলে ঈশ্বর তাহাদিগকে জীবিত করেন, তৎপর তাঁহার দিকে তাহারা প্রত্যাগত হইবে। ৩৬। এবং তাহারা বলিল "কেন তাঁহার প্রতি তাঁহার ঈশ্বর হইতে নিদর্শন অবতারিত

---

* কাফের লোকেরা ভাবিত যখন ইনি একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক তখন সর্ব্বদা ইঁহার সঙ্গে কোন অলৌকিক নিদর্শন থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে সকলে দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারে। হয়ত হজরত মনে মনে তাহাই চাহিয়াছিলেন, তাহাতেই এই ভাবের আয়ত অবতীর্ণ হইল। যথা ঈশ্বরের অনুগত হইয়া থাক, তিনি আবশ্যক বোধ করিলে নিদর্শন ব্যতিরেকে সকলের মন ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতেন। (ত, শা,)

হইল না ;” তুমি বল, নিশ্চয় ঈশ্বর নিদর্শন অবতারণে সক্ষম, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই বুঝিতেছে না। ৩৭। পৃথিবীতে কোন জীব ও আপন পক্ষ যোগে উড্ডীন হয় কোন পক্ষী তোমাদের সদৃশ মণ্ডলী বৈ নহে, আমি পুস্তকে কোন বস্তুকে উপেক্ষা করি নাই, অবশেষে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে সকলে সমবেত হইবে *। ৩৮। যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছে তাহারা মহা অন্ধকারে বধির ও মূক, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সরল পথে স্থাপন করেন। ৩৯। জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি দেখিয়াছ ? যদি তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের শাস্তি উপস্থিত হয় অথবা তোমাদের নিকটে কেয়ামত উপস্থিত হয় তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি (অন্যকে) ডাকিবে ? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (বল) ।৪০। বরং তাঁহাকেই ডাকিবে তাঁহার দিকে তোমরা যে বিষয়ের (মুক্তির জন্য) প্রার্থনা করিবে তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা মোচন করিবেন, তোমরা যাহা অংশী নির্দ্ধারিত করিয়াছ তাহা ভুলিয়া যাইবে। ৪১। (র, ৪)

এবং নিশ্চয় তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায় সকলের প্রতি আমি (তত্ত্ববাহক) প্রেরণ করিয়াছি, তৎপর তাহাদিগকে আমি রোগ ও দরিদ্রতা দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি যেন তাহারা কাতর প্রার্থনা করে। ৪২। অবশেষে যখন তাহাদের প্রতি আমার শাস্তি

---

* স্থলচর ও ব্যোমচর জীব তোমাদের দলের ন্যায় অর্থাৎ মানব মণ্ডলী সদৃশ জন্ম ও জীবন ধারণের এবং মৃত্যুর অধিকারী, অথবা ঈশ্বরের স্তুতি বন্দনায় প্রবৃত্ত। ‘আমি পুস্তকে কোন বস্তুকে উপেক্ষা করি নাই” অর্থাৎ সুরক্ষিতফলকরূপ গ্রন্থে কাহাকে পরিত্যাগ করি নাই। (ত, হো,)

উপস্থিত হইল তখন কেন তাহারা কাতর প্রার্থনা করিল না, কিন্তু তাহাদের মন কঠিন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা যাহা করিতেছিল শয়তান তাহাদের জন্য তাহা শোভাযুক্ত করিয়াছিল। ৪৩। পরন্তু যাহা উপদেশ দেওয়া গিয়াছিল যখন তাহারা তাহা বিস্মৃত হইল তখন আমি তাহাদিগের প্রতি প্রত্যেক বস্তুর দ্বার উন্মুক্ত করিলাম, এপর্য্যন্ত যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল যখন তাহাতে তাহারা আনন্দিত হইয়া উঠিল আমি একেবারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম, তৎপর অকস্মাৎ তাহারা নিরাশ হইল। ৪৪। অনন্তর যাহারা অত্যাচার করিতে ছিল সেই দলের মুল ছিন্ন হইল, বিশ্বপালক পরমেশ্বরের প্রশংসা। ৪৫। বল, দেখিয়াছ কি যদি ঈশ্বর তোমাদের কর্ণ ও তোমাদের চক্ষু প্রত্যাহার করেন এবং তোমাদের মনের উপর মোহর (মন বদ্ধ) করেন সেই ঈশ্বর ব্যতীত কোন্ ঈশ্বর আছে যে তোমাদিগকে তাহা আনিয়া দেয়? তুমি দেখ (হে মোহম্মদ) কেমন বিবিধ নিদর্শন সকল আমি ব্যক্ত করিতেছি অতঃপর তাহারা অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। ৪৬। বল, তোমরা দেখিয়াছ কি যদি ঈশ্বরের শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যরূপে তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয় অত্যাচারী দল ব্যতিরেকে কে বিনষ্ট হইবে? । ৪৭। এবং আমি সুসম্বাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক ব্যতীত তত্ত্ববাহক প্রেরণ করি নাই, যাহারা বিশ্বাসস্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহারা শোকার্ত্ত হইবে না। ৪৮। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে মিথ্যা বলিয়াছে, কুকর্ম্ম করিতেছিল বলিয়া তাহাদিগকে শাস্তি পাইতে হইবে। ৪৯। বল, তোমাদিগকে বলিতেছি না যে আমার নিকটে ঈশ্বরের ভাণ্ডার রহিয়াছে ও আমি গুপ্ত বিষয় জানি তেছি এবং আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে

আমি দেবতা; আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হয় তদ্ব্যতিরেকে (অন্য কিছুর) আমি অনুসরণ করি না; তুমি বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ কি তুল্য? তোমরা কি ভাবিতেছ না? *। ৫০। (র, ৫)

এবং যাহারা ভীত আছে যে আপন প্রতিপালকের অভিমুখে একত্রিত হইতে হইবে, তুমি তাহাদিগকে ইহা দ্বারা (কোরাণ দ্বারা) ভয় প্রদর্শন কর, তাহাদের তিনি ব্যতীত বন্ধু নাই, শুভাকাঙ্ক্ষী নাই হয় তো তাহারা ধর্ম্মভীরু হইবে। ৫১। এবং যাহারা প্রাতঃ সন্ধ্যা স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করে, তাঁহার আনন অন্বেষণ করে তুমি তাহাদিগকে দূর করিও না; তাহাদের কোন বিষয়ে গণনা তোমার নিকটে নাই এবং তোমার কোন গণনা তাহাদিগের নিকটে নাই, অতএব তাহাদিগকে দূর করিলে তুমি অত্যাচারী দিগের এক জন হইবে †। ৫২। এবং এই প্রকার আমি পরস্পরকে পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে "ইহারাই কি, যে আমাদের মধ্যে হইতে ইহাদের প্রতি ঈশ্বর উপকার সাধন করিয়াছেন?" (ঈশ্বরের উক্তি) ঈশ্বর কি কৃতজ্ঞ লোকদিগের

---

* তত্ত্ববাহক মনুষ্য বৈ নহে, তাঁহাদ্বারা অসাধ্য কার্য্য হইতে পারে না, তাঁহার নিকটে তাহা প্রার্থনা করা উচিত নয়। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি এ দুইয়ে যেরূপ প্রভেদ, সাধারণ মনুষ্য ও তত্ত্ববাহকে সেরূপ প্রভেদ। তত্ত্ববাহক চক্ষুষ্মান্ লোক সদৃশ: (ত, শা,)

† কাফেরদিগের কোন কোন দলপতি হজরতকে বলিয়া ছিল যে তোমার উপদেশ শ্রবণ করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে একাসনে সামান্য লোকেরা উপবেশন করে তাহাদের সঙ্গে আমরা তুল্যাসনে বসিতে পারি না। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, শা,)

সবিশেষ জ্ঞাতা নহেন ? ৫৩ যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা যখন তোমার নিকটে উপস্থিত হয় তুমি বলিও "তোমাদের প্রতি শান্তি, তোমাদের প্রতিপালক আপন অন্তরে অনুগ্রহ লিখিয়াছেন যে যে কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশতঃ পাপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরন্তু তাহার পর অনুতাপ ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে (সে ক্ষমা পাইবে) নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৫৪। এবং এইরূপে আমি বিভিন্নভাবে নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিতেছি, তাহাতে অপরাধীদিগের পথ প্রকাশ পাইবে। ৫৫। (র, ৬)

বল, তোমরা পরমেশ্বর ব্যতীত যাহা দিগকে আহ্বান করিয়া থাক নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে অর্চ্চনা করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছি, বল, আমি তোমাদিগের ইচ্ছার অনুসরণ করিতেছি না, (করিলে) তখন বিপথ গামী হইব ও আমি পথপ্রাপ্ত দিগের এক জন হইব না। ৫৬। বল, নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতিপালকের উজ্জ্বল প্রমাণের উপর আছি এবং তোমরা তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছ, তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা আমার নিকটে নাই ; ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যের) আজ্ঞা নাই, তিনি সত্য বর্ণনা করেন ও তিনি মীমাংসাকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৫৭। বল, তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা যদি আমার নিকটে থাকিত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে নিশ্চয় নিষ্পত্তি হইত, পরমেশ্বর অত্যাচারী-দিগের বিশেষ জ্ঞাতা। ৫৮। এবং তাঁহার নিকটে গুপ্ত বিষয়ের কুঞ্জিকা সকল আছে, তিনি ব্যতীত তাহা কেহ জানে না ; তিনি অরণ্যে ও সমুদ্রে যাহা আছে তাহা জানিতেছেন, এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন বৃক্ষ পত্র ও পৃথিবীর অন্ধকারে কোন শস্য কণিকা পতিত হয় না ও গ্রন্থে প্রকাশিত ভিন্ন কোন জল ও

কোন স্থল নাই *। ৫৯। এবং তিনিই যিনি রজনীতে তোমাদিগের প্রাণ হরণ করেন ও তোমরা দিবসে যাহা উপার্জ্জন কর তাহা জ্ঞাত হন, তৎপর তাহাতে (দিবসে) উত্থাপিত করেন যেন (জীবনের) নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয় অনন্তর তাঁহার দিকে তোমাদিগের গতি, অবশেষে তোমরা যাহা করিতেছ তিনি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দিবেন †। ৬০। (র, ৭)

এবং তিনি আপন দাস দিগের উপর পরাক্রান্ত ও তিনি তোমাদের নিকটে রক্ষক প্রেরণ করেন, যখন তোমাদের কাহার মৃত্যু উপস্থিত হয় আমার প্রেরিতগণ তাহার প্রাণ হরণ করে, তাহারা ত্রুটি করে না ‡। ৬১। তৎপর তাহাদের সত্য প্রভু পরমেশ্বরের দিকে তাহারা প্রত্যানীত হয়, জানিও তাঁহারই আজ্ঞা এবং তিনি সত্বর সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী। ৬২। বল, প্রান্তর ও সাগরের অন্ধকার হইতে কে তোমাদিগকে উদ্ধার করে ? তোমরা উচ্চৈঃস্বরে ও গোপনে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া থাক, (বলিয়াথাক) ইহা হইতে আমাদিগকে মুক্তিদান করিলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ

---

* পৃথিবীর অন্ধকারে শস্য কণিকা পতিত হওয়ার অর্থ মৃত্তিকা গর্ভে বীজ স্থাপিত হওয়া। এস্থলে গ্রন্থের অর্থ সংরক্ষিত সৃজনী শক্তি।

† "রজনীতে তোমাদের প্রাণহরণ করেন" ইহার অর্থ রাত্রিতে ঈশ্বর তোমাদিগকে নিদ্রিত করেন। "দিবসে উত্থাপিত করেন" অর্থাৎ দিবাভাগে জাগরিত করেন। তোমরা যাহা করিতেছ কেয়ামতের দিনে ঈশ্বর তোমাদিগকে জানাইবেন। (ত, হো.)

‡ যে সকল দেবতা কেয়ামত পর্য্যন্ত মানব জীবনের ক্রিয়া লিখিয়া রাখেন তাঁহাদিগকে রক্ষক বলা হইয়াছে। রক্ষক প্রেরণের উদ্দেশ্য এই যে কেয়ামতে অপদস্থ হওয়ার ভয়ে লোকে পাপ কার্য্যে উৎসাহী হইবেনা। প্রেরিতগণ তাহার

থাকিব। ৬৩। বল, ঈশ্বর তোমাদিগকে তাহা হইতে ও সমুদায় দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন, তৎপর তোমরা অংশী স্থাপন করিয়া থাক। ৬৪। বল, তিনি তোমাদের উপর হইতে কিম্বা পদতল হইতে তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিতে অথবা পরস্পরকে সংগ্রামের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে সমবেত করণে সমর্থ, দেখ, আমি কেমন বিবিধ নিদর্শন ব্যক্ত করিতেছি, ভরসা যে তাহারা জ্ঞান লাভ করিবে *। ৬৫। তোমার জ্ঞাতিগণ তাহাকে মিথ্যা বলিয়া থাকে, (কিন্তু) তাহা সত্য ; তুমি বল, আমি তোমাদের উপর রক্ষক নহি †। ৬৬। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য সময় নির্দ্ধারিত আছে, সত্বর তোমরা জানিতে পাইবে ‡। ৬৭। যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ যে আমার নিদর্শন বিষয়ে বিচার করে, যে পর্য্যন্ত তাহারা তাহা ছাড়িয়া অন্য কথার বিচারে প্রবৃত্ত না হয় সে

প্রাণ হরণ করে অর্থাৎ শমন ও তাঁহার অনুচরগণ তাহার প্রাণ হরণ করে। তাঁহারা চৌদ্দজন দেবতা। তাঁহাদের সাতজন দয়ার দেবতা, অপর সাতজন শাস্তির দেবতা। শমন বিশ্বাসীদিগের প্রাণ হরণ করিয়া দয়ার দেবতাদিগের হস্তে ও কাফের দিগের প্রাণ হরণ করিয়া শাস্তির দেবতা দিগের হস্তে সমর্পণ করেন। (ত, হো,)

* উপর হইতে শাস্তি যথা নুহীর সম্প্রদায়ের উপর ঝটিকা ও লুতীয় সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণ হইয়াছিল। পদতল হইতে শাস্তি যথা ফেরাউনের দলকে জলমগ্ন অথবা কারুণকে ভূগর্ভে নিহিত হইতে হইয়াছিল। (ত, হো,)

† "তাহাকে মিথ্যা বলিয়া থাকে" অর্থাৎ কোরেশগণ শাস্তিকে বা কোরাণকে মিথ্যা বলিয়া থাকে। কিন্তু "তাহা সত্য" অর্থাৎ সেই শাস্তি বা গ্রন্থ সত্য। (ত, হো,)

‡ প্রত্যেক বস্তুর অথবা প্রত্যেক কার্য্যের দণ্ড পুরস্কারের সময় নির্দ্ধারিত আছে, সেই নির্দ্ধারিত সময়ে তাহা উপস্থিত হয়। (ত, হো,)

পর্য্যন্ত তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ থাক, এবং যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করে তবে স্মরণ হইলে পর অত্যাচারীদলের সঙ্গে বসিও না। ৬৮। যাহারা ধর্ম্মভীরু হইয়াছে তাহাদের প্রতি তাহাদের (কাফের দিগের) কোন গণনা নাই, কিন্তু উপদেশ দান করা (বিহিত) ভরসা যে তাহারা ধর্ম্মভীরু হইবে *। ৬৯। যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে ক্রীড়ামোদরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে তুমি ছাড়িয়া দেও, সাংসারিক জীবন তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে এবং প্রত্যেকে যাহা করিয়াছে তজ্জন্য যেন মৃত্যুগ্রস্ত না হয় ইহাদ্বারা (কোরাণ দ্বারা) উপদেশ দেও; ঈশ্বর ব্যতীত তাহার বন্ধু নাই ও শুভাকাঙ্ক্ষী নাই; এবং যদি সে প্রত্যেক বিনিময় বিনিময়রূপে দান করে তাহা গৃহীত হইবে না, এই তাহারাই তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য মৃত্যুগ্রস্ত

---

* যখন মোসলমানগণ পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে উপবেশন করিতেন পৌত্তলিকগণ কোরাণের প্রতি দোষারোপ করিত ও তাহার কোন২ উক্তি লইয়া উপহাস বিদ্রূপ করিতে প্রবৃত্ত হইত। তাহাতে ঈশ্বর আদেশ করিলেন যখন দেখিবে যে বিরোধী লোকেরা কোরাণকে অসত্য বলে ও তাহার বিচার করে তখন তাহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। মোসলমানগণ প্রেরিত পুরুষের নিকটে নিবেদন করিলেন "কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ ও তাহার ভিতরে উপবেশন আমাদের আবশ্যক। বিরোধিগণও মসজেদে উপস্থিত হয় ও তাহারা সর্ব্বদা কোরাণ ও কোরাণের বিশ্বাসী লোকদিগের সম্বন্ধে উপহাস বিদ্রূপ করে। তখন আমরা তাহাদের সভা হইতে চলিয়া যাইতে পারি না, তাহাদিগকে ও উপহাস নিন্দা হইতে নিবৃত্ত করিতে অক্ষম। ইহার উপায় কি?" তাহাতে এই আয়ত প্রকাশ পায়। যে ধর্ম্মভীরু গণ কাফের দিগের অধর্ম্মাদির গণনা ও অনুসন্ধান লইবেন না, তাহাদিগকে দুষ্কর্ম্ম ও দুর্ব্বাক্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য উপদেশ দিবেন। (ত, হো,)

হইয়াছে, তাহারা কাফের হইয়াছে বলিয়া তাহাদের পানীয় উষ্ণজল ও শাস্তি দুঃখজনক। ৭০। (র, ৮)

বল, আমরা কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সেই বস্তুকে আহ্বান করিব যাহা আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করিতে পারে না? ঈশ্বর যখন আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার পরে কি আমরা শয়তানগণ যাহাকে পৃথিবীতে অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে তাহার ন্যায় পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া যাইব? তাহার জন্য বন্ধুগণ আছে তাহারা তাহাকে সৎপথের দিকে আহ্বান করিয়া থাকে যে আমাদের নিকটে আগমন কর; বল, নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশ সেই উপদেশ, এবং বিশ্বপালকের অনুগত হইতে আমরা আদিষ্ট হইয়াছি *। ৭১। এবং (আদেশ হইয়াছে) যে তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও তাঁহাকে ভয়কর, এবং তিনিই যাঁহার দিকে তোমরা সমবেত হইবে। ৭২। তিনিই যিনি বস্তুতঃ স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন, যে দিন বলেন "হও"

---

* বন্ধুগণ সৎপথে আসিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে তুমি আমাদের দিকে এস। কিন্তু দৈত্যগণ আপনাদের দিকে আহ্বান করে। সেই ব্যক্তি কি করিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। সে, শয়তানের কথা গ্রাহ্য করিলে মৃত্যুর আবর্ত্তে পতিত হয়। বন্ধুদিগের উপদেশ অনুসারে চলিলে মুক্তির রাজ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিরোধী হইয়াছে তাহাকে যেন শয়তান বণিক্ দলস্বরূপ বিশ্বাসিদল হইতে হরণ করিয়া ভয়ঙ্কর প্রান্তরে আনিয়া ফেলিয়াছে। সহচর বণিক্‌গণ অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ তাহাকে সৎপথে অর্থাৎ ধর্ম্মপথে আসিতে আহ্বান করেন এদিকে দৈত্য ছলনা করিয়া অধর্ম্মের প্রান্তরে আকর্ষণ করে। সেই পথিক যদি বণিক্‌দিগের নিকটে ফিরিয়া যায় তবে তাহাদের দলভুক্ত হইয়া সুখে থাকিতে পারে। দৈত্যের সঙ্গী হইয়াই ধর্ম্মদ্রোহী পাষণ্ড হয়। "ঈশ্বরের উপদেশই সেই উপদেশ" অর্থাৎ এস্‌লাম ধর্ম্মই ঈশ্বরের ধর্ম্ম সেই সত্যধর্ম্ম। (ত, হো,)

তাহাতেই হয়। ৭৩। তাঁহার বাক্য সত্য এবং যে দিন সুরধ্বনি হইবে সেই দিনে তাঁহারই রাজত্ব, * তিনি অন্তর্বাহ্যজ্ঞাতা এবং তিনি নিপুণ ও তত্বজ্ঞ। ৭৪। এবং (স্মরণ কর) যখন এব্রাহিম স্বীয় পিতা আজরকে বলিল "তুমি কি পুত্তলিকাকে ঈশ্বর রূপে গ্রহণ করিতেছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বিপথগামী দেখিতেছি" †। ৭৫। এবং এইরূপে আমি এব্রাহিমকে স্বর্গও পৃথিবী রাজ্য প্রদর্শন করিয়াছিলাম যেন সে বিশ্বাসীদিগের একজন হয় ‡। ৭৬। অনন্তর

---

* সুর শিঙ্গা বাদ্য বিশেষ, প্রলয় কালে তিনবার সুর বাজিবে। ইহার বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ মক্কা বাসিগণ এব্রাহিমের সন্তান বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। তাহাদের জন্য হে মোহম্মদ, তুমি এব্রাহিমের চরিত্র স্মরণ কর, তাহাদের উচিত যে ঈশ্বরের একত্ব ও যথার্থ পূজা বিষয়ে এব্রাহিমের অনুসরণ করে। (ত, হো,)

‡ পুরাকালে বাবেল নগরে নমরুদ নামক এক জন ভুবনবিজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি একদিন রজনীতে স্বপ্নে দেখিলেন যে একটি নক্ষত্র আকাশে উদিত হইয়া স্বীয় জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্যকে পরাজিত করিয়াছে। প্রাতঃকালে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের নিকটে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা স্বপ্নের এই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন যে এবৎসর বাবেল রাজ্যে এক জন মহাতেজস্বী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি মহারাজের প্রাণ হরণ করিয়া রাজত্ব অধিকার করিবেন। এই ক্ষণ পর্য্যন্ত মাতৃ গর্ভে সেই সন্তানের সঞ্চার হয় নাই। ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের মুখে এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া নমরুদ ভীত ও চিন্তিত হইলেন। রাজ্য মধ্যে কোন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে না পারে তাহার বিহিত উপায় বিধান করিলেন। গ্রামে গ্রামে প্রহরী সকল নিযুক্ত রাখিলেন। আজরনামক এক ব্যক্তি নমরুদের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি একদিন রজনীতে গোপনে স্বীয় ভার্য্যা আদনার সঙ্গে মিলিত হন, তাহাতে আদনার গর্ভসঞ্চার হয়। প্রাতঃকালে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আসিয়া নমরুদকে জ্ঞাপন করিলেন যে গত রজনীতে সেই বালক গর্ভস্থ হইয়াছে। নমরুদ

যখন তৎ প্রতি রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল সে এক নক্ষত্রকে দেখিয়া বলিল "ইহাই আমার প্রতিপালক;" পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল তখন বলিল "আমি অস্তগামী বস্তু সকলকে প্রেম করি না"। ৭৭। অনন্তর যখন চন্দ্রমাকে সমুদিত দেখিল সে বলিল "ইহাই আমার প্রতিপালক;" পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, বলিল "যদি পরমেশ্বর আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি বিপথগামীদিগের এক জন হই"। ৭৮। অনন্তর যখন সূর্য্যকে সমুদিত দেখিল, সে বলিল "ইহাই আমার প্রতি-পালক, ইহাই শ্রেষ্ঠ;" পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল সে বলিল "হে লোক সকল, তোমরা যে অংশী স্থাপন কর নিশ্চয় আমি তাহা হইতে বিমুখ আছি।" ৭৯। যিনি দ্যুলোক ভূলোক সৃজন করিয়াছেন তাঁহার দিকে নিশ্চয় আমি স্বীয় আনন সমুদ্যত

এতৎ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া এক এক জন গর্ভবতী নারীর উপর এক এক স্ত্রীকে প্রহরী রূপে নিযুক্ত করিলেন, যেন তাহারা প্রসবকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করে ও পুত্র প্রসূত হইলেই তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলে। তখন নিয়োজিত নারীগণ পরীক্ষা করিয়া আদনার কোন গর্ভের লক্ষণ বুঝিতে পারিলনা, অগত্যা তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পুনর্ব্বার কেহই তাহার প্রতি মনোযোগ বিধান করিল না। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে পুত্র প্রসূত হইয়া বা রাজ কিঙ্করী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় এই ভয়ে আদনা নগরের বাহিরে এক পর্ব্বতগুহায় চলিয়া যান। তথায় এক গর্ত্তে এব্রাহিমকে প্রসব করেন। তিনি পুত্রকে বস্ত্রাবৃত করিয়া সেই গর্ত্তে রাখিয়া দেন এবং প্রস্তর খণ্ড দ্বারা দ্বার বন্ধ করিয়া রাখেন। পরে গৃহে যাইয়া স্বামীকে বলেন যে "প্রহরিগণের ভয়ে প্রান্তরে যাইয়া সন্তান প্রসব করিয়াছি, পুত্র জন্মিয়াছিল, ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরিয়া গিয়াছে। তাহাকে মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া আসিয়াছি।" আজর এবিষয়ে কোন সন্দেহ করিলেন না। তৎপর একদিন আদনা গর্ত্তে যাইয়া দেখে যে পুত্রটি অঙ্গুলি চোষণ করিতেছে, সেই অঙ্গুলি হইতে তাহার মুখে দুগ্ধ ও মধু নিঃসৃত হইতেছে। (কেহ কেহ বলেন প্রতিদিন আদনা যাইয়া স্তন্য দান

রাখিয়াছি, আমি সত্য ধর্ম্মাবলম্বী; আমি অংশীবাদী নহি *
৮০। তাহার স্বগণ তাহার সঙ্গে বিবাদ করিল, সে বলিল
"ঈশ্বর বিষয়ে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিরোধ করিতেছ?
নিশ্চয় তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার প্রতিপালক

করিয়া আসিতেন।) আদনা সন্তানটীকে দেখিয়া প্রফুল্লমনে নগরে চলিয়া আসেন। এব্রাহিম অলৌকিকভাবে সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সুশ্রী ও সবল হইয়া উঠিলেন। একদিন আদনা আজরকে বলিলেন যে "আমি পুত্রের মৃত্যুর কথা তোমাকে মিথ্যা বলিয়াছি। দেখ আসিয়া পুত্র পরম রূপবান্ ও বলবান্ হইয়া গর্ত্তে বিরাজ করিতেছে।" এই বলিয়া তিনি আজরকে সঙ্গে করিয়া গর্ত্তে আনিয়া পুত্র প্রদর্শন করেন। আজর পুত্র মুখ দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হন ও তাঁহাকে নগরে লইয়া যাইতে অনুমতি করেন। এব্রাহিম গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়াই প্রথমতঃ অশ্ব উষ্ট্র ইত্যাদি পশু দেখিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "এসকল কি পদার্থ? এ সকলের সৃজনকর্ত্তা পালনকর্ত্তা কে?" পরে বলিলেন "আমার প্রতিপালক কে?" মাতা বলিলেন যে "আমি তোমার প্রতিপালিকা।" এব্রাহিম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তোমার প্রতিপালক কে?" আদনা বলিলেন "তোমার পিতা।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁহার প্রভু কে?" তিনি বলিলেন "নমৃরুদ।" এব্রাহিম প্রশ্ন করিলেন "নমৃরুদের প্রভু কে?" মাতা ধমকাইয়া বলিলেন "এপ্রকার উক্তি করিও না, বিপদ্ হইবে।" নমৃরুদের সময়ে কতক লোক নমৃরুদকে কতক লোক চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রকে কতক লোক পুত্তলিকাকে পূজা করিত। (ত, হো,)

* এব্রাহিম নগরে আগমন করিলে তাহাকে নমৃরুদের নিকট উপস্থিত করা হয়। নমৃরুদ কদাকার পুরুষ ছিলেন। এব্রাহিম দেখিলেন যে তিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে পরম রূপবান্ পরিচারকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "উচ্চাসনে বসিয়াছেন ইনি কে?" মাতা বলিলেন "ইনিই সকলের ঈশ্বর।" পুনর্ব্বার এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সকল লোক কাহারা?" মাতা বলিলেন "ইঁহারই সৃজিত।" এব্রাহিম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "মাতঃ, তোমাদের ঈশ্বর আপনা অপেক্ষা

যাহা কিছু ইচ্ছা করিতেছেন তাহা ব্যতীত তোমরা তাঁহার সঙ্গে যাহাকে অংশী স্থাপন করিতেছ আমি তাহাকে ভয় করি না, আমার প্রতিপালক জ্ঞান প্রভাবে সমুদায় পদার্থকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না?"। ৮১। "তোমরা যাহাকে অংশী কর তাহাকে আমি কেমন করিয়া ভয় করিব, যাহার সঙ্গে তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতারিত হয় নাই তাহাকে ঈশ্বরের অংশী করিতে তোমরা ভয় পাইতেছ না; অনন্তর যদি তোমরা জ্ঞাত আছ (তবে বল) এই দুই দলের মধ্যে কোন্ দল শান্তি লাভে যোগ্যতর"। ৮২। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও আপন বিশ্বাসকে অন্যায়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই, তাহারাই, তাহাদের জন্য শান্তি লাভ এবং তাহারা পথ প্রাপ্ত। ৮৩।" (র, ৯)

ইহাই আমার প্রমাণ আমি এব্রাহিমকে তাহার স্বগণ অতিক্রম করিয়া দান করিয়াছি, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে মর্য্যাদায় উন্নত করিয়া থাকি, নিশ্চয় তোমার ঈশ্বর (হে মোহম্মদ,) নিপুণ, জ্ঞানী। ৮৪। এবং আমি তাহাকে এস্হাক ও ইয়াকুবকে দান করিয়াছি, প্রত্যেককে আমি সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছি এবং পূর্ব্বে নুহাকে ও তাহার (এব্রাহিমের) বংশীয় দাউদ, সোলয়-মান, আয়ুব, ইয়ুসেফ ও মুসা এবং হারুণকে পথ দেখাইয়াছি, এবং এইরূপ আমি হিতকারীদিগকে পুরস্কৃত করি। ৮৫। + এবং জকরিয়া, ইয়হা ও ঈসা এবং এলিয়াসকে (পথ দেখাইয়াছি)

অন্য সকলকে সুন্দর করিয়া সৃজন করিয়াছেন, উচিত ছিল যে তাহাদের অপেক্ষা তিনি সুন্দর হন।" এব্রাহিম সর্ব্বদা পুত্তলিকার নিন্দা করিতেন ও পৌত্ত-লিকদিগকে গালি দিতেন। তাহাতে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ তাঁহার সঙ্গে বিবাদ কলহ করিত। (ত, হো,)

সকলেই সাধু ছিল। ৮৬। + এবং এস্মাইল ও অল্য়সা ও ইয়ুনস এবং লুতকে (পথ প্রদর্শন করিয়াছি) এবং মানব মণ্ডলীর উপর প্রত্যেককে গৌরবান্বিত করিয়াছি। ৮৭। + তাহাদের পিতৃপুরুষগণ, তাহাদের সন্তানগণ ও তাহাদের ভ্রাতৃগণকে (গৌরবান্বিত করিয়াছি) ও তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে সরল পথের দিকে উপদেশ দিয়াছি। ৮৮। ইহাই ঈশ্বরের উপদেশ, এতদ্দারা তিনি স্বীয় দাসদিগের যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং যদি তাহারা অংশী স্থাপন করিত তবে যাহা তাহারা করিত তাহাদিগ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইত। ৮৯। সেই তাহারা যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ ও জ্ঞান এবং প্রেরিতত্ব প্রদান করিয়াছি, যদি ইহারা ইহার (কোরাণের) প্রতি বিদ্রোহাচরণ করে তবে নিশ্চয় আমি ইহার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবে না এমন একদল নিযুক্ত করিব। ৯০। সেই তাহারা যাহাদিগকে ঈশ্বর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, অতএব তুমি তাহাদিগের পথ অনুসরণ কর, বল, ইহার উপর কোন পুরস্কার তোমাদের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি না, ইহা মানবমণ্ডলীর উপদেশ বৈ নহে *। ৯১। (র, ১০)

---

* তুমি তাহাদিগের পথ অনুসরণ কর, ইহার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বতন প্রেরিত পুরুষগণ ঈশ্বরের একত্বে ও ধর্ম্মের মূলে যে ঐক্য ছিলেন তাহার অনুসরণ কর। বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বিষয়ে অনুসরণ করিও না। এই আয়ত সম্বন্ধে মফাতিহোল্‌গয়ের নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে ঈশ্বর হজরত মোহম্মদকে বলিয়াছেন যে তুমি পূর্ব্বতন প্রেরিত পুরুষদিগের ভাবগতি ও চরিত্রের অনুসরণ কর। অর্থাৎ প্রত্যেকের গুণ ও চরিত্র জ্ঞাত হইয়া তাহার মধ্যে যাহা উত্তমোত্তম ও পরম সুন্দর তাহা অবলম্বন কর। হজরত সম্বন্ধে প্রেরিত পুরুষদিগের অনুসরণ মূলে, ধর্ম্মের শাখা প্রশাখায় নহে। কেন না তাঁহার ধর্ম্মবিধি তাঁহাদিগের ধর্ম্ম

যখন তাহারা বলিল যে ঈশ্বর মনুষ্যের প্রতি কিছুই অবতারণ করেন নাই, তখন তাহারা ঈশ্বরকে তাঁহার প্রকৃত মর্য্যাদায় মর্য্যাদা করিল না; বল, কে সেই গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছে, যাহাকে মানব মণ্ডলীর জন্য মুসা জ্যোতি ও উপদেশরূপে আনয়ন করিয়াছিল? তোমরা তাহার পত্র সকল দুই ভাগ করিতেছ ও অধিকাংশ গুপ্ত রাখিতেছ, তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা যাহা জানিতে না (তদ্দ্বারা) তাহার শিক্ষা পাইয়াছ; বল, ঈশ্বর (তাহা অবতারণ করিয়াছেন) তৎপর তিনি তাহাদিগকে আপনাদেরবাগ্বিতণ্ডায় ক্রীড়া করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ৯২। এবং এই গ্রন্থ ইহাকে আমি কল্যাণজনক রূপে ও ইহার পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা সপ্রমাণকারীরূপে অবতারণ করিয়াছি, তাহাতে তুমি মক্কাবাসীদিগকে ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবে, যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে তাহারা ইহাকেও বিশ্বাস করে এবং তাহারা স্বীয় উপাসনার রক্ষাকারী। ৯৩। ঈশ্বরের প্রতি যে ব্যক্তি অসত্যারোপ করে অথবা যে ব্যক্তি বলে যে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে পরন্তু তাহার প্রতি কিছুই প্রত্যাদেশ হয় নাই, এবং যে ব্যক্তি বলে ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদ্রূপ আমিও অবতারণ করিব তাহার অপেক্ষা

বিধিকে খণ্ডন করিয়াছে। অতএব এই উক্তির মর্ম্ম তাঁহাদের সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্ব ও সদ্গুণ গ্রহণ বিষয়ে হইবে। নানা সদ্গুণ ও সদ্ভাব যে পূর্ব্বতন তত্ত্ববাহকদিগের জীবনে ভিন্ন ভিন্নরূপে স্থিতি করিয়াছিল একা হজরতের জীবনে সে সমুদায় একত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব তিনি পূর্ব্বতন সকল প্রেরিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। ইহার উপর অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রচারের উপর তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক বল, প্রত্যাশা করি না। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রেরিত পুরুষই প্রচার করিয়া মণ্ডলীর নিকট পুরস্কার প্রার্থনা করেন নাই। (ত, হো,)

অত্যাচারী কে ? যখন অত্যাচারী লোকেরা মৃত্যু সঙ্কটে পতিত, এবং দেবগণ আপন হস্ত প্রসারণ করিয়াছে তখন তুমি যদি দেখ (বিস্মিত হইবে) (দেবতারা বলে) "তোমাদের প্রাণ বাহির কর, তোমরা যে পরমেশ্বরের প্রতি অসত্য বলিতেছিলে এবং তাঁহার নিদর্শন সকলকে তুচ্ছ করিতেছিলে তজ্জন্য অদ্য দুর্গতির শাস্তি তোমরা বিনিময় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে"। ৯৪। এবং (ঈশ্বর বলিবেন) "যদ্রূপ আমি তোমাদিগকে প্রথমে সৃজন করিয়াছি নিশ্চয় তদ্রূপ তোমারা আমার নিকটে নিঃসহায় আসিয়াছ, আমি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছিলাম তাহা আপন পশ্চাদ্ভাগে তোমরা পরিত্যাগ করিয়াছ, তোমরা যাহাদিগকে ভাবিয়াছিলে যে নিশ্চয় তাহারা তোমাদের মধ্যে অংশী, তোমাদিগের সঙ্গে তোমাদের সহায়রূপে তাহাদিগকে ত দেখিতেছি না, নিশ্চয় তোমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে, যাহা তোমরা মনে করিতেছিলে তোমাদিগ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। ৯৫। (র, ১১)

নিশ্চয় ঈশ্বর শস্য কণিকা ও বৃক্ষবীজের বিদারক, তিনি মৃত হইতে জীবিতকে এবং জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করেন, ইনিই ঈশ্বর তবে কোথায় ফিরিয়া যাও। ৯৬। ইনি উষাকালের উদ্ভেদক এবং ইনি রজনীকে বিশ্রামভূমি ও চন্দ্র সূর্য্যকে গণনার (কাল গণনার) নিদর্শন করিয়াছেন, পরাক্রান্ত জ্ঞানী (ঈশ্বরের) এই নিরূপণ। ৯৭। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য নক্ষত্র সৃজন করিয়াছেন যেন তদ্দারা সমুদ্র ও প্রান্তরেরর অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও, যাহারা বুঝিতেছে সেই দলের জন্য নিশ্চয় আমি নিদর্শন সকল বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিলাম। ৯৮। এবং তিনিই যিনি এক ব্যক্তি হইতে তোমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, তৎপর (তোমাদের জন্য) অবস্থান

ভূমি ও অর্পণ ভূমি আছে, * যাহারা বুঝিতেছে সেই দলের জন্য নিশ্চয় আমি বিস্তারিতরূপে নিদর্শন সকল বর্ণন করিলাম।৯৯। এবং তিনিই যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, তৎপর আমি তাহাদ্বারা প্রত্যেক উৎপাদ্য বস্তু বাহির করি, অনন্তর সেই জল হইতে হরিৎ পদার্থ নিষ্ক্রান্ত করি, তাহা হইতে পরস্পর সম্মিলিত বীজ নিঃসারণ করি এবং খোর্ম্মাতরু হইতে তাহার কোরক যুক্ত পরস্পর সন্নিহিত শাখাবলী (বাহির করি) এবং দ্রাক্ষালতা হইতে উদ্যান সকল বাহির করি এবং জয়তুন † ও পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ দাড়িম্ব (নির্গত করি) যখন ফল জন্মে ও তাহার পরিপক্কতা হয়, দৃষ্টি কর তাহার ফলের দিকে, যে সম্প্রদায় বিশ্বাস করিতেছে তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে।১০০। তাহারা অসুরকে ঈশ্বরের অংশী করিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে তিনি সৃজন করিয়াছেন, তাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাঁহার জন্য পুত্র ও কন্যাগণ সঙ্ঘটন করিয়াছে, তিনি পবিত্র ও যাহা বর্ণনা হয় তদপেক্ষা উন্নত।১০১। (র, ১২)

তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যের স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান কেমন করিয়া হইবে; প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ভার্য্যা নাই, তিনি সমুদায় বস্তু সৃজন করিয়াছেন, এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ।১০২। এই পরমেশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি সমুদায় পদার্থের

---

* প্রথমতঃ মনুষ্য মাতৃগর্ভে সৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে পার্থিব লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরে পৃথিবীতে স্থিতি করে, তৎপর কবরে সমর্পিত হয় ও ক্রমশঃ পরলোকের ভাব প্রকাশিত হয়, অবশেষে স্বর্গে বা নরকে অবস্থিতি করে। (ত, শা,)

† জয়তুন এক প্রকার বৃক্ষ, তাহার বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। সেই তৈল প্রদীপে এবং বোলতা দংশন করিলে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্থষ্টিকর্ত্তা, অতএব তাঁহাকে অর্চ্চনা কর, তিনি সকল পদার্থের উপর কার্য্য সম্পাদক। ১০৩। চক্ষু তাঁহাকে অবধারণ করে না, তিনি চক্ষুকে অবধারণ করেন এবং তিনি সূক্ষ্ম ও জ্ঞাতা * । ১০৪। নিশ্চয় তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালক হইতে প্রমাণ সকল আসিয়াছে, পরন্তু যে ব্যক্তি দর্শক, সে তাঁহার আত্মার জন্য (দর্শক) এবং যে ব্যক্তি অন্ধ সে তাহার আত্মার প্রতি (অন্ধ) বল (হে মোহম্মদ) আমি তোমাদিগের উপর রক্ষক নহি। ১০৫। এবং এই প্রকার আমি নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিতেছি এবং তাহাতে তাহারা বলে তুমি পাঠ করিয়াছ, জ্ঞান রাখে এমন দলের জন্য আমি তাহা ব্যক্ত করিব † । ১০৫। তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণকর, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, অংশী বাদিগণ হইতে বিমুখ হও। ১০৭। এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন তাহারা অংশী স্থাপন করিত না, আমি তোমাকে তাহাদের উপর রক্ষক করি নাই এবং তুমি তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নও। ১০৮। যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া (অন্য দেবতাকে) আহ্বান করে তাহা-

---

* অর্থাৎ তিনি স্বয়ং দর্শন না দিলে চক্ষুর এরূপ শক্তি নাই যে তাঁহাকে দর্শন করে এজন্য তিনি সূক্ষ্ম। (ত, শা,)

† ধর্মদ্রোহী কোরেশদিগের এই সংস্কার ছিল যে হজরত, জবির ও ইয়সার নামক তাঁহার দুই ভৃত্যের নিকটে উক্তি সকল শিক্ষা করেন, পরে তাহা ঈশ্বর প্রত্যাদেশ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন। ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমি বচন সকল জ্ঞানবান্ লোকের নিকট ব্যক্ত করিব, কেহ বলিতে পারিবে না যে তুমি কোন লোকের নিকটে শিক্ষা করিয়াছ, যেহেতু এই প্রকার বাক্য মনুষ্য বলিতে পারে না। (ত, হো,)

দিগকে (হে মোসলমানগণ) কুবাক্য বলিও না, যেহেতু তাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ ঈশ্বরকে অধিক কুবাক্য বলিবে; এই প্রকার আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য তাহাদের ক্রিয়া সজ্জিত করিয়াছি, অবশেষে তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে তাহাদের প্রতিগমন, তৎপর তাহারা যাহা করিতেছে তিনি তাহাদিগকে ব্যক্ত করিবেন। ১০৯। তাহারা ঈশ্বর সহকারে স্বীয় কঠিন শপথে শপথ করে যে, কোন নিদর্শন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে অবশ্য তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, বল (হে মোহম্মদ,) নিদর্শন সকল পরমেশ্বরের নিকট ভিন্ন নহে, কিসে জ্ঞাপন করিতেছে (হে মোসলমানগণ,) যখন তাহা উপস্থিত হইবে তাহারা বিশ্বাস করিবে না? ১১০। যেমন প্রথম বারে তাহারা ইহার (কোরাণের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই তদ্রূপ আমি তাহাদের অন্তর ও তাহাদের চক্ষুকে ফিরাইব এবং আপন অবাধ্যতাচরণে ঘূর্ণায়মান হইতে ছাড়িয়া দিব *। ১১১। (র, ১৩)

যদি আমি তাহাদিগের নিকটে দেবতাদিগকে অবতারণ করিতাম ও তাহাদের সঙ্গে মৃত ব্যক্তিরা কথা বলিত এবং আমি তাহাদের নিকটে সম্মুখভাগে সমুদায় বস্তু একত্রিত করিতাম ঈশ্বর ইচ্ছা না করিলে কখন তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিত না, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মূর্খতা প্রকাশ করিতেছে। ১১২।

---

* অর্থাৎ ঈশ্বর যাঁহাদিগকে আলোক দেন তাঁহারা প্রথমেই সত্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা সহকারে গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি প্রথমেই বিরোধী হয়, তাহার নিকটে কোন নিদর্শন উপস্থিত হইলেও সে কোনরূপ ছলনা করিয়া তাহা অস্বীকার করিয়া থাকে। ফেরাওণ মুসার প্রদর্শিত নিদর্শন সকলের প্রতি কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। (ত, শা)

এবং এই প্রকার আমি প্রত্যেক তত্ত্ববাহকের জন্য শয়তানরূপী মনুষ্যকে ও দানবকে শত্রু করিয়াছি, তাহাদের কেহ কেহ কাহার কাহার প্রতি প্রতারিত করিবার জন্য সুললিত বাক্য বলিয়া থাকে, যদি তোমাদের প্রতিপালক চাহিতেন তাহারা তাহা করিত না, অতএব তাহারা যাহা বদ্ধ করিতেছে তাহাতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও *। ১১৩। এবং যাহারা পরলোকে বিশ্বাসী নয় তাহাদের মন তজ্জন্য তৎপ্রতি অনুরাগী হয়, তখন তাহারা তাহা মনোনীত করে ও উহারা যাহার অনুষ্ঠাতা তাহারা তাহা করিয়া থাকে †। ১১৪। (বল) "আমি কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া (অন্য) আজ্ঞা প্রচারক অন্বেষণ করিব, তিনিই (ঈশ্বর) যিনি তোমাদের নিকটে

---

* অর্থাৎ হে মোহম্মদ, তোমার যেরূপ শত্রু আছে, সেইরূপ আমি প্রত্যেক তত্ত্ববাহকের জন্য শয়তানরূপী মনুষ্যকে ও দৈত্যদিগকে শত্রু করিয়া তুলিয়াছিলাম। কাফের লোকেরাই শয়তানরূপী মানব। তাহারা শয়তানের ন্যায় ঈশ্বরের অনুগ্রহে বঞ্চিত। কতক শয়তানরূপী দানব কতক শয়তানরূপী মনুষ্যকে অথবা কতক দানব দানবকে কতক মনুষ্য মনুষ্যকে সুললিত বাক্যে প্রতারণা করে। ঈশ্বর যদি তাঁহাদের ধর্ম্ম চাহিতেন তাহারা তত্ত্ববাহকদিগের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিত না। তাহারা যে সকল অসত্য বদ্ধ করিতেছে সেই সকল মিথ্যাচরণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও। (ত, হো,)

† কাফের লোকেরা বলিতেছিল যে মোসলমানেরা নিজে যে সকল জন্তুকে বধ করে তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং ঈশ্বর যে সকল জন্তুকে মারেন তাহা খায় না। শয়তানে সন্দেহ স্থাপনের জন্য এই সকল প্রতারণা বাক্য শিক্ষা দিয়া থাকে। মনুষ্য-বুদ্ধির আজ্ঞা নয়, আজ্ঞা ঈশ্বরের। পূর্ব্বে পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে যে, সকল জন্তুর হন্তা ঈশ্বর। কিন্তু তাঁহার নামের বিশেষ গুণ আছে। যে জন্তু তাঁহার নামের উপর বধ হইয়াছে তাহাই বৈধ, তদ্ভিন্ন যাহা মরিয়াছে তাহা অবৈধ শব। এই কয়েক আয়তে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। (ত, শা,)

বিস্তৃত গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন," যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা জানে যে ইহা সত্যতঃ তোমার প্রতিপালক হইতে অবতারিত, অতএব তুমি সন্দেহকারীদিগের একজন হইও না। ১১৫। তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য ও ন্যায়েতে পূর্ণ, তাঁহার বাক্যের কোন পরিবর্ত্তন কারীনাই, তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১১৬। এবং যদি তুমি পৃথিবীস্থ অধিক লোকের আজ্ঞানুসরণ কর তবে তাহারা তোমাকে ঈশ্বরের পথ হইতে বিচ্যুত করিবে তাহারা অনুমানের অনুসরণ বৈ করে না, ও মিথ্যা বৈ বলে না। ১১৭। নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক উত্তম জ্ঞাত যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে দূরে যাইতেছে এবং তিনি পথ প্রাপ্তকে উত্তম জ্ঞাত। ১১৮। অতএব যদি তোমরা তাঁহার নিদর্শন সকলে বিশ্বাসী হও তবে যাহার উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হইয়াছে তাহা ভক্ষণ কর। ১১৯। তোমাদের কি হইয়াছে যে যাহার উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হইয়াছে তোমরা তাহা ভক্ষণ করিবে না, এবং তোমাদের সম্বন্ধে যাহা তদ্বিষয়ে নিরুপায় হওয়া ব্যতিরেকে অবৈধ নিশ্চয় তাহা তিনি বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন, সত্যই বহু লোক অজ্ঞানতা বশতঃ স্বেচ্ছানুসারে পথভ্রান্ত হইয়াছে, নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক, সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে উত্তম জ্ঞাত। ১২০। ব্যক্ত ও গুপ্ত পাপকে * পরিত্যাগ কর, নিশ্চয় যাহারা পাপ

---

* তাহাই ব্যক্ত পাপ যাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোগে কৃত হয়। গুপ্ত পাপ তাহা যাহা চিন্তাতে হয়। হুকায়েকঃ সল্‌মি নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে সাংসারিক সুখ অন্বেষণ করা ব্যক্ত পাপ এবং পারলৌকিক সুখের প্রতি অনুরাগী হওয়া গুপ্ত পাপ, এই দুই কারণেই লোকের ঈশ্বরবিচ্যুতি হয়। কিম্বা ব্যক্ত

উপার্জ্জন করে তাহারা যাহা করিতেছে অবশ্য আমি তদনুরূপ প্রতিফল দান করিব। ১২১। যাহার উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হয় নাই তোমরা তাহা ভক্ষণ করিওনা, নিশ্চয় উহা অধর্ম্ম, নিশ্চয় শয়তান তাহার বন্ধুদিগের প্রতি আদেশ করিয়া থাকে যেন তাহারা তোমাদের সঙ্গে বিরোধ করে, যদি তোমরা তাহাদের অনুগামী হও তবে নিশ্চয় তোমরা অংশীবাদী হইবে। ১২২। (র, ১৪)

ভাল যে ব্যক্তি মরিয়াছিল পরে তাহাকে আমি জীবন দিয়াছি এবং তাহার জন্য জ্যোতি উৎপাদন করিয়াছি, সে তৎসাহায্যে মহা অন্ধকারে আছে তাহা হইতে বহির্গামী হয় না যাহার এই অবস্থা সেই ব্যক্তির সদৃশ লোকের মধ্যে বিচরণ করে, এইরূপ কাফেরদিগের জন্য তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা সজ্জিত করা হইয়াছে *। ১২৩। এইরূপ আমি প্রত্যেক গ্রামে

পাপ ইন্দ্রিয় যোগে মানবীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ সাধনে অনুরক্ত হওয়া এবং গুপ্তপাপ অন্তরে নিকৃষ্ট কামনার প্রতি প্রীতি স্থাপন করা। তাহাই ব্যক্ত পাপ যে পাপ লোকে জানিতে পারে, তাহাই গুপ্ত পাপ যাহা ঈশ্বর ও সেই পাপী মনুষ্যই জানে, অন্যে জ্ঞাত নহে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্ত পাপ কু কথা ও কু কার্য্য যাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোগে উপার্জ্জিত হয়, গুপ্ত পাপ মনের অসাধু উদ্যোগ ও মন্দ বিশ্বাস। বহরোল্ হকায়েকে উল্লিখিত হইয়াছে যে মানুষের দুই ভাগ বাহির ও অন্তর, বহির্ভাগ শরীর আন্তরিক ভাগ মন। আন্তরিক পাপের প্রকাশ কুস্বভাবানুযায়ী বিধি বিরুদ্ধ বাক্যে ও কার্য্যে হয়। যাহার অন্তর পশুগুণবিশিষ্ট তাহার বাক্যে ও কার্য্যে সেইভাব প্রকাশ পাইয়া পড়ে। (ত, হো,)

* এই আয়ত হামজা ও আবুজহলের সম্বন্ধে অথবা ওমরফারুক ও আবুজহলের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যে দিন দুরাত্মা আবুজহল হজরতের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল সে দিবস হামজা মৃগয়ায় গিয়াছিলেন।

তথাকার প্রধান পাপাচারীদিগকে সৃজন করিয়াছি, তথায় তাহারা প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে, কিন্তু নিজের জীবনের প্রতি প্রবঞ্চনা বৈ করে না এবং (তাহা) বুঝিতেছি না। ১২৫। এবং যখন তাহা-দের নিকটে কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় তাহারা বলে যে ঈশ্বরের প্রেরিতদিগকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে যে পর্য্যন্ত আমাদিগকে তৎসদৃশ প্রদত্ত না হয় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিব না; কোন্ স্থানে স্বীয় প্রেরিতত্ব স্থাপন করিতে হয় পরমেশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত আছেন, যাহারা পাপ করিয়াছে অবশ্য তাহারা ঈশ্বরের নিকটে অপমানিত এবং প্রতারণা করি-তেছে বলিয়া কঠিন শাস্তি গ্রস্ত হইবে। ১২৫। পরন্তু পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এস্‌লাম ধর্ম্মের জন্য তাহার হৃদয়কে প্রশস্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, তাহার

তিনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অত্যাচার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও আবুজহলের মস্তক শর দ্বারা বিদ্ধ করেন এবং স্বয়ং কলেমা পড়িয়া এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অতএব ধর্ম্ম জ্যোতিতে হামজা জীবিত এবং আবু জহল পাপান্ধ-কারে আচ্ছন্ন। ২য় তঃ ওমর ফারুক ও আবুজহল হজরতকে অপমান ও উৎপীড়ন করিতে অগ্রণী ছিলেন। হজরত উভয়ের মন পরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করেন, তাঁহার প্রার্থনা ফারুকের সম্বন্ধে গৃহীত হয়। অতএব ওমর ফারুক জ্যোতিষ্মান্ হন এবং আবুজহল তিমিরাবৃত থাকে। (ত, হো,)

উপরে মৃত্যুর উল্লেখ হইয়াছে। কাফেরদিগের প্রতিও সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ প্রথমতঃ অজ্ঞানতা বশতঃ সকলে মৃত ছিল। পরে বিশ্বাসী হইয়া জীবিত হইল এবং জ্যোতি লাভ করিল। মুসলমানেরা তাহাদের মুখমণ্ডলে বিশ্বাসের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিল। যাহারা বিশ্বাস লাভে বঞ্চিত হইয়াছিল তাহারা অন্ধকারে পতিত ছিল। (ত, শা,)

হৃদয়কে অতি সকীর্ণ করেন, তাহারা যেন আকাশে উঠিতে থাকে, * এই প্রকার ঈশ্বর অবিশ্বাসীদিগের প্রতি অশুদ্ধতা স্থাপিন করেন। ১২৬। (এসলাম ধর্ম্ম) তোমার প্রতিপালকের সরল পথ, নিশ্চয় আমি উপদেশ গ্রহণ করে এমন সম্প্রদায়ের জন্য আয়ত সকল বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। ১২৭। তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে শান্তি নিকেতন আছে, এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহার জন্য তিনি তাহাদিগের বন্ধু। ১২৮। এবং যে দিবস (ঈশ্বর) তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন (তিনি বলিবেন) "হে দৈত্যদল, নিশ্চয় তোমরা বহু লোককে প্রাপ্ত হইয়াছ" তাহাদের বন্ধু মানবগণ বলিবে "হে আমাদিগের প্রতিপালক, আমরা পরস্পর ফলভোগ করিয়াছি এবং যাহা তুমি আমাদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছ আমরা আমাদের সেই নির্দ্দিষ্ট কালে উপনীত হইয়াছি;" তিনি বলিবেন "ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহা ব্যতীত তোমাদের স্থান অগ্নিতে, তাহাতে চিরকাল থাকিবে;" নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক নিপুণ ও জ্ঞাতা †। ১২৯। (র, ১৫)

---

* তাহারা সত্য গ্রহণ না করিয়া যেন আকাশে পলায়ন করে, অর্থাৎ অতিশয় দূরে চলিয়া যায়। (ত, হো,)

† যখন ঈশ্বর তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন অর্থাৎ দৈত্য ও মনুষ্যদিগকে একত্র করিবেন তখন তিনি বলিবেন "দৈত্যগণ, তোমরা অনেক মনুষ্যকে ভুলাইয়া অধীন করিয়া রাখিয়াছ।" সেই অসুর দলের অনুগত মানবগণ বলিবে "পরমেশ্বর, আমরা পরস্পর ফল লাভ করিয়াছি। অর্থাৎ মনুষ্যেরা দৈত্য দ্বারা এই ফলভোগ করিয়াছে, যে তাহাদের নিকট প্রবৃত্ত চরিতার্থ হইয়াছে এবং দৈত্যগণ মনুষ্য দ্বারা এই ফললাভ করিয়াছে যে তাহাদিগকে আপনাদের অনুগত [illegible] করিয়া লইয়াছে। পরন্তু তাহারা বলিবে "পরমেশ্বর,

এইরূপে আমি পরস্পর অত্যাচারীদিগকে তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য সম্মিলিত করিয়া থাকি। ১৩০। হে দানব ও মানব দল, তোমাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিতে এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে তোমাদিগের দল হইতে কি তোমাদের সমীপে প্রেরিত পুরুষ আগমন করে নাই? * তাহারা বলিল "আপন জীবন সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দান করিতেছি;" তাহাদিগকে পার্থিব জীবন প্রতারিত করিয়াছিল এবং তাহারা স্বীয় জীবন সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিয়াছিল যে তাহারা কাফের ছিল † । ১৩১। ইহা (ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রেরণ) এই জন্য যে কখন তোমার প্রতিপালক অত্যাচার দ্বারা গ্রাম সকলের ও তন্নিবাসী দিগের ঔদাসিন্যাবস্থায় বিনাশক নহেন। ১৩২। প্রত্যেকের জন্য তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার উন্নত পদ সকল আছে,

---

তুমি আমাদের জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলে অর্থাৎ কবর হইতে উত্থাপনের যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলে এইক্ষণ আমরা সমুত্থাপিত হইয়াছি, আমাদের দশা কি হইবে? ঈশ্বর বলিবেন যে তোমরা অনন্ত অগ্নিতে থাকিবে। কিন্তু "ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহা ব্যতীত" অর্থাৎ ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে সেই শাস্তি নিবারণ করিতে পারেন। (ত, হো,)

* কথিত আছে যে দানবজাতি হইতেও তাহাদের মধ্যে প্রেরিত পুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল। অনেকে দানব প্রেরিতদিগকে নজর বলেন, তাহারা মানব কুলে মনুষ্য প্রেরিত পুরুষগণ হইতে প্রেরিত। যথা হজরত মোহম্মদ হইতে মাত্তজন দানব ধর্ম্মালোক লাভ করিয়া স্বজাতির নিকটে তাহা প্রচার করিয়াছিল। (ত, হো,)

† "আপন জীবন সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্যদান করিতেছি" অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্মদ্রোহিতা স্বীকার করিতেছি, এবং আমরা যে শাস্তি পাইবার উপযুক্ত স্বীকার করিতেছি। (ত, হো,)

তাহারা যাহা করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নহেন। ১৩৩। এবং তোমার প্রতিপালক ঐশ্বর্য্যবান্ ও দয়াবান্, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে দূর করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তোমাদের পরে স্থলবর্ত্তী করিবেন, যেমন অন্য সম্প্রদায়ের সন্তানগণ হইতে তোমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন। ১৩৪। নিশ্চয় যাহা তোমাদিগকে অঙ্গীকার করা যাইতেছে তাহা অবশ্য উপস্থিত হইবে এবং তোমরা কাতর নহ। ।১৩৫। তুমি বল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বীয় অবস্থানুযায়ি কার্য্য করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও কার্য্যকারক, অবশেষে সত্বরই তোমরা জানিতে পাইবে কোন্ ব্যক্তি যে তাহার জন্য পারলৌকিক নিকেতন হইবে, নিশ্চয় অত্যাচারিগণ মুক্ত হইবে না * ।১৩৬। তাহারা ক্ষেত্র ও গ্রাম্যপশু হইতে যাহা উৎপাদন করিয়াছে তাহার অংশ পরমেশ্বরের জন্য রাখিয়াছে, তৎপর আপন মনে মনে বলিয়াছে যে ইহা ঈশ্বরের জন্য এবং ইহা আমাদের অংশীদিগের (প্রতিমাদিগের) জন্য, পরন্তু যাহা অংশীদের জন্য হইয়াছে তাহা ঈশ্বরের প্রতি প্রবর্ত্তিত হয় না এবং যাহা ঈশ্বরের নিমিত্ত তাহা তাহাদের অংশীদিগের প্রতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারা যাহা নিষ্পত্তি করে তাহা অকল্যাণ †। ১৩৭। এবং এইরূপ অংশিবাদীদিগের অধিক সংখ্যকের জন্য তাহাদের অংশিগণ তাহাদের সন্তানগণের হত্যা সজ্জিত করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে বিনাশ

---

* এইক্ষণই তোমরা বুঝিতে পার কোন্ দিকে সংসারের গতি, এবং পরিত্রাণ সম্পদ্ কে লাভ করিবে? দেখ দীন দুর্ব্বলগণ গৌরবের নিকেতনে কেমন আহুত এবং ধনশালী প্রভুগণ কেমন লাঞ্ছনার কারাগারে প্রেরিত হইতেছেন। (ত, হো,.)

† কাফেরগণ ঈশ্বরের জন্য ও প্রতিমার জন্য শস্য ক্ষেত্র হইতে ও পশুশাবক

করে এবং তখন আপন ধর্ম্ম তাহাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন রাখে, যদি ঈশ্বর চাহিতেন তাহারা তাহা করিত না, অতএব তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও, ও যাহা করিতেছে (করুক)*। ১৩৮। এবং তাহারা বলে যে এই চতুষ্পদ সকল ও ক্ষেত্র নিষিদ্ধ, যাহা আমরা আপন অন্তরে ইচ্ছা করি তাহা ব্যতীত ভক্ষণ করা হয় না; কিন্তু এই চতুষ্পদ, তাহার পৃষ্ঠ ও বলির চতুষ্পদ যাহার উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হয় নাই, যতুপরি অসত্যারোপ হইয়াছে নিষিদ্ধ, তাহারা যে অসত্যারোপ করিতেছে তজ্জন্য একান্তই তাহাদিগকে প্রতিফল প্রদান করা হইবে †। ১৩৯। এবং তাহারা বলিয়াছে যে এই চতুষ্পদের গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষদিগের জন্য বৈধ এবং আমাদের নারীগণের

হইতে কিছু অংশ উৎসর্গ করিত। পরে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত কোন পশুকে উৎকৃষ্টতর দেখিলে প্রতিমার নিকৃষ্ট পশুর সঙ্গে বিনিময় করিত। কিন্তু প্রতিমার জন্য উৎসর্গীকৃত উত্তম পশুকে পরমেশ্বরের নিকৃষ্ট পশুর সঙ্গে বিনিময় করিত না। যেহেতু তাহারা ঈশ্বরাপেক্ষা প্রতিমাকে অধিক ভয় পাইত। পরন্তু স্বার্থও তদ্রূপ বিনিময়ের এক কারণ। প্রতিমার উদ্দেশ্যে যে পশু বলিদান হইত তাহার মাংস প্রসাদরূপে তাহারা পাইত, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলিপ্রদত্ত পশু ভিক্ষুকগণ গ্রহণ করিত। (ত, শা,)

* শয়তান যেমন কুকর্ম্মকে সজ্জিত করে এইরূপ অংশীবাদীদিগের চক্ষে তাহাদের সন্তানগণের হত্যা তাহাদের উপাস্য দেবতাগণ বা পুরোহিতগণ সজ্জিত করিয়াছিল। তখন তাহারা তাহাদিগকে বিনাশ করে, অর্থাৎ তখন তাহারা অংশীবাদীদিগকে বিপথগামী করে, এস্মাইলের ধর্ম্ম যে তাহারা আশ্রয় করিয়াছিল তাহা তাহাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন করে। (ত, হো,)

† এই চতুষ্পদ সকল ও ক্ষেত্র নিষিদ্ধ, অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত যে সকল পশু ও শস্যক্ষেত্র তাহা গ্রহণে নিষেধ। এস্থলে অসত্যারোপ হওয়ার অর্থ প্রতিমার নামে বলিদান করা। (ত, হো,)

সম্বন্ধে অবৈধ, কিন্তু যদি মরিয়া যায় তবে তাহারা তাহাতে অংশী, সত্বরই (ঈশ্বর) তাহাদের কথার প্রতিফল তাহাদিগকে দিবেন, নিশ্চয় তিনি নিপুণ ও জ্ঞাতা *। ১৪০। যাহারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ আপন সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছে নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এবং তাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে যাহা উপজীবিকা দিয়াছেন তাহা অবৈধ করিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা বিপথগামী হইয়াছে ও সৎপথগামী হয় নাই †। ১৪১। (র, ১৬)

এবং তিনিই যিনি সমুত্থাপিত ও অসমুত্থাপিত উদ্যান সকল ‡ এবং খোর্ম্মাতরু ও শস্য ক্ষেত্র যাহার খাদ্য বিভিন্ন এবং জয়তুন ও পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ দাড়িম্ব সৃষ্টি করিয়াছেন,

---

* কাফেরদিগের এই এক নিয়ম ছিল যে কোন পশুকে জব করার পর তাহার উদর হইতে জীবিত শাবক নির্গত হইলে পুরুষেরা তাহা ভক্ষণ করিত, স্ত্রীলোকদিগের সেই শাবকের মাংস খাইবার অধিকার ছিল না। মৃত শাবক বাহির করা হইলে স্ত্রীপুরুষ সকলে তাহা ভক্ষণ করিত। এই রীতি অত্যন্ত দূষিত। এস্লাম ধর্ম্মে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রভেদ নাই। শাবক জীবিত বাহির হইলে তাহাকে জব করিলেই বৈধ হয়, জব ব্যতীত তাহা শব তুল্য অবৈধ। মৃত শাবক গর্ভচ্যুত হইলে এমাম আজমের মতে তাহা অখাদ্য। (ত, শা,)

† রবি ও মজর জাতি ও অন্য কোন কোন আরব্য জাতি স্বীয় শিশু কন্যাদিগকে জীবিতাবস্থায় কবরে স্থাপন করিত। যৌবনকালে তাহাদের বিবাহাদিতে অধিক ব্যয় বিধান করিতে হইবে এই ভয়ই কন্যা হত্যার একটি প্রধান কারণ। বিশেষতঃ আরব্য জাতির মধ্যে হত্যা লুণ্ঠনাদি নিষ্ঠুরকাণ্ড সচরাচর প্রচলিত ছিল। (ত, হো,)

‡ মনুষ্য যে উদ্যানকে স্বহস্তে স্থাপন করিয়াছে, তাহা সমুত্থাপিত উদ্যান, যে সকল বৃক্ষ পর্ব্বতাদিতে স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অসমুত্থাপিত। (ত, হো,)

সে যখন ফলবান্ হয় তাহার ফল ভোগ কর এবং তাহার শস্য কর্ত্তন করিবার দিন তাহার স্বত্ব (সেদ্‌কা বা জকাত) প্রদান কর এবং অনুচিত ব্যয় করিও না, নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীকে প্রেম করেন না * ।১৪২।+এবং তিনি ভারবাহক ও ভূমিশায়ী চতুষ্পদ-দিগকে (সৃজনকরিয়াছেন), † ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা উপজী-বিকারূপে দিয়াছেন তাহা ভক্ষণ কর ও শয়তানের পদের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্টশত্রু। ১৪৩।+আট জোড়া (পশু সৃজন করিয়াছেন,) দুই জোড়া মেষ, দুই জোড়া ছাগ; বল (হে মোহম্মদ,) তিনি কি এই দুই পুং পশুকে বা এই দুই স্ত্রী পশুকে কিম্বা এই দুই স্ত্রী পশুর জরায়ু যাহার উপর সংলগ্ন হইয়াছে তাহাকে অবৈধ করিয়াছেন? ‡ যদি তোমরা সত্যবাদী হও জ্ঞানানুসারে আমাকে সংবাদ দান কর। ১৪৪।+দুই উষ্ট্র দুই গো (সৃজন করিয়াছেন,) বল, তিনি কি এই পুং পশু দ্বয়কে বা এই স্ত্রী পশু দ্বয়কে অথবা এই স্ত্রী পশু দ্বয়ের জরায়ু যাহার উপর সংলগ্ন হইয়াছে তাহ-

---

* শস্য কর্ত্তন ও ফল আহরণের সময়েই সেদ্‌কা অর্থাৎ দরিদ্রদিগকে দান জকাত অর্থাৎ উপার্জ্জিত বস্তুর চল্লিশভাগের একভাগ ধর্ম্মার্থ দান করিবে, বিলম্ব করিবে না। কেহ কেহ বলেন জকাতের বিধি মদিনাতে হইয়াছিল, এই আয়ত মক্কাতে অবতীর্ণ হয়, অতএব ইহা জকাত সম্বন্ধীয় নহে সেদ্‌কা সম্বন্ধীয়। কয়েসের পুত্র সাবেতের প্রায় পাঁচ শত খোর্ম্মা তরু ছিল। তিনি সেই সকল বৃক্ষের সমুদায় খোর্ম্মা সেদ্‌কা দিয়াছিলেন, কিছুই রাখেন নাই। তাহাতেই অনুচিত ব্যয় করিও না এই আদেশ হয়। (ত, তো,)

† ভারবাহক পশু উষ্ট্রাদি বৃহৎ পশু, ভূমিশায়ী পশু ছাগ মেষাদি ক্ষুদ্র পশু যাহাদিগকে জব করিবার জন্য ভূতলে নিক্ষেপ করিতে হয়। (ত, হো,)

‡ একটি পুংপশু একটি স্ত্রী পশু এই দুইয়ে একজোড়া।

কে অবৈধ করিয়াছেন? যখন ঈশ্বর এ বিষয়ে তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে? অজ্ঞানতা প্রযুক্ত মনুষ্যদিগকে বিপথগামী করিতে যে ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে অসত্য বন্ধন করে তাহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে? নিঃসন্দেহ ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। * । ১৪৫। (র, ১৭)

বল, (হে মোহম্মদ,) যে বস্তু সম্বন্ধে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহা শব অথবা নির্গত শোণিত কিম্বা বরাহ মাংস, এতদ্ব্যতীত যাহা, তাহা ভক্ষণে কোন ভক্ষকের প্রতি আমি নিষেধ প্রাপ্ত হই নাই; নিশ্চয় তাহা (শবাদি) মন্দ দ্রব্য যাহার

---

* মালেকর পুত্র অওফ হজরতের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল "হে মোহম্মদ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যে বস্তু অবৈধ করিয়াছিলেন একি তুমি তাহা বৈধ করিলে?" হজরত বলিলেন "তোমাদের পিতৃগণ যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা অবৈধ নহে।" অওফ বলিল "ঈশ্বর অবৈধ করিয়াছেন।" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। হজরত বলেন ঈশ্বর আট জোড়া পশুকে উপকার লাভ ও ভক্ষণের জন্য সৃজন করিয়াছেন। তোমরা তাহার কোন কোনটিকে বহিয়া সায়বা ও উসিলা এবং হাম নির্দ্ধারিত করিয়া অবৈধ বলিতেছ। ভাল এই অবৈধতা পুংপশুর সম্বন্ধে প্রথম হইতে হইয়াছে, না, স্ত্রীপশুর সম্বন্ধে পথম হইতে হইয়াছে?" অওফ নিরুত্তর হইয়া রহিল। তৎপর হজরত বলিলেন "যদি বল' পুংপশুর জন্যই নিষেধ, তবে সমুদয় পুংপশু নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এইরূপ যদি স্ত্রী পশুর জন্য নিষেধ হয়, তবে সমুদায় স্ত্রী পশু নিষিদ্ধ। যদি গর্ভের সংস্রব বলিয়া অবৈধ হয় তবে গর্ভস্থ স্ত্রী পুং সমুদায় শাবকই অবৈধ।" হজরত ইহা বলিয়া অওফকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন কিছুই বলিতেছ না?" সে বলিল তুমি বল, আমি শুনিব।" তাহাতে তিনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে যে ব্যক্তি অসত্য বন্ধন করে ইত্যাদি এই আয়তের শেষাংশ তাহার নিকটে ব্যক্ত করেন। (ত, হো,)

উপর ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যের) নাম গৃহীত হইয়াছে তাহা অশুদ্ধ, কিন্তু যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) অবসন্ন হইয়া পড়ে, অমিতাচারী ও অত্যাচারী নয়, তাহার পক্ষে বিধি, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়ালু। ১৪৬। এবং ইহুদিদিগের প্রতি সমুদায় নখযুক্ত জন্তুকে আমি অবৈধ করিয়াছি এবং গো ও ছাগের বসা যাহা ইহাদের পৃষ্ঠ বা অন্ত্র বহন করিতেছে কিংবা যাহা অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত তদ্ব্যতীত তাহাদের প্রতি অবৈধ করিয়াছি, ইহা আমি তাহাদের অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে প্রতিফল দান করিয়াছি, নিশ্চয় আমি সত্যবাদী *। ১৪৭।

অতঃপর যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে বল তোমাদের ঈশ্বর পরম দয়ালু, কিন্তু অপরাধী দল হইতে তাঁহার দণ্ড নিবারিত হয় না। ১৪৮। সত্বর অংশিবাদিগণ বলিবে যে "ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করিতেন আমরা অংশী নির্দ্ধারণ করিতাম না ও আমাদের পিতৃপুরুষগণও করিত না এবং আমরা কিছুই অবৈধাচরণ করিতাম না;" এইরূপ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা আমার শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করা পর্য্যন্ত অসত্যারোপ করিয়াছে, তুমি বল, তোমাদের নিকটে কি কোন জ্ঞান আছে তবে তাহা আমাদের জন্য বাহির কর, তোমরা অনুমান ব্যতীত অনুসরণ কর না ও তোমরা মিথ্যাবাদী বৈ নও। ১৪৯। বল, ঈশ্বরের জন্য পূর্ণ প্রমাণ আছে, পরন্তু যদি ঈশ্বর চাহিতেন তোমাদিগকে একত্র পথ

* উষ্ট্র, হিংস্র পশু ও পক্ষী এই সকল নখযুক্ত জন্তু ইহুদিদিগের সম্বন্ধে অবৈধ। গো ছাগের উদরস্থ বসা তাহাদের অভক্ষ্য। কেবল যে বসা ভিতরে বা বাহিরে পৃষ্ঠে ও পার্শ্বদেশে সংযুক্ত এবং যাহা অন্ত্র ও অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত তাহা তাহাদের পক্ষে বৈধ। (ত, হো,)

প্রদর্শন করিতেন।১৫৩। যাহারা সাক্ষ্য দান করিতেছে যে ঈশ্বর ইহা অবৈধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে বল, আপন সাক্ষ্য উপস্থিত কর, অতঃপর (হে মোহম্মদ,) যদি তাহারা সাক্ষ্য দান করে, তুমি তাহাদের সঙ্গে সাক্ষ্য দান করিও না, ও যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে এবং যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তুমি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করিও না, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে অংশী স্থাপন করে। ১৫০। (র, ১৮)

বল, তোমরা এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যাহা অবৈধ করিয়াছেন পাঠ কর (বলিয়াছেন যে) "তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী নির্দ্ধারণ করিও না, ও পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করিও এবং দরিদ্রতা প্রযুক্ত আপন সন্তান দিগকে বধ করিও না; আমি তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে জীবিকা দান করিতেছি; যাহা প্রকাশ্য কুক্রিয়া ও যাহা গুপ্ত তাহার নিকটবর্ত্তী হইও না, ঈশ্বর তাহা অবৈধ করিয়াছেন; ন্যায়ের অনুরোধ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিও না; ইহাই, এতদ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, ভরসা যে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিবে।১৫১। যে পর্য্যন্ত স্বীয় যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হয় সে পর্য্যন্ত যাহাতে উপকার হইয়া থাকে সেই ভাবে ভিন্ন নিরাশ্রয়ের সম্পত্তির নিকটবর্ত্তী হইও না; এবং ন্যায়ানুসারে তুল ও পরিমাণ পূর্ণ করিও; আমি কোন ব্যক্তিকে তাহার ক্ষমতার অতীত ক্লেশ দান করি না, যখন তোমরা কথা বলিবে স্বগণ হইলেও (তাহার পক্ষে) ন্যায়াচরণ করিও, * এবং ঈশ্বরের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করিও, ইহাই,

* অর্থাৎ আজ্ঞা প্রচার ও সাক্ষ্যদানাদিতে আত্মীয় স্বজনের পক্ষপাতী হইও না। (ত, হো,)

এতদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, ভরসা যে তোমরা উপদেশ গ্রাহ্য করিবে। ১৫২। এবং (বলিয়াছেন) ইহাই আমার সরল পথ, অতএব ইহার অনুসরণ কর, বহুপথের অনুসরণ করিও না, তবে তাহা তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে, ইহাই, এতদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন ভরসা যে তোমরা ধর্ম্মভীরু হইবে *। ১৫৩। অতঃপর (বলিতেছি) যাহারা সৎকর্ম্ম করে তাহাদের প্রতি (সম্পদ) পূর্ণ করিতে ও সমুদায় বিষয় এবং উপদেশ ও করুণা বিস্তারিত ব্যক্ত করিতে আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, ভরসা যে তাহারা আপন পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্মিলন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ১৫৪। (র, ১৯

এবং এই এক গ্রন্থ (কোরাণ) ইহাকে আমি উন্নতিবিধায়ক রূপে অবতারণ করিয়াছি, অতএব ইহার অনুসরণ কর ও ধর্ম্মভীরু হও, ভরসা যে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হইবে। ১৫৫। + (হে আরবীয় লোক, এরূপ না হউক) তোমরা যে বলিবে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি ভিন্ন গ্রন্থ অবতারিত হয় নাই, বস্তুতঃ তাহাদের অধ্যয়নে আমরা অনবগত ছিলাম। † । ১৫৭। +

---

* মস্‌উদের পুত্র আবদুল্লা বলিয়াছেন যে একদা হজরত আমার জন্য একটি রেখা টানিয়া বলিলেন ইহা ঐশ্বরিক সরল পথ, তৎপর সেই রেখার দক্ষিণে ও বামে কতকগুলি রেখা টানিয়া বলিলেন যে এই সকল পথের প্রত্যেক পথ এক এক দৈত্যের অধীনে। তাহারা লোকদিগকে এই সমস্ত পথ আশ্রয় করিবার জন্য আহ্বান করে। ইহা বলিয়াই তিনি এই আয়ত পাঠ করেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ হে আরবীয় লোক, এই গ্রন্থ আমি এই জন্য পাঠাইলাম, যেন তোমরা না বল যে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহুদি ও ঈসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি ভিন্ন অন্য

অথবা যে বলিবে যদি আমাদের প্রতি গ্রন্থ অবতারিত হইত নিশ্চয় তাহাদিগের অপেক্ষা আমরা সৎপথগামী হইতাম; পরন্ত নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের প্রতি প্রমাণ, উপদেশ ও দয়া উপস্থিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও তাহা হইতে বিমুখ হইতেছে, সত্বর আমি বিমুখ হইতেছে কারণে তাহাদিগকে কুৎসিত শাস্তি প্রতিফল দান করিব। ১৫৭। দেবতাগণ তাহাদের নিকটে আগমন করুক অথবা তোমার প্রতিপালক আগমন করুন কিম্বা তোমার প্রতিপালকের অপর নিদর্শন সকল উপস্থিত হউক, ইহা ব্যতীত তাহারা প্রতীক্ষা করে না, যে দিবস তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন উপস্থিত হইবে সে দিবস কোন ব্যক্তিকে যে পূর্ব্বে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই অথবা যে আপন বিশ্বাসেতে কল্যাণ উপার্জ্জন করে নাই তাহার বিশ্বাস উপকৃত করিবে না, তুমি বল প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি *; ১৫৮। নিশ্চয় যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করে ও

কাহার প্রতি গ্রন্থ অবতারিত হয় নাই, তাহারা কি পাঠ করিয়াছে আমরা জ্ঞাত নহি, যেহেতু তাহা আমাদের ভাষায় লিখিত নহে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ ঈশ্বরের দিক হইতে যত দূর হইতে পারে উপদেশ আসিয়াছে, গ্রন্থ ও বিধি সমাগত, তথাপি লোকে গ্রাহ্য করিতেছে না। এইক্ষণ এই প্রতীক্ষা করিতেছে যে ঈশ্বর স্বয়ং আগমন করুন অথবা কেয়ামতের লক্ষণ প্রকাশিত হউক তবে বিশ্বাস করিব। কিন্তু যখন কেয়ামতের নিদর্শন উপস্থিত হইবে অর্থাৎ সূর্য্য পশ্চিম হইতে সমুদিত হইবে তখন কাফের লোকের বিশ্বাস ও পাপীর অনুতাপ গৃহীত হইবে না। (ত, শা,)

প্রায় সকল ভাষ্যকারের মতে পশ্চিমদিকে সূর্য্যের উদয় হওয়াই এই নিদর্শন। যে রজনীর অবসানে পশ্চিমদিকে সূর্য্য প্রকাশ পাইবে সেই রাত্রি সুদীর্ঘ রাত্রি

দলে দলে বিভক্ত হয় কোন বিষয়ে তুমি তাহাদিগের নও, তাহাদের কার্য্য পরমেশ্বরের প্রতি (অর্পিত) বৈ নহে, তাহারা যাহা করিতেছে তৎপর তিনি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন। ১৫৯। যে ব্যক্তি সাধুতা আনয়ন করিয়াছে তাহার জন্য উহার দশ গুণ (পুরস্কার) এবং যে ব্যক্তি অসাধুতা আনয়ন করিয়াছে তাহাকে তদনুরূপ ব্যতীত বিনিময় দেওয়া যাইবে না এবং তাহারা (উভয়ে) অত্যাচরিত হইবে না। ১৬০। বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথের দিকে আমাকে পথ দেখাইয়াছেন, (বল) প্রকৃত ধর্ম্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত এব্রাহিমের ধর্ম্ম (পালন করিতেছি) সে অংশীবাদীদিগের একজন ছিল না। ১৬১। বল, নিশ্চয় আমার নমাজ ও আমার হজ্জ এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বপালক ঈশ্বরের জন্য। ১৬২। +এবং তাঁহার অংশী নাই, এ বিষয়ে আমি আদিষ্ট হইয়াছি ও আমি প্রথম মোসলমান। ১৬৩।

হইবে। জাগরণ করিয়া যাঁহারা সাধনা করেন তাঁহারা এই দীর্ঘতা দেখিয়া মনে করিবেন যে মহাব্যাপার উপস্থিত, অনুতাপ প্রার্থনা ও আর্ত্তনাদ করিতে থাকিবেন। তৎপর পশ্চিমদিকে উষার চিহ্ন প্রকাশিত হইবে। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে প্রকাশ পাইবে, তাহার জ্যোতি থাকিবে না। আপন বিশ্বাসে কল্যাণ উপার্জ্জন করার অর্থ আপন বিশ্বাসানুসারে সৎকার্য্য করা, যে ব্যক্তি বিশ্বাসকে ক্রিয়াহীন মনে করে না সেই তাহা করিয়া থাকে, অন্যে সদনুষ্ঠান করে না। এমাম হোসন বসোরী বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি পশ্চিম সূর্য্য উদয় হওয়ার পূর্ব্বে বিশ্বাসী হইয়াছে কিন্তু বিশ্বাসানুযায়ী শুভ কার্য্য করে নাই যখন এই নিদর্শন দর্শন করিয়া শুভানুষ্ঠান করিবে সেই অনুষ্ঠান পরিগৃহীত হইবে না। মালমোত্তজিলে উক্ত হইয়াছে যে সেই দিবস কাফেরের বিশ্বাস ও পাপীর অনুতাপ অগ্রাহ্য হইবে। এ বিষয়ে হদিসে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও এই কথার প্রতিপোষক, যথা যে পর্য্যন্ত পশ্চিমে সূর্য্য সমুদিত না হয় সে পর্য্যন্ত অনুতাপ ব্যর্থ হইবে না। (ত, হো,)

বল," আমি কি পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া প্রতিপালক অন্বেষণ করিব? তিনি সমুদায় পদার্থের প্রতিপালক, কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি ভিন্ন কার্য্য করে না, কোন ভারবাহক অন্যের ভার বহন করে না; অবশেষে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদের প্রতিগমন, অনন্তর তোমরা তৎপ্রতি যে অন্যথাচরণ করিয়াছ তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দেওয়া যাইবে। ১৬৪। তিনি যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীর অধিপতি করিয়াছেন, তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে কাহার উপরে তোমাদের কাহাকে পদোন্নত করিয়াছেন, নিশ্চয় (হে মোহম্মদ) তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে সত্বর, এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৬৫। (র, ২০)

কোরাণ শরিফ।

সুরা ফাতেহা। *

প্রথম অধ্যায়।

৭ আয়ত।

(দাতা † ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) ১। বিশ্বপালক পরমেশ্বরের প্রশংসা।২। + তিনি দাতা ও দয়ালু ৩।

---

* বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা সূত্রে কোরাণের এক এক সুরা (অধ্যায়) অবতীর্ণ হইয়াছে। ফাতেহা সুরা সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে একদা মহাপুরুষ মোহম্মদ মক্কার প্রান্তরের পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে "হে মোহম্মদ।" এই শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে গগণমার্গে স্বর্ণময় সিংহাসনের উপর একজন জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ ইহা দেখিয়া ভয়ে পলাইতে ছিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ তিনি "হে মোহম্মদ," এই শব্দ শ্রবণ করিলেন। খদিজাবিবীর পিতৃব্য পুত্র দরকা পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ ও ইতিহাস শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে আরব দেশে একজন স্বর্গীয় তত্ত্ববাহক সমুপস্থিত হইবেন জানিতেন, তিনি এই ব্যাপার অবগত হইয়া হজরত মোহম্মদকে বলিলেন, "যখন এই শব্দ শ্রবণ করিবে পলায়ন করিও না, কি বলাহয় মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিও"। হজরত তদনুসারে কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের মুখে এই কথা শ্রবণ করিলেন, "হে মোহম্মদ! আমি জেব্রিল, তুমি এই দলের নবি" (স্বর্গীয় সংবাদদাতা)। তৎপর বলিলেন "আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও তাঁহার দাস"। অপিচ বলিলেন "বল বিশ্বপালক পরমেশ্বরের প্রশংসা" ইত্যাদি ফাতেহা সুরার শেষ বচন পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইল। (তফসির শাহ, অবোদল্ কাদের)।

† "রহমাণ" শব্দের অর্থ দাতা লিখিত হইল। কিন্তু "রহমাণ" শব্দের প্রকৃত

+ বিচার দিবসের অধিপতি। ৪। আমরা তোমাকে অর্চ্চনা করিতেছি এবং তোমার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ৫। তুমি আমাদিগকে সরলপথ প্রদর্শন কর। ৬। যাহাদিগের প্রতি আক্রোশ হইয়াছে এবং যাহারা পথভ্রান্ত তাহাদের পথ নয়, যাঁহাদের প্রতি তুমি কৃপা করিয়াছ তাঁহাদিগের পথ প্রদর্শন কর। ৭।

অর্থ প্রলয়ান্তে চরমকালে পুনর্ব্বার মানবীয় অস্তিত্বের প্রদাতা। মোসলমানদিগের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস এই যে মৃত্যুর পর আত্মা দেহের সঙ্গে কবরের ভিতরে বাস করে। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে এক সময় জগতের প্রলয় হইবে। তখন ভূগর্ভস্থ জীর্ণ ও বিচূর্ণ দেহ সকল পুনর্গঠিত ও সজীব হইয়া ঈশ্বরের বিচারাসনের সমীপে আগমন করিবে। ঈশ্বর বিচারান্তে সাধু বিশ্বাসী লোকদিগকে নিত্য স্বর্গে ও কাফের অর্থাৎ অবিশ্বাসী পাষণ্ডদিগকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন। এই পুনর্জীবন দানের জন্য ঈশ্বরের এক নাম "রহমান।" এই নাম বিশেষ ভাবে কেবল তাঁহাতেই প্রযোজ্য হয়। এই প্রকার পুনর্জীবন ও উত্থান ব্যাপার কে "কেয়ামত" বলে। মোসলমানদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহুদি খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও পারলৌকিক মত এইরূপ।

সুরা বকর। *

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২৮৬ আয়ত, ৪০ রকু।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি)। ১।

আমি সুবিজ্ঞ ঈশ্বর। নিঃসন্দেহ এই পুস্তক, † ইহাতে ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য পথ প্রদর্শন আছে। ২ + যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং আমি যে উপজীবিকা দিয়াছি তাহা ব্যয় করে। ৩। + এবং তোমার প্রতি ‡ ও তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতারণ করিয়াছি তাহা যাহারা বিশ্বাস করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে তাহারাই বিশ্বাসী। ৪। তাহারা তাহাদের প্রতিপালক ঈশ্বর হইতে জ্ঞানলাভের যোগ্য এবং তাহারা পরিত্রাণ পাইবে। ৫। যাহারা ঈশ্বর-দ্রোহী হইয়াছে তুমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর

---

* এই সুরা মদিনায় অবতীর্ণ হয়। মদিনায় মালেক নামক ইহুদি এই কথা বলিয়া বিশ্বাসীলোক দিগের মনে সন্দেহ উৎপাদন করিতেছিল যে পরমেশ্বর প্রাচীন গ্রন্থ সকলে যাহার উল্লেখ করিয়াছেন এই গ্রন্থ সেই গ্রন্থ নহে। এই সংশয় অপনোদন করিবার জন্য বিশ্বাসীদিগের প্রশংসা ও অবিশ্বাসী ঈশ্বর দ্রোহী লোকদিগের গ্লানি সূচক এই সুরা অবতীর্ণ হয়। (ত, শা,)

† ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিবেন বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থ সকলে স্বীকার করিয়াছেন, অথবা যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে সংরক্ষিত ছিল "এই পুস্তক" বলিতে সেই পুস্তককে লক্ষ্য করা হইয়াছে। (তফ্সির হোসেনী)

‡ ঈশ্বরের উক্তি হজরত মোহম্মদের প্রতি।

তাহাদের পক্ষে তুল্য, তাহারা বিশ্বাস করিবেনা। ৬। ঈশ্বর তাহাদিগের অন্তঃকরণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ও তাহাদের চক্ষু কর্ণের উপর আবরণ আছে এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। ৭। (রকু ১)

মনুষ্যের মধ্যে এরূপ লোক আছে যে তাহারা বলিয়া থাকে "আমরা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস রাখি. কিন্তু তাহারা বিশ্বাসী নহে। ৮। ঈশ্বরকে ও বিশ্বাসী লোকদিগকে ব্যতীত অন্য কাহাকে বঞ্চনা করেনা এবং তাহারা বুঝিতে পারে না।৯। তাহাদের অন্তরে রোগ আছে, পরন্তু ঈশ্বর তাহাদের রোগ প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাদের জন্য ক্লেশজনক শাস্তি আছে, যেহেতু তাহারা অসত্য বলিতেছে। ১০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল "ভূমণ্ডলে অহিতাচরণ করিওনা ;" তাহারা বলিল "আমরা হিতকারী বৈ নহি।"। ১১। অবগত হও, নিশ্চয় তাহারা অহিতকারী, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। ১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল লোকে যেমন বিশ্বাস করিয়াছে তদ্রূপ তোমরা বিশ্বাস কর, তাহারা বলিল "নির্ব্বোধ লোকেরা যেরূপ বিশ্বাস করিতেছে আমরা কি তদ্রূপ বিশ্বাসকরিব" ? অবগত হও, নিশ্চয় তাহারাই নির্ব্বোধ, কিন্তু বুঝিতেছে না। ১৩ এবং যখন বিশ্বাসী লোকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন তাহারা বলে "আমরা বিশ্বাসী." ও যখন নিভৃতে স্বীয় শয়তানদিগের সঙ্গে [আপন দলপতিগণের সঙ্গে) বাস করে তখন বলে "নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগত, আমরা উপহাস করি বই নহে"। ১৪। ঈশ্বর তাহাদিগকে উপহাস করেন * ও তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে তাহা-

---

* "ঈশ্বর তাহাদিগকে উপহাস করেন" এই কথার তাৎপর্য্য ঈশ্বর তাহাদিগকে উপহাসের প্রতিফল দান করেন। (ত, হো,।)

দিগকে অবকাশ দেন, তাহারা বিপথে ঘুরিয়া বেড়ায়। ১৫। ইহারাই তাহারা যাহারা সুপথ লাভের বিনিময়ে বিপথগমনকে ক্রয় করিয়াছে, ইহাদের বাণিজ্যে লাভ হয় নাই ও ইহারা সুপথগামী নহে। ১৬। যথা, কেহ অগ্নি প্রজ্বলিত করিল, পরে যখন সেই অগ্নি তাহার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিল, ঈশ্বর তাহার পার্শ্বস্থ লোকসকল হইতে অগ্নির জ্যোতিঃ প্রত্যাহার করিলেন এবং তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখিলেন, তাহারা কিছু দেখিতে পাইল না, ইহারা ঈদৃশ। ১৭। ইহারা বধির, মুক, অন্ধ; অপিচ ইহারা পরিবর্ত্তিত হয় না। ১৮। কপট লোকেরা ঈদৃশ, যেমন আকাশ হইতে মহা বৃষ্টিপাত হইতেছে, তাহাতে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ; ইহারা ভয়ানক গর্জ্জন শুনিয়া মৃত্যুভয়ে স্বস্ব কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেছে; ঈশ্বর কপটদিগের আক্রমণকারী। ১৯। সত্বরই বিদ্যুৎ ইহাদের চক্ষু হরণ করিবে; যখন বিদ্যুৎ ইহাদিগকে জ্যোতিঃ প্রদান করে ইহারা সেই জ্যোতিতে চলিতে থাকে, যখন ইহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন দণ্ডায়মান থাকে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহাদের চক্ষু কর্ণ হরণ করিতে পারেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী*। ২০। [র, ২]

হে লোক সকল, যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা আপনাদের সেই পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা কর; তাহাতে তোমরা রক্ষা পাইবে। ২১।

---

* ধর্ম্মে পরিণামে সম্পূর্ণ সম্পদ, পূর্ব্বে কিছু ক্লেশ; যেমন বারি বর্ষণের পরিণামে শস্যোৎপত্তি, কিন্তু তাহার প্রথমে বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ। কপট লোকেরা প্রথমে ক্লেশ দেখিয়াই ভয় পায় এবং তাহাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। যেমন বিদ্যুৎ কখনও প্রজ্বলিত ও কখন অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ কপট লোক দিগের মনে কখনও ধর্ম্ম স্বীকার কখনও অস্বীকার হইয়া থাকে। (ত, শা,)

যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা, আকাশকে চন্দ্রাতপ করিয়াছেন, ও আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন, পরে তাহা হইতে নানাবিধ ফল তোমাদের উপজীবিকার জন্য উৎপাদন করেন; যখন তোমরা ইহা অবগত আছ তখন সেই ঈশ্বরের সদৃশ নিরূপিত করিও না। ২২। আমি যাহা আমার দাসের প্রতি অবতারণ করিয়াছি, তাহাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে তবে তৎসদৃশ এক সুরা উপস্থিত কর; যদি তোমরা সত্যব্রত হও তবে ঈশ্বর ব্যতীত যাহারা তোমাদের সাহায্যকারী আছে তাহাদিগকে আহ্বান কর। ২৩। পরন্তু যদি করিলে না, নিশ্চয় করিতে পারিবে না; অতএব যে অগ্নির ইন্ধন মনুষ্য সেই নরকাগ্নির সম্বন্ধে সাবধান হও; ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের জন্য প্রস্তর সকল সঞ্চিত আছে। ২৪। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য্য করিয়াছে তাহাদিগকে (হে মোহম্মদ,) তুমি এই সুসংবাদ দান কর যে তাহাদের জন্য স্বর্গের উদ্যান নির্দ্দিষ্ট আছে, যে উদ্যানে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত রহিয়াছে; যখন সেই উদ্যান হইতে ফলপুঞ্জ উপজীবিকারূপে তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে তাহারা বলিবে আমি পূর্ব্বে যাহা দান করিয়াছি ইহা সেই ফল; আকারে পরস্পর সাদৃশ্য গৃহীত হইবে,* ও সেখানে তাহাদের জন্য পুণ্যবতী ভার্য্যা সকল থাকিবে এবং তাহারা তথায় নিত্য কাল বাস করিবে। ২৫।

নিশ্চয় ঈশ্বর মশকের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবের উদাহরণ দিতে লজ্জিত হন না, কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী

* কথিত আছে স্বর্গোদ্যানের ফলের আকার পৃথিবীর ফলের আকারের ন্যায়, কিন্তু আস্বাদনে বিভিন্নতা আছে।

(ত, শা)

তাহারা জানে যে তাহাদের ঈশ্বরের এই রূপ দৃষ্টান্ত সত্য; ঈশ্বর-দ্রোহী লোকেরা বলে "এই উদাহরণে ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়?" ইহা দ্বারা পরমেশ্বর অনেক লোককে পথচ্যুত ও অনেককে পথ প্রদর্শন করিতেছেন; এতদ্দ্বারা কুক্রিয়াশীল লোক ব্যতীত অন্যে পথ-চ্যুত হয় না*। ২৬। ঈশ্বরের অঙ্গীকারবন্ধনের পর যাহারা তাহা ভঙ্গ করে এবং ঈশ্বর সম্মিলন বিষয়ে যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা লঙ্ঘন করে এবং পৃথিবীতে অহিতাচরণ করে তাহারাই অত্যাচারী। ২৭। কেমন করিয়া তোমরা ঈশ্বরদ্রোহী হও; অবস্থা ত এই—তোমরা নির্জীব ছিলে পরে তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু হইবে, পুনর্ব্বার তিনি জীবন দান করিবেন; অবশেষে তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রতি-গমন। ২৮। তিনি সেই, যিনি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎ-সমুদায় তোমাদিগের জন্য সৃজন করিয়াছেন, তৎ পর নভো-মণ্ডলের প্রতি মনোযোগী হইয়া সপ্ত স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তিনি সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানী। ২৯। (র, ৩)

যখন তোমার ঈশ্বর (হে মোহম্মদ,) দেবগণকে বলিলেন যে "নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে দলপতি সৃজন করিব" তাহারা বলিল "তুমি কি এমন লোককে তথায় সৃজন করিবে যাহারা অত্যাচার ও শোণিতপাত করিতে থাকিবে? আমরা তোমার প্রশংসা করিয়া থাকি ও পবিত্রতা স্বীকার করি।" ঈশ্বর বলিলেন "যাহা তোমরা জ্ঞাত নও, নিশ্চয় আমি তাহা জ্ঞাত আছি"। ৩০। ঈশ্বর

---

* ঈশ্বর কোরাণে মশক ও ঊর্ণনাভ ইত্যাদি জীবের আখ্যায়িকা দৃষ্টান্ত স্থলে বলিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকেরা তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে অর্থ গ্রহণ না করিয়া বিপথগামী হইয়াছে, এবং বিশ্বাসীরা মনোযোগ বিধানে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আলোক লাভ করিয়াছেন। (ত, শা,)

আদমকে সমুদায় পদার্থের নাম শিখাইয়াছিলেন, পরে তৎসমুদায় পদার্থ দেবগণের নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন "যদি তোমরা সত্যবাদী, তবে এই সকল দ্রব্যের নাম আমাকে জ্ঞাপন কর।" ৩১। দেবগণ বলিলেন "পবিত্র তুমি (হে ঈশ্বর,) যাহা তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ তদ্ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই, নিশ্চয় তুমি জ্ঞাতা ও সুবিজ্ঞাতা।" ৩২। ঈশ্বর বলিলেন "হে আদম, তুমি ইহাদিগকে এই সকল বস্তুর নাম জ্ঞাপন কর;" অনন্তর যখন আদম তাহাদিগের নিকটে নাম সকল ব্যক্ত করিল তখন ঈশ্বর বলিলেন "আমি তোমাদিগকে কি বলি নাই যে সত্যই আমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত আছি ও তোমরা প্রকাশ্যে যাহা করিতেছ এবং যাহা গুপ্ত রাখিতেছ তাহা অবগত হইতেছি?" ৩৩। যখন আমি দেবগণকে বলিলাম "তোমরা আদমকে প্রণাম কর," শয়তান ব্যতীত সকলে প্রণাম করিল, শয়তান অগ্রাহ্য করিল, অবাধ্য হইল ও ঈশ্বরদ্রোহী হইল। ৩৪। আমি বলিলাম "হে আদম, স্বর্গে তুমি সস্ত্রীক বাস করিতে থাক এবং তোমরা দুই জনে ইহার প্রচুর খাদ্য যথা ইচ্ছা ভক্ষণ কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটে যাইওনা, গেলে পর অপরাধী হইবে"। ৩৫। অনন্তর শয়তান তাহাদিগকে তথা হইতে বিচলিত করিল, তৎপ[illegible] তাহারা যে সম্পদে ছিল তাহা হইতে নিষ্ক্রামিত হইল, আমি ব[illegible]লাম "তোমরা অধোগামী হও, তোমরা পরস্পরের শত্রু, ভূমণ্ডলে তোমাদিগের বাসস্থান হইবে, ও কিছু কাল ফল ভোগ করিতে থাকিবে। ৩৬। পরে আদম ঈশ্বরের নিকটে কয়েক কথা শিক্ষা করিল.* অনন্তর ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন; নিশ্চয় তিনি

* ঈশ্বর আদমের অন্তরে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই ভাবে প্রার্থনা করিও তাহা হইলে তোমাকে ক্ষমা করা যাইবে। (ত, শা,)

প্রত্যাবর্ত্তনকারী ও দয়ালু। ৩৭। আমি বলিয়াছিলাম যে “তথা হইতে এক যোগে অধোগমন কর, পরে তোমাদের নিকটে আমা-হইতে উপদেশ আসিলে যে ব্যক্তি সেই উপদেশের অনুসরণ করিবে তাহার কোন ভয় থাকিবে না, সে শোকার্ত্ত হইবে না”। ৩৮। (রু, ৪)

যাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তাহারা নরকাগ্নির অধিবাসী, সেখানে তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে। ৩৯। হে এস্রায়েল বংশীয় লোক সকল, আমি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি সেই দান স্মরণ কর এবং আমার কথা পালন কর, আমি তোমাদের কথা পালন করিব ; পরন্তু আমা হইতে ভীত হও *। ৪০। আমি যাহা (কোরাণ)

---

* ইয়কুবের বংশোদ্ভব লোক এস্রায়েল জাতি, এই এস্রায়েল বংশে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা মুসা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট “তওরয়ত” গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়। তিনি এস্রায়েল জাতিকে মেসরের ঈশ্বরদ্রোহী অত্যাচারী রাজা ফেরওণের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া শামদেশে আনয়ন পূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে সেই দেশের অধিকার প্রার্থনা করে। ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে এই মর্ম্মে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে তোমরা যদি তওর-য়তের বিধির উপর স্থির থাক, এবং আমি যে যে পেগাম্বরকে (তত্ত্ববাহককে) প্রেরণ করিব, তাহাদের অনুবর্ত্তী হও, তাহা হইলে শামদেশ তোমাদের অধিকারে রাখিব।” তখন তাহারা সেই অঙ্গীকারে বদ্ধ থাকে, পরে বিপথ-গামী হয়। অর্থাৎ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে ; উৎকোচগ্রাহী ও শাস্ত্রীয় প্রশ্ন সকলের অসত্য মীমাংসাকারী হয়। তোষামোদের অনুরোধে সত্যে অসত্য আরোপ করে, প্রভুত্বের অভিলাষী হয়, স্বর্গীয় তত্ত্ববাহকদিগকে অগ্রাহ্য করে “তওরয়ত” গ্রন্থে তত্ত্ববাহকদিগের চরিত্র যেরূপ লিখিত ছিল তাহার পরিবর্ত্তন করে। এইক্ষণ ঈশ্বর নিজের অনুগ্রহ ও তাহাদিগের অবাধ্যতা স্মরণ করাইয়া

প্রেরণ করিলাম তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের সঙ্গে যে পুস্তক বিদ্যমান এই পুস্তক তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, * ইহার সঙ্গে তোমরা প্রথম ঈশ্বরদ্রোহী হইও না, ও আমার নিদর্শন সকলের নিকৃষ্ট মূল্য গ্রহণ করিও না † এবং আমা হইতে ভীত হইও। ৪১। এবং তোমরা সত্যের সঙ্গে অসত্যকে মিশ্রিত ও সত্যকে গোপন করিও না; তোমরা তো জ্ঞাত আছ? ৪২। উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, জকাত ‡ প্রদান কর, উপাসকমণ্ডলীর সঙ্গে উপাসনা কর। ৪৩। তোমরা কি লোকদিগকে সৎকার্য্য করিতে আদেশ কর এবং আপনাদিগকে ভুলিয়া যাও ও তোমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া কি অর্থ বোধ করিতেছ না? ৪৪। সহিষ্ণুতা ও উপাসনাযোগে আনুকূল্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় ইহা কঠিন; কিন্তু বিনীত লোকদিগের পক্ষে কঠিন নয়। ৪৫। যে সকল লোক

দিতেছেন। "তোমাদিগকে" স্থলে তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে বুঝাইবে। ইহুদিজাতি এস্রায়েল বংশীয়। (ত, হো,)

শামদেশ তুরস্কের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত। এদেশের এক নগরের নাম কেনান। এই নগরে মুসার পূর্ব্বপুরুষ ইয়ুসেফের পিতা ইয়কুব বাস করিতেন। এই কেনানকে কেহ কেহ দেশ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ পারস্য অভিধানকার গয়সোদ্দিন কেনান ইয়কুবের অধিষ্ঠিত নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* ধর্ম্মপুস্তক "তওরয়তে বর্ণিত আছে যে যিনি তত্ত্ববাহক রূপে ধর্ম্মগ্রন্থসহ প্রকাশিত হইবেন, যদি তিনি "তওরয়তকে" সত্য বলেন তবে তিনি সত্য তত্ত্ব-বাহক অন্যথা মিথ্যা। (ত, শা,)

† "নিদর্শন সকলের নিকৃষ্ট মূল্য গ্রহণ করিওনা।" ইহার অর্থ সংসার-প্রীতির অনুরোধে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিও না। (ত, হো,)

‡ বার্ষিক আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধর্ম্মোদ্দেশে দান করাকে "জকাত" বলে, প্রত্যেক মোসলমান এইরূপ দানে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

জানে যে তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইবে ও তাঁহার প্রতি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনকারী তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে। ৪৬। (র, ৫)

হে এস্রায়েল বংশীয় লোক সকল, আমি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি আমার সেই দান স্মরণ কর নিশ্চয় আমি সমুদয় লোকের উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছি। ৪৭। যে দিবস কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কিঞ্চিৎ উপকার লাভ করিবে না ও কাহারও অনুরোধ স্বীকৃত এবং কাহার নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না ও লোকে সাহায্য পাইবে না তোমরা সেই বিচারের দিনকে ভয় করিও। ৪৮। স্মরণ কর আমি যখন ফেরাওয়ণীয় সম্প্রদায় হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতেছিল, তোমাদের পুত্র সন্তানদিগকে বধ করিয়া কন্যাদিগকে জীবিত রাখিতে ছিল ও এই ব্যাপারে ঈশ্বর হইতে তোমাদের গুরুতর পরীক্ষা ছিল। ৪৯। এবং (স্মরণ কর) আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা ও ফেরাওয়ণীয় লোকদিগকে জল-মগ্ন করিয়াছিলাম, তোমরা তাহা দর্শন করিতেছিলে। ৫০। এবং (স্মরণ কর) যখন আমি মুসার সঙ্গে চত্বারিংশৎ রজনীর অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, পরে মুসা চলিয়া গেলে তোমরা গোবৎসকে আশ্রয় করিলে* ও তোমরা দুর্ব্বৃত্ত হইলে। ৫১। অতঃপর আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম যে তাহাতে তোমরা ধন্যবাদ দিবে। ৫২। এবং (স্মরণ কর) যখন আমি তোমরা সত্য পথ পাইবে বলিয়া মুসাকে পুস্তক ও প্রমাণ দান করিলাম। ৫৩। এবং (স্মরণ কর) যখন মুসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল "হে আমার মণ্ডলীস্থ লোকসকল, নিশ্চয় তোমরা

---

* ইহার ইতিহাস এরাফ সুরাতে বিবৃত হইবে।

গোবৎসকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করিয়া নিজের প্রতি অনিষ্টা-চরণ করিয়াছ, অতএব স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে প্রত্যাভিমুখ হও, অতঃ-পর স্বস্ব জীবনকে বিনাশ কর, তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণ; অনন্তর ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকারী ও কৃপালু। ৫৪। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিতেছিলে "হে মুসা, যে পর্য্যন্ত আমরা ঈশ্বরকে স্পষ্ট দর্শন না করিব সে পর্য্যন্ত কখন তোমাকে বিশ্বাস করিব না"; পরে তোমাদের উপর বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল, ও তোমরা তাহা দেখিতে ছিলে। ৫৫। অনন্তর প্রাণত্যাগ করিলে আমি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছিলাম, যেন তোমরা ধন্যবাদ কর। ৫৬। এবং তোমাদের উপর বারিবাহকে চন্দ্রাতপ করিয়া-ছিলাম, "মন্ ও সলওয়া" উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিলাম এই শুদ্ধ বস্তু সকল তোমাদিগকে দান করিলাম, ইহা ভক্ষণ কর; তাহারা আমার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই, নিজের প্রতি অনিষ্টাচ-রণ করিতেছিল*। ৫৭। এবং [স্মরণ কর] যখন আমি বলিয়াছিলাম

---

* ফেরওয়ণ জলমগ্ন হইলে এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা মুক্ত হইয়া শাম-দেশে যাত্রা করিলেন। তখন প্রান্তরে মহা বাত্যায় তাঁহাদের পটমণ্ডপ সকল ছিন্ন হইয়া যায়। সমুদয় দিন মেঘ তাঁহাদের উপর ছায়া দান করিয়া রৌদ্র নিবারণ করে। "মন" ও "সলওয়া" তাহাদের আহারার্থ উপস্থিত হইত। "মন" এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার মিষ্ট দ্রব্য, রজনীতে এস্রায়েল সৈন্যের চতুর্দ্দিকে পুঞ্জ পরিমাণে বর্ষিত হইত। প্রাতঃকালে তাঁহারা তাহা সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিতেন। সলওয়া এক প্রকার পশু। সন্ধ্যা কালে এই পশু দলে দলে আসিয়া বেড়াইত, সৈন্যগণ তাহাদিগকে বধ করিয়া কবাব করিয়া খাইতেন। (ত, শা,)

সলওয়া এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী, তাহা ইমন দেশে দৃষ্ট হয়। এই পক্ষী

এই গ্রামে প্রবেশ করিয়া এই স্থানের যথা ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর, প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে আসিয়া বল যে আমরা ক্ষমা চাহিতেছি, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব, এবং নিশ্চয় হিতকারী লোকদিগকে অধিক দান করিব *। ৫৮। অনন্তর যাহারা দুষ্ট লোক ছিল তাহাদিগকে যে কথা বলা হইয়াছিল তাহারা তাহার বিপরীতাচরণ করিল, পরে আমি সেই সকল দুষ্ট লোকের অসদাচরণ জন্য তাহাদের উপর স্বর্গ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম। ৫৯। (র, ৬)

যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য জল প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আমি বলিয়াছিলাম "তোমার যষ্টিদ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর"; অনন্তর তাহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ নির্গত হইল, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার ঘাট জানিতে পারিল ; আমি বলিলাম 'পান কর" তাহারা ঈশ্বর প্রদত্ত পানীয় পান করিল, আর তোমরা

তৃণপত্রে বসিয়া সুমিষ্ট স্বরে গান করিয়া থাকে। অরণ্যে এস্রায়েল সৈন্যের চতুষ্পার্শ্বে এই পক্ষী বাত্যাহত হইয়া দলে দলে ভূতলে পড়িয়া যাইত, এবং এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা সেই সকলকে ধরিয়া আনিয়া কবাব করিয়া খাইতেন। "তাহারা আমার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই, নিজের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতে ছিল" এই কথার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর বলিতেছেন যে "আমি বলিয়াছিলাম এই শুদ্ধ বস্তু তোমাদিগকে দান করা যাইতেছে, ভক্ষণ কর, কল্যকার জন্য ভাবিও না।" তাহারা সেই আজ্ঞা পালনে বিমুখ হইলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ঈশ্বর "আমার প্রতি" ইত্যাদি এই উক্তি করিলেন। (ত, হো,)

* এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে আপনাদিগের পাপের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল ; এই বৃত্তান্ত মায়দা সুরাতে বিশেষ রূপে বিবৃত হইবে। একদা তাঁহারা অরণ্যে আহার প্রাপ্ত হন না, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে এক গ্রামের নিকট উপস্থিত করিয়া আদেশ করেন "গ্রামের দ্বারে প্রণাম করিতে করিতে যাও এবং পাপ ক্ষমা হউক বলিতে থাক"। (ত, শা,)

পৃথিবীতে অত্যাচার করিয়া ফিরিও না*। ৬০। যখন তোমরা বলিলে "হে মুসা! আমরা একবিধ খাদ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব না, অতএব আমাদের জন্য তোমার ঈশ্বরকে আহ্বান কর, ক্ষেত্রে শাক, কাঁকড়ি, গোধূম, মসুরডাল, পলাণ্ডু জন্মে তিনি যেন আমাদিগের নিমিত্ত এই সকল দ্রব্য বাহির করেন," মুসা বলিল "তোমরা কি নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে উৎকৃষ্ট বস্তুর বিনিময় করিতে চাহ? কোন নগরে অবতীর্ণ হও, পরে তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহা নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে;" পরে সেই সকল লোক দুর্দ্দশা ও দরিদ্রতা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরের আক্রোশের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইল; যেহেতু তাহারা ঈশ্বরবাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, ও তত্ত্ববাহকদিগকে অযথা বধ করিতে লাগিল, অপরাধ করিয়াছিল বলিয়া এরূপ ঘটিল, এবং তাহারা সীমা লঙ্ঘন করিতে ছিল। ৬১ (র, ৭)

নিশ্চয় যাহারা মোসলমান ও যাহারা মুসায়ী ও যাহারা ঈসায়ী এবং যাহারা অধার্ম্মিক তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকার্য্য করে ঈশ্বরের নিকট তাহাদিগের পুরস্কার আছে, তাহাদিগের ভয় নাই, তাহার শোক পাইবে না†। ৬২। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমাদিগ

* সেই অরণ্যে জল ছিল না। এক প্রস্তর হইতে বারটী প্রস্রবণ নির্গত হয় এস্রায়েল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বারটী দল ছিল, এক এক দল এক এক প্রস্রবণে জল পান করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যে দলের লোক হউক না কে বিশ্বাসী হইলেই স্বর্গের শান্তিবারি লাভ করিবে; দলের বিশেষত্বের প্রাধা নাই। (ত, শা,)

† ঈশ্বরের অনুগ্রহ কোন বিশেষ দলের প্রতি নহে, বিশ্বাসী ও সৎকর্ম শীল হইলেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হয় ও তাঁহার নিকট পুরস্কার পাও যায়। এস্থলে এই উক্তি এই কারণ হইল যে এস্রায়েল বংশীয় লোকে "আমরা পেগম্বরের সন্তান ও নানা প্রকারে ঈশ্বরের নিকট শ্রেষ্ঠ", এই ভাবি অহঙ্কারী হইয়াছিল। (ত, শা,)

হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করি ও তোমাদের মস্তকোপরি তুর পর্ব্বত উত্থাপন করি তখন বলিয়াছিলাম "আমি যাহা দান করিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর, ও এই তওরয়তে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর, তবে তোমরা আশ্রয় পাইবে" *। ৬৩। অতঃপর তোমরা ফিরিয়া আসিলে, যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও কৃপা না থাকিত তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। ৬৪। নিশ্চয় তোমরা জ্ঞাত আছ যে তোমাদের মধ্যে যাহারা শনি-বাসরে বিধি লঙ্ঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে আমি বলিয়াছি-লাম "তোমরা জঘন্য মর্কট হইয়া যাও" †। ৬৫। অনন্তর যাহারা সেই স্থানে উপস্থিত ছিল ও যে সকল লোক পরে আগমন করিবে তাহাদিগের নিমিত্ত এই ব্যাপারকে শাসন এবং সংসার বিরাগী লোকদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিলাম। ৬৬। এবং (স্মরণ কর) যখন মুসা স্বজাতিকে বলিয়াছিল "নিশ্চয় ঈশ্বর একটী গোহত্যা করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন।" তাহারা বলিল "তুমি কি আমাদিগকে উপহাস করিতেছ"? মুসা বলিল "ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, যে আমি একজন অজ্ঞান হইব!!"। ৬৭। তাহারা বলিল "তুমি আমাদের জন্য তোমার

---

* ঈশ্বর মুসার অধীনতা স্বীকার ও তওরয়তের বিধি সকল পালন বিষয়ে ইস্রায়েল জাতি হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধি অবতীর্ণ হইলে অতিশয় কঠিন বলিয়া তাঁহারা তাহা পালন করিতে অসম্মত হন ও অবাধ্য হইয়া উঠেন। তাহাতে ঈশ্বরের আদেশে তুর পর্ব্বত (বাইবল গ্রন্থে সায়না পর্ব্বত লিখিত) তাঁহাদের উপর দণ্ডায়মান, সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি পশ্চাদ্ভাগে জলপূর্ণ নদী প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহারা উপায় না দেখিয়া ব্যাকুল অন্তরে অধোবদনে পড়িয়া থাকেন সেই সময় ঈশ্বর বলেন "আমি যাহা দান করিয়াছি গ্রহণ কর" ইত্যাদি। (ত, হো)

† এরাফ সুরাতে ইহার বিস্তীর্ণ ইতিহাস বিবৃত হইবে।

ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন উক্ত গো কীদৃশী”; মুসা বলিল “সত্যই ঈশ্বর বলিতেছেন, নিশ্চয় সেই গো প্রাচীনা নয় ও নবীনা নয়, মধ্যমবয়স্কা, অতএব যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা সম্পাদন কর”। ৬৮। তাহারা বলিল “তুমি আমাদের জন্য তোমার ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন যে তাহার বর্ণ কিরূপ,” মুসা বলিল “সত্যই ঈশ্বর বলিতেছেন, নিশ্চয় সে পীতবর্ণ, তাহার বর্ণ অতীব পীত, সেই বর্ণ দর্শকগণকে সন্তোষ প্রদান করে”। ৬৯। তাহারা বলিল "তুমি আমাদের জন্য তোমার ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদিগের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন যে সেই গো কিরূপ? তদ্রূপ পশু কি আমাদের নিকটে প্রাপ্য? এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা সৎপথ প্রাপ্ত হইব”। ৭০। মুসা বলিলেন “সত্যই তিনি বলিতেছেন নিশ্চয় সে গো ভূমি কর্ষণে ও ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনে ব্যবহৃত হয় নাই, সে নির্দোষ, তাহাতে তিলাঙ্ক নাই”; তাহারা বলিল “এইক্ষণ তুমি সত্য বলিতেছ, অনন্তর তাহারা সেই গো পশুকে হত্যা করিতে অনিচ্ছু সত্ত্বেও তাহা করিল *। ৭১। (র, ৮)

---

* উপরি উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গোর নাম মজহরা, উহা একজন ধার্ম্মিক ...বার নিকটে ছিল। এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা প্রচুর মূল্য দানে তাহা হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনিয়া বধ করেন। অধিক মূল্য দানে গো ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া প্রথমে তাঁহারা তৎকার্য্যে উদ্যত হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে গো ক্রয় করিয়া হত্যা করিতে বাধ্য হন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া গোবৎসের মূর্ত্তি পূজা করিতে ছিলেন, এই গো হত্যা তাঁহাদের সেই গোমূর্ত্তি পূজা রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইল।

(ত, হো,)

এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে ছিলে, তোমরা যাহা গোপন করিতে ছিলে ঈশ্বর তাহার প্রকাশক হইলেন। ৭২। অনন্তর আমি বলিলাম "হত গোর অঙ্গবিশেষ দ্বারা হত ব্যক্তিকে আঘাত কর"; এইরূপে ঈশ্বর মৃতকে জীবিত করেন, এবং তোমাদিগকে নিজের নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যেন তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়*। ৭৩। অতঃপর তোমাদিগের অন্তঃকরণ কঠিন হইল, অনন্তর তাহা পাষাণ সদৃশ, বরং কাঠিন্যে তদপেক্ষা অধিক হইল, নিশ্চয় কোন প্রস্তর বিদীর্ণ হইয়া যায় ও তাহা হইতে জল নিঃসৃত হয়, নিশ্চয় কোন প্রস্তর ঈশ্বরের ভয়ে অধঃপতিত হইয়া থাকে, তোমরা যাহা করিতেছ তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে। ৭৪। অনন্তর (হে বিশ্বাসী লোক সকল,) তোমরা কি আশা কর যে ইহারা তোমাদের অনুরোধে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, নিশ্চয় ইহাদের একমণ্ডলী ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করিতেছে ও তাহারা তাহা জ্ঞাত আছে। ৭৫। যখন তাহারা বিশ্বাসী লোকদিগের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে যে "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি"; এবং যখন নির্জ্জন হয় পরস্পর বলে "ঈশ্বর তোমাদের নিকটে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদিগকে কি জানাইতেছ ? তাহা হইলে তাহারা সেই প্রমাণ দ্বারা

* কথিত আছে এস্রায়েল জাতির এক জন নিহত হইয়াছিল। অনুসন্ধানে হত্যাকারীকে না পাওয়াতে ঈশ্বর বলিলেন, "একটি গো হত্যা কর ও সেই হত পশুর অঙ্গ বিশেষ দ্বারা নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাত কর, তাহাতে সে জীবিত হইয়া কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে ব্যক্ত করিবে।" পরে সেইরূপ আচরণ করিলে হত ব্যক্তি জীবিত হইয়া হত্যাপরাধী স্বীয় পিতৃব্য পুত্রদিগের নাম উল্লেখ করিল। তদনন্তর হত্যাকারিগণ হত্যাপরাধের শাস্তি প্রাপ্ত হইল।
(ত, হো,)

তোমাদের ঈশ্বরের নিকটে তোমাদের সঙ্গে বিচার করিবে, তোমরা কি বুঝিতেছ না" * ? ৭৬। ইহুদি লোকেরা কি জানে না যে তাহারা যাহা গোপনে করে ও যাহা প্রকাশ্যে করে ঈশ্বর তাহা জানেন। ৭৭। তাহাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত আছে, তাহাদের অসৎ কামনা জ্ঞান ব্যতীত গ্রন্থজ্ঞান নাই, তাহারা কল্পনা ছাড়া নহে। ৭৮। যাহারা সামান্য মূল্য গ্রহণ করিবে বলিয়া পুস্তক লিখিয়া বলে যে ইহা ঈশ্বরের নিকট হইতে সমাগত, ধিক্ তাহাদিগকে; লিপি করার জন্য তাহাদের হস্তকে ধিক্, তাহাদের ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য তাহাদিগকে ধিক্। ৭৯। এবং তাহারা বলে নরকাগ্নি নির্দ্ধারিত কয়েক দিন ব্যতীত আমাদিগকে দগ্ধ করিবে না, জিজ্ঞাসা কর তোমরা কি ঈশ্বরের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছ যে ঈশ্বর কখন স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করিবেন না, তোমরা কি ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহা না জান তাহা বলিতেছ ?। ৮০। হাঁ যাহারা পাপ করিয়াছে, তাহারা নরকাগ্নির নিবাসী, তাহারা তাহাতে সর্ব্বদা থাকিবে। ৮১। (র, ৯)

এবং (স্মরণ কর) যখন আমি এস্রায়েল জাতিকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়া বলিলাম যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার পূজা করিও না, পিতা মাতার প্রতি প্রতিবেশীর প্রতি ও দরিদ্রদিগের প্রতি সদাচরণ করিও, লোকদিগকে সৎকথা বলিও, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিও, ধর্ম্মার্থ দান করিও; পরে তোমরা অধিকাংশই তাহা

---

* ইহুদিদিগের মধ্যে যাহারা কপট ছিল, তাহারা তোষামোদের অনুরোধে তাহাদের পুস্তকে যে হজরত মোহম্মদের প্রসঙ্গ ছিল মোসলমানদিগের নিকটে বর্ণন করিত, এবং যাহারা বিরোধী ছিল তাহারা সেই সকল লোকের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিত স্বীয় শাস্ত্রের তত্ত্ব মোসলমানদের নিকটে কেন প্রচার করিতেছ ? (ত, শা,)

অগ্রাহ্য করিলে ও তোমরা অগ্রাহ্যকারী। ৮২। এবং (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়া বলিলাম যে পরস্পরের শোণিত পাত করিও না, এবং স্বজাতিগণকে গৃহ হইতে তাড়াইও না, তোমরা সম্মত হইলে, তোমরাই সাক্ষী। ৮৩। পরন্তু তোমরা সেই সকল লোক, যে পরস্পর হত্যা করিতেছ ও তোমরা তোমাদের এক দলকে তাহাদিগের গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিতেছ এবং তাহাদের প্রতি পাপাচরণ ও অত্যাচার করিতে এক জন অন্য জনের সহায় হইতেছ, তাহারা বন্দী হইয়া তোমাদের নিকটে আসিলে তোমরা তাহাদিগকে "ফদিয়া" * (বিনিময়) কর; প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে তাড়িত করা তোমাদের সম্বন্ধে অবৈধ কার্য্য, তোমরা কি কোন গ্রন্থকে বিশ্বাস করিয়া কোন গ্রন্থের প্রতি বিপক্ষতাচরণ কর? তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ করে তাহাদের পার্থিব জীবনে ও বিচার দিবসে দুর্গতি ব্যতীত কি ফল আছে? তোমরা গুরুতর শাস্তিতে প্রত্যানীত হইবে, তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অজ্ঞাত নহেন। ৮৪। ইহারা সেই সকল লোক যাহারা পরলোকের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করিয়াছে, অতএব ইহাদের সম্বন্ধে দণ্ড লঘু হইবে না, এবং ইহারা সাহায্য পাইবে না। ৮৫। (র, ১০)

সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি ও তাহার অন্তে ক্রমান্বয়ে প্রেরিত সকলকে আনিয়াছি এবং মরয়মের পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল অলৌকিকতা দানে ও পবিত্রাত্মা † যোগে বল

---

* কোন বন্দীকে ক্রয় করিলে যে বস্তু দ্বারা ক্রয় করা হয় তাহাকে "ফদিয়া" বলে। এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা স্বজাতীয় কোন লোককে বন্দী পাইলে তাহার বিনিময়ে অন্য বন্দীকে ক্রয় করিয়া ক্রীতদাস করিয়া রাখিতেন।

† পবিত্রাত্মাই জেব্রিল, জেব্রিল সর্ব্বদা মহাত্মা ঈসার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। (ত, শা)

বিধান করিয়াছি, ভাল, পরে যখন কোন প্রেরিত পুরুষ যে বস্তু তোমাদের অন্তর ভাল বাসিত না তাহা লইয়া তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইল, তোমরা এক দলকে বধ করিলে ও এক দলকে মিথ্যাবাদী বলিলে *। ৮৬। এবং তাহারা বলে যে আমাদের অন্তঃকরণ আবৃত, বরং ইহা বিরুদ্ধাচারের জন্য তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের অভিসম্পাত হইয়াছে, যেহেতু ইহারা ক্ষীণ-বিশ্বাসী। ৮৭। এবং তাহাদের হস্তে যে গ্রন্থ আছে তাহার প্রমাণকারী গ্রন্থ (কোরাণ) ঈশ্বরের নিকট হইতে যখন তাহাদের সন্নিধানে অবতীর্ণ হইল, তাহরা পূর্ব্ব হইতে অনেকেশ্বর বাদী-দিগের উপর যাহা দ্বারা (যে পুস্তকের যোগে) জয়ান্বেষণ করিতেছিল তাহাদের নিকটে তাহা উপস্থিত হইলে তাহারা যাহার জ্ঞান রাখিত তাহা অস্বীকার করিল; অতএব সেই ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাত হইল †। ৮৮। যাহার বিনিময়ে তাহারা জীবনকে বিক্রয় করিয়াছে তাহা অসৎ, এই যে ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ, তাহারা বিদ্বেষবশতঃ তাহার বিরোধী হইয়াছে, ঈশ্বর স্বীয় অনুগ্রহে আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় অবতরণ করেন; অতঃপর তাহারা পরমেশ্বরের ক্রোধের পর ক্রোধে নিপতিত হইল, ‡ ঈশ্বরদ্রোহীদিগের জন্য বিষম শাস্তি আছে। ৮৯।

---

* ইহুদিরা প্রেরিত পুরুষ ইয়হা, ও জকরিয়াকে হত্যা করিয়াছিল এবং মহাত্মা ঈসা ও হজরত মোহর্ম্মদকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। (ত, হো,)

† ইহুদিরা খ্রীষ্টানদিগের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক কালে স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থকে সপ্রমাণ করিতে যাইয়া বলিত যে সত্বরই ভবিষৎ সংবাদবাহক উপস্থিত হইবেন এইক্ষণ তাহারা সেই সংবাদবাহক হজরত মোহম্মদকে অস্বীকার করিল। (ত, শা,)

‡ ইহুদিরা মহাত্মা ঈসাকে ও বাইবলকে অগ্রাহ্য করিয়া একবার ঈশ্বরের

যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে "ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস কর," তাহারা বলিল "আমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ তাহা বিশ্বাস করিতেছি," এবং উহা ব্যতীত যাহা তাহারা তাহার বিরোধী হইল, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের নিকটে যাহা (যে পুস্তক) আছে তাহার প্রমাণকারী ইহা, (এই কোরাণ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে তবে ইতিপূর্ব্বে ঈশ্বরের সংবাদবাহকদিগকে কেন বধ করিয়াছিলে? ৯০। এবং নিশ্চয় মুসা উজ্জ্বল নিদর্শন সকল সহ তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল; পরে তোমরা তাহার অগোচরে গোবৎসকে আশ্রয় করিলে ও অন্যায়াচারী হইলে। ৯১। এবং যখন আমি তোমাদের হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম ও তোমাদের উপর তুরগিরি উত্থাপন করিয়া বলিলাম, "যাহা আমি দান করিলাম তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর ও শ্রবণ কর"; তাহারা বলিল "শুনিলাম ও অগ্রাহ্য করিলাম"; * অন্তরে তাহারা বিদ্রোহিতাবশতঃ গোবৎসের প্রেম পান করিল, বল (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা ধার্ম্মিক, তবে তোমাদের ধর্ম্ম যাহা আদেশ করিতেছে তাহা অকল্যাণ! † ৯২। বল, যদি ঈশ্বরের নিকটে অপর লোক অপেক্ষা তোমাদের জন্য বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে তবে মৃত্যুকে

কোপে পতিত হয়; পুনর্ব্বার মহাপুরুষ মোহম্মদ ও কোরাণকে অস্বীকার করিয়া ক্রোধে পতিত হইল। (ত, হো,)

* "শুনিলাম ও অগ্রাহ্য করিলাম" এই কথার তাৎপর্য্য, মুখে গ্রাহ্য করিল জীবনে অগ্রাহ্য করিল। এই বাক্যের প্রথমাংশ ইহুদিদিগের প্রতি, শেষাংশ ইহুদিদিগের চরিত্র সম্বন্ধে হজরত মোহম্মদের প্রতি উক্ত হইয়াছে।

† এস্থলে এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে তোমরা ধার্ম্মিক নও, কল্পিত ধার্ম্মিক। যেহেতু ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে অকল্যাণ আদেশ করেন না। অধর্ম্ম হইতেই অকল্যাণ হয়। (ত, হো,)

আকাঙ্ক্ষা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও *। ৯৩। পূর্ব্বে তাহাদের হস্ত যাহা প্রেরণ করিয়াছে † সেই কারণে তাহারা তাহা (মৃত্যু) আকাঙ্ক্ষা করিবে না, পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৯৪। নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনের প্রতি অতিশয় আসক্ত পাইবে, এবং অনেকেশ্বরবাদীদিগের অপেক্ষা তাহাদের এক এক জন দীর্ঘায়ু আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের প্রতি সহস্র বৎসর আয়ু প্রদত্ত হয় এরূপ তাহাদিগের ইচ্ছা, এই প্রকার জীবন প্রদত্ত হইলেও এই জীবন তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে না, ও তাহারা যাহা করে ঈশ্বর তাহার দর্শক। ৯৫। (র, ১১)

বল যে ব্যক্তি জেব্রিলের বিরোধী হয় (সে অনিষ্ট করে) কেননা নিশ্চয় সেই জেব্রিল ঈশ্বরের আদেশে তোমার অন্তরে এই কোরাণ অবতারণ করে, তাহার (ইহুদির) হস্তে যে গ্রন্থ আছে ইহা তাহার সত্যতার প্রতিপাদক ও বিশ্বাসী দিগের পথপ্রদর্শক এবং সুসংবাদ দাতা। ৯৬। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার দেবগণের ও তাঁহার প্রেরিতগণের এবং জেব্রিল ও মেকাইলের বিরোধী হয় নিশ্চয় ঈশ্বর সেই বিরোধীর বিরোধী। ৯৭। নিশ্চয় আমি তোমার নিকটে উজ্জ্বল নিদর্শন সকল উপস্থিত করিয়াছি, দুর্ব্বৃত্ত লোক ব্যতীত কেহ তাহার বিরোধী হয় না। ৯৮। কেমন, যখন তাহারা প্রতিজ্ঞা বন্ধন করিল তাহাদের এক দল তাহা পরিত্যাগ করিল এবং তাহা-

---

* ইহুদিরা বলিয়া থাকে যে মৃত্যুর পর স্বর্গে কেবল আমরাই যাইব, আমাদের শাস্তি হইবে না। ঈশ্বর বলিলেন যদি তোমরা স্বর্গে যাইবে, মৃত্যুকে কেন ভয় কর।

† ইহার তাৎপর্য্য—পেগাম্বরদিগকে হত্যা করা ও ঈশ্বরতত্ত্ব অস্বীকার করা বশতঃ ইহুদিরা যে পাপের দণ্ড ঈশ্বরের নিকটে সঞ্চয় করিয়াছে, সেই ভয়ে তাহারা মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

দের অধিকাংশ বিশ্বাস করিতেছে না। ৯৯। এবং যখন ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাদের সন্নিধানে প্রেরিত পুরুষ তাহাদের সঙ্গে যে পুস্তক আছে তাহার সত্যতা প্রতিপাদন করিতে আগমন করিল, সেই যাহা-দিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের এক দল ঐশীগ্রন্থকে পশ্চাভাগে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা ইহা জ্ঞাত নহে*। ১০০। এবং সোলয়মানের রাজত্ব কালে দৈত্যগণ যে বিদ্যার চর্চ্চা করিত, ইহারা উহার অনুসরণ করিয়াছে, সোলয়মান ধর্ম্মবিরোধী হয় নাই; কিন্তু দৈত্যগণ ধর্ম্মবিরোধী হইয়াছিল, এবং বাবেল নগরে হারুত মারুতের প্রতি যাহা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল ইহারা উহার অনুসরণ করিতেছে, কিন্তু হারুত মারুত যে পর্য্যন্ত না ব্যক্ত করিতেছিল যে আমরা পরীক্ষায় পড়িয়াছি, অতএব তোমরা কাফের হইও না, সেপর্য্যন্ত তাহারা কাহাকেও শিক্ষাদান করে নাই; পরে লোকে যাহাদ্বারা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয় তাহাদের নিকটে তাহা শিক্ষা করিত; ইহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা দ্বারা কাহার ক্ষতি করিতে পারে না, তাহাতে ইহাদেরই ক্ষতি হয় লাভ হয় না, তাহা ইহারা জানে; এবং নিশ্চয় ইহারা জ্ঞাত আছে, যে ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ক্রয় করিয়াছে পরকালে তাহার লাভ হয় নাই, তাহার বিনিময়ে যে আত্মবিক্রয় করিয়াছে নিশ্চয় তাহা মন্দ, তাহা বুঝিলে ভাল ছিল†। ১০১। নিশ্চয় ইহারা যদি বিশ্বাসী হইত, বৈরাগ্য অবলম্বন করিত, তবে নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে উত্তম পুরস্কার ছিল, যদি ইহারা বুঝিত। ১০২।

(র, ১২)

* ইহুদি সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ কোরাণকে অস্বীকার করে। (ত, হো)

† ইহুদিরা নিজের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা দুই উপায়ে লোকে লাভ করে।

হে বিশ্বাসী লোক সকল, "রাআনা"* এই শব্দ উচ্চারণ করিও না, বলিও আমাদিগকে লক্ষ্য কর ও শ্রবণ কর, ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের জন্য ক্লেশজনক শাস্তি আছে। ১০৩। যাহারা ঈশ্বরদ্রোহী হইয়াছে তাহারা গ্রন্থাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে প্রীতি করে না এবং তোমাদের প্রতি ঈশ্বর হইতে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় ইহা অংশীবাদীরা ভাল বাসে না ও ঈশ্বর নিজ কৃপাগুণে যাহাকে ইচ্ছা হয় বিশেষত্ব দান করেন, ঈশ্বর মহান্ কৃপালু। ১০৪। আমি নিদর্শন খণ্ডন করি অথবা বিস্মৃত করাইয়া দি, তাহা অপেক্ষা উত্তম বা তত্তুল্য নিদর্শন আনয়ন করিয়া থাকি; তোমরা কি জ্ঞাত নহ যে ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতা-

---

সোলয়মানের সময়ে মনুষ্য ও দৈত্যগণ একত্র ছিল, লোকে দৈত্যগণের নিকটে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। ইহুদিরা বলে হজরত সোলয়মান হইতে আমরা এই বিদ্যা লাভ করিয়াছি, সোলয়মান ইহারই বলে মনুষ্য ও প্রেত-লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ঈশ্বর কহিতেছেন যে ইহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য, সোলয়মানের এরূপ কার্য্য নহে। তাহার সময় দানবগণই শিক্ষা দান করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ হারুত ও মারুত এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে, ইহুদিরা এরূপও বলিয়া থাকে। হারুত ও মারুত দুই দেবতার নাম, তাঁহারা মনুষ্যের আকারে বাবেল নগরে আপনাদের পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। যে কেহ তাহা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইত তাঁহারা প্রথমতঃ বলিতেন যে ইহাতে ধর্ম্মের হানি হয়, আমরা এজন্য শাস্তি পাইতেছি। তৎপর [illegible] বাধ্য করিলে শিক্ষা দান করিতেন। ঈশ্বর পরীক্ষা করিতে চাহেন। ঈশ্বর বলিয়াছেন যে এরূপ বিদ্যায় কোনরূপ পারলৌকিক কল্যাণ হয় না, বরং অকল্যাণ হয়, এবং সংসারে ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত কেহ কিছু করিতে পারে না। (ত, শা,)

* হজরত মোহম্মদ যখন সাধারণকে উপদেশ দিতেন তখন ইহুদিরা কোন কথা বুঝিতে না পারিলে তাহা বুঝিয়া লইবার জন্য কিম্বা উপহাসের ভাবে "রাআনা" বলিত, "রাআনা" শব্দের অর্থ আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর। কিন্তু ইহুদিদিগের

শালী? ১০৫। তোমরা কি জান না যে দ্যুলোক ও ভূলোকের রাজত্ব ঈশ্বরের, এবং তোমাদের ঈশ্বর ব্যতীত বন্ধু ও সহায় নাই। ১০৬ ইতিপূর্ব্বে যেমন মুসাকে প্রশ্ন করিয়াছিল তোমরাও কি তোমাদের তত্ত্ববাহককে সেই রূপ প্রশ্ন করিতে চাহ, * যেব্যক্তি অবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের বিনিময় করে, পরে নিশ্চয় সে সরল পথ হারায়। ১০৭। গ্রন্থধারী অনেক লোক আন্তরিক বিদ্বেষবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস লাভের পর তোমাদিগকে অবিশ্বাসী করিতে ভাল বাসিয়াছে, পরে তাহাদের নিকটে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে. যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর স্বীয় আজ্ঞা আনয়ন না করেন† তোমরা ক্ষমা করিতে থাক ও উপেক্ষা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১০৮। তোমরা নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দেও, সৎকার্য্য দ্বারা যাহা নিজের জন্য পূর্ব্বে পাঠাইবে ঈশ্বরের নিকটে তাহা প্রাপ্ত হইবে,

---

অভিধানে "রাএনা" শব্দে নির্ব্বোধকে বুঝায়। তাহাদের অনেকে "রাএনাকেই "রাআনার" ন্যায় উচ্চারণ করিত। ইহুদিদিগের দৃষ্টান্তে মোসলমানেরাও কখন কখন প্রেরিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া "রাআনা" বলিত। এ জন্য ঈশ্বর বলিতেছেন যে তোমরা তোমাদের প্রেরিত পুরুষের প্রতি "রা আনা" শব্দ প্রয়োগ করিও না। (ত, শা,)

*মহাপুরুষ মুসাকে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ পরীক্ষা করিবার জন্য নানা প্রশ্ন করিয়াছিল, ঈশ্বর এস্লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বলিতেছেন যে তোমরা কি ইহুদিদিগের প্ররোচনায় সেইরূপ তোমাদের তত্ত্ববাহককে প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে। (ত, হো,)

অর্থাৎ ইহুদিরা যেমন তাহাদের তত্ত্ববাহক মুসার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিল তাহাদিগের ন্যায় তোমরা তোমাদের দলের তত্ত্ববাহককে সন্দেহ করিও না। (ত, শা,)

† পরে আজ্ঞা হইয়াছিল যে ইহুদিদিগকে মদিনার নিকট হইতে দূর করিয়া দেও। (ত, শা,)

তোমরা যাহা কর নিশ্চয় তাহা ঈশ্বর দর্শন করেন। ১০৯। তাহারা বলে যে মুসায়ী ও ঈশায়ী লোক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কখন স্বর্গে যাইবে না, তাহাদের ইহাই আকিঞ্চন, বল, তাহাদিগকে (হে মোহম্মদ) যদি তোমরা সত্যবাদী, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ১১০। সত্য, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের দিকে আপনার আনন স্থাপন করিয়াছে, এবং সৎকর্ম্মশীল হইয়াছে, পরে তাহার জন্য তাহার ঈশ্বরের নিকটে পুরস্কার আছে ও তাহার সম্বন্ধে ভয় নাই সে শোকগ্রস্ত হইবে না। ১১১। (র, ১৩)

মুসায়ীরা বলে ঈসায়িগণ কিছু নয়, ঈসায়ীরা বলে মুসায়িগণ কিছু নয় ইহারা সকলেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, এইরূপ যাহারা জ্ঞান হীন তাহারাও ইহাদের ন্যায় কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের যে বিষয় লইয়া বিবাদ তদ্বিষয়ে ঈশ্বর বিচার দিবসে ইহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ১১২। যাহারা ঈশ্বরের মন্দির সকলে তাঁহার নামচর্চ্চা নিবারণ করিয়াছে ও সেই মন্দির উৎসন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারী কে? এই সকল লোকের উচিত নহে যে শঙ্কিত না হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করে; ইহাদের জন্য পৃথিবীতে দুর্গতি ও পর লোকে কঠিন শাস্তি আছে*। ১১৩। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ ঈশ্বরের অতএব যে দিকে তুমি মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই ঈশ্বরের আনন,

---

* ঈসায়ীদের সম্বন্ধে এই উক্তি; ঈসায়ীরা অপনাদিগকে ন্যায়াচারী ইহুদিদিগকে অত্যাচারী মনে করিয়া বলিত ইহুদিরা প্রভু ঈসার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে এবং আমরা তাঁহাকে মান্য করিয়াছি। পরমেশ্বর বলিতেছেন যে ঈসায়ীরা যখন প্রবল হইয়াছিল বয়তোল্‌মকদ্দস মন্দির এবং ইহুদিগের মন্দির সকল উৎসন্ন করিয়াছিল। বয়তোল্‌মকদ্দস শামদেশে মহাপুরুষ সোলয়মান কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, দাউদ তাহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। (ত, শা)

নিশ্চয় ঈশ্বর প্রমুক্ত ও জ্ঞানী। ১১৪। এবং তাহারা বলে ঈশ্বর সন্তান গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার বরং ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই, ও সকলে তাঁহারই আজ্ঞা-নুবর্ত্তী। ১১৫। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের স্রষ্টা, যখন তিনি কোন কার্য্য করেন তখন তাহার জন্য 'হও' মাত্র বলেন তাহাতেই হয়। ১১৬। অজ্ঞান লোকেরা বলিয়া থাকে যে "ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না, এবং আমাদিগের নিকটে কেন নিদর্শন আসিতেছে না?" এইরূপে ইহাদের বাক্যের ন্যায় ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরাও বলিয়াছে, ইহাদিগের অন্তরের ভাবের সঙ্গে তাহা-দিগের অন্তরের ভাবের পরস্পর সাদৃশ্য আছে, নিশ্চয় আমি বিশ্বাসী মণ্ডলীর জন্য নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিয়া থাকি*। ১১৭। নিশ্চয় আমি যথার্থ ভাবে তোমাকে সুসম্বাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক রূপে পাঠাইয়াছি, নারকীদিগের বিষয়ে তোমার নিকটে প্রশ্ন হইবে না†। ১১৮। তুমি ইহুদি ও ঈসায়ী লোকের ধর্ম্মের অনুসরণ না করিলে তাহারা কখন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না, বল, নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশই উপদেশ, যদি তুমি তোমার সেই-জ্ঞান (প্রত্যাদেশ) লাভের পর তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর (ধর্ম্ম-বিষয়ে) তবে ঈশ্বরের হস্ত হইতে (শাস্তি হইতে) রক্ষা করিবার তো-মার কোন বন্ধু ও সহায় নাই। ১১৯। যাহারা আমার প্রদত্ত গ্রন্থ

* ইহুদিদিগের সম্বন্ধে এই উক্তি;—অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের ইহুদিরা যেরূপ বলিতেছে পূর্ব্বতন ইহুদিমণ্ডলী ও স্বীয় পেগাম্বরকে এরূপ বলিয়াছিল। (ত, শা)

† মহাপুরুষ মোহম্মদ একদিন নিবেদন করিয়াছিলেন "যদি তুমি অবিশ্বাসী ইহুদিদিগের জন্য একটি ভয়ঙ্কর শাস্তির দ্বার উন্মুক্ত করিতে তাহা হইলে তা-হারা গুরুতর শাস্তির ভয়ে সরল ধর্ম্মপথে উপনীত হইত।" এই উক্তির উত্তরে ঈশ্বর

বিশুদ্ধ রূপে পাঠ করে তাহারা এই কোরাণ গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে এবং যেসকল লোক ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেছে তাহারা অনিষ্টকারী *। ১২০। (র, ১৪)

হে এস্রায়েল বংশীয় লোক সকল, যাহা আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছি সেই মৎপ্রদত্ত সম্পদ্ স্মরণ কর, নিশ্চয় আমি সকল লোকের উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি। ১২১। সেই দিনকে ভয় কর যে দিনে কেহ কাহার কিছু উপকার করিবে না, কাহা হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না ও অনুরোধে কাহার লাভ হইবে না এবং কাহাকে সাহায্য করা যাইবে না। ১২২। এবং যখন এব্রাহিমকে তাহার ঈশ্বর কয়েক কথায় পরীক্ষা করিলেন, পরে এব্রাহিম তাহা পূর্ণ করিল, তখন ঈশ্বর বলিলেন "নিশ্চয় আমি তোমাকে মনুষ্য' জাতির নেতা করিতেছি," এব্রাহিম বলিল "আমার বংশের লোকদিগকেও করিবে" ঈশ্বর

তাঁহার নিকটে এই নিদর্শন অর্থাৎ এই প্রবচন প্রেরণ করেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে এই অবিশ্বাসীরা নরক লোক নিবাসী, ইহারা কেন বিধানে বিশ্বাস করিল না এবিষয়ে আমি তোমাকে প্রশ্ন করিব না, তোমার কার্য্য প্রত্যাদেশ প্রচার করা, আমার কার্য্য পাপীদিগের বিচার করা। (ত, হো,)

অর্থাৎ তোমার প্রতি এরূপ দোষারোপ হইবে না। (ত, শা,)

* সলামের পুত্র অবদোল্লানামক ইহুদি "তওরয়ত" গ্রন্থ সত্যভাবে পাঠ করিয়া কোরাণে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক সবান্ধবে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুতালেবের পুত্র জাকেবের সঙ্গে আফ্রিকা হইতে যে একদল ঈসায়ী আসিয়াছিল তাহারা বাইবল গ্রন্থ প্রকৃত রূপে পাঠ করিয়া মোসলমান হইয়াছিল। অতএব "যাহারা আমার প্রদত্ত পুস্তক" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম্ম গ্রন্থ যথার্থরূপে পাঠ করে কিম্বা তাহার অনুসরণ করে সে কোরাণে বিশ্বাসী হয়। (ত, হো,)

বলিলেন "অত্যাচারীদিগের সম্বন্ধে আমার অঙ্গীকার নয়।" ১২৩। এবং (স্মরণ কর) যখন আমি মনুষ্যের জন্য শান্তি স্থান ও আশ্রয়ভূমি কাবা মন্দির নির্ম্মাণ করিলাম, (তখন বলিলাম) তোমরা এব্রাহিমের স্থানকে উপাসনাভূমি কর, আমি এব্রাহিম ও এস্‌মাইলকে আদেশ করিয়াছিলাম যেন প্রদক্ষিণকারী ও উপাসনাকারী লোকদিগের জন্য আমার মন্দিরকে পবিত্র রাখে *। ১২৪। এবং (স্মরণকর) যখন এব্রাহিম বলিল "হে আমার প্রতিপালক, এই নগরকে তুমি শান্তিযুক্ত কর; ইহার অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে জীবিকারূপে ফল দান কর;" তখন ঈশ্বর বলিলেন "যে ব্যক্তি ঈশ্বরদ্রোহী তাহাকে আমি অল্প ভোগ করিতে দিব, তৎপর উপায়হীন করিয়া তাহাকে নরকের দিকে আনয়ন করিব, তাহা মন্দ স্থান"। ১২৫। এবং যখন এব্রাহিম ও এস্‌মাইল মন্দিরের প্রাচীর সকল উন্নত করিয়া তুলিল, তখন বলিল, "আমাদের ঈশ্বর, তুমি আমাদিগ হইতে ইহা গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা"। ১২৬। "হে আমাদের ঈশ্বর, আমাদিগকে তুমি তোমার অনুগত করিয়া লও, ও আমাদিগের সন্তানদিগকে তোমার অনুগত মণ্ডলী করিয়া লও, এবং আমাদিগকে উপাসনা প্রণালী প্রদর্শন কর ও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, নিশ্চয় তুমি প্রসন্ন ও কৃপালু।" ১২৭। হে আমাদের ঈশ্বর, ইহাদিগের বংশ হইতে ইহাদিগের

---

* এস্‌মাইল এব্রাহিমের পুত্র। ইনিই মোসলমানদিগের আদি পুরুষ। এব্রাহিমের অপর পুত্র এস্‌হাকের বংশে ইহুদিজাতি উৎপন্ন হয়। এব্রাহিম এস্মাইলকে সঙ্গে করিয়া মক্কার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কাল ক্রমে সেই মন্দিরে প্রতিমা সকল প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। পরে হজরত মোহম্মদ সেই সকল প্রতিমা বিনাশ করিয়া তাহাতে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করেন।

নিকটে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ কর, প্রেরিতগণ ইহাদিগের নিকট তোমার নিদর্শন সকল পাঠ করিবে ও ইহাদিগকে ধর্ম্ম-পুস্তক ও জ্ঞান শিক্ষা দিবে এবং ইহাদিগকে শুদ্ধ করিবে, নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাত।" ১২৬। (রকু ১৫) যাহারা আত্মজ্ঞানবিহীন তাহারা ব্যতীত কে এব্রাহিম প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি বিমুখ হয়? নিশ্চয় আমি তাহাকে ইহলোকে গ্রহণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় সে পরলোকে সাধুদিগের এক জন। ১২৭। যখন তাহার ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন, অনুগত হও, সে বলিল "বিশ্বপালকের অনুগত হইলাম।" ১২৮। এব্রাহিম এবং ইয়াকুব স্বীয় পুত্রদিগকে উপদেশ দিল যে "হে আমার পুত্রগণ, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের জন্য এই ধর্ম্ম মনোনীত করিয়াছেন, অতএব ধর্ম্মাবলম্বী না হইয়া প্রাণত্যাগ করিও না"। ১২৯। যখন ইয়াকুবের মৃত্যু হয় তখন তুমি কি উপস্থিত ছিলে? সেই সময় সে আপন পুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে "আমার মৃত্যুর পর তোমরা কোন্ বস্তুর উপাসনা করিবে?" তাহারা বলিল "আমরা তোমার ও তোমার পূর্ব্ব পুরুষ এব্রাহিম ও এস্মাইল এবং এস্হাকের ঈশ্বরের উপাসনা করিব, সেই ঈশ্বর একমাত্র এবং আমরা তাঁহারই অনুগত"। ১৩০। সেই মণ্ডলী চলিয়া গিয়াছে, তাহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহা তাহাদের জন্য, তাহারা যাহা করিয়াছে তন্নিমিত্ত তোমাদিগের নিকটে প্রশ্ন হইবে না। ১৩১। মুসায়ীরা বলে মুসায়ী হও ঈসায়ী রা বলে ঈসায়ী হও তবে পথ প্রাপ্ত হইবে, তুমি বল বরং এব্রাহিমের ধর্ম্ম সত্য, এব্রাহিম অনেকেশ্বরবাদী ছিল না। ১৩২। বল আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং যাহা এব্রাহিমের প্রতিও যাহা এস্মাইল, এস্হাক, ইয়াকুব এবং তাঁহাদের সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা

অপর তত্ত্ববাহক গণের প্রতি তাহাদের ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হই-য়াছে তৎ সমুদায়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, তাহাদের কাহাকেও প্রভেদ করিতেছি না এবং আমরা সেই ঈশ্বরের অনুগত। ১৩৩। মুসায়ী ও ঈসায়ীলোকেরা বিশ্বাস করিলে আলোক পাইতে পারে, পরন্তু তাহারা বিরোধী বৈ নহে, অতএব সত্বরই (হে মোহম্মদ) ঈশ্বর ইহাদিগ হইতে তোমার প্রতিশোধ লইবেন, এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা *। ১৩৪। (বল) ঈশ্বরপ্রদত্ত বর্ণ আছে, বর্ণ দান বিষয়ে ঈশ্বর অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? আমরা তাঁহারই উপাসক †। ১৩৫। (বল) ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছ? তিনি আমাদের ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, আমাদের জন্য আমাদের কার্য্য এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্য, আমরা তাঁহার প্রেমানুগত। ১৩৬। তোমরা কি বলিয়া থাক যে এব্রাহিম, এস্মাইল ও এস্‌হাক ও ইয়াকুব এবং তাহার সন্তানগণ মুসায়ী ছিল, কিম্বা ঈসায়ী ছিল? জিজ্ঞাসা কর (হে মোহম্মদ) তোমরা অধিক জ্ঞানী,

---

* এই সকল প্রবচন অবতীর্ণ হইলে পর ইহুদিরা তত্ত্ববাহকের অধীনতা স্বীকারে সম্পূর্ণ অসম্মত হইল। ঈসায়িগণ ও মোসলমানদিগের বিরোধী হইয়া গর্ব্ব করিতে লাগিল যে আমাদের জলসংস্কার আছে, তোমাদের তাহা নাই। ঈসায়ীদিগের জলসংস্কার এই যে সন্তান প্রসূত হইলে পর সাত দিন অন্তর তাহাকে তীর্থ জলে স্নান করায়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে ইহাদ্বারা সন্তান শুদ্ধ হয়। ইহা মুসায়ীধর্ম্ম সঙ্গত নহে, ত্বক্‌ছেদ সংস্কার স্থানে ঈসায়ীদের এই জলসংস্কার। নিম্ন লিখিত আয়তোক্ত ঐশ্বরিক বর্ণের অর্থ ঐশ্বরিক ধর্ম্ম সংস্কার। (ত, হো,)

† ঈসায়ীলোকদিগের এরূপ রীতিছিল যে তাহারা যাহাকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিত তাহাকে পীত বর্ণে রঞ্জিত, পীত বসনে আচ্ছাদিত করিত। তজ্জন্য এই প্রবচন ঈসায়ীদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইল। (ত, শা,)

না ঈশ্বর অধিক জ্ঞানী? যে ব্যক্তি নিজের নিকটে বিদ্যমান ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সাক্ষ্য গোপন করিতেছে তাহা অপেক্ষা অত্যাচারী কে আছে? তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অজ্ঞাত নহেন ১৩৭। সেই এক সম্প্রদায় ছিল নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়াছে, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদেরজন্য, তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য, তাহারা যাহা করিতেছে তন্নিমিত্ত তোমাদিগের নিকটে প্রশ্ন হইবে না। ১৩৮। (রকু ১৬)

সত্বর নির্ব্বোধ মোসলমানেরা বলিবে যে যে কেব্‌লা তাহাদের ছিল সেই কেব্‌লাহইতে তাহাদিগকে কিসে ফিরাইল, * বল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঈশ্বরের, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন সরল পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ১৩৯। আমি তোমাদিগকে এই-রূপ অসাধারণ মণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছি, যে তোমরা লোকের নিকটে সাক্ষী হইবে, এবং সংবাদবাহক তোমাদের নিকটে সাক্ষী হইবে, আমি যে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র প্রেরিত পুরুষের অনুগত ও তদ্ভিন্ন (অন্যের প্রতি) বিমুখ, জানিয়াছি, যে কেব্‌লার দিকে তুমি ছিলে তাহা সেই লোকের জন্য ব্যতীত (অন্যের জন্য) নির্দ্দিষ্ট করি নাই, এবিষয়টি গুরুতর, কিন্তু ঈশ্বর যাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদের জন্য নহে, ঈশ্বর এরূপ নহেন যে

---

* যাহার অভিমুখে নমাজ পড়া হয় তাহাকে কেব্‌লা বলে। মোসলমান্‌দিগের কেব্‌লা কাবা। পূর্ব্বে বয়তল্‌ মকদ্দস কেব্‌লা ছিল।

মহাপুরুষ মোহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় আগমন করিয়া বয়তল্‌ মকদ্দসের অভিমুখে নমাজ পড়িয়া ছিলেন। পরে কাবা মন্দিরের দিকে নমাজ পড়িতে আদিষ্ট হইলেন, তখন ইহুদিগণ ও অনেক মোসলমান সন্দেহ করিতে লাগিল যে এ কিরূপ তত্ত্ব বাহক? যাহা সকল তত্ত্ববাহকের কেব্‌লা ছিল তাহাকে পরিত্যাগ করা ত তত্ত্ববাহকের লক্ষণ নহে। অতএব ঈশ্বর পূর্ব্বেই বলিলেন যে লোকে এরূপ বলিবে। (ত, হো,)

তোমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর লোকের প্রতি প্রেমিক ও অনুগ্রহকারী *। ১৪০।

নিশ্চয় আমি (হে মোহম্মদ) আকাশের দিকে তোমার আনন উন্নমিত দেখিতেছি, অতএব তুমি যে কেব্‌লায় সন্তুষ্ট হইবে তৎপ্রতি আমি তোমাকে আকৃষ্ট করিব, † অতঃপর তুমি কাবার দিকে তোমার মুখ ফিরাও, তোমরা (হে মোসলমানগণ) যেস্থানে থাক সেই স্থান হইতে আপনাদিগের মুখ সেই দিকে ফিরাও, এবং নিশ্চয় যাহারা গ্রন্থলাভ করিয়াছে, তাহারা জানিবে যে ইহা ঈশ্বর প্রেরিত সত্য, এবং যাহা তাহারা করে তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে। ১৪১। এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে, তুমি তাহাদের নিকটে নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিলেও তাহারা তোমার কেব্‌লার অনুসরণ করিবে না, তুমিও তাহাদের কেব্‌লার অনুসরণ করিও না, তাহারা পরস্পর পরস্পরের কেব্-

---

* ঈশ্বর এই প্রবচন মোসলমান মণ্ডলীর প্রতি এই ভাবে ব্যক্ত করিলেন যে তোমাদিগের মধ্যে পূর্ণতা, শত্রুদিগের মধ্যে অপূর্ণতা। প্রথমতঃ তোমরা সমুদায় প্রেরিত পুরুষকে গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু মুসায়ী ও ঈসায়ী লোকেরা কোন প্রেরিতকে মান্য করে কাহাকে বা মান্য করে না। দ্বিতীয়তঃ তোমাদের কেব্‌লা কাবা, যাহা এব্রাহিমের সময় হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে। এব্রাহিম মুসা ও ঈসার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিত। মুসায়ী ও ঈসায়ীদিগের কেব্‌লা পরে নিরূপিত হইয়াছে। এরূপ সকল বিষয়ে তোমরা শ্রেষ্ঠ, অপর মণ্ডলী নিকৃষ্ট। তোমাদিগের হইতে শিক্ষা লাভ করা তাহাদের আবশ্যক, তোমাদের অন্য মণ্ডলীর নিকটে শিক্ষা করা অপ্রয়োজন। (ত, শা,)

† এ পর্য্যন্ত বয়তলমকদ্দসের অভিমুখে নমাজ হইতেছিল, কিন্তু প্রেরিত পুরুষের মন কাবার দিকে নমাজ পড়িতে সমুৎসুক ছিল। তিনি বারম্বার ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিতেন যে এবিষয়ে কোন আজ্ঞা প্রাপ্ত হন কিনা, তাহাতেই এই প্রবচন অবতীর্ণ হয়। (ত, শা,)

লার অনুসরণকারী নহে, তুমি যে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, ইহার পর যদি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণকর, তবে নিশ্চয় তুমি একজন অত্যাচারী হইবে। ১৪২। আমি যাহাদিগকে পুস্তক দান করিয়াছি তাহারা একথা এরূপ জ্ঞাত যেরূপ আপনাদিগের সন্তানকে জ্ঞাত, এবং নিশ্চয় তাহাদের একদল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করিতেছে। ১৪৩। ইহা তোমার ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত সত্য, অতএব তুমি সংশয়ীদিগের একজন হইও না। ১৪৪। (রকু ১৭) সকলের জন্য এক দিক্ আছে, তাহারা সেই-দিকে সম্মুখীন হয়, অতএব হে মোসলমানগণ, কল্যাণের প্রতি অগ্রসর হও, তোমরা যেদিকে থাকনা কেন ঈশ্বর তোমাদের সক-লকে (কেয়ামতে) একত্র করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১৪৫। যেস্থানে যাইবে (হে মোহম্মদ) স্বীয় আনন মস্-জেদল্‌হরামের দিকে ফিরাইও, * নিশ্চয় ইহা তোমার ঈশ্বরের দিক্ হইতে আগত সত্য, এবং তোমরা যাহা করিবে তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে। ১৩৬। এবং তুমি যেস্থানে যাইবে স্বীয় আনন মস্-দল্‌হরামের দিকে ফিরাইও ও তোমরা যে স্থানে থাকিবে স্বীয় মুখ সেই দিকে ফিরাইও, তবে তোমাদিগের প্রতি যে সকল লোক অত্যাচার করিয়াছে তাহারা ভিন্ন অন্য লোকের আপত্তি থাকিবে না, পরন্তু তাহাদিগকে ভয় করিও না, আমা হইতে ভীত হইও, তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রতি আমার দান পূর্ণ করিব এবং তাহাতে পথ প্রাপ্ত হইবে। ১৪৭। যথা আমি তোমাদিগের দল

---

* মক্কার মস্‌জেদের নাম মস্‌জেদল্‌হরাম। হরাম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ। উক্ত মস্‌জেদে এই কয়েকটি কার্য্য নিষিদ্ধ, তথা মনুষ্য হত্যা করা, কোন জীবকে উৎপীড়ন করা, বৃক্ষাদি উৎপাটন করা, পতিত ধন গ্রহণ করা। এজন্য মক্কার মস্‌জেদকে মস্‌জেদল্‌হরাম বলা হইয়া থাকে। (ত, শা,)

হইতে তোমাদিগের নিকট প্রেরিত পুরুষ পাঠাইয়াছি, যেন সে তোমাদিগের নিকটে আমার নিদর্শন পাঠ করে ও তোমাদিগকে শুদ্ধ করে এবং উচ্চ জ্ঞান ও গ্রন্থ শিক্ষা দেয়, অপিচ তোমরা যাহা জান না তাহার শিক্ষা দান করে। ১৪৮। অতএব আমাকে স্মরণ কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, বিদ্রোহী হইও না। ১৪৯। (রকু ১৮) হে বিশ্বাসী লোক সকল, সহিষ্ণুতা ও উপাসনা দ্বারা সাহায্য অন্বেষণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর সহিষ্ণুদিগের সহায়। ১৫০। বলিও না যে সকল লোক ঈশ্বরের পথে নিহত হইয়াছে তাহারা মরিয়াছে, বরং জীবিত হইয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহ। ১৫১। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে অন্নাভাব, ধনহানি, ও প্রাণহানি এবং ফলহানি ইহার কোন একটির ভয় দ্বারা পরীক্ষা করি, সহিষ্ণুদিগের জন্য সুসংবাদ আছে। ১৫২। যখন তাহারা বিপদাপন্ন হয় তখন বলে নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরের ও নিশ্চয় আমরা তাঁহার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তনকারী। ১৫৩। এই সকল লোক, ইহাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্ষমা ও কৃপা; এবং এই সকল লোক, ইহারা স্বর্গ প্রাপ্ত। ১৫৪।

নিশ্চয় সফা ও মরওয়া গিরি ঈশ্বরের নিদর্শনবিশেষ, অতএব যে ব্যক্তি মক্কামন্দিরে হজ্ব কার্য্য করে কিম্বা ওম্‌রা করে এই দুই গিরির মধ্যভূমিতে ধাবমান হওয়া তাহার প্রতি অপরাধ নহে; যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে সৎকর্ম্ম করে, নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) মর্য্যাদাভিজ্ঞ ও জ্ঞাতা *। ১৫৫। নিশ্চয় আমি যাহা কিছু

---

* মক্কায় সফা ও মরওয়া নামক দুইটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে ব্যবধান দুই শত পদ ভূমি। হাজী লোকেরা সেই ভূমিতে দৌড়িয়া থাকে।

নিদর্শন ও উপদেশ প্রেরণ করিয়াছি, তাহা মানবমণ্ডলীর জন্য গ্রন্থে ব্যক্ত করিলে পর যে সকল লোক তাহা গোপন করে, তাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারী লোকেরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া থাকে *। ১৫৬। কিন্তু যাহারা মন পরিবর্ত্তন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে ও ব্যক্ত করিয়াছে; অতঃপর আমি এই সকল লোকের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিব ও আমি প্রত্যাবর্ত্তনকারী দয়ালু। ১৫৭। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও ধর্ম্মদ্রোহী মরিয়াছে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ও দেবগণের এবং সমুদায় লোকের অভিসম্পাত। ১৫৮। তাহারা সেই অভিসম্পাতে সর্ব্বদা থাকিবে, তাহাদিগহইতে শাস্তি খর্ব্ব করা হইবে না, ও তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে না। ১৫৯। তোমাদের ঈশ্বর একমাত্র, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই,

---

একার্য্যটি ও হজ্জ ক্রিয়ার অন্তর্গত। নির্দ্দিষ্ট কালে বিশেষ ব্রতধারী হইয়া মক্কা তীর্থ দর্শ কে হজ্জ বলে, যাহারা হজ্জ করে তাহাদিগকে হাজ্জী বলে। ওমরা হাজ্জীদিগের ব্রতবিশেষ। তাহা এই রূপ; হজ্জ ক্রিয়ার এহরাম বাঁধিয়া মকার অদূরবর্ত্তী তনইম নামক স্থানে কয়েকবার নমাজ পড়িয়া মক্কাতে আগমন পূর্ব্বক মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়। মক্কার নিকটে যাইয়া বিধিপূর্ব্বক হজ্জ করার সঙ্কল্প করাকে "এহরাম" বলে। অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে যে ব্যক্তি হজ্জ ইত্যাদি করিতে যায় তাহার পক্ষে "সফা, ও, মরওয়া" গিরির মধ্যস্থ ভূমিতে ধাবমান হওয়া দূষ্য নহে। পৌত্তলিক লোকেরা অজ্ঞানতাবশতঃ উক্ত পর্ব্বত দ্বয় প্রদক্ষিণ করিত বলিয়া এস্লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ এবিষয়ে সঙ্কুচিত ছিল, এই জন্য ঈশ্বর একার্য্যে বিধি দিলেন। (ত, হো,)

* ইহুদিদিগের ধর্ম্ম পুস্তক তওরয়তে আরবীয় ভবিষ্যৎ তত্ত্ববাহকের অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের প্রসঙ্গ ছিল। ইহুদিয়া ঈর্ষ্যাবশতঃ সেই কথা গোপন করিয়াছে। এই আয়তে তাহারই উল্লেখ হইয়াছে।

তিনি দাতা ও দয়ালু। ১৬০। নিশ্চয় স্বর্গ মর্ত্য সৃজনে ও দিবা রজনীর পরিবর্ত্তনে এবং সমুদ্রে চালিত পোতে যাহাতে লোকের অর্থ লাভ হয়, ঈশ্বর আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর জীবন দান করিয়া তদুপরি বিবিধ জন্তু সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহাতে ও বায়ুসঞ্চারে এবং আকাশ পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘে সত্যই বুদ্ধিমান্‌ লোকদিগের জন্য ঈশ্বরের নিদর্শন সকল রহিয়াছে। ১৬১। (র, ১৯) মনুষ্য জাতি মধ্যে এমন লোক আছে যে সে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের অংশী সকলকে গ্রহণ করে, ঈশ্বরের ন্যায় তাহাদিগকে প্রীতি করে, কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী তাহারা ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর প্রেমিক; যাহারা অহিতাচরণ করিয়াছে, তাহারা যে শাস্তি তখন দেখিবে যদি জানিত!! ঈশ্বর পূর্ণশক্তি ও ঈশ্বর কঠিন শাস্তি দাতা। ১৬২। যখন অগ্রণীলোকেরা অনুযায়িবৃন্দের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিবে ও অনুযায়িগণ শাস্তিভোগ করিতে থাকিবে এবং তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইবে। ১৬৩। তখন সেই অনুযায়িগণ বলিবে যে যদি আমাদের প্রতিগমন হইত, তাহা হইলে আমাদিগের প্রতি যেমন তাহারা (অগ্রণীগণ) বিরাগী হইয়াছে, আমরাও তাহাদের প্রতি বিরাগী হইতাম; এইরূপ ঈশ্বর তাহাদের কার্য্য যে আক্ষেপে পরিণত ইহা তাহাদিগকে দেখাইবেন, এবং তাহারা নরকাগ্নি হইতে মুক্ত হইবে না *। ১৬৪। (র ২০)

হে লোকসকল, তোমরা পৃথিবীতে বৈধ, শুদ্ধ সামগ্রী ভক্ষণ

---

* লোকে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে পূজা করে পরলোকে তাহারা সেই পূজকদিগকে পরিত্যাগ করিবে। তখন পূজকগণের আশা ভঙ্গ হইবে ও আক্ষেপ করিবে, তাহাদের আক্ষেপে কোন ফল দর্শিবে না। (ত, শা,)

করিও, এবং শয়তানের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু *। ১৬৫। তোমরা দুষ্কর্ম্মে ও নির্লজ্জ কার্য্যে (লিপ্ত হও) এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত নহ, তাহা বল, ইহা ব্যতীত সে তোমাদিগকে আদেশ করিবে না। ১৬৬। যখন তাহাদিগকে বলা হইবে যে ঈশ্বর যাহা প্রেরণ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর, তাহারা বলিবে আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে আমরা যে বিষয়ে প্রাপ্ত হইয়াছি বরং তাহার অনুসরণ করিব, যদিচ তাহাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝিত না ও পথভ্রান্ত ছিল। ১৬৭। কেহ কোন বিষয় ডাকিয়া বলিলে যে ব্যক্তি আহ্বান শব্দ ও ধ্বনি ভিন্ন শুনিতে পায় না ধর্ম্মদ্রোহী লোক তাহার অনুরূপ, ধর্ম্মদ্রোহিগণ বধির ও অন্ধ; অতএব তাহারা বুঝিতে পারে না †। ১৬৮। হে বিশ্বাসী লোক সকল, শুদ্ধ বস্তু হইতে যাহা আমি তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়াছি তাহা ভক্ষণ কর, যদি তোমারা ঈশ্বরের উপাসক হও তবে তাঁহার প্রশংসাকর। ১৬৯। তোমাদিগের সম্বন্ধে শব, শোণিত ও বরাহমাংস এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতাদির উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হইয়াছে এতাবন্মাত্র ভক্ষণ নিষিদ্ধ, পরন্তু যে

---

* আরবীয় লোকেরা এব্রাহিম প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিতে থাকে। মৃত ও অবৈধ পশুদিগকে জব করে, গৃহ পালিত অহিংস্র পশুদিগের মধ্যে কতকগুলিকে অশুদ্ধ স্থির করে। অনামসুরাতে তদ্বিবরণ বিবৃত আছে। তাহারা বরাহমাংসকে বৈধ মনে করে। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করেন। (ত, শা,)

† অর্থাৎ কাফেরদিগকে উপদেশ দান করা আর বনের পশুদিগকে ডাকিয়া উপদেশ দেওয়া তুল্য। পশুগণ যেমন ধ্বনি ব্যতীত কিছুই বুঝিতে পারে না, তদ্রোপদেশ সম্বন্ধে কাফেরগণ ও তদ্রূপ। যাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই সে ধর্ম্মজ্ঞানীর কথা গ্রাহ্য করে না। (ত, শা,)

ব্যক্তি অত্যাচার ও সীমা লঙ্ঘন নাকরিয়া বিপদাকুল হইয়াছে তাহার পক্ষে দোষ নাই, * নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৭০।

নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা গ্রন্থে অবতারণ করিয়াছেন তাহা যে সকল লোক গোপনকরে. ও তদুপরি সামান্য মূল্য গ্রহণ করে তাহারা স্ব স্ব পাকস্থলীতে অগ্নি বৈ স্থাপন করেনা, বিচারদিবসে ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন না ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন না এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি আছে। ১৭১। এই সকল লোক সৎপথের পরিবর্ত্তে বিপথ, ক্ষমার পরিবর্ত্তে শাস্তি ক্রয় করে, ইহারা নরকাগ্নিতে কেমন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে। ১৭২। এই সেই কারণে ঈশ্বর সত্য গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন এবং নিশ্চয় যাহারা গ্রন্থ মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহারা বিরুদ্ধাচারে বহু অগ্রসর †। ১৭৩। (র,২১) তোমরা পূর্ব্বাভিমুখীন হও বা পশ্চিমাভিমুখীন হও তাহাতে পুণ্য নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি, পরকাল ও দেবগণের প্রতি, এবং গ্রন্থ ও তত্ত্বাহকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং ধনানুরাগ সত্ত্বে ধন আত্মীয়দিগকে, অনাথদিগকে, দরিদ্র দিগকে ও পথিক দিগকে এবং ভিক্ষুক দিগকে দান করিয়াছে ও দাসত্বমোচনে ব্যয় করিয়াছে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, জকুত দিয়াছে ও যাহারা

---

* যে অবস্থায় কেহ কোন রূপ অত্যাচার করে নাই, শাস্ত্রের সীমা অতিক্রম করে নাই, সেই অবস্থায় ক্ষুধা ক্লান্তি ও অবসন্নতাবশতঃ মৃত্যুর আশঙ্কা হইলে শব ইত্যাদি ভক্ষণে দোষ নাই। (ত, হো,)

† ইহুদিগণ তাহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে আরবীয় ভবিষ্যৎ তত্ত্বাহকের প্রসঙ্গ গোপন এবং সংসারানুরোধে অনেক বচনের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। (ত, শা,)

অঙ্গীকার পালন করে এবং যাহারা দৈন্যক্লেশে ও যুদ্ধকালে
ধৈর্য্য ধারণ করে তাহাদেরই পুণ্য, এই সকল লোক যাহারা
সত্যবাদী, এই সকল লোক তাহারা ধর্ম্মভীরু। ১৭৪। হে বিশ্বাসী
লোক সকল, তোমাদের সম্বন্ধে হত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যাকরা
লিখিত হইয়াছে, স্বাধীন স্বাধীনের তুল্য, দাস দাসের তুল্য, নারী
নারীর তুল্য ; যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার পক্ষ হইতে নিজের
জন্য কিছু ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে তৎপর বিধির অনুসরণ করিয়া
তাহার চলা এবং সদ্ভাবে (হত্যার মূল্য) পরিশোধ করা
(কর্ত্তব্য,) ইহা তোমাদের ঈশ্বরের নিকট হইতে সহজ করা
হইল ও অনুগ্রহ হইল, অতঃপর যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করিবে
তাহার জন্য কঠিন শাস্তি আছে। ১৭৫। * এবং তোমাদের
জন্য বিনিময়হত্যাতেই জীবন, হে বুদ্ধিমান্ লোক সকল, তাহা-
হইলে তোমরা রক্ষা পাইবে †। ১৭৬।

তোমাদিগের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে যখন তোমাদের
কাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে তখন সম্পত্তি থাকিলে পিতা
মাতা ও স্বগণের জন্য নির্দ্ধারণ করা শ্রেয়ঃ, ঈশ্বর ভীরু লোক-

---

* স্বাধীন স্বাধীনের তুল্য, দাস দাসের তুল্য, নারী নারীর তুল্য, ইহার
তাৎপর্য্য এই যে প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি অপর স্বাধীন ব্যক্তির তুল্য, [illegible]প পরস্প[illegible]
দাস দাসের নারী নারীর তুল্য। যেমন কাফের দিগের মধ্যে হীন জাতি ও উ[illegible]
জাতি, ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ প্রচলিত আছে, তদ্রূপ প্রভেদ নাই। হত ব্যক্তি
ঘনিষ্ঠ স্বগণ হত্যার বিনিময়ে হত্যা না করিয়া অর্থ গ্রহণে সম্মত হইলে হত্যাকারী
কর্ত্তব্য যে অর্থদ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করে। ইহাই সহজ বিধি হইয়াছে। পূর্ব্বত
সম্প্রদায়ের মধ্যে হত্যার বিনিময়ে হত্যাকরার বিধিই নির্দ্ধারিত ছিল। (ত, শা,

† অর্থাৎ বিচারকদিগের উচিত যে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করিতে ত্রুটি [illegible]
করেন। তাহাতে ভবিষ্যতে হত্যা নিবারিত হইবে। (ত, শা,)

দিগের সম্বন্ধে ইহা উচিত কার্য্য। ১৭৭। * ইহা (অন্তিম নির্দ্ধারণ বাক্য) শ্রবণের পর যে জন ইহার ব্যতিক্রম করে, তাহার উপর মাত্র অপরাধ, অবশেষে যে জন ইহার ব্যতিক্রম করিবে নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১৭৮। অনন্তর কেহ অন্তিমনির্দ্ধারণকারীর পক্ষে অসরলতা কিম্বা অপরাধ আশঙ্কা করিয়া উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিলে দোষ নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৭৯। (র, ২২)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের ন্যায় তোমাদের জন্য রোজা (উপবাসব্রত) লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তোমরা ধৈর্য্যশীল হইবে। ১৮০। কতিপয় দিবস (রোজার জন্য) নির্দ্ধারিত, তবে তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত কিম্বা দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহার সম্বন্ধে অন্য কয়েক দিন নিরূপিত হওয়া বিধেয়, এবং যে ব্যক্তি এই রোজা পালনে সক্ষম হইয়া (পালন করিতে চাহেনা,) একজন দরিদ্রকে অন্ন বিতরণ করা তাহার কর্ত্তব্য, পরন্তু যে ব্যক্তি অধিক সৎকার্য্য করে তাহার পক্ষে কল্যাণ, যদি জ্ঞাত আছ তবে রোজা পালন করাই তোমাদের শ্রেয়ঃ হয়। ১৮১। সেই রমজান মাস, যাহাতে মানববৃন্দের পথপ্রদর্শক এবং সৎপথ ও মীমাংসার উচ্চ নিদর্শন কোরাণ অবতীর্ণ হইয়াছে, † তোমাদের মধ্যে

---

* কাফের দিগের ব্যবস্থা মতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সন্তান, সন্তানের মধ্যে ও পুত্র সন্তান মাত্র। এইক্ষণ বিধি হইল যে পুত্র ব্যতীত প্রয়োজনানুরূপ অন্য ঘনিষ্ঠ স্বগণও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ পাইতে অধিকারী।

† রমজান মাসেই কোরাণের প্রকাশারম্ভ হয়, অথবা সমগ্র কোরাণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হয়। তথাহইতে সূরার পর সূরা কিম্বা আয়েত

যে ব্যক্তি সেই মাস প্রাপ্ত হইবে সে তাহাতে রোজা পালন করিবে, এবং যে ব্যক্তি পিড়ীত বা দেশভ্রমনে রত তাহার নিমিত্ত অন্য দিন সকলের গণনা থাকিবে, তোমাদের জন্য সহজ হয় ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষা করেন, তোমাদের দুঃসাধ্য হয় ইচ্ছা করেন না; (ইচ্ছা করেন) যে তোমরা দিনের সঙ্খ্যাকে পূর্ণ কর, অতএব তোমরা সেই রোজাতে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পরমেশ্বরকে গৌরবের সহিত স্মরণ করিবে ও কৃতজ্ঞ থাকিবে। ১৮২। এবং যখন (হে মোহম্মদ) আমার দাসগণ আমার বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয় আমি নিকটে থাকি, আমি প্রার্থীর প্রার্থনা গ্রহণ করি, এবং যখন কেহ আমার নিকটে প্রার্থনা করে তখন আমার আজ্ঞাধীন হওয়া ও আমাকে বিশ্বাস করা তাহার উচিত, তাহা হইলে সে পথ প্রাপ্ত হইবে। ১৮৩। রোজার রজনীতে স্ত্রী সংসর্গ তোমাদের জন্য বৈধ হইল, তাহারা (নারীগণ) তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাহাদের আবরণ, তোমরা যে আপনাদের ক্ষতি করিয়াছ ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত আছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, * অতএব এইক্ষণ তাহাদের সঙ্গে সহবাস কর

পর আরত লোকের হিতসাধনকল্পে সমাগত হইতে থাকে। যখন এই সময়ে আত্মার অন্ন স্বরূপ প্রবচন সকল মানব মণ্ডলীর জন্য প্রেরিত হইল, তখন তাহা স্মরণার্থ এই মাসে শারীরিক অন্ন গ্রহণে লোকের সঙ্কুচিত হওয়া বিধেয়, ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়। শুদ্ধ রমজান মাসে রোজা পালনের এই উদ্দেশ্য। (ত, হো,)

২ যখন রোজার বিধি প্রবর্ত্তিত হইল তখন হইতে মোসলমানগণ সমগ্র রমজান-মান স্ব স্ব ভার্য্যার নিকটে গমন করিতেন না, এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় রজনীতে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভোজন করিতেন না। ইতি মধ্যে অনেক লোক

এবং ঈশ্বর তোমাদের জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুসরণ করিয়া চল, যে পর্য্যন্ত প্রত্যূষে কৃষ্ণসূত্র হইতে শুভ্রসূত্র ভিন্ন দৃষ্ট হয় সে পর্য্যন্ত পান ভোজন করিতে থাক, অতঃপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোজা পূর্ণ কর এবং যখন মস্‌জেদে নির্জনবাসী হইবে তখন স্ত্রী সঙ্গ করিবে না, ইহা ঈশ্বরের নিষেধ; অতএব স্ত্রীর নিকটবর্ত্তী হইও না; এইরূপ পরমেশ্বর লোকের জন্য প্রবচন সকল ব্যক্ত করেন, যেন তাহারা ধর্ম্মভীরু হয়। ১৮৪।

তোমরা তোমাদিগের পরস্পরের ধন অন্যায়রূপে ভোগ করিও না, এবং তাহা বিচারপতিগণের নিকট পর্য্যন্ত আনয়ন করিও না তাহাতে তাহারাও অধর্ম্মাচারে লোকের ধনের অংশ গ্রহণ করিবে, তোমরা ইহা জানিতেছ *। ১৮৫। (র, ২৩)

নবীনচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে (হে মোহম্মদ) তোমাকে লোকে প্রশ্ন করিবে, বলিও তাহা মনুষ্যের সময় নির্দ্ধারণ জন্য ও হজ্জ ক্রিয়ার জন্য; গৃহে প্রত্যাগমন পশ্চাদ্ভাগ দিয়া (এহরামবন্ধনের পর) শ্রেয়ঃ নহে, (ইহাতে কল্যাণ হয় না,) বিষয়বিরাগী লোকদিগেরই কল্যাণ হয়, তোমরা গৃহে তাহার দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ করিও, ও ঈশ্বরকে ভয় করিও, তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইবে †। ১৮৬।

অক্ষম হইয়া গোপনে স্ত্রীসঙ্গ ও ভোজন করিতে লাগিল। তাহাতেই এই প্রবচন অবতীর্ণ হয়, যে নিশান্তে যে পর্য্যন্ত শুভ্র সূত্র নয়ন গোচর হয় উপরিউক্ত বিষয়ে বিধি রহিল। কিন্তু নির্জন বাসের সময় দিবা রজনী সর্ব্বক্ষণ স্ত্রীসংসর্গে নিষেধ হইল। (ত, শা,)

* বিচারপতিদিগের নিকট আনয়ন করিও না ইহার অর্থ বিচারপতিকে সহায় করিয়া কাহার সম্পত্তি ভোগ করিও না। (ত, শা)

† কাফের দিগের ত্রুটির মধ্যে এই একটি ত্রুটি ছিল যে যখন তাহারা হজ্জ

যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় ঈশ্বরের পথে তাহাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর, সীমা লঙ্ঘন করিওনা, নিশ্চয় ঈশ্বর সীমা লঙ্ঘনকারীদিগকে প্রেম করেন না। ১৮৭। যে স্থানে তাহাদিগকে পাইবে সংহার কর, এবং তাহারা তোমাদিগকে যেস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে তোমরাও তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত কর, হত্যা অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহিতা গুরুতর; মস্‌জেদল্‌হরামের নিকটে তাহারা সংগ্রাম না করিলে, তোমরা (তথায়) তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিওনা, পরন্তু যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে (তথায়) সংগ্রাম করে তোমরাও তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিও, কাফেরদিগের এই শাসন। ১৮৮। পরন্তু তাহারা নিবৃত্ত রহিলে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। * ১৮৯। যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিদ্রোহিতা বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় সে পর্য্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর পরে যদি তাহারা নিবৃত্ত হয় তবে অত্যাচারীর উপর ব্যতীত হস্তক্ষেপ করিতে নাই। ১৯০। মান্য মাস মান্য মাসের তুল্য, পরস্পর সম্মাননার বিনিময় হইয়া থাকে, কেহ সেই মাসে তোমাদিগকে আক্রমণ করিলে

ক্রিয়ার এহরাম বন্ধন করিত তখন প্রয়োজন হইলে হজ্জ না করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইত তদবস্থায় তাহারা দ্বার দেশ দিয়া গৃহ প্রবেশ না করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগে ছাদের উপর উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিত, ঈশ্বর তাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। (ত, শা,)

* অর্থাৎ ইহার পর যদি তাহারা মোসলমান হয় গৃহীত হইবে। (ত, শা)

† অত্যাচারের নিবৃত্তি হয় লোকে ধর্ম্ম ছাড়িয়া বিপথগামী না হইতে পারে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচলিত থাকে এই উদ্দেশ্যে কাফের দিগের সঙ্গে সংগ্রামের বিধি হইয়াছে। কাফেরগণ বশীভূত থাকিলে যুদ্ধ অনাবশ্যক। মনুষ্যের মনের উপর ধর্ম্ম নির্ভর করে বলপূর্ব্বক মোসলমান করাতে কোন ফল নাই (ত, শা)

যেমন তোমাদিগকে সে আক্রমণ করিল তোমরাও তাহাকে আক্রমণ করিও, জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মভীরু লোকদিগের সঙ্গে থাকেন *। ১৯১।

তোমরা ঈশ্বরের পথে ব্যয়কর, মৃত্যুর হস্তে আত্ম সমর্পণ করিও না, হিতানুষ্ঠান কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারীকে প্রীতি করেন। ১৯২।

ঈশ্বরের জন্য হজ্ব ও ওমরা কর, পরন্তু যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও তবে বলিদানের জন্য যে পশু হস্তগত হয় তাহা প্রেরণ কর, এবং যে পর্য্যন্ত বলির পশু যথাস্থানে উপস্থিত না হয় সে পর্য্যন্ত তোমরা মস্তক মুণ্ডন করিও না; তবে যদি তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত থাকে কিম্বা কাহার মস্তকে কোন ক্লেশ থাকে তাহার পক্ষে মস্তক মুণ্ডন বিধি, তৎপ্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রোজা বা সেদ্‌কা † কিম্বা বলিদান বিধেয়, তোমরা নিরাপদ হইলে পর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্ব ক্রিয়ার সঙ্গে ওমরা ব্রতের ফল লাভ করিল তাহার প্রতি সহজলভ্য কোন বলিদান বিধি, তবে কেহ (বলিযোগ্য পশু) প্রাপ্ত না হইলে তাহার জন্য হজ্ব ক্রিয়ার সময়ে তিন দিন এবং

---

* যদি কোন কাফের মান্য মাসকে সম্মান করিয়া সেই মাসে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে তবে তোমরা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিও না। মক্কাবাসী ধর্ম্মবিদ্রোহিগণ সচরাচর এইরূপ মাসেও মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার করিত, মোসলমানেরা তখন কেন ত্রুটি করিবে? জিকয়দা মাসে হজরত মোহম্মদ ওমরা ব্রত উদ্‌যাপন করিতে মক্কায় গিয়াছিলেন, সেই সময়ই এই বচন অবতীর্ণ হয়। (ত শা,)

যে সকল মাসে হজ্ব ক্রিয়া হয় তাহাই মান্য মাস।

† ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দরিদ্রদিগকে দান করা সেদকা।

তোমাদের জন্য প্রত্যাবর্ত্তনকালে সাত দিন রোজা পালন বিধি, এই দশ দিনেতেই পূর্ণতা; যে সকল লোক মস্‌জেদল্ হরামের প্রতিবাসী নহে তাহাদের জন্য এই ব্যবস্থা হইল, জানিও, ঈশ্বর মহা শাস্তিদাতা*। ৯৩। (র, ১২৪)

---

* এইক্ষণ হজ্জ্ব ইত্যাদির বিধি প্রদর্শিত হইতেছে; তাহার নিয়ম এই;—প্রথমতঃ এহরাম বন্ধন, অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক হজ্জ্ব ক্রিয়ার সঙ্কল্প করা, পরে তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার দিন অরফাতে উপনীত হওয়া। অরফা হাজ্জীদিগের দণ্ডায়মান হওয়ার স্থান, উহা মক্কার নয় ক্রোশ অন্তরে একটি বিস্তৃত প্রান্তর মাত্র। হাজ্জীলোকেরা তথায় দণ্ডায়মান হইয়া "লব্বয়েক" (দণ্ডায়মান হইলাম তোমার নিকটে) বলেন ও দুইবার উপাসনা করেন, তৎপর তথা হইতে যাত্রা করিয়া মশারেল্ হরামে যাইয়া রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। এইস্থানে হাজ্জীলোকেরা মস্তক মুণ্ডন ও কোর্ব্বাণি অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ বলিদান করেন। অনন্তর ইদোৎসবের উষাকালে হাজ্জিগণ মক্কার বাজার মিনায় যাইয়া শয়তান উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড সকল নিক্ষেপ ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া এহরাম উন্মোচন করিয়া থাকেন। পরে মক্কাতে যাইয়া তাঁহাদিগকে কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তদনন্তর তাঁহারা সফা ও মরওয়া গিরির মধ্যভূমিতে ধাবমান হন, পুনর্ব্বার মিনায় আসিয়া তিন দিবস বাস ও পূর্ব্বরূপ প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মক্কায় যাইয়া প্রদক্ষিণ কার্য্য সমাপ্ত করেন। ইহাই হজ্জ্ব কার্য্য। ওমরা ব্রতের প্রণালী এই;—যে দিবস ইচ্ছা এহরাম বন্ধন ও কাবা প্রদক্ষিণ করা এবং সফা ও মরওয়া গিরির অন্তর্ব্বর্ত্তি ভূমিতে ধাবমান হওয়া, পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া এহরাম উন্মোচন করা। হজ্জ্ব ও ওমরাতে বলিদানের আবশ্যক করে না। কিন্তু তিনটি কারণের কোন একটি কারণ উপস্থিত মতে বলিদানে বিধি আছে। প্রথমতঃ এহরাম বন্ধনান্তর ব্রতধারী হাজ্জী শত্রু বা ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্রত পালনে অক্ষম হইলে কাহার যোগে বলির পশু প্রেরণ করিবেন, মক্কাতে সেই পশু জব হইলে তিনি এহরাম হইতে মুক্ত হইবেন। ২য়তঃ হাজ্জী কোনরূপ যন্ত্রণা গ্রস্ত কিম্বা মস্তকের ক্লেশে ক্লিষ্ট হইলে এহরাম সত্ত্বেই মস্তক মুণ্ডন করিত পারেন। ইহার প্রায়শ্চিত্ত বলি প্রেরণ, বা তিন দিন রোজা পালন, কিম্বা ছয় জন দরিদ্রকে ভোজ্যদান। তৃতীয়তঃ হজ্জ্ব ও ওমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে

নির্দ্ধারিত কয়েক মাসে হজ্ব করিতে হইবে, * যে ব্যক্তি সেই মাস সকলে হজ্ব কর্ম্ম করে তাহার সম্বন্ধে ক্রিয়াকালে স্ত্রী সঙ্গ, দুষ্ক্রিয়া করাও পরস্পর বিবাদ করা নিষিদ্ধ, তোমরা যে সৎকর্ম্ম করিবে ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হইবেন, অপিচ (মক্কায় যাইতে) পাথেয় গ্রহণ করিও. কিন্তু শ্রেষ্ঠ পাথেয় সংসারবিরাগ, হে জ্ঞানবান্ লোক সকল, তোমরা পাপ হইতে নিবৃত্ত হইও। ১৯৪। হজ্ব কর্ম্মের সময়ে তোমরা ঈশ্বরের নিকটে অর্থলাভ অন্বেষণ করিলে তোমাদের অপ-রাধ হইবে না, † অবশেষে যখন তোমরা অরফা হইতে প্রতিগমন করিবে তখন মশারেল্ হরামের নিকটে ঈশ্বর স্মরণ করিও, এবং তোমারা ইতিপূর্ব্বে বিপথগামী হইয়া থাকিলে তিনি যেমন (এই-ক্ষণ) তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিলেন তাঁহাকে তদ্রূপ স্মরণ করিও। ১৯৫। অতঃপর যে স্থান হইতে সাধারণ লোক প্রতিগমন করে তথা হইতে তোমরা প্রতিগমন করিও এবং ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ১৯৬। অনন্তর

না করিয়া একযোগে দুই ব্রত পালন করিলে বলিদান আবশ্যক। বলিযোগ্য পশু প্রাপ্ত না হইলে হজ্ব ক্রিয়ার সময়ে তিন দিন রোজা এবং ক্রিয়ান্তে সপ্তাহ রোজা সর্ব্ব শুদ্ধ দশদিন রোজা পালনে বিধি। বলিযোগ্য পশু ন্যূনকল্পে এক ব্যক্তির জন্য একটি ছাগ এবং সাত ব্যক্তির জন্য একটি গো কম্বা একটি উষ্ট্র নির্দ্ধারিত আছে। মক্কা বাসীদিগের জন্য হজ্ব ও ওমরায় বলিদানে বিধি নাই। আরবীয় পৌত্তলিক লোকেরা প্রতিমা উদ্দেশ্যে হজ্ব করিত এইক্ষণ সেই বিধি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত হইল। (ত, শা,)

* এমাম শাফির মতে শওয়াল ও জিকায়দা মাস এবং জোল্‌হজ্ব মাসের নয় দিবস ইদের সমুদায় রজনীএবং প্রধান এমামের মতে ইদের দিবাও হজ্বে প্রবৃত্ত হওয়ার দিবসের মধ্যে গণ্য। (ত, হো,)

† হজ্ব করিতে যাইয়া বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে নিষেধ নাই। (ত,শা,)

তোমরা ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া স্বীয় পিতা পিতামহকে যেরূপ স্মরণ করিতে তদ্রূপ বরং তদপেক্ষা অধিক ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে, * পরন্তু লোকের মধ্যে কেহ বলিয়া থাকে, " হে আমার ঈশ্বর, আমাকে সংসারে দান কর, " তাহার জন্য পরলোকে কোন লভ্য নাই। ২৯৭। অপিচ তাহাদের মধ্যে কেহ বলিয়া থাকে " হে আমার ঈশ্বর. আমাকে সংসারে ও পরলোকে কল্যাণ দান কর এবং অগ্নি দণ্ড হইতে রক্ষা কর "। ১৯৮। এই সকল লোক যাহা করিয়াছে, ইহাদের তাহার জন্য ফল লাভ আছে, ঈশ্বর বিচারে সত্বর। ১৯৯। নির্দ্দিষ্ট দিবস সকলে ঈশ্বরকে স্মরণ কর, † পরন্তু কেহ দুই দিবসের মধ্যে গমনে সত্বর হইলে তজ্জন্য তাহার দোষ নাই, যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু তাহার নিমিত্ত এই বিধি, ঈশ্বরকে ভয় করিও, জানিও নিশ্চয় তোমরা তাঁহার দিকে সমুখি ত হইবে। ২০০।

মানবমণ্ডলীর মধ্যে এমন লোক আছে যে সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে তাহার উক্তি তোমাকে (হে মোহম্মদ) প্রফুল্ল করি-করিতেছে, এবং সে স্বীয় অন্তরের বিষয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া

---

* পৌত্তলিকতার সময় আরবের সম্ভ্রান্ত লোকেরা মক্কার বিশেষ বিশেষ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদের বংশের ও পিতা পিতামহদিগের খ্যাতি প্রতিপত্তি ঘোষণা করিয়া গৌরব প্রকাশ করিতেন, এইক্ষণ আদেশ হইল যে যেরূপ পিতৃ-পুরুষ দিগকে স্মরণ করিবে তদ্রূপ ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। (ত, হো,)

† " তস্‌বির " অর্থাৎ ঈশ্বর স্মরণের ও প্রশংসার জন্য তিন দিবস নির্দ্দিষ্ট। পৌত্তলিতার সময়ে লোকে হজ্ব ক্রিয়ার অবসানে তিন দিন এবং ইদোৎসবান্তে আমোদ করিয়া বেড়াইত ও বাজার বসাইত এবং স্ব স্ব পূর্ব্ব পুরুষদিগের গুণ কীর্ত্তন করিত। এই ক্ষণ ঈশ্বর তৎপরিবর্ত্তে তিন দিবস ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তনের বিধি দিলেন। যাহার ইচ্ছা হয় সে দুই দিন থাকিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিন দিন অবস্থিতি করা শ্রেয়ঃ। (ত, শা,)

থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মহা বিরোধী * ।২০১। যখন সে প্রভুত্ব লাভ করে, তখন পৃথিবীতে অত্যাচার করিতে প্রয়াস পায় এবং ক্ষেত্র ও পশু সকলকে বিনাশ করিয়া ফেলে, ঈশ্বর অত্যাচারীকে প্রীতি করেন না।২০২। যখন তাহাকে বলা হয় যে ঈশ্বরকে ভয় কর, তখন সে অহঙ্কারবশতঃ অপরাধে আক্রান্ত হয়, অতএব নরক তাহার লভনীয় ও নিশ্চয় তাহা কুস্থান। ২০৩। লোকমণ্ডলীর মধ্যে এমন লোক আছে যে সে পরমেশ্বরের প্রসন্নতা উদ্দেশ্যে আত্মবিক্রয় করে, ঈশ্বর সেবকগণের প্রতি প্রসন্ন †।২০৪। হে বিশ্বাসী লোক সকল, পূর্ণ এস্‌লামধর্ম্মে প্রবেশ কর, শয়তানের পদচিহ্নের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদিগের স্পষ্ট শত্রু ।২০৫। অপিচ তোমাদিগের নিকটে নিদর্শন সকল উপস্থিত হওয়ার পর যদি তোমাদের পদস্খলন হয় তবে জানিও ঈশ্বর বিজ্ঞাতা ও ক্ষমতাশালী।২০৬। ঈশ্বর ও দেবগণ মেঘরূপ চন্দ্রাতপের মধ্যে আসিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবেন ও তাহাদের কার্য্যের নিষ্পত্তি হইবে, সেই অবিশ্বাসী লোকেরা ইহা ব্যতীত কি প্রতীক্ষা করে? ঈশ্বরের দিকে কার্য্য সকলের প্রত্যাবৃত্তি হইয়া থাকে। ২০৭ ‡। [র, ২৫]

---

* কপট লোকদিগের এই অবস্থা যে তাহারা প্রকাশ্যে তোষামোদ করে ও ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলে যে "আমি অন্তরে তোমার প্রতি অনুরাগী।" কিন্তু বিবাদে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করে না, সুযোগ পাইলে হত্যায় প্রবৃত্ত হয় ও লুণ্ঠন করে। (ত, শা,)

† বিশ্বাসী লোকের এই অবস্থা, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য জীবন সমর্পণ করেন। (ত, শা,)

‡ যাহারা কোরাণ ও সংবাদবাহকের প্রতি অবিশ্বাসী, তাহারা প্রতীক্ষা

এস্রায়েল সন্ততিদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে তাহাদিগকে আমি কি পরিমাণ উজ্জ্বল নিদর্শন সকল দান করিয়াছি, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দান লাভ করণান্তর পরিবর্ত্তন করে, নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) তীব্র শাস্তি দাতা। ২০৮। ঈশ্বরদ্রোহী লোক সকল পার্থিব জীবনে সজ্জিত, তাহারা বিশ্বাসী লোকদিগকে উপহাস করিয়া থাকে, যাহারা ধর্ম্মভীরু তাহারা বিচার দিবসে সেই সকল লোকের উপর আসন পরিগ্রহ করিবে, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে অগণ্য দান করিয়া থাকেন। ২০৯। কতকগুলি লোক এক সম্প্রদায়ে বদ্ধ ছিল, ঈশ্বর সুসংবাদ দাতা ও ভয়প্রদর্শক তত্ত্ববাহকগণকে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে সত্যগ্রন্থ অবতারণ করিলেন যেন তাহারা যাহা লইয়া লোকে বিবাদ করিতেছে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে শাসন করে, যে সকল লোক সেই গ্রন্থ, সেই উজ্জ্বল নিদর্শন প্রাপ্তির পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহারা ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে? যে সমস্ত লোক সেই নিদর্শনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পরে বিশ্বাস* স্থাপন করিয়াছে ঈশ্বর সেই বিশ্বাসী দিগকে স্বইচ্ছায় সত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন*। ২১০।

করে যে ঈশ্বর আসিয়া দেখা দিবেন এবং প্রত্যেককে কর্ম্মানুরূপ ফল বিধান করিবেন। (ত, শা,)

* পরমেশ্বর প্রত্যেক সম্প্রদায়কে বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ববাহক ও গ্রন্থ প্রেরণ করেন নাই। একপথ অবলম্বন করিতে সমুদায় লোকের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ। যখনই লোক ঈশ্বর নির্দ্দেশিত পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিয়াছে তখনই তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর তত্ত্ববাহক ও গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন। যখন গ্রন্থধারী লোকেরা গ্রন্থের অন্যথাচরণ করিয়াছে,

তোমরা কি স্বর্গে গমন করিবে মনে করিতেছ ? এদিকে যাহারা তোমাদিগের পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের অবস্থা তোমরা প্রাপ্ত হও নাই ; সেই সকল লোক দুঃখ বিপদে আক্রান্ত হইয়া এতদূর বিকম্পিত হইয়াছিল যে তত্ত্ববাহক ও তাহার অনুবর্ত্তী বিশ্বাসিগণ বলিতেছিল যে কবে ঈশ্বরের আনুকূল্য হইবে, জানি ও ঈশ্বর আনুকূল্য দানে সমীপবর্ত্তী। ২১১।

তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে যে কিরূপে ব্যয় করিব, বলিও পিতামাতার জন্য, স্বজনবর্গের জন্য, অনাথবৃন্দের জন্য, ও দরিদ্রকুলের জন্য এবং পথিকদিগের জন্য ধন ব্যয় কর, তোমরা যে সৎকর্ম্ম করিয়া থাক ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন *। ২১২।

তোমাদের সম্বন্ধে সংগ্রাম লিখিত হইয়াছে, উহা তোমাদের দুষ্কর কার্য্য ; বাস্তবিক যাহা তোমাদিগের জন্য মঙ্গল হয়তো সে বিষয়ে তোমরা সন্তুষ্ট নহ, প্রকৃত পক্ষে যাহা তোমাদের জন্য অমঙ্গল হয়তো সেই বস্তুতে তোমাদিগের প্রীতি আছে ও (তাহা) ঈশ্বর জানেন এবং তোমরা জান না। ২১৩।

(র. ২৬) তাহারা সাম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার বিষয়ে তোমাকে

তখন অন্য গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছে। সমুদায় তত্ত্ববাহক এবং গ্রন্থ এই একপথ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা স্বাস্থ্য এক, রোগ অগণ্য। এক প্রকার রোগ হইলে সেই রোগের অনুরূপ একবিধ ঔষধ ও একবিধ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আবার অন্য প্রকার রোগ হইলে তদনুরূপ অন্যবিধ ঔষধ ও ব্যবস্থা হয়। এইক্ষণ অন্তিম পুস্তক কোরাণে যাহাতে সমুদায় রোগের উপশম হয় এইরূপ পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। (ত, শা,)

* জমূহের পুত্র ওমর যে একজন মান্যধনী লোক ছিলেন, তিনি হজরতের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে আমার প্রচুর সম্পত্তি আছে, তাহা কি প্রণালীতে ব্যয় করিব ? তাহাতে ঈশ্বর এই আদেশ করেন।

প্রশ্ন করিতেছে, বলিও (হে মোহম্মদ) সেই সময়ে সংগ্রাম করা গুরুতর পাপ, * ঈশ্বরের পথ রুদ্ধ করা ও তাঁহার সঙ্গে ও মস্‌জেদল্ হরামের সঙ্গে বিদ্রোহাচরণ করা এবং তথাকার অধিবাসী দিগকে তথা হইতে নিষ্কাশিত করা ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর অপরাধ, হত্যাকরা অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহিতা অধিক পাপ, যে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না করে, সে পর্য্যন্ত সক্ষম হইলে অবিশ্রান্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা স্বধর্ম্মে বিমুখ হইয়া ধর্ম্মদ্রোহিতার অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদের সমুদায় ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, ইহারা সেই সকল লোক যাহারা নরকলোকে বাস করিবে ও তথায় সর্ব্বদা থাকিবে। ২১৪।

নিশ্চয় যে সকল লোক বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও যে সকল লোক ধর্ম্মোদ্দেশ্যে স্বদেশত্যাগ কিম্বা যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরানুগ্রহ লাভের আশা রাখে, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ২.৫।

সেই সকল লোক সুরাপান ও দ্যূত ক্রীড়া বিষয়ে তোমাকে

---

* হজরত মোহম্মদ নির্ব্বাসনের দ্বিতীয় বৎসরে হজনের পুত্র অব্‌দল্লাকে আপনার একদল সহচর সঙ্গে দিয়া বতন তথলা নামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তায়েফ হইতে আগত কোরেশ জাতীয় বণিক্‌দিগের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বিপক্ষদলের প্রধান পুরুষ ওমর ও খেজর নামক দুই ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। তখন রজব মাসের নবিনচন্দ্র মোসলমানদিগের দৃষ্টি গোচর হইল। তাঁহারা জানিতেন না যে জমাদিয়ঃসানি মাসের অবসান ও রজব মাসের আরম্ভ। এই সময়ে সংগ্রাম নিষিদ্ধ। এই সংবাদ প্রচার হইলে কাফেরগণ কুৎসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে মোহম্মদ অবৈধকে বৈধ করিল, নিজের শিষ্যদিগকে রজব মাসে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল। সেই সময়ে মোসলমানেরা নিষিদ্ধ মাস বিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতেই এই বচন অবতীর্ণ হয়। [ত, হো,]

(হে মোহম্মদ) প্রশ্ন করিতেছে, এই দুই বিষয়ে গুরুতর অপ-রাধ, এবং লোকের লাভ ও আছে; কিন্তু এই দুই কার্য্যে লাভ অপেক্ষা অপরাধ গুরুতর, * তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি-তেছে যে কেমন দান করিব? ২১৬। বল অধিক দান কর, এইরূপ ঈশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল ব্যক্ত করেন যাহাতে তোমরা চিন্তা করিবে।২১৭। + ইহলোক ও পরলোক বিষয়ে; নিরাশ্রয় লোকের সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বল তাহাদের কুশল সম্পাদন শ্রেয়ঃ; যদি তাহাদের সঙ্গে তোমরা বাস কর তবে তাহারা তোমাদের ভ্রাতা, পরমেশ্বর হিতকারী লোক হইতে অহিতকারীকে চিনিয়া থাকেন, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে দৃঢ় আক্রমণ করিবেন, নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা। ২১৮।

অনেকেশ্বরবাদিনী নারী যে পর্য্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করে তাহাকে বিবাহ করিও না, অনেকেশ্বরবাদিনী মহিলা (সৌন্দর্য্যে ও ধন সম্পদ দানে) তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তদপেক্ষা

---

* হজরত ওমর ও জবলের পুত্র মাজ সুরাপান ও দ্যূতক্রীড়া বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তখন সুরাপান ও দ্যূতক্রীড়া আরবীয় লোকের মধ্যে বৈধরূপে প্রচলিত ছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরের এই বাণী অবতীর্ণ হয়। সুরাপানে উষ্ণতা বৃদ্ধি, ভুক্তান্নের জীর্ণতাসম্পাদন, বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ ইত্যাদি শারীরিক বিষয়ে লাভ আছে। তখন দ্যূতক্রীড়ায় দরিদ্রদিগের লাভ ছিল। এরূপ রীতি ছিল যে, ক্রীড়ায় যে ব্যক্তি জয়ী হইত সে দরিদ্রদিগকে দান করিত। (ত, হো,)

সুরাপান ও দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে অনেক গুলি আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক আয়তে এই দুয়ের দোষ বিবৃত আছে। মায়দা সুরার আয়তে সুরাপান স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ, অপিচ যে বস্তু মাদকতার কারণ তাহাও অবৈধ হইয়াছে। যে সকল ক্রীড়ায় অর্থের প্রয়োগ হয় সেই সমস্ত ক্রীড়াও নিষিদ্ধ। (ত, শো,)

বিশ্বাসিনী দাসী শ্রেষ্ঠা। যে পর্য্যন্ত বিশ্বাসী না হয় অনেকেশ্বর-বাদীকে কন্যা সম্প্রদান করিও না, অনেকেশ্বরবাদী পুরুষ তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তদপেক্ষা বিশ্বাসী দাস শ্রেষ্ঠ, সেই সকল লোকেরা নরকাগ্নির দিকে নিমন্ত্রণ করে ও ঈশ্বর স্বর্গের দিকে ক্ষমারদিকে স্বীয় আজ্ঞায় আহ্বান করেন, মনুষ্যের জন্য নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন যেন তাহাতে তাহারা উপদেশ লাভ করিতে পারে *। ২১৯। (র, ২৭)

---

* মর্‌সদ নামক একজন বীরপুরুষ অসহায় মোসলমানদিগকে গোপনে মক্কা হইতে মদিনায় লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তথায় এনাক নাম্নী একজন অনেকেশ্বরবাদিনী পরমরূপবতী নারীর সঙ্গে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় গুপ্ত প্রণয় ছিল। সে তথায় উপনীত হইলে এনাক তাহার নিকট আসিয়া সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। মর্‌সদ বলে "এস্লামধর্ম্ম তোমার ও আমার মধ্যে অন্তরাল হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্যভিচারের ভাবে সম্মিলন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।" এই কথা শুনিয়া এনাক বলিল "তবে তুমি আমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর।" মর্‌সদ বলিল "এবিষয় প্রেরিত পুরুষের আদেশের উপর নির্ভর করে।" অনন্তর সে মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া হজরতের নিকট সবিশেষ নিবেদন করিল, তাহাতেই যে পর্য্যন্ত অনেকেশ্বরবাদিনী বিশ্বাস স্থাপন না করে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অপিচ সেই সময় রওয়াহার পুত্র অব্‌দলা অবাধ্যতার জন্য স্বীয় দাসীকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। দাসী হজ্‌রতের নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। হজরত অব্‌দলার নিকটে দাসীর অবস্থা অনুসন্ধান করেন। অব্‌দলা বলিলেন যে "সে নমাজ পড়ে ও রোজা পালন করিয়া থাকে, এবং ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষকে প্রেম করে, কিন্তু বড় অবাধ্য ও কলহকারিণী।" ইহা শুনিয়া হজ্‌রত বলিলেন "সে ধর্ম্মবিশ্বাসিনী, অতএব তাহার সঙ্গে তুমি সদ্ব্যবহার কর।" অতঃপর অব্‌দলা তাহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন। ইহা দেখিয়া অনেক লোক অব্‌দলা কৃষ্ণাঙ্গী দাসীকে বিবাহ করিল বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল, তাহাতেই এই বচনের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

তাহারা ঋতু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে, বল হে মোহম্মদ, (উহা) অশুচি, অতএব ঋতুকালে স্ত্রীলোক হইতে পৃথক থাকিবে, যে পর্য্যন্ত তাহারা শুচি না হয় তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইও না; তাহারা শুদ্ধ হইলে পর (স্নান করিলে) তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বর যে আদেশ করিয়াছেন, সেই ভূমি দিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইও; সত্যই ঈশ্বর প্রত্যাবর্ত্তনকারী ও শুদ্ধাচারীদিগকে প্রেম করেন *। ২২০। তোমাদিগের স্ত্রী সকল তোমাদের ক্ষেত্র, অতএব যে রূপে ইচ্ছা হয় ক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ কর, † এবং ঈশ্বর হইতে ভীত হও, জানিও নিশ্চয় তোমারা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, বিশ্বাসীলোকদিগকে সুসংবাদ দানকর। ২২১।

তোমরা সদনুষ্ঠান, আত্মসংযমন ও লোকের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে নিবৃত্ত হইবার জন্য শপথ করিতে ঈশ্বরকে ছল করিও না, ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা ‡। ২২২। তোমাদের অযথা

---

* ইহুদিগণ স্ব স্ব স্ত্রীর ঋতুকালে দূরে থাকে, তাহাদের মুখপানে দৃষ্টি করে না, তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন ও একত্র ভোজন অবৈধ বলিয়া জানে। ঈসায়ী পুরুষেরা ইহার বিপরীত আচরণ করে তাহারা ঋতুমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথোপথন ও একত্র ভোজন বরং একত্র শয়ন ও ক্রীড়াদি পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। ওহদার পুত্র সাবেত স্বীয় ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে এবিষয়ে হজ্‌রতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই ঈশ্বরের বাণী অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ কর, এই কথার তাৎপর্য্য স্বীয় জীবনের জন্য সন্তান কামনা কর অথবা স্ত্রীসঙ্গের পূর্ব্বে শুভ সঙ্কল্প কর ও অবৈধ সহবাস হইতে প্রবৃত্তিকে সংযত রাখ। ঐ

‡ আবদল্লা বহওয়া স্বীয় ভগিনীপতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের নামের শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাহার সঙ্গে কথা বলিবেন না ও তাহার হিতানুষ্ঠান করিবেন না ও তাহার শত্রুগণের সঙ্গে তাহার সম্মিলন সম্পাদন করিবেন না। এই সূত্র উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বর হজরতকে এই প্রত্যাদেশ করেন। ঐ,

বিশ্বাসিনী দাসী শ্রেষ্ঠা। যে পর্য্যন্ত বিশ্বাসী না হয় অনেকেশ্বর-বাদীকে কন্যা সম্প্রদান করিও না, অনেকেশ্বরবাদী পুরুষ তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তদপেক্ষা বিশ্বাসী দাস শ্রেষ্ঠ, সেই সকল লোকেরা নরকাগ্নির দিকে নিমন্ত্রণ করে ও ঈশ্বর স্বর্গের দিকে ক্ষমারদিকে স্বীয় আজ্ঞায় আহ্বান করেন, মনুষ্যের জন্য নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন যেন তাহাতে তাহারা উপদেশ লাভ করিতে পারে *।২১৯। (র, ২৭)

---

* মর্শদ নামক একজন বীরপুরুষ অসহায় মোসলমানদিগকে গোপনে মক্কা হইতে মদিনায় লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তথায় এনাক নাম্নী একজন অনেকেশ্বরবাদিনী পরমরূপবতী নারীর সঙ্গে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় গুপ্ত প্রণয় ছিল। সে তথায় উপনীত হইলে এনাক তাহার নিকট আসিয়া সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। মর্শদ বলে "এসলামধর্ম্ম তোমার ও আমার মধ্যে অন্তরাল হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্যভিচারের ভাবে সম্মিলন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।" এই কথা শুনিয়া এনাক বলিল "তবে তুমি আমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর।" মর্শদ বলিল "এবিষয় প্রেরিত পুরুষের আদেশের উপর নির্ভর করে।" অনন্তর সে মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া হজরতের নিকট সবিশেষ নিবেদন করিল, তাহাতেই যে পর্য্যন্ত অনেকেশ্বরবাদিনী বিশ্বাস স্থাপন না করে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অপিচ সেই সময় রওয়াহার পুত্র অব্দলা অবাধ্যতার জন্য স্বীয় দাসীকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। দাসী হজরতের নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। হজরত অব্দল্লার নিকটে দাসীর অবস্থা অনুসন্ধান করেন। অব্দলা বলিলেন যে "সে নমাজ পড়ে ও রোজা পালন করিয়া থাকে, এবং ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষকে প্রেম করে, কিন্তু বড় অবাধ্য ও কলহকারিণী।" ইহা শুনিয়া হজরত বলিলেন "সে ধর্ম্মবিশ্বাসিনী, অতএব তাহার সঙ্গে তুমি সদ্ব্যবহার কর।" অতঃপর অব্দল্লা তাহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন। ইহা দেখিয়া অনেক লোক অব্দলা কৃষ্ণাঙ্গী দাসীকে বিবাহ করিল বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল, তাহাতেই এই বচনের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

তাহারা ঋতু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে, বল হে মোহম্মদ, (উহা) অশুচি, অতএব ঋতুকালে স্ত্রীলোক হইতে পৃথক থাকিবে, যে পর্য্যন্ত তাহারা শুচি না হয় তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইও না, তাহারা শুদ্ধ হইলে পর (স্নান করিলে) তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বর যে আদেশ করিয়াছেন, সেই ভূমি দিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইও সত্যই ঈশ্বর প্রত্যাবর্ত্তনকারী ও শুদ্ধাচারীদিগকে প্রেম করেন *। ২২০। তোমাদিগের স্ত্রী সকল তোমাদের ক্ষেত্র, অতএব যে রূপে ইচ্ছা হয় ক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ কর, † এবং ঈশ্বর হইতে ভীত হও, জানিও নিশ্চয় তোমারা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, বিশ্বাসীলোকদিগকে সুসংবাদ দানকর। ২২১।

তোমরা সদনুষ্ঠান, আত্মসংযমন ও লোকের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে নিবৃত্ত হইবার জন্য শপথ করিতে ঈশ্বরকে ছল করিও না, ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা ‡। ২২২। তোমাদের অযথা

---

* ইহুদিগণ স্ব স্ব স্ত্রীর ঋতুকালে দূরে থাকে, তাহাদের মুখপানে দৃষ্টি করে না, তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন ও একত্র ভোজন অবৈধ বলিয়া জানে। ঈসায়ী পুরুষেরা ইহার বিপরীত আচরণ করে তাহারা ঋতুমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথোপথন ও একত্র ভোজন বরং একত্র শয়ন ও ক্রীড়াদি পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। ওহদার পুত্র সাবেত স্বীয় ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে এবিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই ঈশ্বরের বাণী অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ কর, এই কথার তাৎপর্য্য স্বীয় জীবনের জন্য সন্তান কামনা কর অথবা স্ত্রীসঙ্গের পূর্ব্বে শুদ্ধ সঙ্কল্প কর ও অবৈধ সহবাস হইতে প্রবৃত্তিকে সংযত রাখ। ঐ

‡ আবদলা বহওয়া স্বীয় ভগিনীপতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের নামের শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাহার সঙ্গ কথা বলিবেন না ও তাহার হিতানুষ্ঠান করিবেন না ও তাহার শত্রুগণের সঙ্গে তাহার সম্মিলন সম্পাদন করিবেন না। এই সূত্র উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বর হজরতকে এই প্রত্যাদেশ করেন। ঐ,

উক্তির শপথে ঈশ্বর তোমাদিগকে দোষী করেন না, কিন্তু তোমাদের মন যাহা করে তজ্জন্য তিনি তোমাদিগকে দোষী করেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ২২৩। যে সকল ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যাগণের সম্বন্ধে শপথ করে তাহাদের চারি মাস কাল প্রতীক্ষণীয়, পরে তৎপ্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিধি আছে, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু *। ২২৪। স্বামী স্ত্রীবর্জ্জনের উদ্যোগ করিলে নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২২৫। যে সকল নারী বর্জ্জিত হইয়াছে তাহারা ঋতু তৃতয় কাল পর্য্যন্ত আপনাদিগকে প্রতীক্ষায় রাখিবে এবং যদি তাহারা ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস করে তবে ঈশ্বর তাহাদের গর্ব্ভে যাহা সৃজন করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে উচিত নহে. যদি এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগের স্বামীগণ হিতাকাঙ্ক্ষা করে তবে তাহারা তাহাদিগকে প্রতিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত, পুরুষদিগের যেরূপ সেই স্ত্রীগণের উপর সত্ব, স্ত্রীগণের ও তদ্রূপ, কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা ২২৬। (র, ২৮) বর্জ্জন দুইবার মাত্র, তৎপর বিধিমতে রক্ষা করা অথবা সকুশলে বিদায় করিয়া দেওয়া বিহিত, † ঈশ্বরের অনুশাসন

---

* আমি আমার পত্নীর নিকটে যাইব না, কেহ এরূপ শপথ করিলে সে চারি মাস পত্নী গ্রহণ না করিয়া শপথের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, অন্যথা স্ত্রী-ত্যাগ করিবে। (ত, শা,)

† পৌত্তলিকতার সময়ে স্ত্রী বর্জ্জনের নির্দ্ধারিত সংখ্যা ছিল না। এক স্ত্রীকে দশবার বর্জন করিয়া পুরুষ পুনর্ব্বার তাহাকে প্রতিগ্রহণ করিতে পারিত। একদা একটি স্ত্রীলোক হজরতের সহধর্ম্মিণী মহামান্যা আয়াশার নিকটে আসিয়া আপন স্বামীর অত্যাচারের বিষয় এরূপ নিবেদন করিয়াছিল

নরনারী পালন করিতে পারিবে না এই আশঙ্কা ব্যতীত স্ত্রীগণকে যে কিছু দান করা হইয়াছে তাহা প্রতিগ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ নহে, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে দম্পতী দ্বারা ঈশ্বরের অনুশাসন প্রতিপালিত হইবে না তবে স্ত্রী বিনিময় প্রতিদান করিলে উভয়ের পক্ষে অপরাধ নহে, ইহা ঈশ্বরের ব্যবস্থা, অতএব তাহা উলঙ্ঘন করিও না, যাহারা পরমেশ্বরের বিধিকে অতিক্রম করে তাহারা অত্যাচারী *। ২২৭। যদি কোন পুরুষ স্ত্রীকে তৃতীয়বার বর্জ্জন করে তবে তাহার পর যে পর্য্যন্ত অন্য পুরুষের সঙ্গে সে বিবাহিত না হয় পূর্ব্বোক্ত পুরুষের জন্য সেই নারী বৈধ নহে, পরে দ্বিতীয় পুরুষ তাহাকে বর্জ্জন করিলে যদি উভয়ে বোধ করে যে পরমেশ্বরের

যে তাহার স্বামী তাহাকে পুনঃ পুনঃ বর্জ্জন ও প্রতিগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ দিতেছে। এই বিবরণ হজরতের কর্ণগোচর হইলে দুইবার মাত্র বর্জ্জন বিধি প্রবচনের অভ্যুদয় হয়। (ত, হো,)

* নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত পুরুষ ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম বর্জ্জনে এই বিধি। দ্বিতীয় বর্জ্জনের পর পুনর্গ্রহণের বিধি নাই। তবে ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীকে তাহার স্ব প্রদান করিতে সক্ষম হইলে তাহাকে রাখিতে পারে। সেইরূপ গ্রহণ করিতে না পারিলে তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহা দান করা হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিবে এই উদ্দেশ্য করিয়া স্ত্রীকে আবদ্ধ করিবে না। যখন কোনরূপে উভয়ের মিলন হইবে না, নিরুপায়ের অবস্থা, ও পুরুষের পক্ষে স্বত্ব পরিশোধে ত্রুটি হইতেছে না, তখন সকল লোক মিলিয়া স্ত্রীর সঙ্গে কিছু নির্দ্ধারণ করিবেন এবং পুরুষকে সম্মত করাইয়া বর্জ্জন করাইবেন। (ত, শা,)

অনুশাসন প্রতিপালন করিতে পারিবে তবে এমতাবস্থায় পরিণয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা দোষাবহ নহে, এই ঈশ্বরের বিধি; তিনি জ্ঞানী লোকদিগের জন্য ইহা বিবৃত করিতেছেন। ২২৮।

তোমরা স্ত্রীদিগকে বর্জ্জন করিলে পর যখন তাহারা নির্দ্ধারিত সময় প্রাপ্ত হয় তখন তাহাদিগকে বিধিমতে রক্ষা করিও অথবা কুশলে বিদায় করিয়া দিও, তাহাদিগকে ক্লেশ দিবার জন্য আবদ্ধ রাখিও না, তাহা করিলে সীমা লঙ্ঘন হইবে, যে ব্যক্তি ইহা করে নিশ্চয় সে নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, ঈশ্বরের বচন সকলের প্রতি বিদ্রূপ করিও না, তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের দান ও তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য জ্ঞান যোগে যাহা তামাদের নিকট অবতারণ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিও এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ২২৯। (র, ২৯) স্ত্রীদিগকে বর্জ্জন করিলে পর যখন তাহারা নির্দ্দিষ্ট কাল প্রাপ্ত হয় তখন প্রকৃষ্ট রীতি অনুসারে পরস্পর সম্মত হইলে স্বীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত হইতে তাহাদিগকে বারণ করিও না, এই আজ্ঞা, এতদ্বারা তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাসী তাহাদিগকে উপদেশ করা যাইতেছে, ইহা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ, ঈশ্বরের জন্যও বিশুদ্ধ, ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন, তোমরা জ্ঞাত নহ। ২৩০। পূর্ণ দুই বৎসরকাল সন্তানকে স্তন্যদান মাতার কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি স্তন্যপানের কাল পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার পক্ষে এই বিধি, যে লোকের সন্তান তাহার উপর স্ত্রীর যথোচিত ভরণপোষণের ভার, কোন ব্যক্তিকে তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত ক্লেশ দেওয়া যায় না, সন্তানের জন্য মাতাকে ও পিতাকে ক্লেশ দান অবিধেয়, উত্তরাধিকারীর প্রতি ও এবম্বিধ নিয়ম, পরন্তু পিতা মাতা

পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে সন্তানকে স্তন্যপান হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিলে তাহাদিগের প্রতি অপরাধ নাই, * এবং তোমাদের যথারীতি যাহা দেয় তাহা সম্যক্ সমর্পণ করিয়া যদি তোমরা স্বীয় সন্তানগণকে দুগ্ধপান করাও (ধাত্রীযোগে) তবে তোমাদিগের প্রতি দোষ নাই, ঈশ্বরকে ভয় কর এবং জানিও তোমরা যাহা করিতেছে ঈশ্বর তাহা দর্শন করেন। ২৩১। তোমাদের মধ্যে যে সকল লোক গতাসু হইয়া স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই স্ত্রীলোকেরা চারি মাস দশ দিন কাল আপনাদিগকে প্রতীক্ষায় রাখিবে, পরে নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে তাহারা আপনাদের সম্বন্ধে যথা বিহিত যাহা করে তাহাতে তোমাদের প্রতি দোষ নাই, এবং তোমরা যাহা কর ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত আছেন †। ২৩২। নারীগণেরপ্রতি অভিলাষ তোমরা ইঙ্গিত বাক্যে প্রকাশ করিলে অথবা স্বীয় অন্তরে গোপান করিয়া রাখিলে তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নহে, পরমেশ্বর জানেন যে তোমরা

---

* যে স্থলে স্ত্রী বর্জ্জন হইয়া গেল এবং স্তন্যপায়ী সন্তান রহিল সে স্থলে মাতা দুগ্ধ দানের জন্য দুইবৎসরকাল আবদ্ধ থাকিবেন পিতা তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। পিতার অভাব হইলে সন্তানের উত্তরাধিকারী তাহার ব্যয় ভার বহন করিবেন, এবং পিতা মাতা নির্দ্দিষ্ট দুই বৎসরের পূর্ব্বে দুগ্ধ ছাড়াইতে ও সক্ষম, পিতা অন্য কাহার যোগে দুগ্ধ পান করাইয়া মাতাকে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে সম্পত্তির কোন স্বত্ব বর্জ্জন করিতে তাঁহার অধিকার নাই। (ত, শা,)

† বর্জ্জনান্তে তিন ঋতুর পর বিবাহের নির্দ্দিষ্ট কাল, স্বামীর মৃত্যু হইলে চারি মাস দশদিন প্রতীক্ষণীয়। গর্ভানুভূত না হইলে এই দুইকাল নিরূপিত, কিন্ত গর্ভ হইলে প্রসবকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষণীয়। (ত, শা,)

নিশ্চয় তাহাদিগকে স্মরণ করিবে. কিন্তু যথাবিধি উক্তি (ইঙ্গিত বাক্য) বলা ব্যতীত তাহাদিগকে গোপনে বিবাহের অঙ্গীকার জানাইবেনা এবং যে পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত সময় অতীত না হয়, উদ্বাহ বন্ধনে সমুদ্যত হইবে না, জানিও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর নিশ্চয় তাহা জ্ঞাত হন, অতএব তাঁহাকে ভয় করিও, ও জানিও সত্যই ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু *। ২৩৩। (র, ৩০)

স্ত্রীগণকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য অর্থ নির্দ্ধারণ কর নাই এমন সময়ে তোমরা তাহাদিগে বর্জ্জন করিলে তোমাদিগের পক্ষে দোষ নাই, এবং সেই বর্জিত নারীগণ সম্পন্ন হইলে তদবস্থানুসারে অথবা নির্দ্ধন হইলে তদবস্থানুসারে তাহাদিগকে ধন দান করিবে, ধন সমুচিত রূপে দেয়, হিতানুষ্ঠান কারী লোকদিগের জন্য এই বিধি। ২৩৪। এবং সংস্পর্শ করার পূর্ব্বে ও তাহাদিগের সম্বন্ধে ঔদ্বাহিক দান নির্দ্ধারণ করার পর যদি তোমরা তাহাদিগকে বর্জ্জন কর তবে স্ত্রীদিগের ক্ষমাকরা, অথবা যাহার হস্তে বিবাহ বন্ধন হয় তাহার ক্ষমাকরা ব্যতীত নির্দ্ধারিত ঔদ্বাহিক দানের আর্দ্ধাংশ (তোমাদের) দেয়, এবং তোমাদিগের ক্ষমা (নির্দ্ধারিত অর্থ নাচাহিলেও দান করা) বৈরাগ্য, তোমরা আপনাদের মধ্যে হিতসাধনে বিস্মৃত হইও না,

---

* স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া যে পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত কাল প্রতীক্ষায় থাকে সে পর্য্যন্ত কাহার উচিত নহে যে তাহার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়, অথবা বিবাহের স্পষ্ট অঙ্গীকার করে। কিন্তু অন্তরে সে এরূপ সঙ্কল্প করিতে পারে যে, সময় উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিব, অথবা অন্য লোকে প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে ইঙ্গিতে এরূপ ভাবে তাহাকে জানাইতে পারে যে, তোমাকে সকলেই প্রীতি করিবে, অথবা এরূপ বলিবে যে আমার বিবাহে ইচ্ছা আছে। (ত, শা,)

তোমরা যাহা করিতেছ নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা দর্শন করেন *। ২৩৫। তোমরা নমাজ সকলকে বিশেষতঃ মধ্যম নমাজকে রক্ষা কর, এবং ঈশ্বরের নিকটে বাধ্যভাবে দণ্ডায়মান থাক †। ২৩৬। অনন্তর যদি তোমরা (শত্রু হইতে) ভয় প্রাপ্ত হও, তবে আরোহী থাক বা পদাতিক থাক, যখন নির্ভয় হইবে তৎকালীন অজ্ঞান অবস্থায় পরমেশ্বর তোমাদিগকে যেমন শিক্ষা দিলেন তোমরা তদ্রূপ তাঁহাকে স্মরণ করিও ‡। ২৩৭। এবং তোমাদিগের মধ্যে যে সকল লোক প্রাণত্যাগ করে ও ভার্য্যাদিগকে রাখিয়া

---

* উদ্বাহ উপলক্ষে স্বামী স্ত্রীকে সম্পত্তি দান করিয়া থাকেন। এই দানকে "মহর" বলে। উদ্বাহ সময়ে, "মহর" নির্দ্ধারিত না হইলেও উদ্বাহ সিদ্ধ হয়। "মহর" অর্থাৎ ঔদ্বাহিক দান বা যৌতুক নির্দ্ধারণ পরেও হইতে পারে। যদি ঔদ্বাহিক দাননির্দ্ধারণের ও সহবাসের পূর্ব্বে স্ত্রী বর্জ্জিত হয় তবে সেই দান তাহাকে অর্পণ করিতে স্বামী বাধ্য নহে। কিন্তু কিঞ্চিৎ অর্থানুকূল্য করা উচিত। ঔদ্বাহিক দান নির্দ্ধরণের পরও সহবাসের পূর্ব্বে বর্জ্জন করা হইলে নির্দ্ধারিত দানের অর্দ্ধাংশ দিতে হইবে। কিন্তু যদি স্ত্রী ক্ষমা করে অর্থাৎ গ্রহণ করিতে না চাহে এবং যিনি বিবাহ বন্ধনও ভঙ্গ করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত তিনি ক্ষমা করেন তবে তাহা না দিলেও চলে। কিন্তু স্বামীর উহা উপেক্ষা করিয়া প্রদান করা শ্রেয়ঃ। (ত, শা,)

† দিবা রজনীর মধ্যস্থিত নমাজ মধ্যম নমাজ, উহা অসরের নমাজ অর্থাৎ আপরাহ্লিক নমাজ। এই নমাজের প্রতি দৃঢ়তা অধিক প্রয়োজন। স্ত্রী বর্জন বিধি স্থানে নমাজের বিধি হওয়ার কারণ এই যে সাংসারিক ব্যাপারে মগ্ন হইয়া লোকে ঈশ্বর পূজা ভুলিয়া যাইতে পারে, এ নিমিত্ত আপরাহ্লিক নমাজের দৃঢ়তা রক্ষা করার বিধি হইয়াছে, যেহেতু এই সময়েই সাংসারিক ব্যস্ততা অধিক হয়। (ত, শা,)

‡ সংগ্রামকালে কি পদাতিক কি আরোহী সকলের প্রতি এই উক্তিযোগে উপাসনা করার বিধি হইল। উপাসনা কেব্লাভিমুখে হউক বা না হউক তাহাতে ক্ষতি নাই। (ত, হো,)

যায় সম্বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের ভার্য্যাদিগকে গৃহের বাহির না করিয়া সম্পত্তিদান বিষয়ে নির্দ্ধারণ করা বিধেয়, যদি তাহারা বাহির হইয়া যায় তবে তাহারা নিজের সম্বন্ধে যথাবিধি যাহা করিল তজ্জন্য তোমাদের প্রতি দোষ নাই, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ *। ২৩৮। বর্জ্জিত নারীগণকে যথাবিধি ধন দান ধর্ম্মভীরু লোকদিগের সম্বন্ধে বিধি। ২৩৯। পরমেশ্বর তোমাদিগের জন্য এইরূপে প্রবচন সকল ব্যক্ত করেন যেন তোমরা জ্ঞান লাভ করিতে পার। ২৪০। (র, ৩১)

তোমরা কি দেখ নাই যে যাহারা আপন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল. তাহারা বহুসহস্র লোক ছিল, মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছিল, পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন " তোমাদের মৃত্যু হউক " অনন্তর তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন, নিশ্চয় ঈশ্বর নিশ্চয়

---

* পূর্ব্বে এই রীতি ছিল যে বিধবা হওয়ার পর নারী এক বৎসর কাল বিশেষ নিয়মে বদ্ধ থাকিতেন, জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিতেন, বেশভূষায় নিবৃত্ত থাকিতেন। মজর বংশীয়া নারী হইলে হয় তিনি স্বামীর গৃহে স্বামীর বন্ধুগণের সঙ্গে বাস করিতেন, নয় তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জন্য তথায় অন্য গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ওবর বংশীয়া হইলে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র পটমণ্ডপ স্থাপিত হইত, তিনি সম্বৎসর কাল সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না, উপজীবিকা স্বামীর বন্ধুগণ হইতে গ্রহণ করিতেন। যখন নির্দ্দিষ্ট গৃহ হইতে বাহিরে আগমন করিতেন সেইকাল হইতে জীবিকা বন্ধ হইত। যে সময় হজরত মদিনায় পদার্পণ করিলেন তখন তায়েফ নিবাসী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাঁহার পিতা মাতা ও এক স্ত্রী এবং এক পুত্র ছিল সে আপন ত্যক্ত সম্পত্তি পিতা মাতা ও পুত্রকে বিভাগ করিয়া দেয়, স্ত্রীর জন্য অংশ নির্দ্দেশ করে না। তখন স্বামীর সম্পত্তি হইতে স্ত্রীর জীবিকা প্রাপ্য ইত্যাদি বিষয়ে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

মনুষ্যের প্রতি দয়ালু, কিন্তু অধিকাংশ লোক ধন্যবাদ করে না *। ২৪১। পরমেশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, এবং জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২৪২। কে সে যে পরমেশ্বরকে উত্তম ঋণ দান করে? পরে পরমেশ্বর তাহার জন্য উহার দ্বিগুণ বহুগুণ (পুরস্কার) দান করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর (জীবিকা) সঙ্কোচ ও বিস্তৃত করেন, তাঁহার প্রতি তোমরা প্রতিগমনকারী †। ২৪৩।

মূসার পরলোকান্তে এস্রায়েল বংশীয় একদলকে কি তুমি দর্শন কর নাই? যখন তাহারা আপনাদের তত্ত্ববাহককে বলিল যে "আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর, আমরা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিব।" তত্ত্ববাহক বলিলেন যে "সত্বরই তোমাদিগের নিমিত্ত যুদ্ধ লিখিত হইবে, তাহাতে তোমরা যুদ্ধ করিবে না;" তাহারা বলিল "আমাদের এমন কি হইয়াছে যে আমরা ঈশ্বরের পথে যুদ্ধ করিব না? বস্তুতঃ আমরা আমাদের আলয় হইতে তাড়িত, সন্তানগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হই-

---

* পূর্ব্বতন কোন মণ্ডলীর কয়েক সহস্র লোক ধন সম্পত্তি লইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহারা ভয় পাইয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, মৃত্যুভয়ে ভীত হইল, দৈববলে তাহাদের বিশ্বাস হইল না। অনন্তর এক স্থানে উপনীত হওয়ার পর তাহাদের সকলের মৃত্যু হয়। সপ্তাহান্তে প্রেরিত পুরুষের আশীর্ব্বাদে তাহারা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়, তখন অনুতাপ করে। এস্থলে এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ না করিলে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। (ত, শা,)

† ঈশ্বরকে ঋণদান করার তাৎপর্য্য ধর্ম্মযুদ্ধে অর্থ ব্যয় করা। জীবিকা সঙ্কোচের অর্থাৎ দরিদ্রতার চিন্তা করিবে না, ঈশ্বরের হস্ত প্রসারিত আছে। (ত, শা,)

য়াছি;" পরে যখন তাহাদের প্রতি সংগ্রাম লিখিত হইল, তাহাদিগের অল্প কয়েক জন ব্যতীত সকলেই পশ্চাৎ পদ হইল; পরমেশ্বর দুর্ব্বৃত্তদিগকে জ্ঞাত আছেন *। ২৪৪। এবং তাহা-দিগের পেগাম্বর তাহাদিগকে বলিল " সত্যই ঈশ্বর তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা নিযুক্ত করিয়াছেন;" তাহারা বলিল " আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিরূপে হইবে, রাজত্বে তাহা অপেক্ষা আমাদের স্বত্ব অধিক, সে প্রচুর ধনৈশ্বর্য্য সম্পন্ন নহে;" তত্ত্ববাহক বলিল " ঈশ্বর তোমাদের জন্য তাহাকেই মনোনীত করিয়াছেন, জ্ঞান ও শরীর বিষয়ে তাহাকে অধিক বিস্তৃতি প্রদান করিয়াছেন, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় স্বীয় রাজ্য দান করিয়া থাকেন, ঈশ্বর উদারস্বভাব ও জ্ঞানী †। ২৪৫। এবং তাহা-

---

* মুসার পরলোকান্তে কিয়ৎকাল এস্রায়েল বংশীয় লোকের সুখের অবস্থা ছিল। পরে যখন তাঁহাদিগের চরিত্র মন্দ হইল তখন শত্রু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। জালুত নামক একজন ধর্ম্মদ্রোহী রাজা তাঁহাদের হস্ত হইতে রাজ্যের কিয়দংশ কাড়িয়া লইল ও তাঁহাদিগের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল ও অনেককে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিয়া বয়তল্‌মোকদ্দস্ নগরে আসিয়া তদানীন্তন পেগাম্বর মহাত্মা শমুয়েলের নিকটে প্রার্থনা করিল যে "আমাদের জন্য একজন ভাগ্যবান্ রাজা নিযুক্ত করুন। ভাগ্যবান্ দলপতি ব্যতীত আমরা যুদ্ধ করিতে সক্ষম নহি।" (ত, শা,)

† পূর্ব্বে তালুতের বংশীয় কোন ব্যক্তি রাজত্ব করে নাই। এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগের দৃষ্টিতে এজন্য তিনি ঘৃণিত হইলেন। তখন ঈশ্বর পেগাম্বরের হস্তে একটি যষ্টি প্রদান করিয়া আদেশ করিলেন যে এই যষ্টির অনুরূপ দীর্ঘ যাহার শরীর হইবে রাজত্বে তাহারই অধিকার। এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ববাহক স্বীয় মণ্ডলীকে বলিলেন, শারীরিক বল ও বিদ্যাবুদ্ধি যোগে কেহ রাজত্ব পাইবে না, যে ব্যক্তি এই যষ্টিতুল্য দীর্ঘকার হইবে তাহারই রাজত্ব। তালুতের কলেবর উক্ত যষ্টির অনুরূপ দীর্ঘ হইল; তিনি রাজ্য লাভ করিলেন। (ত, শা,)

দিগকে তাহাদের সংবাদবাহক বলিল "নিশ্চয় তাহার রাজত্বের লক্ষণ স্বরূপ তোমাদের নিকটে এক মঞ্জুষা উপস্থিত হইবে, তন্মধ্যে তোমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত শান্তি আছে, উহা মুসা ও হারুণের বংশোদ্ভব লোকের পরিত্যক্ত বস্তু, দেবগণ উহা বহন করিবে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে নিশ্চয় তাহাতে নিদর্শন সকল আছে *। ২৪৬। (র, ৩২) পরে যখন তালুত সসৈন্যে বহির্গত হইল, তখন সৈন্যগণকে বলিল "নিশ্চয় ঈশ্বর একটি জলপ্রণালীদ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন, যে ব্যক্তি সেই প্রণালীর জল পান করিবে সে আমার দলস্থ নহে, এবং যে ব্যক্তি স্বহস্তে গণ্ডুষ মাত্র বৈ পান করিবে না নিশ্চয় সে আমার লোক;" কিন্তু তাহাদের অল্প লোক ব্যতীত সকলেই পান করিল, অতঃপর সে ও তাহার সহচর বিশ্বাসিগণ পয়ঃপ্রণালী উত্তীর্ণ হইয়া গেল; তাহারা বলিল "জালুত ও তাহার সৈন্যের সম্মুখে উপস্থিত

---

* এস্রায়েল বংশীয়েরা এক পেটিকা প্রাপ্ত হন। সেই পেটিকায় মহাপুরুষ মুসা ও হারুণের প্রসাদ দ্রব্য সকল স্থাপিত ছিল। তাঁহারা যুদ্ধকালে দলপতির অগ্রে অগ্রে তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন ও শত্রুকে আক্রমণ করিতেন; তাহাতে ঈশ্বর শত্রুর উপর তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করিতেন। যখন তাঁহারা দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন তখন শত্রুগণ তাঁহাদিগ হইতে সেই পেটিকা কাড়িয়া লইয়া যায়। এইক্ষণ তালুত রাজা হইয়া রাত্রিকালে স্বীয় গৃহদ্বারে উহা প্রাপ্ত হন। এইরূপ সহজে মঞ্জুষা পাইবার কারণ এই যে শত্রুরাজ্যের যেস্থানে তাহা স্থাপিত ছিল সে দেশে ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়, পাঁচটি নগর সংক্রামক রোগে উৎসন্ন হইয়া যায়। উক্ত মঞ্জুষা ইহার কারণ জানিয়া শত্রুপক্ষীয় লোকেরা দুইটী বলীবর্দ্দের উপর তাহা স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেয়। কথিত আছে দুই ফেরেস্তা পেটিকাবাহী বলীবর্দ্দদ্বয়কে তাড়াইয়া তালুতের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আনিয়া উপস্থিত করে। (ত, শা,)

হইতে আমাদের ক্ষমতা নাই ?" যে সকল লোক পরমেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিল তাহারা বলিল "অনেক স্থানে ঈশ্বরের আজ্ঞায় অল্প লোক বহু লোকের উপর জয় লাভ করিয়াছে, ঈশ্বর সহিষ্ণুদিগের সহায় * । ২৪৭। যখন তাহারা জালুত ও তাহার সৈন্যগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন বলিল "হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ধৈর্য্য দান কর ও আমাদের চরণ দৃঢ় কর এবং কাফেরদিগের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর। ২৪৮। অনন্তর ঈশ্বরের আজ্ঞায় তাহারা কাফেরদিগকে পরাস্ত করিল, ও দাউদ জালুতকে বধ করিল, এবং ঈশ্বর তাহাকে রাজ্য ও বিচক্ষণতা প্রদান করিলেন, সে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল তিনি তাহাকে তাহা শিক্ষা দিলেন ; যদি ঈশ্বর মানব মণ্ডলীর এক দল দ্বারা অন্যদলকে দূর না করিতেন নিশ্চয় পৃথিবী উৎসন্ন হইত, কিন্তু ঈশ্বর জগদ্বাসীদিগের প্রতি সদয় † ২৪৯।

---

* সমুদায় লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তালুতের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তালুত নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে যাহারা নির্ভীক যুবক তাহারাই আমার সঙ্গে রণক্ষেত্রে যাইতে পারিবে। সেরূপ অশিতি সহস্র লোক যাত্রা করিল। তালুত পথে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। এক দিন জল পাওয়া গেল না, পরে এক জলপ্রণালীর নিকটে তিনি সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন যে এই প্রণালী হইতে যে ব্যক্তি এক গণ্ডুষের অধিক জল পান করিবে সে আমার দলস্থ লোক নহে, সে আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না। তিন শত তের জন লোকমাত্র পান করিল না, অন্য সকলেই স্বেচ্ছানুসারে জলপান করিয়া দলচ্যুত হইল। (ত, শা,)

† তিন শত তের জন সেনার মধ্যে মহাপুরুষ দাউদ ও তাঁহার পিতা এবং তাঁহার ছয় ভ্রাতা ছিলেন। দাউদ তিন খণ্ড প্রস্তর কুড়াইয়া সঙ্গে আনিয়া ছিলেন। উভয় দলে সমরসজ্জা হইলে জালুত স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া বলিল "তোমা-

এসকল ঐশ্বরিক বচন তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ) আমি সত্য রূপে পাঠ করিতেছি, নিশ্চয় তুমি পেগাম্বরদিগের এক জন। ২৫০।

এই সকল প্রেরিত পুরুষ, ইহাদের মধ্যে এক জনের উপর অন্য জনকে আমি শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছি, * কাহার কাহার সঙ্গে ঈশ্বর কথা বলিয়াছেন, † ও ইহাদের কাহার পদ উন্নত করিয়াছেন, এবং আমি মরিয়মের পুত্র ঈসাকে অলৌকিকতা

দের সকলের জন্য একাকী আমি উপস্থিত, আমার সম্মুখীন হইতে থাক। তখন পেগাম্বর দাউদের পিতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে "তুমি তোমার পুত্রগণকে আমার সম্মুখে আনায়ন কর।" দাউদের পিতা দাউদকে প্রদর্শন না করিয়া তাঁহার ছয় ভ্রাতাকে আনিয়া দেখাইলেন। দাউদের ভ্রাতৃগণ দৃঢ়োন্নত বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। দাউদ পশুপাল চরাইতেন, তাঁহার কলেবর বীর পুরুষোচিত ছিল না। পরে প্রেরিত পুরুষ দাউদকে সাক্ষাতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জালুতকে পরাস্ত করিতে পারিবে?" তিনি বলিলেন "হাঁ, পারিব।" অতঃপর দাউদ জালুতের সম্মুখে যাইয়া সেই তিন প্রস্তর দ্বারা কৌশল পূর্ব্বক তাহাকে এরূপ আঘাত করিলেন যে তাহাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। এই ঘটনার পর তালুত দাউদকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তালুতের মৃত্যুর পরে দাউদ রাজা হন। অজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকে যে যুদ্ধ করা পেগাম্বরদিগের কার্য্য নহে। এই ইতিহাস দ্বারা জানা যায় যে ধর্ম্মযুদ্ধ পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল ধর্ম্ম যুদ্ধ না থাকিলে অত্যাচারী লোকেরা দেশ ছাড় খাড় করিত। [ত, শা,]

* ঈশ্বর কোন তত্ত্ববাহককে মণ্ডলী বিশেষের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, কাহাকে বা মানবজাতি সাধারণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ববাহক অপেক্ষা শেষোক্ত তত্ত্ববাহকের শ্রেষ্ঠতা আছে। (ত, হো,)

† হজরত আদম ও হজরত মুসা এবং হজরত মোহম্মদের সঙ্গে পরমেশ্বর কথা বলিয়াছিলেন। (ঐ)

দানে ও পবিত্রাত্মা যোগে সাহায্য করিয়াছি, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে সেই প্রেরিত পুরুষ দিগের অন্তে যাহারা ছিল তাহারা স্পষ্ট নিদর্শন সকল প্রাপ্তির পর পরস্পর বিবাদ করিত না, কিন্তু বিরোধ করিল * অতঃপর তাহাদিগের কেহ ধর্ম্মবিশ্বাসী হইল ও তাহাদের কেহ ধর্ম্মদ্রোহী হইল, কিন্তু ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহা করেন। ২৫১। (র, ৩৩)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, আমি তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছি, যে দিবস ক্রয় বিক্রয়, বন্ধুতা ও অনুরোধ থাকিবেনা সেই দিন আসিবার পূর্ব্বে তাহা ব্যয় কর, যাহারা কাফের তাহারাই অত্যাচারী। ২৫২।

পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি জীবন্ত অটল, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রা দ্বারা আক্রান্ত নন, দ্যুলোকে ভূলোকে যাহা আছে তাহা তাঁহার, কে আছে যে তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার নিকটে শফায়ত (পাপীর পাপ মুক্তির জন্য অনুরোধ) করে, লোকের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে তিনি তাহা জানেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তদতিরিক্ত তাঁহার জ্ঞানের কোন বিষয়ে মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে না, তাঁহার সিংহাসন ভূলোক ও দ্যুলোককে অধিকার করিয়াছে এবং এ এতদুইয়ের সংরক্ষণ তাঁহার প্রতি ভারবহ নহে, তিনি উন্নত ও মাহান্। ২৫৩। ধর্ম্মের জন্য বল প্রয়োগ নাই, নিশ্চয় পথ ভ্রান্তির পর পথ প্রকাশ পাইয়াছে, অতঃপর যে ব্যক্তি প্রতিমার প্রতি বিমুখ হইয়া পরমেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিবে নিশ্চয় সে দৃঢ় অবলম্বনকে ধারণ করিবে,

---

* ঈসায়ী ও য়িহুদী লোকেরা সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বিরোধ করিয়াছে। (ত, হো,)

তাহা ছিন্ন হইবে না, ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২৫৪। পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের নেতা, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যান। ২৫৫। যাহারা কাফের প্রতিমা তাহাদিগের নেতা, (প্রতিমা) তাহাদিগকে জ্যোতি হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়, তাহারা নরকাগ্নির অধিবাসী, তথায় তাহারা সর্ব্বদা বাস করিবে। ২৫৬। (র, ৩৪)

তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ব্যক্তি এব্রাহিমের সঙ্গে তাহার ঈশ্বর সম্বন্ধে বিবাদ করিয়াছিল? তাহাকে ঈশ্বর রাজত্ব দিয়াছিলেন; যখন এব্রাহিম বলিল "যিনি আমার ঈশ্বর তিনি জীবন দান ও সংহার করেন;" রাজা বলিল "আমি জীবন রক্ষা করি ও বধ করিয়া থাকি;" এব্রাহিম বিলল "নিশ্চয় ঈশ্বর সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক্ হইতে আনয়ন করেন, তবে তুমি তাহাকে পশ্চিমদিক্ হইতে লইয়া আইস, অতঃপর ঈশ্বরদ্রোহী রাজা পরাস্ত হইল, ঈশ্বর অত্যাচারী লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না *। ২৫৭। অথবা যেমন সেই ব্যক্তি কোন গ্রামে উপস্থিত

---

* নম্রুদ নামক এক ঈশ্বরদ্রোহী রাজা ছিল, সেই রাজা রাজ্যৈশ্বর্য্যের অহ-ঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। প্রজাগণ তাহাকে বা তাহার প্রতিমূর্ত্তিকে ঈশ্বর ভাবে পূজা করিত। এব্রাহিম তাহার প্রজা ছিলেন, অথচ তাহাকে সেরূপ পূজা করেন নাই। রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে আমি আমার ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে পূজা করি না।" রাজা বলিল "আমিই ঈশ্বর।" এব্রাহিম উত্তর করিলেন "আমি রাজাকে ঈশ্বর বলি না, তিনিই ঈশ্বর যিনি প্রাণ দান ও প্রাণ সংহার করিতে পারেন।" তখন রাজা দুইজন কারা বাসীকে কারাগার হইতে আনয়ন করিল, তাহার একজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল তাহাকে মুক্তি

হইয়াছিল, সেই গ্রাম গৃহ ছাদের উপর পতিত ছিল* সে বলিল "ঈশ্বর এই গ্রামকে কি প্রকারে ইহার বিনাশের পর সজীব করিবেন ;" অনন্তর পরমেশ্বর তাহাকে শত বৎসর জীবন শূন্য রাখিয়া জীবন দান করিলেন ; কত বিলম্ব হইল ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "একদিন কিম্বা এ দিনের অধিক ;" ঈশ্বর বলিলেন "বরং তুমি একশত বৎসর বিলম্ব করিয়াছ, অতঃপর তোমার অন্ন জলের প্রতি দৃষ্টি কর তাহা বিকৃত হয় নাই, ও তোমার গর্দ্দভের প্রতি দৃষ্টি কর, আমি মানববৃন্দের জন্য তোমাকে নিদর্শন করিব, দেখ (গর্দ্দভের) অস্থি সকলকে আমি কিরূপ সঞ্চালন করিতেছি, এবং পরে সেই সকলকে মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছি ;" অনন্তর যখন তাহার নিকটে তাহা প্রকাশিত হইল তখন সে বলিল "নিশ্চয় জ্ঞাত হইলাম ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতা শালী" † । ২৫৮ ।

দিল, অপর ব্যক্তি কিয়দ্দিনের জন্য বন্দী হইয়াছিল তাহার শিরশ্ছেদন করিল। তখন এব্রাহিম সূর্য্যের প্রসঙ্গ করিয়া নমরুদকে নিরুত্তর করিলেন। (ত, শা,)

* গৃহ, ছাদের উপর পতিত হওয়ার অর্থ, প্রথমে ছাদ পড়িয়া যায় পরে গৃহের প্রাচীরাদি পতিত হয়। (ত, হো,)

† যাহার সম্বন্ধে এই ঘটনা হইয়াছিল তিনি আজিজ নামক প্রেরিত পুরুষ। নোজ্জত নসর নামক একজন কাফের রাজা ছিল। সেই রাজা এস্রায়েল বংশীয় লোকের উপর জয় লাভ করিয়া বয়তোল্ মোকদ্দস্ নগর ধ্বংস করিয়াছিল। বয়তোল্ মোকদ্দস্ নগরই উল্লিখিত গ্রাম। নোজ্জত নসর বয়তোল্ মোকদ্দস্ নিবাসী এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার কিয়ৎকাল পরে হজরত আজিজ তথায় উপস্থিত হন। তিনি নগরের অবস্থা দেখিয়া বলিয়া ছিলেন যে "এস্থানে আর কেমন করিয়া বসতি হইবে।" তখন সেই স্থানেই

এবং যখন এব্রাহিম বলিল "হে আমার ঈশ্বর, তুমি কি প্রকারে মৃতকে জীবিত কর আমারে দেখাও;" পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বিশ্বাস কর না?" এব্রাহিম বলিল "হাঁ (বিশ্বাস করি) কিন্তু আমার মনের প্রবোধ হউক;" ঈশ্বর বলিলেন "চারিটি পক্ষী গ্রহণ কর, তৎপর নিজের নিকটে তাহাদিগকে চিনিয়া লও, পরে সেই সমস্ত পক্ষীর মাংস খণ্ড সকল প্রত্যেক পর্ব্বতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট চলিয়া আসিবে, জানিও ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ * । ২৫৯। (র, ৩৫)

যেমন একটি শস্য বীজ সাতটি শস্য মঞ্জরী উৎপাদন করে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্য উৎপন্ন হয়, পরমেশ্বরের জন্য যাহারা স্বীয় সম্পত্তি ব্যয় করে তাহাদের অবস্থা তদ্রূপ, যাহাকে ইচ্ছা হয় ঈশ্বর দ্বিগুণ প্রদান করেন, ঈশ্বর দাতা ও জ্ঞাতা। ২৬০।

তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে তিনি শত বৎসর অন্তে পুনর্ব্বার জীবিত হন। তৎকালে তাঁহার পানীয় ও খাদ্য দ্রব্য তাঁহার নিকটে পূর্ব্ববস্থায় স্থাপিত ছিল, আরোহণের গর্দ্দভটি মরিয়া অস্থিতে পরিণত হইয়াছিল, তখন তাহা তাঁহার সাক্ষাতে জীবিত হইল। সেই এক শত বৎসরের মধ্যে এস্রায়েল জাতি মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার উক্ত নগরে আসিয়া বসতি করিয়াছিল। আজিজ জীবিত হইয়া নগর জনাকীর্ণ দেখিলেন। (ত, শা,)

* ময়ূর কুক্কুট, কাক, পা'াবত এই চারি পক্ষী আনীত হইয়াছিল। এ সকলকে মারিয়া এক পর্ব্বতে সমুদায়ের মস্তক, অপর পর্ব্বতে পালক, অন্য পর্ব্বতের উপর ৬৮, আর এক পর্ব্বতের উপর অপর অঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিয়া প্রথমোক্ত পক্ষীকে আহ্বান করিলে তাহার মস্তক শূন্যে উত্থিত হইল, তৎপর তাহার বক্ষ, ডানা ও পালক ইত্যাদি দ্রুতবেগে আসিয়া তাহাতে সংলগ্ন হইল। অপর তিন পক্ষীর সম্বন্ধে ও এরূপ ঘটিল। (ত, শা,)

যাহারা ঈশ্বরের পথে আপনাদের ধন দান করিয়া প্রদত্ত ধনের উপকার স্থাপনের অনুসরণ করে না, * ও গ্রহীতাদিগকে ক্লেশ দেয় না, † ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের পুরস্কার আছে, তাহাদিগের ভয় নাই, তাহারা সন্তাপিত হইবে না ।২৬১। দান করিয়া ক্লেশ প্রদানের অনুসরণ করা অপেক্ষা কোমল কথা বলা ও ক্ষমা করা শ্রেয়ঃ, ঈশ্বর নিরাকাঙ্ক্ষ ও প্রশান্ত। ২৬২। হে বিশ্বাসী লোক সকল, উপকার স্থাপন ও ক্লেশ দান করিয়া তোমাদিগের ধর্ম্মার্থ দানকে বিনষ্ট করিও না, যে ব্যক্তি লোক প্রদর্শনের জন্য স্বীয় ধন দান করে, পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস

ময়ূর প্রভৃতি চারিটি পক্ষী হত্যাকরার তাৎপর্য্য সাধনান্তে চারিটি কুপ্রবৃত্তিকে বলিদান করিয়া নিত্য জীবন লাভ করা। ময়ূর সৌন্দর্য্যবিকাশ ও বেশ বিন্যাসের আলয়, তাহার মস্তকচ্ছেদন কর, অর্থাৎ বাহ্যিক চাকচিক্য প্রকাশে নিবৃত্ত থাক। কুক্কুট কামাসক্ত তাহাকে ছেদন কর, অর্থাৎ আপনাকে কামবন্ধন হইতে মুক্ত কর। কাক লোভী তাহার শিরশ্ছেদন কর, অর্থাৎ লোভ ও কামনাবিসর্জ্জন দেও, কপোত আসঙ্গলিপ্সু, তাহার কণ্ঠ ছিন্ন কর, ইহার অর্থ লোকসহবাসের আসক্তি পরিত্যাগ কর। অপিচ দেহস্থিত অনলানিলমৃৎসলিল এই চতুর্ভূতের চতুর্ব্বিধ বিকার। সেই বিকার সকলকে সাধনাস্ত্রে ছিন্ন করিতে হইবে। অনলের বিকার অহঙ্কার, অনিলের বিকার কামাসক্তি, মৃত্তিকার বিকার মলিনতা, সলিলের বিকার লোভ। ঈশ্বরের জন্য এই চারি শারীরিক ভাবের কণ্ঠ ছেদন কর, পরে চারিকে বিশ্বাস প্রেম জ্ঞানেতে জীবিত কর। (ত, হো,)

* উপকার স্থাপন করার অর্থ উপকার করিবার জন্য দান গ্রহীতাকে ঋণী করা। দীন দরিদ্রের উপর উপকার স্থাপন করিলে দানের আর পুরস্কার কি? অপিচ ধনে ঈশ্বরের স্বত্ব, ধনী ধনবাহক বৈ নহে, গ্রহীতা ধনাধিকারীর নিকটে ঋণী থাকিবে, ধনবাহকের নিকটে নহে। (ত, হো,)

† ক্লেশ দান, অর্থাৎ দান করিবার সময় দীন ভিক্ষুক দিগকে কটূক্তি ও তাড়না করা। (ত, হো,)

রাখে না সে মৃত্তিকাবৃত কঠিন প্রস্তরের ন্যায়, যেমন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়া তাহাকে মৃন্মুক্ত করিয়া ফেলে, তদ্রূপ দান প্রদর্শকগণ যাহা করে তাহারা তাহার কিছুরই উপর অধিকার রাখে না, ঈশ্বর ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না *। ২৬৩। যাহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য এবং আপন অন্তরের বিশ্বাসের জন্য দান করে তাহারা উচ্চভূমিস্থিত উদ্যানের ন্যায়, যথা সেই উদ্যানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া তাহার দ্বিগুণ ফল উৎপাদন করিল, পরন্তু যদি তাহাতে বৃষ্টিপাত নাও হয় শিশির বিন্দুতে উপকার হইয়া থাকে, তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর দেখিতেছেন †। ২৬৪।

কেহ কি ইহা ভাল বাসে যে তাহার জন্য দ্রাক্ষা ও খোর্ম্মা ফলের উদ্যান হয়, ও তাহার ভিতর দিয়া জল প্রণালী প্রবাহিত থাকে, এবং তাহার জন্য সেই উদ্যানে ফল জন্মে ও

---

* উপরের দৃষ্টান্তে ধর্ম্মার্থ দানের পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে। যথা একটি বীজ বপন করিলে সাতটি মঞ্জরী জন্মে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্য উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। এই প্রবচনের দৃষ্টান্তে দানের সাত্ত্বিকতার আবশ্যকতা বিবৃত হইয়াছে। প্রদর্শনের অনুরোধে দান করা, না, যেমন অল্প মৃত্তিকাবৃত প্রস্তরের উপর বীজ বপন করা, বারিবর্ষণে সেই মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায়, বীজ অঙ্কুরিত হয় না। (ত, শা,)

† বৃষ্টিপাত অর্থে অধিক ধন দান, শিশির পাত অর্থে অল্প দান। শুদ্ধ সঙ্কল্প হইয়া দান করিলে বহু দানের বহু ফল হয়, অল্প দানের অল্প ফল হইয়া থাকে। যেমন উৎকৃষ্ট ভূমিতে ঈশ্বর বারিবর্ষণ করিলেও উপকার হয়, শিশিরপাতেও উপকার হয়। শুদ্ধসঙ্কল্পবিহীন হইয়া যত অধিক ব্যয় করা যায় তত ক্ষতি। কেননা তদবস্থায় অধিক ধন দান করিলে দান প্রদর্শনও অধিক হয়। যেমন মৃত্তিকাবৃত প্রস্তরগত বীজের উপর যত অধিক বারি বর্ষণ হয় তত মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায়। (ত, হো,)

সে বৃদ্ধত্ব লাভ করে এবং তাহার সন্তানগণ দুর্ব্বল হয়, অতঃপর এই অবস্থায় সেই উদ্যানে অগ্নি সহ বাতাবর্ত্ত আসিয়া প্রবেশ করে ও উদ্যান দগ্ধ হইয়া যায়? এইরূপ ঈশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল ব্যক্ত করেন, আশা যে তোমরা চিন্তা করিবে *। ২৬৫। (র, ৩৬)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের উপার্জ্জিত যে ধন বিশুদ্ধ, ও আমি তোমাদের জন্য ক্ষেত্র হইতে যাহা উৎপাদন করি তাহা দান করিও, মন্দ বস্তু দান করিতে সঙ্কল্প করিও না; প্রকৃতপক্ষে তৎপ্রতি নয়ন মুদ্রিত করা ব্যতীত তোমরা গ্রহণকারী নহ, জানিও পরমেশ্বর নিষ্কাম ও প্রশংসিত †। ২৬৬।

---

* যৌবন কালে কেহ উদ্যান লাভ করিয়া মনে করিল যে বৃদ্ধ কালে তাহা দ্বারা উপকার লাভ করিবে। কিন্তু সেই সময় তাহা দগ্ধ হইল। উপকার স্থাপনকারী দাতাদিগের অবস্থা এইরূপ; পরিণামে তাহাদের দানের ফল বিনষ্ট হয়। (ত, হো,)

† অনেক সদাশয় দয়াবান্ লোক খোর্ম্মা ফলের সময়ে সুপক্ক উত্তম খোর্ম্মা পুঞ্জ বিদেশাগত দীন দরিদ্র লোকেরা ভক্ষণ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে লোকের অগোচরে মস্‌জেদের প্রান্তে রাখিয়া দিতেন। এক দিন এক জন বিষয়াসক্ত ধনবান্ লোক কতকগুলি খোর্ম্মা ফল অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থে ক্রয় করিয়া প্রকাশ্যে আনয়ন পূর্ব্বক সেই সকল বিশুদ্ধ খোর্ম্মার সঙ্গে মিশাইয়া রাখিয়াছিল। ঈশ্বর এই দানকে অবিশুদ্ধ দান বলিলেন, বিশুদ্ধ বস্তু দান করিতে আদেশ করিলেন। (ত, হো,)

দান গৃহীত হওয়ার সত্ত্ব এই যে যে বস্তু বৈধ তাহা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দান করিবে, অবৈধ বস্তু দিবে না। "তৎপ্রতি নয়ন মুদ্রিত করা ব্যতীত তোমরা তাহার গ্রহণকারী নহ।" ইহার অর্থ বাধ্য না হইয়া তোমরা অবিশুদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিবে না, কেন না ঈশ্বর নিষ্কাম, তাঁহার কামনা না নাই; তিনি প্রশংসিত, অর্থাৎ উত্তম, উত্তম উত্তমকেই মনোনীত করেন। (ত, শা,)

শয়তান তোমাদের সঙ্গে দরিদ্রতার কথা বলে ও গর্হিত কর্ম্মে আদেশ করিয়া থাকে, এবং ঈশ্বর ক্ষমা করিতে ও সম্পদ্ দানে তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেন; ঈশ্বর প্রমুক্তস্বভাব ও জ্ঞানী *। ২৬৭। যাহাকে ইচ্ছা হয় তিনি জ্ঞান প্রদান করেন ও যাহার প্রতি জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে নিশ্চয় তাহাকে বহু কল্যাণ দেওয়া গিয়াছে, জ্ঞানবান্ লোক ব্যতীত কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না। ২৬৮। তুমি যাহা ধর্ম্মার্থদান করিয়াছ অথবা কোন সৎ কার্য্যে সঙ্কল্প করিয়াছ, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জানেন, কুক্রিয়াশীল লোকদিগের সাহায্যকারী নাই †। ২৬৯। দান প্রকাশ করিলে উত্তম ‡ যদি গোপনে দীন দরিদ্রদিগকে দান কর তাহাও তোমাদের জন্য অতি উত্তম, এবং ইহা তোমাদের অনেক পাপ দূর করিয়া থাকে, তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অবগত। ২৭০। এই সকল লোকের উপদেশ (হে মোহম্মদ) তোমার জন্য অপ্রয়োজন, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে

---

* যখন মনে এরূপ চিন্তা উপস্থিত হয় যে ধন দান করিলে আমি দরিদ্র হইয়া যাইব, ও গর্হিত কার্য্যে সাহস হয় এবং ঈশ্বরের উত্তেজনা বাক্য শুনিয়া ও দান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ পায়, তখন জানিও এই ভাব শয়তানের নিকট হইতে আসিয়াছে, এবং যখন মনে এরূপ ভাব হয় যে দান করিলে পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হইবে, তাঁহার নিকটে কোন অভাব নাই চাহিলেই পাওয়া যাইবে, তখন জানিও এই ভাব ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে। (ত, শা,)

† কোন সঙ্কল্প করিলে তাহা পূর্ণ করা বিধি। সঙ্কল্প ভঙ্গ করিলে অপরাধী হইতে হয়। সঙ্কল্প ঈশ্বরোদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছুর সম্বন্ধে সঙ্গত নহে। এই মাত্র বলিবে যে আমি ঈশ্বরের জন্য অমুককে দান করিব। (ত, শা)

‡ প্রকাশ্য দানে অন্য লোকের উৎসাহ হয় এই জন্য উত্তম। (ত, শা,)

ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ও তোমরা যাহা সঞ্চয় কর তাহা তোমাদের হিতের নিমিত্ত হয়, পরমেশ্বরের আনন উদ্দেশ্য না করিয়া তোমরা দান করিও না, তোমরা যে শুভ দান করিবে তাহা তোমাদের নিকটে প্রেরিত হইবে, তোমরা উৎপীড়িত হইবে না। ২৭১। এই সকল দীন হীনের জন্য, (দান বিধেয়) যাহারা ঈশ্বরের পথে বদ্ধ হইয়াছে, স্থান পর্য্যটন করিতে পারে না; ধনাকাঙ্ক্ষা করে না বলিয়া ধনী লোকেরা যাহাদিগকে মূর্খ মনে করে, তুমি (হে মোহম্মদ) তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিতেছ, তাহারা ব্যগ্র হইয়া লোকের নিকট প্রার্থনা করে না; তোমরা যে ধন দান কর ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন *। ২৭২। (র, ৩৭) যে সকল লোক দিবা রজনী প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় ধন দান করে তাহাদের জন্য তাহাদের ঈশ্বরের নিকটে পুরস্কার আছে; তাহাদিগের ভয় নাই, তাহারা সন্তাপিত হইবে না। ২৭৩।

যাহাদিগকে শয়তান আক্রমণ করিয়া মতিচ্ছন্ন করিয়াছে কুসীদগ্রাহী লোকেরা তাহাদিগের অনুরূপ বৈ নহে; কুসীদ-গ্রাহীরা বলিয়া থাকে যে বাণিজ্য কুসীদগ্রহণ সদৃশ বৈ নহে, এজন্য কুসীদগ্রহণ হয়; কিন্তু ঈশ্বর বাণিজ্যকে বৈধ ও সুদগ্রহণকে অবৈধ (নির্দ্ধারণ) করিয়াছেন; এতএব যে স্বীয় ঈশ্বর হইতে

---

* যাহারা ঈশ্বরের পথে বদ্ধ রহিয়াছেন, উপার্জ্জন করিতে পারেন না, স্বীয় অভাব প্রকাশ করেন না। যথা হজরতের অনুবর্ত্তিগণ স্বীয় উদ্যান গৃহ অট্টালিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হজরতের সহবাসে থাকিয়া জ্ঞান লাভ ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এবং এইক্ষণও যাঁহারা কোরাণ অভ্যাস, ধর্ম্ম সাধনায় রত, এমন লোকদিগকে দান করিলে বিশেষ পুণ্য হয়। (ত, শা,)

উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে সে এ কার্য্যে বিরত থাকিবে ; যাহা গত হইয়াছে তাহা তাহার, এবং তাহার কার্য্য ঈশ্বরেতে (সমর্পিত,) কিন্তু যাহারা পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহারা নরকাগ্নির নিবাসী, তথায় সর্ব্বদা বাস করিবে * । ২৭৪ ।

পরমেশ্বর সুদকে (সুদের মুদ্রা দ্বারা কৃত সৎকর্ম্মকে) বি[illegible] করেন দানকে গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন, ঈশ্বর অপরাধী কাফের-দিগকে প্রেম করেন না † ।২৭৫। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে এবং ধর্ম্মার্থ দান করিয়াছে তাহাদের পরমেশ্বরের নিকট তাহাদিগের পুরস্কার আছে, তাহাদের ভয় নাই, তাহারা সন্তাপিত হইবে না। ২৭৬। হে বিশ্বাসী লোক সকল, পরমেশ্বরকে ভয় কর, যদি তোমরা

---

* হজরত মোহম্মদ যে দিবস মক্কা জয় করেন সেই দিবস সুদ গ্রহণের অবৈধতার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। ওমর বংশীয় ও মগয়রা ও মখ্‌জমী বংশীয় লোকদিগের মধ্যে সুদের আদান প্রদান চলিতেছিল। ওমর পরিবারের লোকেরা এই ভাবে সন্ধি স্থাপন করিল যে অন্য লোকের নিকট তাহাদের সুদ গ্রহণ স্থির রহিল, তাহাদের নিকটে অন্যের সুদ গ্রহণ রহিত হইল। সুদ দানে মগয়রা পরিবারের অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। তাহারা এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল যে আমরা কি দুর্ভাগ্য ! সকল লোকের সম্বন্ধে কুসীদের সম্বন্ধ রহিত হইল, আমরা এখন ও এই বিপদে আক্রান্ত রহিলাম। অনন্তর তাহারা মক্কার শাসনকর্ত্তা অত্তাবের নিকট এ বিষয় নিবেদন করে। অত্তাব এই ব্যাপার হজরতকে লিখিয়া জানান। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় (ত, হো)

† সুদ গ্রহণে ধন অধিক সঞ্চিত হউক না কেন পরিণামে তাহা দুঃখের কারণ হয়। ইব্‌ন আব্বাস্ বলিয়াছেন যে সেই ধন হইতে যাহা দান করা যায়, বা অন্য কোন সৎকর্ম্ম করা হয়, তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হয় না। সে কার্য্য সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। (ত, হো)

বিশ্বাসী হইয়া থাক তবে সুদের যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা গ্রহণ করিও না। ২৭৭। অনন্তর যদি তোমরা ইহা না কর (নিবৃত্ত না হও) তবে ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিবাদ, ইহা অবগত হইও; নিবৃত্ত হইলে তোমাদের জন্য মূল ধন রহিল, তোমরা উৎপীড়ন করিও না, উৎপীড়িত হইবে না। ২৭৮। অধমর্ণ রিক্তহস্ত হইলে অর্থাগম পর্য্যন্ত প্রতীক্ষণীয়, যদি (তোমাদের) জ্ঞান থাকে তাহাকে দান করিলে তোমাদের পক্ষে মঙ্গল *। ২৭৯। যে দিবস তোমরা ঈশ্বরের নিকট প্রতিগমন করিবে সেই দিনকে ভয় কর, যে সকল লোক যে যে সৎকর্ম্ম করিতেছে তাহাদের প্রতি পূর্ণ প্রদত্ত হইবে, তাহারা উৎপীড়িত হইবে না। ২৮০। (র, ৩৮)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, যখন তোমরা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঋণদানে পরস্পর কার্য্য করিবে তখন তাহা লিখিয়া লইবে, এবং তোমাদের মধ্যে লেখকের উচিত যে ন্যায্যরূপে লিখে এবং ঈশ্বর যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন লেখক তদ্রূপ লিখিতে অসম্মত

---

* ২৭৮ সংখ্যক আয়ত অবতীর্ণ হইলে ওমর বংশীয় লোকেরা বলিল যে "ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিবাদ করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই" তাহারা প্রাপ্য সুদ পরিত্যাগ করিয়া মূল ধন গ্রহণেই সম্মত হইল, কিন্তু মঘয়রা বংশীয় লোকেরা দরিদ্রতা বশতঃ মূলধন দিতে কিছু দিনের জন্য অবসর প্রার্থনা করিল। ওমর বংশীয়েরা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সত্বর মুদ্রা আদায়ের নিমিত্ত পীড়া পীড়ি করিতে লাগিল। তাহাতে অর্থাগম পর্য্যন্ত প্রতীক্ষণীয় এই ভাবের আয়ত অবতীর্ণ হয়। "যদি জ্ঞান থাকে" বাক্যে ঐহিক পারত্রিক কুশল সম্বন্ধে যদি জ্ঞান থাকে বুঝিতে হইবে। (ত, হো)

হইবে না, লিখিবে ; যাহার স্বত্ব সে লিখিবার বিবরণ বলিয়া দিবে, এবং তাহার উচিত যে স্বীয় প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করে, এবং সেই ঋণের কিছু ক্ষতি না করে পরন্তু যাহার স্বত্ব সে যদি অবোধ কিম্বা দুর্ব্বল অথবা পাণ্ডুলিপি করিতে অক্ষম হয় তবে একজন কার্য্যকারক ন্যায্যরূপে বিবরণ লিখিবে, দুইজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে, দুইজন পুরুষের অভাব হইলে একজন পুরুষও তোমাদের মনোনীত এমন দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষী যথেষ্ট ; যদি এক স্ত্রী বিস্মৃত হয় অন্য স্ত্রী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে, এবং সাক্ষিগণ আহুত হইলে অস্বীকার করিবে না ; তাহা (ঋণ-পত্র) ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক কিছু সময় পর্য্যন্ত লিখিতে অবসন্ন হইবে না, এই লিখা ঈশ্বরের নিকট অতিশয় ন্যায্য এবং সাক্ষ্যের নিমিত্ত সুদৃঢ়, ইহা তোমাদের প্রায় সন্দেহের যোগ্য নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় ব্যবসায় যাহাতে হস্তে হস্তে আদান প্রদান হয়, তাহাতে লেখা না হইলে তদ্বিষয়ে তোমাদের দোষ নাই, ক্রয় বিক্রয় কালে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে ও সাক্ষীকে কষ্ট দিবে না। ২৮১। তাহা করিলে নিশ্চয় তোমাদের অপরাধ ; ঈশ্বরকে ভয় করিও, পরমেশ্বর তোমাদিগকে শিক্ষা দান করেন ও পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ২৮২। যদি তোমরা দেশ পর্য্যটনে থাক ও লেখক প্রাপ্ত না হও তবে বন্ধক হস্তগত করা উচিত ; পরন্তু তোমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিলে যে ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন হইয়াছে আপনার গচ্ছিত ধন তাহার পরিশোধ করা বিধেয় ; আপন প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করা উচিত, সাক্ষ্য গোপন করিও না, যে ব্যক্তি তাহা গোপন করে নিশ্চয় তাহার মন অপরাধী, তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অবগত। ২৮৩। (র, ৩৯)

দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের এবং

তোমাদের অন্তরের বিষয় যদ্যপি প্রকাশ কর কিম্বা গোপন কর নিশ্চয় তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বর হিসাব গ্রহণ করিবেন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিয়া থাকেন; ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ২৮৪। প্রেরিত পুরুষ তাহার প্রতিপালক ঈশ্বরের নিকট হইতে তৎপ্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিয়াছে এবং সমুদায় বিশ্বাসী লোক ঈশ্বরকে, তাঁহার দেবলোককে ও তাঁহার পুস্তক সকলকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণকে বিশ্বাস করিয়াছে, এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে প্রভেদ করে নাই এবং তাহারা বলিয়াছে যে "আমরা শ্রবণ মাত্র আজ্ঞা পালন করিলাম হে ঈশ্বর তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি তোমার নিকট আমাদিগের প্রতিগমন।" ২৮৫। ঈশ্বর কাহাকে তাহার শক্তির অতিরিক্ত ক্লেশ দান করেন না; সে যে কার্য্য করিয়াছে তাহা তাহার জন্য সে যে কার্য্য করিয়াছে তাহা তাহার উপর, (তাহারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা বিস্মৃত হইলে কিম্বা দোষ করিয়া থাকিলে তুমি আমাদিগকে আক্রমণ করিও না; হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর সেরূপ গুরুভার স্থাপন করিও না যদ্রূপ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের উপর স্থাপন করিয়াছ; হে আমাদের প্রতিপালক, যাহা আমরা সহ্য করিতে অক্ষম তাহা আমাদের উপর অর্পণ করিও না, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদিগকে মার্জ্জনা কর, আমাদিগকে দয়া কর, তুমি আমাদের প্রভু অতএব ধর্ম্মদ্রোহী দলের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর। ২৮৬। (র, ৪০)

সুরা আলো এম্রাণ। *

—:(০):—

তৃতীয় অধ্যায়।

২০০ আয়ত, ২০ রকু।

(দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি)। ১। সেই পরমেশ্বর, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই; তিনি জীবন্ত, অটল। ২। তিনি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ) সত্য গ্রন্থ

---

* কয়েকজন ঈসায়ী মদিনায় আগমন করিয়া হজ্রত মোহম্মদের সঙ্গে মহাত্মা ঈসার বিষয়ে বিচার করিতে চাহিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়ার পর হজ্রত তাঁহাদিগকে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলেন "আমরা এস্লাম ধর্ম্মের বসনে আচ্ছাদিত আছি, ঐশ্বরিক ধর্ম্মের অবতংস কর্ণে ধারণ করিয়াছি।" হজ্রত আজ্ঞা করিলেন "পরমেশ্বরের সঙ্গে স্ত্রী পুত্রের সম্বন্ধ তোমাদিগকে এস্লাম ধর্ম্ম হইতে দূরে রাখিয়াছে।" ঈসায়ীরা বলিলেন "আমরা ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি। "যদি ঈশা ঈশ্বরের পুত্র না হন তবে তাঁহার পিতা কে?" হজ্রত উত্তর করিলেন "আমাদের ও তোমাদের ধর্ম্মে ঈশ্বরের মৃত্যু স্বীকার উচিত নহে। তোমরা ঈসাকে ঈশ্বর বলিয়া থাক, কিন্তু ঈসা মৃত্যুর শরবত পান করিয়াছিলেন। এবং তোমার মরয়মের গর্ভে ঈসাকৃতির ছবি ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে এরূপ মনে করিয়া থাক, আবার তোমাদের মতে ঈশ্বর মূর্ত্তিনির্ম্মাতা শিল্পী নহেন, এ দুই বিপরীত ভাব। অপিচ তোমরা বল যে ঈসা গমনাগমন ও পান ভোজন করিতেন, নিদ্রিত ও জাগরিত হইতেন, কিন্তু জানিও পরমেশ্বর এসকল শারীরিক ক্রিয়া হইতে মুক্ত।" এই সকল কথা শ্রবণে তাঁহারা নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর এই সুরার ১ম কতকগুলি আয়ত অবতীর্ণ হয়। সুরার

অবতারণ করিয়াছেন, যাহা ইহার পুরোবর্ত্তী তাহার সত্যতার প্রতিপাদক, তওরয়ত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছেন। ৩। + ইতি-পূর্ব্বে লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য এবং আলৌকিকতা অবতারণ করিয়াছেন। ৪। *

নিশ্চয় যে সকল লোক ঐশ্বরিক নিদর্শনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, পরমেশ্বর পরাক্রান্ত ও প্রতিফলদাতা। ৫। নিশ্চয় ভূলোকস্থ ও দ্যুলোকস্থ কোন বস্তু ঈশ্বরের নিকট গুপ্ত নহে। ৬। সেই তিনি যিনি ইচ্ছানুসারে জরায়ু কোষে তোমাদিগকে গঠন করেন, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি পরাক্রান্ত ও নিপুণ। ৭। সেই তিনি যিনি তোমার প্রতি গ্রন্থ (কোরাণ) অবতারণ করিয়াছেন, তাহার অনেক আয়ত স্পষ্ট, গ্রন্থের মূল সেই সকল, ও অপর সকল পরস্পর সাদৃশ্যকারী, পরন্তু যাহাদিগের অন্তরে বক্রভাব আছে তাহারা

প্রথমে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও অমরত্বের প্রসঙ্গ তদনন্তর প্রেরিতত্বের প্রসঙ্গ হইয়াছে। (ত, হো,)

এই সূরার আদি বাক্য "অলম্মা" বকরা সূরার ও আদি শব্দ ইহাই, কিন্তু বকরায় "আলম্মার" অর্থ "আমি ঈশ্বর সুবিজ্ঞ।" এখানে "আলম্মার" অন্যরূপ অর্থ ইহার এক এক বর্ণের এক এক প্রকার অর্থ ও ভাব। এই শব্দ সূরার মূল আয়তের সংখ্যার মধ্যে গণ্য নহে বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করা অপ্রয়োজন বোধ করিলাম।

* যাহা ইহার পুরোবর্ত্তী ইত্যাদি উক্তির অন্বয় এরূপে হইবে;—(যে যে গ্রন্থ এই কোরাণ গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ তওরয়ত ও ইঞ্জিল, সে সকলের সত্যতার প্রতিপাদক এই কোরাণ। তিনি (ঈশ্বর) ইতি পূর্ব্বে লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য তওরয়ত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছেন এবং অলৌকিকতা অবতারণ করিয়াছেন।) মূলের অনুবাদে অন্বয়ানুসারে পদস্থাপন করিতে গেলে দুই আয়তকে এক আয়ত করিতে হয় বলিয়া তাহা করা গেল না।

গোলযোগ করার উদ্দেশ্যে ও তাহার মর্ম্মবোধের উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের সেই সাদৃশ্যাত্মক অনেক প্রবচনের অনুসরণ করিয়া থাকে কিন্তু তাহার মর্ম্ম ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ জানে না, জ্ঞান-প্রবিণ লোকেরা বলিবে যে যে সকল আমাদের পরমেশ্বরের নিকট হইতে আগত তৎ সমুদায়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, সুবোধ লোক ব্যতীত অন্যে উপদেশ গ্রহণ করে না *। ৮। হে আমাদের প্রতিপালক, পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করিও না, আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহ দান কর, নিশ্চয় তুমি দাতা। ৯। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি সেই দিনে, (বিচার দিবসে) লোকসংগ্রহকারী, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ; নিশ্চয় ঈশ্বর অঙ্গীকারের অন্যথা চরণ করেন না।১০। (র, ১) যে সকল লোক ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগের ধন ও তাহাদিগের সন্তান ঈশ্বরের নিকটে তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন ফলদায়ক হইবে না, তাহারা নরকাগ্নির উদ্দীপক। ১১।

---

* এই সুরায় ঈসায়ী লোকদিগকে শিক্ষা দান হয়। তাঁহারা সাধ্বী মরয়মকে ঈশ্বরের ভার্য্যা ও মহাত্মা ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া থাকেন, দাসত্ব অপেক্ষা ঈসার উচ্চপদ আবশ্যক এইরূপ ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বাণী শ্রুতহওয়া গিয়াছে ব্যক্ত করেন। এজন্য পরমেশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন যে ঈশ্বরের বাক্য সকলের মধ্যে এমন সাদৃশ্যাত্মক বাক্য আছে যাহার অর্থ স্পষ্ট নহে, পথভ্রান্ত লোকেরা আপন বুদ্ধিঅনুসারে তাহার অর্থ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল লোক জ্ঞানেতে প্রবীণ তাঁহারা গ্রন্থের মূল স্বরূপ অন্য প্রবচনের সঙ্গে মিলাইয়া মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। তাহার সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিলে বুঝিলেন, না বুঝিলে ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিয়া বলেন " ইহা পরমেশ্বর উত্তম জানেন, বিশ্বাস মাত্র আমাদের কার্য্য।" (ত, শা,)

যেমন ফেরা ওণীয় লোকদিগের এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের রীতি ছিল (ইহাদের ও সেইরূপ) তাহারা আমার নিদর্শন সকলে অসত্যারোপ করিয়াছিল, * অবশেষে আমি তাহাদিগকে তাহাদিগের অপরাধের জন্য ধরিয়াছিলাম, ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা। ১২। যে সকল লোক ধর্ম্মদ্রোহী তাহাদিগকে বল "তোমরা পরাভূত হইবে, ও নরকের দিকে সমাহৃত হইবে এবং তাহা কুস্থান। ১৩। নিশ্চয় পরস্পর মিলিত দুই দলে তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল আছে, একদল ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম, করিয়াছিল এবং অপর দল কাফের ছিল, মোসলমান সৈন্য তাহাদিগকে আপনাদের দুইজনের সদৃশ স্পষ্ট দর্শন করিতেছিল, পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন আপন সাহায্যে বল বিধান করিয়া থাকেন, নিশ্চয় এবিষয়ে চক্ষুষ্মান্ লোকদিগের নিমিত্ত একান্ত উপদেশ আছে"† । ১৪।

লোকের জন্য নারীর প্রতি সন্তানগণের প্রতি ও পুঞ্জীভূত রজত কাঞ্চন ভাণ্ডারের প্রতি ও চিহ্নিত অশ্ব ও চতুষ্পদ [গবাদিপশু] এবং শস্য ক্ষেত্রের প্রতি শারীরিক প্রেম সজ্জীকৃত, এসকল

---

* ফেরাওয়াণীয় সম্প্রদায় হজ্‌রত মুসার প্রতি অসত্য বাক্যের দোষারোপ করিয়াছিল, ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরাও পেগাম্বর আদ ও সমুদকে মিথ্যাবাদী ভাবিয়া ঈশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছিল, ও আপনাদের তত্ত্ব..হকদের অলৌকিকতাকে মিথ্যা বলিয়াছিল, সেই রীতিঅনুসারে ইহুদি ও ঈসায়ীরা হজ্‌রত মোহম্মদের উপর অসত্যারোপ করিতেছে। (ত, হো,)

† বদরের যুদ্ধে তিন জন মোসলমান সৈন্যের সম্মুখে তিন জন করিয়া কাফের সৈন্য ছিল। কিন্তু মোহম্মদীয় সেনারা কাফেরদিগের তিনের স্থলে দুই দেখিতেন। তাঁহারা ভয় প্রাপ্ত না হন এজন্য ঈশ্বর এরূপ বিধান করিয়াছিলেন। অতঃপর ঈশ্বর কৃপায় মোসলমানেরা জয়ী হন। (ত, শা,)

পার্থিব জীবনের সম্পত্তি, ও ঈশ্বর শুভ প্রত্যাবর্ত্তন ভূমি। ১৫। বল (হে মোহম্মদ) ইহার মধ্যে উত্তম কি তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিব ? বিষয়নিবৃত্ত লোকদিগের জন্য তাহাদের ঈশ্বরের নিকটে স্বর্গোদ্যান সকল আছে, তাহার নিম্নে * পয়ঃ প্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহারা তাহাতে চিরকাল থাকিবে ও (তাহাদের জন্য) পুণ্যবতী ভার্য্যা সকল এবং ঈশ্বরের সন্তোষ থাকিবে, দাসদিগের প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টিকারী। ১৬। যাহারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী হইয়াছি, অতএব আমাদিগের অপরাধ ক্ষমাকর, অগ্নিদণ্ড হইতে আমাদিগকে রক্ষাকর (সেই বিষয়নিবৃত্ত লোকদিগের অবস্থা এইরূপ)। ১৭। তাহারা সহিষ্ণু সত্যবাদী, বাধ্য, বদান্য, প্রাতঃকালে ক্ষমা প্রার্থী। ১৮। ঈশ্বর এই সাক্ষ্যদান করিয়াছেন যে তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই এবং দেবগণ ও পণ্ডিতগণ সাক্ষ্যদান করিয়াছেন যে পরমেশ্বর ন্যায়েতে বিদ্যমান, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি পরাক্রান্ত নিপুণ। ১৯। নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে যে ধর্ম্ম তাহা এস্‌লাম ধর্ম্ম, এবং যাহারা গ্রন্থ লাভ করিয়াছে শত্রুতাবুদ্ধি প্রাপ্তির পর ব্যতীত তাহারা তাহা (এস্‌লাম ধর্ম্ম) অগ্রাহ্য করে নাই, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের বিরোধী হইয়াছে নিশ্চয় ঈশ্বর সত্বর তাহার বিচার করিবেন। ২০।

অনন্তর যদি তাহারা (হে মোহম্মদ) তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করে তবে তুমি বল আমি ঈশ্বরের জন্য স্বীয় আনন উৎসর্গ করিয়াছি, ও যাহারা আমার অনুসরণ করিয়াছে, (তাহারা উৎসর্গ

* সেই উদ্যান তরুর নিম্নে। (ত, হো,)

করিয়াছে) * যাহারা গ্রন্থপ্রাপ্ত ও যাহারা অশিক্ষিত তাহাদিগকে বল তোমরা কি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছ? তাহারা ধর্ম্মানুগত হইলে নিশ্চয় পথ প্রাপ্ত হইবে, এবং যদি বিমুখ হয় তবে সংবাদ প্রচার ভিন্ন তোমার প্রতি অন্য কিছু নহে, পরমেশ্বর দাসদিগের প্রতি দৃষ্টিকারী। ২১। (র, ২) নিশ্চয় যে সমস্ত লোক ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করে ও অযথা সংবাদ বাহকদিগকে বধ করে এবং মানব মণ্ডলীর মধ্যে যাহারা ন্যায়েতে আদেশ করিয়া থাকে তাহাদিগকে বধ করে সেই সকলকে দুঃখকর শাস্তির সংবাদ দান কর! ২২। ইহারা সেই সকল লোক যাহাদিগের ঐহিক পারত্রিক কার্য্য বিনষ্ট হইয়াছে ও যাহাদিগের সহায় নাই। ২৩। যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে ও ঐশ্বরিক গ্রন্থের দিকে যাহারা আহূত হইতেছে যেন আপনাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করে, তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই? তৎপর তাহাদের একদল অগ্রাহ্য করিল ও তাহারা অগ্রাহ্যকারী † । ২৪। তাহারা বলিয়া থাকে যে নির্দ্দিষ্ট কিয়দ্দিন ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না, যে সমস্ত অপলাপ করিতেছে তাহাতে

---

* ঈশ্বরের জন্য স্বীয় আনন উৎসর্গ করার অর্থ স্বীয় অহংভাব আপন মন বাক্য সঙ্কল্প কার্য্য ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করা। (ত, হো,)

† ইহুদি দিগের সম্বন্ধে এই উক্তি তাঁহাদের এক দল প্রস্তরাঘাতের বিধি অমান্য করিয়াছিলেন। এ নাম সুরায় এই বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে। হজরত এক দল ইহুদিকে এস্‌লাম ধর্ম্মে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে অমান নামক ইহুদি বলিল "হে মোহম্মদ, ধর্ম্মজ্ঞানীদিগের সভায় আমি তোমার সঙ্গে বিচার করিব। "হজরত বলিলেন" তওরয়ত গ্রন্থের পত্রে যে আমার বর্ণনা আছে,

তাহারা আপন ধর্ম্মেই প্রতারিত, ইহা সেজন্য হইয়াছে। ২৫। অনন্তর সেই দিনে যখন আমি নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে একত্রিত করিব তখন কিরূপ হইবে? যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদের সকলকে সম্যক্ (পুরস্কার) দেওয়া যাইবে, তাহারা অত্যাচরিত হইবে না। ২৬। তুমি বল হে রাজ্যাধিপতি ঈশ্বর, তুমি যাহাকে ইচ্ছা হয় রাজ্য দান করিয়া থাক ও যাহা হইতে ইচ্ছা হয় রাজ্য প্রতি গ্রহণ কর, এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় উন্নত কর ও যাহাকে ইচ্ছা হয় অবনত কর; তোমার হস্তে কল্যাণ, তুমি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ২৭। তুমি রজনীকে দিবাতে, দিবাকে রজনীতে আনয়ন কর, এবং মৃত্যু হইতে জীবন, জীবন হইতে মৃত্যু নিষ্ক্রামণ কর এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছা অগণ্য জীবিকা দান কর। ২৮।

বিশ্বাসিগণ বিশ্বাসী লোক ব্যতীত কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না, যে ব্যক্তি তাহা করে সে তাহাদিগ হইতে ভীত হওয়া ভিন্ন ঈশ্বর হইতে কিছুর মধ্যে নহে, * ঈশ্বর স্বতঃ তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, পরমেশ্বরের প্রতিই পরাবৃত্তি। ২৯।

তাহা উপস্থিত কর। সে তাহা উপস্থিত করিতে অসম্মত হইল। ঈশ্বর হজরতের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে ইহুদিদিগকে তওরয়ত গ্রন্থ যোগেই আহ্বান কর। হজরত তাহা করিলে ইহুদিরা অগ্রাহ্য করিল। গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য তাহারা তওরয়ত গ্রন্থের অল্প জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। এস্থানে "ঐশ্বরিক গ্রন্থ" তওরয়ত গ্রন্থ। (ত, হো,)

* "সে তাহাদিগ হইতে ভীত হয়, সে ঈশ্বর হইতে কিছুর মধ্যে নহে।" এই কথার তাৎপর্য্য এই যে ধর্ম্মে দৃঢ়তা প্রাপ্তির পূর্ব্বে ধর্ম্ম দ্রোহিগণ হইতে অল্পবিশ্বাসীর অনিষ্টাশঙ্কা হয়, সে ঐশ্বরিক ধর্ম্মের কিছুই প্রাপ্ত হয় না। (ত, হো,)

বল (হে মোহম্মদ,) তোমাদের অন্তরে তোমরা যাহা গোপন করিয়া থাক, বা প্রকাশ কর ঈশ্বর তাহা জানেন এবং দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা জানেন, পরমেশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী।৩০। প্রত্যেক ব্যক্তি যে সৎকর্ম্ম করিয়াছে এবং যে অসৎ কর্ম্ম করিয়াছে যেদিন সাক্ষাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবে, সে ইচ্ছা করিবে তাহার ও সেই অসৎ কর্ম্মের মধ্যে যেন দূরতা হয়, * ঈশ্বর স্বতঃ তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, ঈশ্বর দাসগণের প্রতি কৃপালু ।৩১। (র,৩) *বল, যদি তোমরা ঈশ্বরকে প্রেম কর তবে আমার অনুসরণ কর, ঈশ্বর তোমাদিগকে প্রেম করিবেন এবং তোমাদের* পাপ ক্ষমা করিবেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু † ।৩২। বল পরমেশ্বরেরও প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও, যদি অগ্রাহ্য কর তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে প্রেম করিবেন না।৩৩। নিশ্চয় ঈশ্বর আদমকে, নুহাকে, এব্রাহিমের সন্তান ও এম্‌রাণের সন্তানকে সকল লোকের উপর গ্রহণ করিয়াছেন ‡।৩৪। সন্ততির মধ্যে কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে (গ্রহণ) করিয়াছেন, § ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা।৩৫।

---

* অর্থাৎ সে আপন কর্ম্ম দেখিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছু হইবে। (ত, হো,)

† যদি কেহ কাহার প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে তাহার উচিত যে আপন মতানুসারে না চলিয়া প্রণয়াস্পদের মতানুবর্ত্তী হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে তিনি দাসের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, সে পাপ না করে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের এই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হয়, সেই তাঁহার প্রেম ও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে। (ত, শা,)

‡ আর্য্যা মরয়মের পিতার নাম এম্‌রাণ। হজরত মুসার পিতার নাম ও এম্‌রাণ। এস্থলে মরয়মের পিতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

§ এই রূপ এই সকল পেগাম্বরের সন্তান দিগের যোগ্যতা অনুসারে কোন কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিছেন এস্থলে এই তাৎপর্য্য। (ত, শা,)

যখন এম্‌রাণের ভার্য্যা বলিল "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় তোমার জন্য সঙ্কল্প যে আমার গর্ভে যাহা (যে সন্তান) আছে সে মুক্ত হইবে * অতএব তুমি আমা হইতে (তাহাকে) গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৩৬। অনন্তর যখন সে প্রসব করিল তখন বলিল "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি এই কন্যা প্রসব করিলাম, এবং সে যাহা প্রসব করিল ঈশ্বর জ্ঞাত হইলেন, (সে বলিল) এই কন্যার তুল্য পুত্র নহে, সত্যই আমি ইহার নাম মরয়ম রাখিলাম এবং সত ই আমি নিষ্ক্রামিত শয়তান হইতে ইহাকে ও ইহার সন্তানগণকে তোমার আশ্রয়ে রাখিতেছি। ৩৭। পরে তাহার প্রতিপালক সেই কন্যাকে শুভ গ্রহণে গ্রহণ করিলেন ও শুভ বর্দ্ধনে তাহাকে বর্দ্ধিত করিলেন এবং জকরিয়ার প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলেন, জকরিয়া মন্দিরে তাহার নিকটে আগমন করিয়া তাহার সমীপে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল "মরয়ম, তোমার জন্য ইহা কোথা হইতে হইল?" সে বলিল "ইহা পরমেশ্বরের নিকট হইতে উপস্থিত;" নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় অগণ্য উপজীবিকা দান করেন †। ৩৮। তখন জক-

---

* এম্‌রাণ যে সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল যে, পিতা মাতা কোন কোন সন্তানকে নিজেদের সেবা হইতে মুক্ত করিয়া ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত রাখিতেন, চির জীবনের জন্য তাঁহার প্রতি কোন সাংসারিক কার্য্যভার অর্পণ করিতেন না, সেই সন্তান সর্ব্বদা ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্ম সাধনায় রত থাকিতেন। এম্‌রাণের পত্নী গর্ভবতী হইলে তিনিও তদ্রূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। "সে মুক্ত হইবে" ইহার অর্থ সেই সন্তান পিতা মাতার সেবা হইতে মুক্ত হইবে। (ত, শা,)

† পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে পুত্র সন্তানকে উৎসর্গ করার নিয়ম, এম্‌রাণের সহধ-

রিয়া স্বীয় ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল, বলিল " হে আমার প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় তুমি প্রার্থনার শ্রোতা" । ৩৯ । এবং সে উপাসনা-স্থলে উপাসনা করিতেছিল, অবশেষে দেবগণ ডাকিয়া বলিল "নিশ্চয় ঈশ্বর ইয়হ্‌য়ার বিষয়ে তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন, সে ঈশ্বরের এক উক্তির বিশ্বাসী, * স্ত্রীবিরাগী, শ্রেষ্ঠ এবং সাধুগণের মধ্যে সুসংবাদবাহক হইবে" । ৪০ ।

স্বিণী কন্যা প্রসব করিয়া স্বকৃত সঙ্কল্পের জন্য সঙ্কুচিত হইলেন। পরে স্বপ্নে দেখিলেন যে কেহ বলিতেছেন সেই কন্যাকেই ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি তাহাকে মন্দিরে লইয়া যাও। তদনুসারে তিনি মরয়মকে উপাসনালয়ে লইয়া যান। ধর্ম্মযাজকগণ প্রথমতঃ তাঁহাকে মন্দিরে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। পরে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোন আপত্তি করেন না। হজরত জকরিয়ার পত্নী কন্যার মাতৃস্বসা ছিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য মন্দিরের পার্শ্বে একটী কুটির নির্ম্মিত হইয়াছিল। দিবাভাগে তিনি তথায় বাস করিতেন। রজনীতে জকরিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া যাইতেন। একদা জকরিয়া দেব এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিলেন যে যাহা সেই সময়ে উৎপন্ন হয় না এমন ফল মরয়ম ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। জকরিয়া বৃদ্ধ ও অপুত্রক ছিলেন। তখন এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সে আশা করিলেন যে ঈশ্বর কৃপায় আমিও সন্তান লাভ করিতে পারিব। তৎপর সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিলেন। (ত, শা,)

* ঈশ্বরের এক উক্তির বিশ্বাসী, এই কথার তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বরের এক আজ্ঞা যে ঈসা, ইয়হ্‌য়া তাহার সাক্ষ্য দান করিবেন। ঈসা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই কথা হজরত ইয়হ্‌য়া পূর্ব্বেই লোকের নিকটে ঘোষণা করিয়া ছিলেন। মহাত্মা ঈসাকে পরমেশ্বর স্বীয় আজ্ঞা উপাধি দান করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি জনক ব্যতিরেকে কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞায় জন্মিয়াছিলেন। (ত, শা,)

জকরিয়া বলিল “ হে মম প্রতিপালক, কিরূপে আমার সন্তান হইবে, নিশ্চয় আমার বৃদ্ধত্ব লাভ হইয়াছে এবং মদীয় পত্নী বন্ধ্যা ;” ঈশ্বর বলিলেন “ ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিয়া থাকেন ” । ৪১ । জকরিয়া বলিল “ হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য কোন নিদর্শন নির্দ্ধারণ কর;” ঈশ্বর বলিলেন “তোমার জন্য এই নিদর্শন যে তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত করা ভিন্ন কথা বলিতে পারিবে না, তোমার প্রতিপালককে বহু স্মরণ কর, এবং প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনা কর * ।৪২। তখন দেবগণ বলিল “অয়ি মরয়ম, নিশ্চিত ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন ও তোমাকে শুদ্ধ করিয়াছেন এবং তোমাকে জগতের নারীকুলের উপর স্বীকার করিয়াছেন ” । ৪৩ । “ অয়ি মরয়ম, তুমি তোমার ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর, ও প্রণত হও এবং উপাসনাকারীদিগের সঙ্গে উপাসনা কর ” । ৪৪ । (র, ৪)

ইহা (হে মোহম্মদ) অন্তর্জগতের তত্ত্ব, ইহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছি, যখন আপন লেখনী তাহারা নিক্ষেপ করিতেছিল যে তাহাদিগের মধ্যে কে মরয়মকে প্রতিপালন করিবে, তখন তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না, এবং যখন তাহারা বিতণ্ডা করিতেছিল, তখন তুমি তাহাদিগের নিকটে ছিলে না †। ৪৫ । (স্মরণ কর হে মোহম্মদ) যখন দেবগণ বলিল

---

* যে দিন হজরত ইয়হা মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হইলেন, সেই দিন হইতে তিন দিন জকরিয়া কথা বলিতে সক্ষম হন নাই। তখন জকরিয়ার একোনশত বৎসর, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অষ্ট নবতি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল এবং এই সময়ে আর্য্যা মরয়মের গর্ভের সঞ্চার হয়। (ত, শা,)

† যখন মন্দিরের উপাসকগণ মরয়ম দেবীর জননীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হই-

"মরয়ম, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাকে আপন এক উক্তির সুসংবাদ দান করিতেছেন, তাঁহার নাম মরয়মনন্দন ঈসা মসীহ, তিনি ইহ পরলোকে মান্য এবং (ঈশ্বরের) নিকটবর্ত্তীদিগের একজন"। ৪৬। "তিনি দোলারোহণে ও প্রৌঢ়াবস্থায় লোকের সঙ্গে কথা বলিবেন, * এবং সাধুদিগের একজন হইবেন" † । ৪৭। মরয়ম বলিল "হে আমার প্রতিপালক, কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে, আমাকে পুরুষ স্পর্শ করে নাই;" পরমেশ্বর বলিলেন "ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন সেইরূপ সৃজন করিয়া থাকেন, যখন তিনি কোন কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাকে হও বলিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন নহে, তাহাতেই হয়। ৪৮। এবং ঈশ্বর তাহাকে গ্রন্থ, জ্ঞান তওরয়ত ও বাইবেল শিক্ষা দিবেন। ৪৯। এবং এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগের প্রতি প্রেরিত করিবেন। ৫০। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সহ তোমাদের নিকটে উপস্থিত, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য মৃত্তিকা দ্বারা পক্ষিবৎ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফুৎকার করি, তৎপর ঈশ্বরের আজ্ঞায় পক্ষী হয়, এবং আমি ঈশ্বরের আজ্ঞায় জন্মান্ধকে, কুষ্ঠ

লেন, তখন সকলেই তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে উৎসুক হইলেন। এ বিষয়ে যুক্তি ধরা হইল, প্রত্যেকে স্ব স্ব লেখনী যদ্দ্বারা তওরয়ত গ্রন্থ লিপি করিয়াছেন স্রোতস্বতীতে বিসর্জ্জন করিলেন। জকরিয়া দেবের লেখনী ব্যতীত সকলের লেখনী স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া গেল। এই নিদর্শনে তিনি মরয়ম দেবীর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। (ত, শা,)

* মহাত্মা ঈসা যখন স্তন্যপায়ী শিশু ছিলেন, দোলায় দোলায়মান হইতেন সেই সময়ে কথা বলিয়াছিলেন। এরূপ শিশু কথা বলিতে পারে না, ইহা ঈসা দেবের একটি অলৌকিক ক্রিয়া। প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি কথা বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ তখন লোকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

রোগীকে আরোগ্য দান করি ও মৃতকে জীবিত করিয়া থাকি এবং তোমরা যাহা আহার কর গৃহে সঞ্চয় কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া থাকি যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে ইহাতে নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল আছে * । ৫১। এবং তোমাদের হস্তে যে তওরয়ত আছে আমি তাহার সত্যতার প্রতিপাদক ও তাহাতে তোমাদের প্রতি যে কিছু অবৈধ হইয়াছে আমি তোমাদিগের জন্য বৈধ করিব এবং আমি তোমাদের ঈশ্বরের নিকট হইতে নিদর্শন সকল সহ তোমাদিগের সমীপে আসিয়াছি, অতএব ঈশ্বরকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। ৫২। নিশ্চয় পরমেশ্বর আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক; অতএব তাঁহাকে পূজা কর ইহাই সরল পথ। ৫৩।

যখন ঈসা আপন দলে ধর্ম্মদ্রোহিতা বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঈশ্বরের দিকে আমার সাহায্যকারী কে আছে ?" তখন ধর্ম্মবন্ধুগণ বলিল " আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী, আমরা পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তুমি সাক্ষী হও যে আমরা ঈশ্বরানুগত †। ৫৪। হে আমাদের প্রতিপালক, যাহা তুমি

---

* এই আয়তে ও নিম্নোক্ত দুই আয়তে মহাপুরুষ ঈসার উক্তি। কথিত আছে মহাত্মা ঈসা চর্ম্মচটকবৎ পক্ষিমূর্ত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি ফুৎকার করিতেন, তাহাতে উহা জীবিত হইয়া উড়িয়া যাইত, তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে এই একটী অলৌকিক ক্রিয়া। পরন্তু গুপ্ত কথা বলিয়া দিতেন এবং ইঙ্গিতে রোগীকে আরোগ্য মৃতকে জীবিত করিতেন। (ত, হো)

† এই আয়তের ভাব এই যে এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগের জন্য হজরত ঈসা প্রকৃতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন ইহারা আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না, তখন ইচ্ছা করিলেন অন্য কেহ তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করে। পরে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগের দ্বারা সেই ধর্ম্মের প্রচার হয়। এইক্ষণও এস্রায়েল বংশীয় অল্প লোক এই ধর্ম্মে স্থিতি করিতেছে। (ত, শা,)

অবতারণ করিয়াছ আমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, তোমার প্রেরিত পুরুষের অনুবর্ত্তী হইলাম, তুমি আমাদিগকে সাক্ষীদিগের সঙ্গে লিপি কর। ৫৫। তাহারা চতুরতা করিল এবং ঈশ্বর চতুরতা করিলেন, ঈশ্বর চতুরশ্রেষ্ঠ *। ৫৬। (র, ৫) (স্মরণ কর) যখন পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন হে ঈসা নিশ্চয় আমি তোমার গ্রহণকারী ও আপন অভিমুখে তোমার সমুত্থাপন কারী এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগর মধ্য হইতে তোমার সংশোধন কারী, অপিচ কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত কাফের দিগের উপর তোমার অনুবর্ত্তী লোকদিগের স্থাপনকারী, অতঃপর আমার অভিমুখে তোমাদিগের পরাবৃত্তি, অবশেষে তোমারা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছিলে তদ্বিষয়ে আমি তোমাদের মধ্যে বিচারকারী। ৫৭। অনন্তর যাহারা ধর্ম্মাদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি ইহ পরলোকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিব, তাহাদের জন্য সাহায্য কারী নাই। ৫৮। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, পরে তাহাদিগের প্রাপ্য তাহাদিগকে পূর্ণ দান করিব; ঈশ্বর অত্যাচারী দিগকে প্রেম করেন না। ৫৯। এই (হে মোহম্মদ') তোমার নিকটে আমি দৃঢ়স্মৃতি ও নিদর্শন সকলের হই।

---

* তদানীন্তন ইহুদি পণ্ডিতগণ তাহাদিগের শাসনকর্ত্তাকে মহাত্মা ঈসার বিরুদ্ধে এই বলিয়া উত্তেজিত করিয়াছিল যে এ ব্যক্ত ধর্ম্মদ্রোহী, এ তওরয়তের বিধির বিপরীত অর্থ লোকদিগকে বুঝাইতেছে। শাসনকর্ত্তা হজরত ঈসাকে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করে। ইত্যবসরে ঈসার নিকট হইতে তাহার বন্ধুগণ পালাইয়াযায়। তখন পরমেশ্বর উক্ত মহাপুরুষকে স্বর্গে গ্রহণ করেন, তাঁহার এক মূর্ত্তি মাত্র থাকে, তাহাকে তাহারা ধরিয়া আনিয়া ক্রুশে বিদ্ধ করে। এই জন্য উক্ত হইয়াছে "তাহারা (ইহুদিরা) চতুরতা করিল এবং ঈশ্বর চতুরতা করিলেন" (ত, শা,)

(এই বচন) পাঠ করিতেছি। ৬০। নিশ্চয় ঈসার অবস্থা ঈশ্বরের নিকটে আদমের অবস্থার তুল্য, ঈশ্বর তাহাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন, তাহাকে বলিলেন হও তাহাতে সে হইল * । ৬১। সত্যই আমি তোমার প্রতিপালক, অতএব তুমি সংশয়াত্মাদিগের একজন হইও না। ৬২। তদনন্তর তোমার এতৎ জ্ঞান প্রাপ্তির পরে যাহারা এবিষয়ে তোমার সঙ্গে বাথিতণ্ডা করিতে থাকে তুমি বলিও এস নিজের সন্তানদিগকে ও তোমাদের সন্তানদিগকে, নিজের স্ত্রীগণকে ও তোমাদের স্ত্রীগণকে, নিজের প্রাণকে ও তোমাদের প্রাণকে আহ্বাণ করি, অতঃপর কাতর প্রার্থনা করি, মিথ্যাবাদীর প্রতি পরমেশ্বরের অভিসম্পাত বলি † । ৬৩। নিশ্চয় ইহা নিশ্চয় ইহা সত্য বৃত্তান্ত, পরমেশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর নিশ্চয় তিনি পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ। ৬৪। অনন্তর যদি তাহারা গ্রাহ্য না করে তবে নিশ্চয় ঈশ্বর দুরাচারদিগকে অবগত হন। ৬৫। (র, ৬) তুমি বল হে গ্রন্থধারী

---

* হজ্‌রত মোহম্মদের সঙ্গে ঈসায়ী লোকেরা একথা লইয়া অত্যন্ত বিতণ্ডা করিয়াছিল যে ঈসা ঈশ্বরের ভৃত্য নহেন তাঁহার পুত্র, যদি তিনি তাঁহার পুত্র না হন তবে বল কাহার পুত্র? তদুত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে আদমের পিতা মাতা ছিল না, ঈসারও ছিল না আশ্চর্য্য কি? (ত, শা,)

† পরমেশ্বর হজ্‌রত মোহম্মদকে বলিতেছেন এত দূর বুঝাইলে পরও যদি ঈসায়ী সম্প্রদায় গ্রাহ্য না করে তবে মীমাংসার জন্য এই এক উপায় আছে যে উভয় পক্ষের সকলে স্বয়ং স্ত্রী পুত্রগণ সহ আগমন করুক এবং এই প্রার্থনা করুক যে আমাদের মধ্যে যে কেহ মিথ্যাবাদী তাহার উপর অভিসম্পাত ও দণ্ড অবতীর্ণ হউক। অতঃপর হজ্‌রত স্বয়ং ফাতেমা দেবী ও মহাত্মা আলি এবং এমাম হোসন ও এমাম হোসেনকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানবান্ ঈসায়িগণ এবিষয়ে যোগ না দিয়া কর দানে অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইলেন। (ত, শা,)

লোক সকল, তোমরা আমাদিগের ও তোমাদের উভয়ের মধ্যে এক সরল উক্তির দিকে এস যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিব না, তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশীরূপে স্থাপন করিব না, এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা কেহ আমাদের কাহাকে ঈশ্বর গণ্য করিব না ; পরে যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে তবে তোমরা বল যে এবিষয়ে সাক্ষী থাক আমরা ঈশ্বরানুগত। ৬৬। হে গ্রন্থধারী লোক সকল, এব্রাহিমের বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা করিও না, তাহার পরলোকের পর ব্যতীত তওরয়ত ও বাইবল অবতীর্ণ হয় নাই, তোমরা কি জানিতেছ ? * । ৬৭। জানিও তোমরা সেই লোক যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল তদ্বিষয়ে তোমরা বিতর্ক করিয়াছ, † অতঃপর যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই কেন তদ্বিষয়ের তোমরা বিতর্ক করিতেছ, ‡ ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন, তোমরা জ্ঞাত নহ। ৬৮। এব্রাহিম য়িহুদি বা ঈশায়ী ছিল না, কিন্তু সে সত্য ধর্ম্মস্থ আজ্ঞাবহ ছিল, অংশীবাদী ছিল না। ৬৯। নিশ্চয় এব্রাহিমের সম্বন্ধে তাহারা সুযোগ্য লোক, প্রকৃতপক্ষে যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে, ও এই সংবাদ বাহক এবং বিশ্বাসিগণ ; ঈশ্বর বিশ্বাসিদিগের বন্ধু §। ৭০। গ্রন্থধারীর একদল তোমাদিগকে

---

* য়িহুদি ও ঈসায়ী দিগের এই এক বিতণ্ডা ছিল যে প্রত্যেক ব্যক্তি বলিত এব্রাহিম আমাদের ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। (ত, শা,।)

† হজরত মোহম্মদের বিষয়ে তাহাদে জ্ঞান ছিল। যেহেতু তওরয়ত ও বাইবেলে তাঁহার বর্ণনা ছিল। য়িহুদি ও ঈসায়ীরা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে। (ত, হো,)

‡ এবিষয়ে য়িহুদি ও ঈসায়ী দিগের জ্ঞান নাই, অর্থাৎ এব্রাহিম য়িহুদি বা ঈসায়ী তাহাদের পুস্তকে ইহার উল্লেখ নাই। (ত, হো,)

§ কতিপয় ঈসায়ী ও য়িহুদি মোসলমানদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক স্থলে বলিয়া-

বিপথগামী করিতে সমুৎসুক, তাহারা নিজ আত্মাকে বিপথগামী বৈ করিতেছে না এবং তাহারা বুঝিতেছে না। ৭১। হে গ্রন্থ-ধারী লোক সকল, কেন ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের সম্বন্ধে বিদ্রোহী হইতেছ, ও তোমরাইত সাক্ষ্যদান করিতেছ *। ৭২। হে গ্রন্থধারী লোক সকল, কেন অসত্যের সঙ্গে সত্যকে মিশাইতেছ ও সত্য গোপন করিতেছ এবং তোমরা জ্ঞাত আছ †। ৭৩। (র, ৭,) গ্রন্থধারী লোকদিগের একদল বলিল যে "প্রথম দিবসে বিশ্বাসী লোকদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, শেষ দিবসীয় লোকের প্রতি বিরুদ্ধাচারী হইয়াছি ভরসা যে তাহারা ফিরিয়া যাইবে"। ৭৪। যাহারা তোমাদের ধর্ম্মের অনুসরণ করে তোমরা সেই সকল লোক ভিন্ন অন্যকে বিশ্বাস করিও না; বল (হে মোহম্মদ) নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশই উপদেশ, (বিশ্বাস করিও না)

ছিলেন যে হজরত এব্রাহিমকে সম্মান করিতে আমরাই যোগ্য, যেহেতু এব্রাহিম ইহুদি ও নসরাণী (ঈসায়ী) ছিলেন। হজরত মোহম্মদ আপনাকে এব্রাহিমের ধর্ম্মাবলম্বী রূপে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহারা বিদ্বিষ্ট ছিল। এই প্রবচন তাহাদের উক্তি খণ্ডনের জন্য অবতীর্ণ হয়। যথা সেই সময়ে যে সকল লোক এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিল ও এই সংবাদবাহক (মোহ-ম্মদ) এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী বিশ্বাসিগণ এব্রাহিমের ধর্ম্মসম্বন্ধে সুযোগ্য লোক। (ত, হো,)

* তোমারই সাক্ষ্যদান করিয়া থাক যে তওরয়ত ও বাইবল সত্য এবং হজরত মোহম্মদের বর্ণনা উভয় গ্রন্থে আছে। (ত, হো,)

† স্বার্থোদ্দেশ্যে ইহুদিগণ তওরয়তের কোন কোন বিধি বিলুপ্ত কোন কোন কথা অর্থান্তরিত করিয়াছিল ও কোন কোন উক্তি লুকাইয়াছিল, সকলকে তাহা জানিতে দিতনা। যথা অন্তিম তত্ত্ববাহকের কথা প্রচ্ছন্ন করিয়া ছিল। (ত, শা,)

তোমাদিগকে যাহা দেওয়া যায় তদ্রূপ কোন এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়; অথবা (বিশ্বাস করিও না) (মোসলমানগণ) তোমাদের সঙ্গে বিরোধ করিবে, বল হে (মোহম্মদ) নিশ্চয় ঈশ্বরের দান ঈশ্বরের হস্তে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় দান করেন, ঈশ্বর প্রমুক্ত স্বভাব ও জ্ঞানী। ৭৫। তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় স্বীয় অনুগ্রহে চিহ্নিত করেন, ঈশ্বর মহা বদান্য ও জ্ঞানী। ৭৬।

যদ্যপি তুমি গ্রন্থধারী কেন ব্যক্তিকে এক কেন্তারের রক্ষক কর সে তোমাকে তাহা পরিশোধ করিবে * এবং তাহাদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে যদি তুমি তাহাকে এক দিনারের রক্ষক কর † যে পর্যন্ত তুমি তাহার উপর দণ্ডায়মান না হও সে তাহা পরিশোধ করিবে না, ইহা এজন্য যে তাহারা বলিয়া থাকে যে অশিক্ষিতদিগের সম্বন্ধে আমাদের পথ (নীতি) নাই, তাহারা পরমেশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য বলে (ইহা) জ্ঞাত আছে ‡ । ৭৭। সত্য,

* এক সহস্র দুই শত উকিয়ায় এক কেন্তার ও চল্লিশ দেরমে এক উকিয়া আড়াই মাষায় এক দেরম হয়। এস্থানে এক কেন্তার পরিমিত স্বর্ণ বা রজত বুঝাইবে।

† আড়াই সিক্কায় এক দিনার হয়।

‡ কোরেশ বংশীয় এক ব্যক্তির সেলামের পুত্র অবদোল্লার নিকটে দ্বিশতাধিক সহস্র উকিয়া অর্থাৎ এক কেন্তার স্বর্ণ বা রৌপ্য গচ্ছিত রাখিয়াছিল, সেলামের পুত্র তাহা পরিশোধ করিয়াছিলেন। ফখাজ নামক ইহুদির নিকট একটী দিনার গচ্ছিত রাখা হয় সে তাহার অপচয় করে। ইহুদিরা বলে যাহারা ওরয়ত গ্রন্থে জ্ঞান রাখে না তাহারা মূর্খ, সেই মূর্খ দিগের ধন আত্মসাৎ করায় দোষ নাই। কেহ কেহ বলে বিধর্ম্মাবলম্বীর ধন আমরা গ্রহণ করিতে অধিকার রাখি, তওরয়তে এরূপ বিধি আছে। যে পর্য্যন্ত তুমি তাহার উপর দণ্ডায়মান না হও এই উক্তির অর্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত তুমি তাহার নিকটে যাইয়া যাচ্ঞা না কর। (ত, শা,)

যে জন স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং বিরাগী হয় তবে নিশ্চয় ঈশ্বর বিরাগীদিগকে প্রেম করেন। ৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের অঙ্গীকারের ও আপনাদের শপথের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করে, তাহারা সেই লোক যাহাদের পরলোকে লভ্য নাই এবং কেয়ামতের দিনে ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন না, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিবেন না, ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন না, তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে *। ৭৯। নিশ্চয় তাহাদিগের একদল গ্রন্থে আপনাদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করিয়া থাকে যেন তোমরা তাহাদিকে গ্রন্থাধিকারী লোক বলিয়া জানিতে পার, অথচ তাহারা গ্রন্থাধিকারী নহে, এবং তাহারা বলে তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে (আগত) অথচ তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে (আগত) নহে, তাহারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য বলিয়া থাকে এবং (ইহা) তাহারা জানিতেছে † ।৮০। কোন মনুষ্যের জন্য উপযুক্ত নহে যে ঈশ্বর তাহাকে গ্রন্থ, প্রত্যাদেশ ও প্রেরিতত্ব প্রদান করেন, অতঃপর লোকদিগকে বলে যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা আমার সেবক হও; কিন্তু তোমরা যেমন

* অল্প মূল্যে ঈশ্বরের অঙ্গীকার ও আপনাদের শপথ বিক্রয় করার অর্থ এই যে ইহুদি পণ্ডিতেরা কয়েক মন যব শস্য ও কয়েক গজ বস্ত্র আশরফের পুত্র কাব হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম পুস্তকে উল্লিখিত সংবাদবাহক হজরত মোহম্মদের বর্ণনার অন্যথাচরণ করিয়াছে, এবং এই অপহ্নব করিয়া সাধারণের নিকটে শপথ পূর্ব্বক অস্বীকার করিয়াছে। (ত, হো,)

ইহুদিদিগের সঙ্গে ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে শপথ দিয়াছিলেন যে তাহারা প্রত্যক পেগম্বরের সহায় থাকিবে। পরে তাহারা সাংসারিক লাভের জন্য মিথ্যা শপথ করাকে উচিত মনে করিল। (ত, শা,)

† তাহারা স্বয়ং কথা বানাইয়া কোরাণের ন্যায় উচ্চারণে পাঠ করিয়া অশিক্ষিত লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করে। (ত, শা,)

গ্রন্থ শিক্ষা দিতেছিলে ও পড়িতেছিলে তদ্রূপ ঈশ্বরগত হও * । ৮১। এবং তোমাদিগকে আদেশ করা সঙ্গত নয় যে তোমরা দেব গণকে ও পেগাম্বরগণকে ঈশ্বর স্বীকার কর, কি তোমরা মোসলমান হওয়ার পর তোমাদিগকে কাফেরী বলিবে? । ৮২। (র,৮) এবং (স্মরণ কর হে মোহম্মদ!) যখন পরমেশ্বর সংবাদবাহক গণ হইতে অঙ্গীকার লইলেন যে আমি যে সুবিজ্ঞতা ও গ্রন্থ তোমা- দিগকে দান করিয়াছি অতঃপর তোমাদের সঙ্গে এই যাহা আছে তাহার সত্যতার প্রতিপাদক কোন পেগাম্বর তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইলে একান্তই তোমরা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তোমরা কি অঙ্গীকার করিলে ও এ বিষয়ে আমার অঙ্গী- কার গ্রাহ্য করিলে? সংবাদবাহকগণ বলিল "আমরা অঙ্গীকার করিলাম," ঈশ্বর বলিলেন "অতঃপর সাক্ষী থাকিও এবং আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী" † । ৮৩। অনন্তর ইহার পর যাহারা

---

* ইহুদি দিগের অপলাপের উল্লেখ করিয়া ঈসায়ী দিগের অপলাপের প্রসঙ্গ করা হইতেছে। তাহারা মহাত্মা ঈসার সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে তিনি ঈশ্ব- রত্বের শ্লাঘা করিয়াছেন এবং গ্রন্থ ও প্রেরিতত্ব বিষয়ে লোকের উক্তি খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে কোন মনুষ্য প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থাদি লাভের যোগ্য নহে। পরে স্বীয় মণ্ডলীকে বলিয়াছেন আমাকে সেবা কর। কিন্তু ইহাদিগের ন্যায় তোমরা বল যে ইহাদিগকে যেমন গ্রন্থ শিক্ষা দিতেছ ও স্বয়ং গ্রন্থ পড়িতেছ তদ্রূপ তোমরা ঈশ্বর- গত হও। যাহারা ঈশ্বরগত লোক তাহারা ইহ পরলোকের মস্তকে পদ স্থাপন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ নির্ভর স্থাপনপূর্ব্বক অন্য কাহার শরণাপন্ন হয় না। (ত, হো)

† পরমেশ্বর সংবাদবাহকদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কথার তাৎপর্য্য যে সংবাদবাহকদিগের বিষয়ে এস্রায়েলবংশীয়গণহইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া ছিলেন। (ত, শা,)

ফিরিয়া গিয়াছে, তাহারা সেই সকল লোক যাহারা দুক্রিয়াশীল ছিল। ৮৪। অতঃপর তাহারা কি নিরীশ্বর ধর্ম্ম অন্বেষণ করিতেছে? যাহা কিছু স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে আছে সেই সকল ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঈশ্বরের অনুগত, এবং তাহার অভিমুখে প্রত্যাগমনকারী। ৮৫। বল (হে মোহম্মদ) আমরা ঈশ্বরের প্রতি ও যাহা আমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা এব্রাহিমের প্রতি, এস্‌মাইলের প্রতি, এস্‌হাকের প্রতি, ইয়াকুবের প্রতি ও (তাহার) সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা মুসাকে, ঈশাকে ও সংবাদবাহকদিগকে তাহাদের প্রতিপালক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে সে সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহাদের কোন ব্যক্তিকে আমরা প্রভেদ করিতেছি না, আমরা তাহাদিগের অনুগত। ৮৬। যে ব্যক্তি এস্‌লামধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম অন্বেষণ করে তাহার (সেই ধর্ম্ম) গৃহীত হইবে না, সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদিগের একজন। ৮৭। যে দল আপন বিশ্বাস লাভের পর ও প্রেরিত পুরুষ যে সত্য তাহার সাক্ষ্য দানের পর কাফের হইয়াছে, তাহাদিগকে ঈশ্বর কেমন করিয়া পথ প্রদর্শন করিবেন? ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ৮৮। সেই তাহারা, তাহাদের পুরস্কার এই যে তাহাদের উপর ঈশ্বরের, দেবগণের ও সমুদায় মনুষ্যের অভিসম্পাত হয়। ৮৯। সর্ব্বদা তাহারা তাহাতে থাকে, তাহাদিগ হইতে শাস্তি খর্ব্ব করা হয় না ও তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হয় না। ৯০। + (কিন্তু) যে সকল লোক ইহার পর অনুতাপ * ও সৎকর্ম্ম করিল তাহারা ব্যতীত;

* আরবী "তওবা" শব্দের অর্থে অনুতাপ ব্যবহৃত হইল। তওবার প্রকৃত অর্থ পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, অনুতাপের অর্থ পশ্চাৎ তাপ, অর্থাৎ পাপ

নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ৯১। নিশ্চয় যে সকল লোক আপন ধর্ম্ম লাভের পর ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, পরে তাহারা ধর্ম্ম-দ্রোহিতায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের অনুতাপ কখন গৃহীত হয় না, এই সেই সকল লোক যাহারা পথভ্রান্ত *। ৯২। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী ছিল ও ধর্ম্মদ্রোহী মরিয়াছে, তাহাদের কোন ব্যক্তি হইতে ধরা পূর্ণ স্বুবর্ণ কখন গৃহীত হইবে না, যদ্যপি তাহারা তাহা বিনিময় স্বরূপ প্রদান করে; সেই এই লোক যে ইহাদিগের জন্য যন্ত্রণাকর দণ্ড আছে, ইহাদিগের সাহায্যকারী নাই †। ৯৪। (র, ৯,) যে পর্য্যন্ত তোমরা যাহা ভালবাস তাহা ব্যয় না করিবে সে পর্য্যন্ত কল্যাণ লাভ করিবে না, এবং যাহা ব্যয় করিয়া থাক নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন ‡। ৯৪। তওরয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে এস্রায়েল নিজের প্রতি যাহা অবৈধ নির্দ্ধারিত করিয়াছিল তদ্ব্যতীত সমুদায় খাদ্য এস্রায়েল সন্ততিদিগের জন্য বৈধ ছিল, বল (হে মোহম্মদ) যদি তোমরা

করার পর যে তজ্জন্য মনে সন্তাপ হয় তাহাকে অনুতাপ বলে। অনুতাপ হই-লেই পাপী পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়। এই জন্য এই শব্দ তওবার অর্থরূপে গৃহীত হইল।

* ইহুদিগণ প্রথমে স্বীকার করে যে হজরত মোহম্মদ বাস্তবিক সংবাদ-বাহক, পরে তাহা অস্বীকার করে এবং সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হয়। ইহাদিগের অনুতাপ কখন গৃহীত হইবে না, অর্থাৎ ইহারা এরূপ অনুতাপেরই অধিকারী হইবে না যে গৃহীত হয়। (ত, শা,)

† যদি কোন ঈশ্বরদ্রোহী নরক দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে তাহার বিনিময়ে পৃথিবী পূর্ণ স্বুবর্ণ দান করে তাহা গৃহীত হইবে না। যাহাদিগের ঈশ্বরদ্রোহিতার অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে তাহারা অগণ্য দুঃখ জনক শাস্তি প্রাপ্ত হয়। (ত, হো,)

‡ যে বস্তুতে মনের অত্যন্ত অনুরাগ তাহার দানই শ্রেষ্ঠ দান এই দানে

সত্যবাদী হও তবে তওরয়ত আনয়ন কর, তৎপর তাহা পাঠ কর। ৯৫। অবশেষে ইহার পরে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপর অসত্য যোগ করে এই সেই অত্যাচারী লোক। ৯৬। বল ঈশ্বর সত্য বলিয়াছেন, অতএব সত্যধর্ম্মস্থ এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণ কর, সে অংশীবাদী ছিল না। ৯৭। নিশ্চয় প্রথম যে মন্দির লোকের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা মক্কাস্থ কল্যাণ যুক্ত ও জগতের পথ প্রদর্শন (মন্দির) * । ৯৮। তাহাতে উজ্জ্বল নিদর্শন সকল আছে (উহা) এব্রাহিমের দণ্ডায়মান ভূমি; যে কেহ তন্মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়, এবং ঈশ্বরের জন্য সেই মন্দিরের হজ্জ করা তদভিমুখে পথ পাইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে (বিধি) এবং যে কেহ বিরুদ্ধাচারী

বিশেষ পুণ্য। ইহুদিদিগের প্রসঙ্গে এই আয়ত এই জন্য উক্ত হইল যে স্বীয় দেশাধিপত্যে তাহাদের অত্যন্ত আসক্তি ছিল। সেই কারণে তাহারা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের অনুগামী হয় নাই। অতএব বলা যাইতেছে যে যে পর্য্যন্ত তাহারা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তাহা উৎসর্গ না করিবে বিশ্বাসের ভূমি লাভ করিতে পারিবে না। (ত, শা,)

* হজরত আলিকে কেহ প্রশ্ন করিয়াছিলেন "ঈশ্বরের পূজার জন্য কি কাবা প্রথম মন্দির। তিনি তদুত্তরে বলেন না, তৎপূর্ব্বে ও উপাসনামন্দির ছিল। কিন্তু পরমেশ্বর প্রথম যে মন্দিরকে লোকের জন্য শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন ও যাহাতে আগমন কৃপা ও ধর্ম্মালোক লাভের কারণ করিয়াছেন তাহা কাবা। এবিষয়ে কাবাকে প্রথম মন্দির বলা যায়। (ত, হো,)

কাবা শব্দের অর্থ উন্নত, ভূমি অপেক্ষা উন্নত অথবা গৌরবে উন্নত বলিয়া এইমন্দির কাবা নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং পাশা খেলায় ব্যবহার্য চতুষ্কোণ গজদন্ত খণ্ডকে কাব বলে, কাবাও চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। সেই কাব হইতে কাবা নাম হইয়া থাকিবে।

হয় নিশ্চয় ঈশ্বর জগতে নিরাকাঙ্ক্ষ *। ৯৯। বল, হে গ্রন্থাধিকারিগণ, তোমরা কেন ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর, তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার সাক্ষী। ১০০। বল হে গ্রন্থাধিকারিগণ, যে ব্যক্তি বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাকে কেন ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতেছ, সেই সরল পথের জন্য বক্রতা অন্বেষণ করিতেছ ও তোমরাই সাক্ষী আছ, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অজ্ঞাত নহেন। ১০১। হে বিশ্বাসিগণ, যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে যদি তোমরা তাহাদের কোন দলের অনুগত হও তবে তাহারা তোমাদের বিশ্বাস প্রাপ্তির পর তোমাদিগকে অবিশ্বাসী করিবে। ১০২। এবং যখন তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের নিদর্শন পাঠ হইতেছে ও তোমাদের মধ্যে তাঁহার প্রেরিত পুরুষ বিদ্যমান, তখন তোমরা কেমন করিয়া কাফের

---

* কাবাতে যে সকল নিদর্শন আছে, তন্মধ্যে মহা পুরুষ এব্রাহিমের পদাঙ্ক এক নিদর্শন। একটি প্রস্তরে সেই পদাঙ্ক আছে। উহা এক নিদর্শন নহে বরং চারিটি নির্শন। ১ পাষাণে উক্ত মহাপুরুষের পদাঙ্ক হওয়া, ২ তন্মধ্যে সমগ্র পদতল প্রকাশিত হওয়া, ৩ দীর্ঘ কাল তাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে স্থায়ী দওয়া, ৪ সেই প্রস্তর বহু প্রাকৃতিক বিপ্লব সহ্য করিয়া রক্ষিত হওয়া। এতদ্ভিন্ন কাবাতে অন্য বহুবিধ অলৌকিক নিদর্শন আছে। সেই মন্দিরের আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ ও অন্য দুর্ঘটনা ও পাপ হইতে নিরাপদ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এমাম শাফির বিধি অনুসারে কাবাভিমুখে গমনের পাথেয় ও বাহন ও এমাম মালেকের বিধি অনুসারে শারীরিক স্বাস্থ্য ও চলৎশক্তি প্রাপ্তহইয়াছে তাহার সম্বন্ধে হজ্ব করা বিধি। প্রধানতম এমাম বলেন পাথেয়, বাহন ও শারীরিক স্বাস্থ্য এসমুদায় যাহার আছে কাবা গমনের তাহারই অধিকার। যে কেহ বিরুদ্ধাচারী হয়, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর জগতে নিরাকাঙ্ক্ষ, এই কথার তাৎপর্য্য এই যে জগতের লোকের বিরুদ্ধাচারে ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপের কোন ক্ষতি হয় না। (ত, হো,)

হইবে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছে নিশ্চয় সে সরলপথের দিকে উপদিষ্ট হইয়াছে। ১০৩। (র ১০) হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বর হইতে প্রকৃত ভয়ে ভীত হও, ও তোমরা বিশ্বাসী না হইয়া মরিও না। ১০৪। তোমরা পরমেশ্বরের রজ্জুকে একযোগে দৃঢ়রূপে ধারণ কর, বিচ্ছিন্ন হইও না, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তোমাদের প্রতি তখনকার ঈশ্বরের কৃপা স্মরণ কর, তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করিলেন, তাহাতে তোমরা তাঁহার কৃপায় পরস্পর ভ্রাতা হইলে, তোমরা অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ছিলে তিনি তাহা হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এইরূপে ঈশ্বর তোমাদের জন্য প্রবচন সকল ব্যক্ত করেন যেন তোমরা পথ প্রাপ্ত হও। ১০৫। কল্যাণের দিকে আহ্বান করে বৈধ কার্য্যে বিধি ও অবৈধ কার্য্যে নিষেধ করে এমন এক মণ্ডলী তোমাদের মধ্যে হওয়া উচিত, ইহারা সেই লোক যাহারা মুক্ত হইবে। ১০৬। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও আপনাদের নিকটে নিদর্শন সকল উপস্থিত হইলে পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও না, এই সেই লোক ইহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে *। ১০৭। + সে

ইহুদিদিগের এই সন্দেহ ছিল যে মহাপুরুষ এব্রাহিম শামদেশের লোকছিলেন। তিনি তথায় বাস করিয়া বয়তোল্মকদ্দস্‌কে কেব্‌লা করিয়াছিলেন। মোসলমানেরা কাবাকে কেব্‌লা বলিয়াছেন, তবে কেমন করিয়া মক্কাতে এব্রাহিমের পদচিহ্ন হইবে? ঈশ্বর বলিতেছেন যে তিনি এব্রাহিমের দ্বারাই প্রথম উপাসনার মন্দির কাবা নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে অনেক প্রকার গৌরবের নিদর্শন চিরকাল আছে। এব্রাহিমের প্রকৃত স্থান ইহাই। (ত, শা,)

* মদিনার নিবাসিগণ দুইদলে বিভক্ত ছিল। এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে উভয় দল পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই যুদ্ধে বহু লোকের জীবন

দিবস মুখ শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে, যাহাদিগের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইবে (তাহাদিগকে বলা হইবে) তোমরা কি বিশ্বাস প্রাপ্তির পর কাফের হইয়াছ? যেমন ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছ তজ্জন্য শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর *। ১০৮। কিন্তু যাহাদিগের মুখ শুভ্র হইল তাহারা ঈশ্বরের কৃপার মধ্যে আছে, তাহারা তাহাতে সর্ব্বদা থাকিবে। ১০৯। ঈশ্বরের এই বচন সকল, ইহা তোমাদের নিকটে সত্যভাবে পড়িতেছি, ঈশ্বর লোকের জন্য অত্যাচার ইচ্ছা করেন না। ১১০। যাহা আকাশে ও যাহা পৃথিবীতে আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং ঈশ্বরের দিকে সমুদায় ক্রিয়ার প্রত্যাবর্ত্তন। (র, ১১) তোমরা লোকের জন্য নির্ব্বাচিত শুভ মণ্ডলী, † বৈধ কার্য্যে বিধি দান ও অবৈধ কার্য্যে নিষেধ করিতেছ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাপন স্থাপন করিতেছ যদি গ্রন্থাধারী লোক ঈশ্বরকে বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চয় তাহাদের কল্যাণ হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসী আছে ও তাহাদের অধিকাংশ পাষণ্ড। ১১১। তাহারা কখন তোমাদিকে কিঞ্চিৎ ক্লেশ

নষ্ট হয়। এক দিন ইহুদিগণ মোসলমানদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া বিবাদে উত্তেজিত করে, তাহাতে ঈশ্বর মোসলমানদিগকে সাবধান করিতেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিরোধী ছিলে, এইক্ষণ সদ্ভাব সম্মিলনের সম্পদ্ অনুভব কর, ইহুদিদিগের ন্যায় বিবাদ করিয়া উৎসন্ন হইও না। (ত, শা,)

* যে সকল মোসলমান মুখে এস্লাম ধর্ম্মের কলেমা বলে ও তাহাদের অন্তরের ভাব বিপরীত, সেই দিনে অর্থাৎ বিচারের দিনে তাহাদের মুখ কাল হইবে। (ত, শা,)

† এই মণ্ডলী সকল মণ্ডলী অপেক্ষা দুইটি গুণে শ্রেষ্ঠ, এক ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করা, দ্বিতীয় একত্বে বিশ্বাস করা। কোন ধর্ম্মে এরূপ একত্বের বন্ধন নাই। (ত, শা,)

বৈ ক্লেশ দিবে না, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে তোমাদের দিকে পৃষ্ঠ দান করিবে, অতঃপর তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া যাইবে না। ১১৩।

যে স্থলে তাহাদিগকে ঈশ্বরের অবলম্বন ব্যতীত মনুষ্যের অবলম্বনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই স্থলে তাহাদিগের প্রতি লাঞ্ছনার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের আক্রোশে প্রত্যাগত, তাহাদের প্রতি দরিদ্রতার প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা একারণে হইয়াছে যে তাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের বিরোধী হইতেছিল এবং অযথা তত্ত্ববাহকদিগকে বধ করিতেছিল, ইহা একারণে যে অপরাধ করিয়াছে ও সীমা লঙ্ঘন করিতেছিল। ১১৪। গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে সকলে তুল্য নহে, একদল দণ্ডায়মান, তাহারা রাত্রিকালে ঈশ্বরের নিদর্শন সকল পড়িয়া থাকে ও তাহারা প্রণত হয় *। ১১৫। তাহারা ঈশ্বরকে ও পরকালকে বিশ্বাস করে এবং দানেতে সত্বর হয়, এই সকল লোক সাধু। ১১৬। এবং তাহারা যে কিছু শুভকার্য্য করে কখন তৎ-

---

* কথিত আছে যখন সেলামের পুত্র অবদোল্লা ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু ইহুদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন ইহুদিগণ কুৎসা রটনা করিয়া বলিতেছিল যে ইহারা আমাদের দলের অতি নিকৃষ্ট লোক, প্রাচীন সাধুলোকের বিরোধী হইয়া আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে। তাহাতেই পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন যে গ্রন্থাধিকারী ধর্ম্ম বিশ্বাসিগণ তাহাদের দলের কাফের দিগের তুল্য নহে। গ্রন্থাধিকারীর একদল দণ্ডায়মান, অর্থাৎ ঈশ্বরের শাসনে, এস্‌লাম ধর্ম্মে অবস্থিত, এই দলের অন্তর্গত সেলামের পুত্র অবদোল্লা ও তাহার বন্ধুগণ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী রোমনগরের আট ব্যক্তি, বখরাণের চল্লিশ ও হবশের বত্রিশ জন। ইহারা এস্‌লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন ও কোরাণ শিক্ষা ও ব্যবহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

প্রতি কৃতঘ্নতা করা হইবে না, ঈশ্বর ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে জ্ঞাত আছেন। ১১৭। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগের ধন তাহাদিগের সন্তান কখন তাহাদিগ হইতে ঈশ্বরের (শাস্তি) কিছুই দূর করিবে না, এই সকল লোক নরকাগ্নির নিবাসী, তথায় তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে। ১১৮। তাহারা এই সাংসারিক জীবনে যাহা ব্যয় করে তাহা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে এমন কোন জাতির শস্যক্ষেত্রে সঞ্চারিত শীতল বায়ু সদৃশ, পরে উহা তাহাকে বিনষ্ট করিল, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু তাহারাই নিজের প্রতি অত্যাচার করিতেছে *। ১১৯।

হে বিশ্বাসিগণ, আপনার লোক ব্যতীত অন্যকে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না, তাহারা তোমাদের অনিষ্ট করিতে ক্রুটি করে না এবং তোমাদিগকে ক্লেশ দিতে ভালবাসে, নিশ্চয় তাহাদের মুখ দিয়া শত্রুতা প্রকাশ পায় এবং নিশ্চয় তাহাদের হৃদয় যাহা গুপ্ত রাখিয়াছে তাহা গুরুতর, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তবে নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিলাম †। ১২০। হে লোক সকল, তোমরা অবগত হও, তোমরা তাহাদিগকে প্রীতি করিতেছ, তাহারা তোমাদিগকে প্রীতি করে না; এবং তোমরা সমুদায় গ্রন্থকে বিশ্বাস করিয়া থাক, তাহারা যখন তোমাদের সঙ্গে

---

* ঈশ্বর বলিতেছেন শীতল বাতাহত শস্য ক্ষেত্র দ্বারা যেমন ক্ষেত্রাধিকারীর কিছু লাভ হয় না তদ্রূপ অনুপযুক্তভাবে যে সকল বস্তু যে ব্যক্তি ব্যয় করে তদ্দ্বারা তাহার কোন উপকার হয় না। যেমন শীতল বায়ু ক্ষেত্রকে বিনষ্ট করে সেইরূপ অসরল ভাব ধনদাতার জীবনকে বিনাশ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

† ধর্ম্মদ্রোহী লোকের সঙ্গে বিশ্বাসীর বন্ধুতা করা উচিত নহে, তাহারা সর্ব্বথা শত্রু। (ত, শা,)

সাক্ষাৎ করে বলিয়া থাকে যে আমরাও বিশ্বাস করি এবং যখন নির্জ্জনে থাকে তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশ বশতঃ অঙ্গুলি দংশন করে; বল আপন ক্রোধে তোমরা মরিয়া যাও, নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয়স্থ বিষয়ের জ্ঞাতা। ১২১। যদি তোমাদিগের প্রতি কল্যাণ উপস্থিত হয় তাহারা অসন্তুষ্ট হইবে এবং যদি তোমাদিগের প্রতি অকল্যাণ সঞ্চার হয় তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে, যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর, ও ঈশ্বরকে ভয় কর তাহাদিগের শঠতা তোমাদিগকে কিছুই পীড়া দিবে না, তাহারা যাহা করিতেছে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা ঘেরিয়া রহিয়াছেন। ১২২। (র ১২) এবং (স্মরণ কর হে মোহম্মদ) যখন তুমি প্রভাতে স্বীয় পরিজনের নিকট হইতে বহির্গত হইলে, * সংগ্রামোদ্দেশ্যে বিশ্বাসীদিগকে

---

* হিজরি তিন সালে শওয়াল মাসের সপ্তম দিবসে ওহোদের যুদ্ধ হয়। আবু সুফিয়ান মহাপুরুষ মোহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদিনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করে। তিন সহস্র আরোহী ও পদাতিক সৈন্য তাহার সঙ্গে ছিল। তন্মধ্যে সাত শত কবচধারী পুরুষ ও দুইশত অশ্ব ছিল। এই সকল সৈন্য সহ আবু সুফিয়ান ওহোদগিরির পার্শ্বে আসিয়া শিবির স্থাপন করে। হজরতের ইচ্ছা ছিল যে মদিনায় অবস্থান করেন, নগরেই তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বদরের যুদ্ধে যে সকল বীর পুরুষ গমন করে নাই তখন তাহারা সত্বর শত্রুদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য ব্যাকুল হইল। হজরত সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধের উদ্যোগী হইলেন। পথে অবদোল্লা ইব্‌ন আবি সসৈন্যে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। হজরত সাত শত সৈন্য শত্রুদলের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ওহোদপর্ব্বতকে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া মদিনার দিকে পদার্পণ করেন। জুবিরের পুত্র অবদোল্লাকে পঞ্চাশ জন ধনুর্দ্ধারী পুরুষের সঙ্গে ওহোদ গিরির যে দিকে প্রবেশ দ্বার ছিল তাহা রক্ষার জন্য ও সৈন্যদিগের সহায়তার জন্য তথায় থাকিতে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে গমন করেন। ঈশ্বর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন সেই প্রাতঃকালে যে আপনার গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলে। (ত, হো,)

যথাস্থানে স্থাপন করিলে; ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১২৩। (স্মরণ কর) যখন তোমাদের দুই দল ভীরুতা প্রকাশে চেষ্টা করিয়াছিল এবং ঈশ্বর তাহাদিগের সহায় ছিলেন; বিশ্বাসীদিগের উচিত যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে *। ১২৪। নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে বদরে (বদরের যুদ্ধে) সাহায্য দান করিয়াছেন, তোমরা দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিলে, অতএব ঈশ্বরকে ভয় কর, ভরসা যে তোমরা ধন্যবাদ করিবে। ১২৫। (স্মরণ কর) যখন তুমি বিশ্বাসী দিগকে বলিতেছিলে যদি তোমাদের পরমেশ্বর তিন সহস্র অবতীর্ণ দেবতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য দান করেন তোমাদের কি লাভ হইবে না?। ১২৬। বরং যদি তোমরা সহিষ্ণু ও ঈশ্বর ভীরু হও এবং তাহারা এই স্বীয় আবেগে তোমাদিগের প্রতি সমাগত হয় তোমাদের ঈশ্বর পাঁচ সহস্র চিহ্নিত দেবতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন †। ১২৭। এবং তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ হয়, তদ্দ্বারা তোমাদিগের অন্তর সান্ত্বনা লাভ করে এজন্য ব্যতীত ঈশ্বর ইহা করেন নাই, পরাক্রান্ত নিপুণ ঈশ্বরের নিকট ব্যতিরেকে সাহায্য নাই। ১২৮। তাহাতে দেবগণ, কাফের দিগের এক দলকে সংহার করে, কিম্বা পরাস্ত

---

* অবদোল্লা ইব্‌ন আবি কাফের ছিল। মদিনা তাহার বাসস্থান। হজরত যখন সসৈন্যে নগরের বাহির হইলেন সেও সংগ্রামে তাঁহার সহযোগী [illegible] ছিল। পরে সে আমাদের কথানুসারে কার্য্য হইল না এই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়। তাহার কুমন্ত্রণায় অপর দুই দল হজরতকে ছাড়িয়া প্রস্থান করে। পরে সেই দুই দলের দলপতিদিগের চেষ্টায় তাহারা ফিরিয়া আইসে। (ত, শা,)

† এরূপ জনশ্রুতি যে বদরের যুদ্ধের দিন প্রেরিত পুরুষ অন্তরে ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর প্রথমে এক সহস্র পরে তিন সহস্র অবশেষে পাঁচ সহস্র ফেরেস্তা সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

করে, পরে তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যায়। ১২৯। কি তাহাদের দিকে (প্রসন্ন ভাবে) প্রতিগমন করা কি তাহাদিগকে শাস্তি দান করা একার্য্যের কিছুই তোমার জন্য নহে, নিশ্চয় তাহারা দুর্ব্বৃত্ত। ১৩০। দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা

ওহোদের যুদ্ধে বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ এজন্য হইল যে এই দুই যুদ্ধের একটিতে জয় লাভ তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা দান অপরটিতে পরাজিত হওয়া তজ্জন্য ধৈর্য্যধারণ আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ ওহোদের যুদ্ধের বিবরণ এই;—প্রথমতঃ শত্রুপক্ষীয় প্রধান পুরুষেরা ক্রমে ক্রমে নিহত হইলে শত্রু সৈন্যগণ পলায়িত হয়। মদিনার লোকেরা তাহাদের শিবির আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করে। একদল ধনুর্দ্ধারী পুরুষ পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ পথ রক্ষার জন্য হজরত মোহম্মদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া বিশেষরূপে সতর্ক করিয়াছিলেন যে, আমাদের জয় হউক বা পরাজয় হউক তোমরা এস্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না। তাহারা সেই আজ্ঞা অমান্য ও সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পরাজিত বিপক্ষ সৈন্যদিগের শিবির লুণ্ঠন করিবার জন্য সেই স্থানে দশ জন মাত্র সেনা রাখিয়া চলিয়া আইসে। প্রেরিত পুরুষের আদেশ অগ্রাহ্য করার অপরাধের ফল মোসলমান সৈন্যগণের ভোগ করিতে হইল। অলিদের পুত্র খালেদ এবং আবুজোহেলের পুত্র অকরমা যে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল গিরিবর্ত্ম রক্ষক শূন্য দেখিয়া একদল সৈন্যসহ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানের রক্ষক জবিরের পুত্র অবদোল্লাকে সহচরগণ সহ বধ করিয়া অপর মোসলমান সৈন্যের পশ্চাতে ধাবিত হইল। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, এই যুদ্ধে হজরত মোহম্মদের পিতৃব্য হমজা এবং তাঁহার অনেক ধর্ম্মবন্ধু প্রাণত্যাগ করিলেন, একদল পলাইয়া গেলেন, কেবল একদল হজরতের রক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পরে এতদূর হইল যে শত্রু নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে হজরতের দন্ত ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি হত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। পরে কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে ওহোদগিরির গুহায় যাইয়া প্রবেশ করেন। শত্রুদল মক্কাভিমুখে চলিয়া যায়। (ত, শা,)

করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় শাস্তি দেন, ঈশ্বর ক্ষমাকারী দয়ালু *। ১৩১। (র, ১৩)

হে বিশ্বাসিগণ, দ্বিগুণের পর দ্বিগুণ কুসীদ গ্রহণ করিও না; ঈশ্বরকে ভয় কর তবে ভরসা যে তোমরা উদ্ধার পাইবে †। ১৩২। সেই অগ্নিকে ভয় কর যাহা কাফের দিগের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ১৩৩। এবং ঈশ্বরেরও প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞাবহ হও, তবে ভরসা যে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হইবে। ১৩৪। এবং তোমরা আপনাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও স্বর্গ লোকের দিকে ধাবমান হও, তাহার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়, উহা ধর্ম্মভীরু লোক দিগের জন্য প্রস্তুত। ১৩৫। যাহারা সুখে ও দুঃখে দান করে ও ক্রোধ সম্বরণ করে এবং লোককে ক্ষমা করে ঈশ্বর (সেই সকল) সৎকর্ম্মশীল লোককে প্রেম করেন ‡। ১৩৬।

---

* ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষকে বলিতেছেন ;—দাসের কোন অধিকার নাই, ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহা করেন। যদিচ কাফেরগণ তোমাদের শত্রু ও তাহারা দুষ্কর্ম্মে রত, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে পথ দেখাইতে বা শাস্তি দিতে পারেন। (ত, শা,)

† সুদের প্রসঙ্গ এস্থানে এজন্য হইয়াছে যে সুদ গ্রহণে দুই প্রকার দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। এক নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণে সাধনানুকূল্য খর্ব্ব হয়, ধর্ম্মযুদ্ধ এক উচ্চ সাধনা। দ্বিতীয়তঃ সুদ গ্রহণে অত্যন্ত কৃপণতা প্রকাশ পায়, আপন লাভ ব্যতিরেকে সুদগ্রাহী লোকেরা অর্থ দ্বারা কাহার উপকার করিতে চাহে না, বিনিময় আকাঙ্ক্ষা করে। যাহার মনের প্রতি এরূপ কার্পণ্য সে কেমন করিয়া প্রাণ দিতে পারে? (ত, শা,)

‡ কথিত আছে প্রধানতম এমামকে কেহ চপটাঘাত করিয়াছিল। তিনি বলিলেন "আমিও তোমাকে চপটাঘাত করিতে পারি কিন্তু করিব না; আমি তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকটে অভিসম্পাত প্রার্থনা করিতে পারি অথচ করিব না ইত্যাদি বলিয়া তিনি তাহাকে শান্তভাবে ক্ষমা করিলেন। (ত, শা,)

যাহারা কুকর্ম্ম করিয়া কিম্বা নিজের জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করে, পরে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ঈশ্বর ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন ; তাহারা যাহা (যে পাপ) করিয়াছে তৎপ্রতি জ্ঞাত সারে দৃঢ় হয় না *। ৩৭। এই সেই সকল লোক, যাহাদিগের পুরস্কার তাহাদের ঈশ্বরের নিকট হইতে ক্ষমা লাভ এবং যাহার ভিতরে পয়ঃ-প্রণালী সকল প্রবাহিত এমন স্বর্গোদ্যান ; সেখানে তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে। ক্রিয়াশীলদিগের (এই) উত্তম পুরস্কার। ১৩৮। নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্বে ঘটনীয় সকল ঘটিয়াছে, অতএব পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং মিথ্যাবাদী দিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে দেখ †। ১৩৯। লোকের জন্য এই উক্তি এবং ধর্ম্মভীরু দিগের জন্য এই পথ প্রদর্শন ও উপদেশ। ১৪০। অবসন্ন ও বিষন্ন

---

* এই আয়ত বনৃহান্‌ নামক ব্যক্তির উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল। একটি রূপবতী নারী বনৃহানের নিকটে খোর্ম্মা ফল ক্রয় করিতে আগমন করে। বনৃ-হানের মন তাহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হয়। উত্তম খোর্ম্মা দিব এই ছল করিয়া তাহাকে নির্জ্জন গৃহে লইয়া যায় ও তাহার প্রতি অসদভিপ্রায় প্রকাশ করে। নারী বনৃহানকে ভৎসনা করিয়া বলে "ঈশ্বরকে ভয় কর, আমার শুদ্ধ দেহকে কলঙ্কিত করিও না।" তাহাতে বনৃহানের অনুতাপ ও ঈশ্বরে ভয় হয়। তৎক্ষণাৎ হজরত মোহম্ম-দের নিকটে আসিয়া সবিশেষ নিবেদন করে। তিনি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া বলেন "আমি তোমাদের সাক্ষাৎ বিদ্যমানসত্ত্বে তোমরা ঈদৃশ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ ?" ঈশ্বর অনুতপ্তদিগের আশার নিমিত্ত এই আয়ত প্রেরণ করেন। কাহার কাহার মতে পাপানুষ্ঠানে উদ্যত অন্য দুই তিন ব্যক্তির উপলক্ষে এই প্রবচনের অবতারণা হয়। (ত, হো,)

† ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের সঙ্গে বিবাদ করা কাফেরদিগের প্রাচীন রীতি। সকল দেশের বিবরণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পাইবে যে প্রথমে ধর্ম্ম প্রব-

হইও না, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমরাই উন্নত *। ১৪১। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হও তবে নিশ্চয় সেই দল ও (ধর্ম্মদ্রোহী দল) তৎসদৃশ আঘাত প্রাপ্ত হইবে, আমি লোকের মধ্যে এই দিনের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি ও যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রকাশ করেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে সাক্ষী গ্রহণ করিয়া থাকেন, ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না। ১৪২। + এবং তাহাতে ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগকে সংশোধিত ও অবিশ্বাসীদিগকে বিলুপ্ত করিয়া থাকেন †। ১৪৩। কি তোমারা মনে করিতেছ স্বর্গে প্রবেশ করিবে? ও তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্ম যুদ্ধ করিয়াছে এবং যাহারা সহিষ্ণু ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত নহেন?। ১৪৪। নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুকে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বেই,

---

র্ত্তকদিগের প্রতি এইরূপ বিপদ্ গিয়াছে। কিন্তু পরিণামে মিথ্যাবাদীদিগের দুর্দ্দশা হইয়াছে। ওহোদের সংগ্রামে সত্তর জন প্রধান মোসলমান নিহত হন, এবং যুদ্ধ তাঁহাদিগের পক্ষে প্রতিকূল হয়, এজন্য ঈশ্বর মোসলমানদিগকে সাহস দিয়েছেন। (ত, শা,)

* ওহোদের সংগ্রামে হজরত গিরি গুহায় প্রচ্ছন্ন হইলে এবং বিপক্ষ দলের নেতা আবু সোফিয়াম পর্ব্বত শৃঙ্গে জয়পতাকা স্থাপন করিলে মোসলমান সেনাগণ অত্যন্ত ভয়াকুল হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাদের সান্ত্বনার জন্য এই আয়ত অবতারণ করেন। ইহার ভাব এই যে পদমর্য্যাদায় তোমরা উন্নত, তোমরা যুদ্ধে হত হইলেও স্বর্গ লাভ করিবে। ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা নরকে যাইবে, বদরের যুদ্ধে তোমাদের জয় হইয়াছে। (ত, হো,)

† জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যুদ্ধে নিহত হইলে মোসলমানদিগের স্বর্গ লাভ হয়। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে পরীক্ষা করা ও মোসলমানদিগকে সংশোধন করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল। নতুবা কাফেরগণের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন নহেন। (ত, শা,)

আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলে পরে তোমরা তাহাকে দর্শন করিয়াছ ও তোমরা প্রতীক্ষা করিতে ছিলে। ১৪৫। (র, ১৪) মোহম্মদ প্রেরিত ভিন্ন নহে, নিশ্চয় তাঁহার পূর্ব্বে প্রেরিতের অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল, যদি সে মরিয়া যায় কিম্বা হত হয় তোমরা কি পশ্চাৎপদ হইবে? যে ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হয় সে কখন ঈশ্বরকে কিছুই প্রপীড়ন করে না, কৃতজ্ঞ লোকদিগকে ঈশ্বর সত্বর পুরস্কার দান করেন*। ১৪৬। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় না, (মৃত্যুর) নির্দ্দিষ্ট সময় লিখিত আছে, যে ব্যক্তি সাংসারিক লাভ আকাঙ্ক্ষা করে আমি তাহা হইতে তাহাকে দান করি, এবং যে ব্যক্তি পারলৌকিক লাভ আকাঙ্ক্ষা করে আমি তাহা হইতে তাহাকে দান করি, সত্বর আমি কৃতজ্ঞ ব্যক্তি দিগকে পুরস্কার দিব। ১৪৭। বহু তত্ত্ববাহক এবং তাহাদের সঙ্গে বহু ঈশ্বর পরায়ণ লোক যুদ্ধ করিয়াছিল, পরে ঈশ্বরের পথে তাহাদের বিপদ্ উপস্থিত বশতঃ তাহারা অবহেলা

---

* এই ওহোদের যুদ্ধে অনেক প্রধান প্রধান মোসলমান বীর পুরুষ পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহম্মদ মারা পড়িয়াছেন বলিয়া একজন কাফের ঘোষণা করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে হজ্রত আহত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবর ও একান্ত দুর্ব্বল হইয়া এক গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া ছিলেন। প্রথমতঃ মোসলমানেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। তাঁহার মৃত্যুতে সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পরে হজ্রত গর্ত্ত হইতে উঠিয়া আসিয়া যে সকল লোক উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে সমবেত করিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামের আয়োজন করিলেন। ইতিমধ্যে কাফের সৈন্যদল চলিয়া গেল। অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে প্রেরিত পুরুষ জীবিত থাকুন বা না থাকুন ধর্ম্ম ঈশ্বরের, তাহাতে অটল থাক। হজরতের পরলোকান্তে অনেক লোক ধর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া যায়, যাহারা ছিল তাহাদিগেরই অধিক পুণ্য। (ত, শা,)

করে নাই ও দুর্ব্বল হয় নাই এবং নিরুপায় হইয়া পড়ে নাই; পরমেশ্বর সহিষ্ণুদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন। ১৪৮। তাহারা যে বলিয়াছিল হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের অপরাধ ও আমাদিগের কার্য্য এবং আমাদের সীমালঙ্ঘন আমাদিগের জন্য ক্ষমা কর, ও আমাদিগের চরণকে দৃঢ় কর এবং ধর্ম্মদ্রোহী দলের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর ইহা ব্যতীত তাহাদিগের কথা ছিল না। ১৪৯। পরিশেষে ঈশ্বর তাহাদিগকে ঐহিক পুরস্কার ও পারত্রিক উত্তম পুরস্কার দান করিয়াছেন, ঈশ্বর হিতকারীদিগকে প্রীতি করেন। ১৫০। (র, ১৫)

হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা কাফের দিগের আজ্ঞা বহন কর, তবে তাহারা তোমাদিগকে পশ্চাৎপদ করিয়া ফিরাইবে, পরে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইবে*। ১৫১। বরং পরমেশ্বর তোমাদিগের বন্ধু এবং তিনি উত্তম সাহায্য কারী।১৫২। যাহার সম্বন্ধে কোন নিদর্শন অবতারণ করা হয় নাই তাহারা তাহাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী করিয়াছে, তজ্জন্য সত্বর আমি ধর্ম্মদ্রোহীদিগের অন্তরে বিভীষিকা স্থাপন করিব, নরকাগ্নি তাহাদিগের স্থান, ও (তাহা) অত্যাচারীদিগের মন্দ বাসস্থান। ১৫৩। এবং যখন তোমরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে বধ করিতেছিলে একান্তই ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে সে সময় পর্য্যন্ত

---

* এই যুদ্ধে যে সকল মোসলমানের অন্তর ভগ্ন হইয়াছিল ধর্ম্মদ্রোহী ও কপট লোকদের কেহ কেহ সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে অনুযোগ করিতে লাগিল, কেহ হিতৈষণা বাক্যে এইরূপ বুঝাইতে লাগিল যেন ভবিষ্যতে তাহারা যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ না করে। এজন্য ঈশ্বর সাবধান করিতেছেন যে কাফের গণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইও না। (ত, শা,)

আপন অঙ্গীকার সপ্রমাণ করিয়াছেন; যে সময় হইতে তোমরা কার্য্যে কাপুরুষতা ও বিরোধ করিলে এবং যাহা তোমরা ভাল বাসিতেছিলে তাহা তোমাদিগকে প্রদর্শন করিলে পর তোমরা অপরাধ করিলে, তোমাদের মধ্যে কেহ সংসার চাহিতেছিল ও তোমাদের মধ্যে কেহ পরলোক চাহিতেছিল; তৎপর তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগহইতে তোমাদিগকে বিমুখ করিলেন, একান্ত নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন; ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের প্রতি কৃপাবান্ * । ১৫৪ । যখন

---

* ওহোদের যুদ্ধে প্রথমতঃ মোসলমানদিগের পক্ষে জয়শ্রী ছিল। তাঁহারা কাফেরদিগকে সংহার করিতেছিলেন ও তাহারা পলায়ন করিতেছিল এবং বিজয়ের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। কাহারও ধন লাভ হইবে বলিয়া আনন্দ হইয়া ছিল, কাহারও এস্লাম ধর্ম্মের জয় হইল বলিয়া হর্ষ হইয়াছিল। যখন মোসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা অগ্রাহ্য হইল তখনই যুদ্ধের অবস্থা ফিরিয়া গেল। এক আদেশ অমান্য এই যে হজরত পঞ্চাশ জন বাণবর্ষী পুরুষকে রক্ষকরূপে গিরিবর্ত্মে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। যখন বাণবর্ষী সৈনিকগণ আপন দলে বিজয় ও বিক্রম দর্শন করিল, তখন জয়ের অংশী হইতে ও শত্রুশিবির লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছু হয়, আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দশজন মাত্র ধনুর্দ্ধর সেনা রাখিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া আইসে। তাহাতে পলায়িত শত্রুগণ সুযোগ পাইয়া গিরিবর্ত্মের দিক দিয়া আসিয়া মোসলমান সৈন্যদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাস্ত করে। ২য় আদেশ লঙ্ঘন এই যে যখন শত্রুগণ পলায়ন করিতেছিল ও মোসলমান সেনারা তাহাদের অনুসরণ করিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন হজরত পশ্চাৎ হইতে আমার নিকটে এস, সে দিকে যাইওনা বলিয়া ডাকিতেছিলেন, ধন লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে তাহারা তাহা গ্রাহ্য করে নাই। (ত, শা,)

ধৈর্য্য ধারণ করিলে তোমাদিগকে বিজয়ী করিব ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার ছিল। যখন মোসলমান সৈন্যগণ অধৈর্য্য হইয়াছিল তখনই পরাজিত হইল। (ত, হো,)

তোমারা উপরে উঠিতেছিলে ও কাহার প্রতি মনোযোগ করিতে ছিলে না এবং প্রেরিত পুরুষ তোমাদের পশ্চাতে তোমাদিগকে আহ্বান করিতে ছিলেন, তৎপর ঈশ্বর তোমাদিগকে শোকের পর শোক পুরস্কার দিলেন; তবে যাহা তোমাদের ক্রটি হইয়াছে ও যাহা তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ তৎ প্রতি দুঃখ করিও না, তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা *। ১৫৫। অতঃপর শোকান্তে তোমাদের প্রতি তিনি বিশ্রাম প্রেরণ করিলেন, (সেই বিশ্রাম কি?) তন্দ্রা, উহা তোমাদের এক দলকে আচ্ছাদন করিতেছিল, এবং এক দল যে নিশ্চয় তাহাদের আত্মা তাহাদিগকে চিন্তাযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে অসত্য কল্পনা মূর্খতার কল্পনা করিতেছিল, বলিতেছিল "আমাদের জন্য কি কিছু কার্য্য আছে?" বল তুমি (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরের জন্য, (কপট লোকেরা) যাহা প্রকাশ করিতে পারে না তাহা আপন অন্তরে গোপন করিয়া থাকে, তাহারা বলে "যদি আমাদের নিমিত্ত কোন কার্য্য থাকিত তবে আমরা এস্থানে হত হইতাম না;" তুমি বল, যদি তোমরা আপন গৃহে থাকিতে নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে

---

* তোমরা উপরে উঠিতেছিলে, ইহার তাৎপর্য্য পর্ব্বতের উপর দিয়া পলায়ন করিতেছিলে। শোকের পর শোক; এক শোক প্রেরিত পুরুষের মৃত্যুসংবাদ অপর শোক ধর্ম্মবন্ধুদিগের প্রাণত্যাগ; অথবা এক শোক পরাজয় স্বীকার অপর শোক লুণ্ঠন সামগ্রী হস্তচ্যুত হওয়া; তোমরা বিপদে ধৈর্য্য শিক্ষা করিবে এই উদ্দেশ্যে তোমাদিগের প্রতি এই শাস্তি হইল। (ত, হো,)

তোমরা প্রেরিত পুরুষকে মনক্ষুণ্ণ করিয়াছ এজন্য তোমাদিগকে মনক্ষুণ্ণ হইতে হইল। অতএব কিছু ক্ষতি হউক বা লাভ হউক আজ্ঞানুসারে চলিবে একথা স্মরণ রাখিও। (ত, শা,)

হত্যা লিখিত হইয়াছে সেই সকল লোক আপন হত্যাভূমির দিকে বহির্গত হইত, তোমাদের হৃদয়ে যাহা আছে ঈশ্বর তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন, তদ্দ্বারা তোমাদের অন্তরে যাহা আছে সংশোধিত করিতেছিলেন ; ঈশ্বর হৃদয়ের ভাবের জ্ঞাতা *।১৫৬। দুই দলের সাক্ষাৎকারের দিন নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে সকল লোক প্রস্থান করিয়াছে তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহার কিছুর জন্য † শয়তান তাহাদিগকে বিচালিত করিয়াছে বৈ নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, ‡ একান্তই ঈশ্বর ক্ষমাশীল, গম্ভীর। ১৫৭। (র, ১৬]

হে বিশ্বাসিগণ, যাহারা কাফের হইয়াছে তোমরা তাহাদের

---

* এই পরাজয়ে যাহাদের মৃত্যু এবং যাহাদের পলায়ন অবশ্যম্ভাবী ছিল হইয়াছে, এবং যাহারা রনক্ষেত্রে অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারা ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎপর তাঁহাদের ভয় বিভীষিকা দূর হয়। এত ক্ষণ হজরতও মূর্চ্ছা প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলে সকলে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার সংগ্রাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। যাহারা অল্প বিশ্বাসী ছিল তাহারা বলিতে লাগিল "আমাদের জন্য কিছু কার্য্য আছে ?" অর্থাৎ ঈদৃশ পরাজয়ের পর আমরা কি আর কোন কার্য্য করিতে পারিব ? সমুদায় ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছে, আমাদের আর কি সাধ্য আছে ? এই উক্তির গূঢ় মর্ম্ম এই যে আমাদের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য হয় নাই, তজ্জন্য এত গুলি লোক মারা পড়িল। ঈশ্বর এই কথার উত্তর দান করিলেন ও বুঝাইয়া দিলেন যে কপট ও সরল ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের এ বিষয়ে কৌশল ছিল। (ত, শা,)

† কিছুর জন্য অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের আদেশ অমান্য করার জন্য। (ত, হো,)

‡ ইহাদ্বারা জানাযায় যে এই যুদ্ধে যাহারা পলায়ন করিয়াছে তাহারা অপরাধী রহিল না। (ত, শা,)

সদৃশ হইওনা, তাহারা আপন ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে যখন তাহারা দেশ ভ্রমণে গেল ও ধর্ম্ম-যোদ্ধা হইল বলিয়াছিল তাহারা আমাদের নিকটে থাকিলে মরিত না ও হত হইত না, তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের অন্তরে এই (ভাবকে) আক্ষেপে পরিণত করিতেছেন, পরমেশ্বর জীবিত ও মৃত করেন, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার দর্শক। ১৫৮। যদি ঈশ্বরের পথে হত হও বা মরিয়া যাও তবে নিশ্চয় ঈশ্বর হইতে ক্ষমা ও দয়া আছে, * তাহারা যাহা সংগ্রহ করে তদপেক্ষা উত্তম। ১৫৯। যদি তোমরা মরিয়া যাও বা নিহত হও তবে নিশ্চয় তোমরা ঈশ্বরের দিকে সমুত্থিত হইবে। ১৬০। পরে ঈশ্বরের দয়াতে তুমি (হে মোহম্মদ) তাহাদের জন্য কোমল হইলে, যদি তুমি কঠিনপ্রকৃতি কঠোর হৃদয় হইতে নিশ্চয় তোমার দিক্ হইতে তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত. অতএব তাহাদিগকে মার্জ্জনা কর ও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং এ কার্য্যে তাহাদের সঙ্গে মন্ত্রণা কর, পরন্তু যখন তুমি উদ্যোগ করিয়াছ তখন ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় ঈশ্বর নির্ভরকারীকে প্রেম করেন। ১৬১। যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য দান করেন তবে তোমাদিগর উপর বিজেতা নাই, এবং যদি তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন তবে তাঁহার অভাবে সেই ব্যক্তি কে যে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবে? অতএব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসিদিগের নির্ভর করা আবশ্যক। ১৬২।

---

* অর্থাৎ কেহ সৎকার্য্যোদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মরিলে বা মারা পড়িলে সেই বহির্গমনের জন্য আক্ষেপ করা উচিত নয়, ইহাদ্বারা ঈশ্বরের বিধির প্রতি পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। ঐহিক হিত দেখিতে হইবে না। সংসারে দৃষ্টি করা কাফেরদিগের স্বভাব। (ত,শা,)

সংবাদবাহক হইতে অন্যায় হয় না, যে ব্যক্তি অপচয় করে সে যাহা অপচয় করিল কেয়ামত দিবসে তাহা লইবে, পরে প্রত্যেক ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে তাহা (তাহার ফল) সম্যক্ প্রদত্ত হইবে, এবং তাহারা অত্যাচরিত হইবে না *। ১৬৩। পরন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সন্তোষের অনুসরণ করিয়াছে সে কি ঈশ্বরের কোপে প্রত্যাগত ব্যক্তির তুল্য? উহার স্থান নরক এবং কুস্থান। ১৬৪। এই লোক ঈশ্বরের নিকটে পদস্থ, † এবং তাহারা যাহা করিতেছে ঈশ্বর তাহার দর্শক। ১৬৫। নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের প্রতি উপকার বিধান করিয়াছেন, যখন তাহাদের মধ্যে তাহাদের জাতি হইতে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন, সে তাহাদের নিকটে তাঁহার বচন পাঠ করিতেছে

---

* এই আয়তে মোসলমানদিগকে সান্ত্বনা দান করা হইয়াছে, তোমাদের উচিত নয় যে তোমরা মনে কর যে প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে বাহ্যে ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে ক্রোধ আছে, পরে তিনি এক সময় সেই ক্রোধ প্রকাশ করিবেন। জানিও অন্তরে একরূপ বাহ্যে অন্যরূপ প্রেরিত পুরুষদিগের এ প্রকার ব্যবহার নহে। অথবা এই আয়তে মোসলমানদিগকে এপ্রকার প্রবোধ দেওয়া হইতেছে, যে তোমরা হজরতের সম্বন্ধে এরূপ মনে করিবে না যে তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু অপচয় করিয়াছেন, অর্থাৎ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। হয়তো ইহা এজন্য অবতীর্ণ হইয়াছে, যে সকল ধনুর্দ্ধর পুরুষ লুণ্ঠিত সামগ্রী গ্রহণ করিবার জন্য স্বস্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে কি হজরত অংশ দিতেন না, কিম্বা তিনি কোন দ্রব্য কি লুকাইয়া রাখিতেন? কথিত আছে বদরের যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু হারাইয়া গিয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল হয়তো হজরত নিজের জন্য তাহা রাখিয়াছেন, সম্ভবতঃ তদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, শা,)

† প্রেরিত পুরুষ ও অন্য লোক তুল্য নহে। সাধারণ লোকের ন্যায় প্রেরিত পুরুষের দ্বারা লোভের কার্য্য হয় না। (ত, শা,)

ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করিতেছে এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে, নিশ্চয় তাহারা পূর্ব্বে একান্তই স্পষ্ট পথ ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ১৬৬। যখন এক বিপদ্ তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইল, নিশ্চয় তোমরা কি তাহার দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইয়াছ ? তোমরা বলিয়াছ "ইহা কোথা হইতে হইল ?" বল (হে মোহম্মদ) ইহা তোমাদের জীবন হইতে হইয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী *। ১৬৭। উভয় দলের সাক্ষাৎকার দিবসে তোমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা ঈশ্বরের আদেশানুসারে হইয়াছে, বিশ্বাসীদিগকে প্রকাশ করিতে ও যাহারা কপট তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে হইয়াছে, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল এস, ও ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, কিম্বা দূর কর (কাফেরদিগকে) তাহারা বলিল "যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম, নিশ্চয় তোমাদিগের অনুসরণ করিতাম ;" তাহারা সেই দিন বিশ্বাসোন্মুখ লোকদিগের অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহিতার অভিমুখে নিকটতর ছিল ; যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা তাহা আপন মুখে বলিয়াছে ; তাহারা যাহা গোপন করিতেছিল ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত †। ১৬৮+১৬৯। যাহারা বসিয়া রহিয়াছে ও স্বীয় ভ্রাতা-

---

* অর্থাৎ তোমরা বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কাফেরকে বধ করিয়াছিলে এবং সত্তর জনকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলে। এই যুদ্ধে তোমাদের দলের সত্তর জন হত হইয়াছে, তবে ক্ষুণ্ণ কেন হইতেছ ? ইহা আপন অপরাধের জন্য হইয়াছে, যেহেতু তোমরা আজ্ঞা অমান্য করিয়াছ। অথবা এই অপরাধ ছিল যে অর্থ গ্রহণ করিয়া বদরের বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলে। হজরত বলিয়াছিলেন "এই সত্তর জনকে ছাড়িয়া দিলে তোমাদের সত্তর জন যুদ্ধে হত হইবে।" (ত, শা,)

† এই আয়তে কপট লোকদিগের কথা। তাহারা বলে যে যখন সংগ্রাম উপস্থিত হইবে আমরা যাইয়া যোগ দিব, অথবা এরূপ বলে যে আমরা যুদ্ধের রীতি

দিগের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে "আমাদের কথা মান্য করিলে তাহারা হত হইত না;" বল, (হে মোহম্মদ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আপনাদের মৃত্যুকে দূর কর। ১৭০। যাহারা ঈশ্বরের পথে হত হইয়াছে তাহারা মরিয়াছে মনে করিও না, বরং তাহারা তাহাদের ঈশ্বরের নিকটে জীবিত আছে, তাহাদিগকে উপজীবিকা প্রদত্ত হইতেছে। ১৭১। + ঈশ্বর নিজ কৃপা গুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত, যাহারা তাহাদের পশ্চাতে, (এই ক্ষণও) তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই তাহাদের সুসংবাদ লইয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা শোক প্রাপ্ত হইবে না। ১৭২। তাহারা ঈশ্বরের দানে ও (তাহার) করুণায় আনন্দিত হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের পুরস্কার নষ্ট করেন না। ১৭৩। (র, ১৭)

যাহারা নিজের প্রতি যে আঘাত পহুছিয়াছে তাহার পর ঈশ্বরকে ও প্রেরিত পুরুষকে স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম্ম ও ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে *। ১৭৪। এই তাহারা যে তাহাদিগকে লোকে

নীতি জ্ঞাত নহি। অন্তরে গর্ব্ব করে যে আমাদের পরামর্শ গ্রাহ্য হয় না, ইহাদের যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞান নাই। এই কথাতে তাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ও বিশ্বাস হইতে দূরে পড়িয়াছে। (ত, শা,) (বোধ স্থূলভার্থ ২ আং একত্রীকৃত।)

* যে দিন বিপক্ষ দলের নেতা আবুসুফিয়ান ওহোদ হইতে প্রতিগমন করিল হজরত সেই দিন অপরাহ্নে মদিনায় চলিয়া আসিলেন। সেদিন শওয়ালমাসের সপ্তম দিবস শনিবার ছিল। রবিবার দিন প্রাতঃকালে তিনি শত্রুদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইবার জন্য ওহোদের সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন এবং যাহারা ওহোদের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল তাহাদিকে যাইতে বারণ করিলেন। ধর্ম্মবন্ধুগণ আহত দুর্ব্বল শরীরে আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শত্রুর অনুসরণে মক্কাভিমুখে

বলিয়াছিল "নিশ্চয় তোমাদের জন্য লোক সমবেত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে ভয় কর;" তৎপর উহা তাহাদিগের বিশ্বাস বৃদ্ধি করিল এবং তাহারা বলিল "আমাদের জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট ও তিনি উত্তম কার্য্য সম্পাদক" *। ১৭৫। অনন্তর তাহারা ঈশ্বরের দান ও কৃপার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইল, অশুভ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতার অনুসরণ করিয়াছিল, ঈশ্বর মহান্, পরম কৃপালু। ১৭৬। তাহারা শয়তান বৈ নহে যে আপন বন্ধুদিগকে ভয় দেখায়, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তাহাদিগকে ভয় করিও না আমাকে ভয় করিও †। ১৭৭। যাহারা অধর্ম্মে ধাবমান তাহারা (হে মোহম্মদ) তোমাকে বিষাদিত করিবে না, নিশ্চয় তাহারা ঈশ্বরের কিছু ক্ষতি করিবে না, ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে পরলোকে তাহাদিগকে কিছুই লভ্য প্রদান না করেন।

চলিলেন। হমরায়লআসদ নামক স্থানে তাঁহাদের শিবির সন্নিবেশিত হয়। তাঁহারা সোমবার রাত্রিতে প্রবল অগ্নি উদ্দীপন করিয়া মক্কাবাসীদিগকে বিজ্ঞাপন করেন যে আমরা ভীত ও দুর্ব্বল হই নাই। এই সময়ে পরমেশ্বর এই আয়ত অবতারণা করেন। (ত, হো,)

* আবুসুফিয়ান এস্লাম সৈন্যের মূলোৎপাটনমানসে পুনর্ষাত্রার উদ্যোগী হইয়াছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ হজরত হমরায়ল্ আসদে পঁহুছিয়াছেন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভীত হইল। পথে মদিনার যাত্রিক একদল বণিককে পাইয়া বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া বলিল যে, যে স্থানে মোহম্মদীয় লোক দেখিতে পাও তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে যে আমি সসৈন্যে তাহাদিগকে উৎসন্ন করিতে আসিতেছি। সেই সকল লোক হমরায়ল্ আসদে আসিয়া মোসলমানদিগকে আবুসুফিয়ানের উক্তি জ্ঞাপন করিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা কিছুই ভীত হইলেন না। বরং দৃঢ়তার সহিত তাঁহারা "আমাদের জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট" ইত্যাদি বিশ্বাসের কথা বলিলেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি তদ্রূপ কথা বলিত শয়তান তাহাকে শিক্ষা দিত। (ত, শা,)

তাঁহাদের জন্য মহাশাস্তি আছে *। ১৭৮। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মের বিনিময়ে অধর্ম্মকে ক্রয় করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরের কিছুই করিবে না, ও তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১৭৯। ধর্ম্মদ্রোহিগণ মনে করে না যে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইতেছে, অপরাধে বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য বৈ আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি না, তাহাদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি আছে। ১৮০। যদবস্থায় তোমরা আছ (হে কপটগণ) তদবস্থায় বিশ্বাসীদিগকে রাখিবেন ঈশ্বর (সেরূপ) নহেন, এত দূর পর্য্যন্ত যে তিনি পবিত্রতা হইতে অপবিত্রতা ভিন্ন করেন, এবং তোমাদিগকে যে গুপ্ত বিষয়ে জ্ঞাপন করিবেন ঈশ্বর (সেরূপ) নহেন, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা নিজের প্রেরিতরূপে গ্রহণ করেন, ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিতকে তোমরা বিশ্বাস করিও, এবং যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও ধর্ম্মভীরু হও তবে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে। ১৮১। তাহারা মনে করিবে না যে আমি নিজ কৃপাগুণে যাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তদ্বিষয়ে যাহারা কৃপণতা করে উহা তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঘটিবে, বরং উহা তাহাদের অমঙ্গলের জন্য হইবে, তাহারা যে বিষয়ে কৃপণতা করিয়াছে সত্বর কেয়ামতের দিনে উহা তাহাদিগের গ্রীবার বন্ধন করা হইবে; স্বর্গ মর্ত্ত্যের উত্তরাধিকারিত্ব ঈশ্বরের, তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা †। ১৮২। (র, ১৮)

---

* কপট লোকেরা যখন বিশ্বাসীদিগের দুঃখ বিপদ্ দেখিত তখনই অবিশ্বাসের কথা বলিত। (ত, শা)

† হাদিসে অর্থাৎ প্রেরিতের বাক্য ও কার্য্যবিবরণ পুস্তকে উক্ত হইয়াছে যে

যাহারা বলিয়াছিল যে ঈশ্বর নির্ধন আমরা ধনী, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারা যাহা বলিয়াছে এবং তাহাদিগের দ্বারা অন্যায়রূপে প্রেরিত পুরুষগণের হত্যা হওয়া এইক্ষণ আমি লিখিব এবং বলিব তোমরা প্রদাহকারিণী শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর *। ১৮৩। তোমাদের হস্ত পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহারই জন্য হইল, † নিশ্চয় ঈশ্বর দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নহেন। ১৮৪। যাহারা বলিয়াছে "নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়াছেন আমাদের নিকটে বলি আনীত হইলে তাহা হুতাশন ভক্ষণ করা পর্য্যন্ত আমরা প্রেরিতকে বিশ্বাস করিব না, বল (তাহাদিকে) আমার পূর্ব্বে নিদর্শন সকল সহ প্রেরিত পুরুষগণ তোমাদের নিকটে আগমন করিয়াছেন, ও যাহা তোমরা বলিতেছ যদি সত্যবাদী হও তবে কেন তাহাদিগকে বধ

ঈশ্বর যাহাদিগকে ধন দিয়াছেন তাহারা জকাত দান না করিলে বিচার দিনে সেই ধন দ্বারা বিষোদ্গারী ভয়ঙ্কর বিষধরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে। এই সর্প আসিয়া সেই ব্যক্তির গ্রীবা ও মুখ জড়াইয়া ধরিবে ও তাহাকে ভৎর্সনা করিবে। যে বস্তু পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির অধিকারে ছিল না, পরে অধিকারভুক্ত হয় এইরূপ অধিকারকে উত্তরাধিকার বলে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের উত্তরাধিকারিত্ব ঈশ্বরের ইহার অর্থ এই যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য নিবাসীদিগের অভাব হইলে তাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঈশ্বর হন। ইহা বাহ্যিক ভাবে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সম্পত্তি যাহাদের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল, তাহাদের অভাবে সেই সম্পত্তি তাহার প্রকৃত স্বামী ঈশ্বরের হস্তগত হয়। (ত, হো,)

* ইহুদ, "ঈশ্বরকে ঋণদান কর" আয়ত শ্রবণ করিয়া বলিতেছিল, ঈশ্বর আমাদের নিকটে ঋণপ্রার্থনা করেন তাহা হইলে ঈশ্বর দরিদ্র আমরা ধনী। (ত, শা,)

† হস্ত পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে ইহার অর্থ তোমরা পূর্ব্বে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ।

করিলে *। ১৮৫। যদি তাহারা তোমার প্রতি (মোহম্মদ,) অসত্যারোপ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বে নিদর্শন সকল সহ সমাগত প্রেরিতদিগের প্রতি, উজ্জ্বল গ্রন্থ ও ক্ষুদ্র গ্রন্থ সকলের প্রতিও অসত্যারোপ করিয়াছে। ১৮৬। প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুর আস্বাদন করিবে, কেয়ামতের দিনে তোমাদিগকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে বৈ নহে, পরন্তু যে ব্যক্তি নরকাগ্নি হইতে দূরীকৃত এবং স্বর্গে সমানীত নিশ্চয় সে প্রাপ্তকাম হইল, সাংসারিক জীবন প্রবঞ্চনার সম্পত্তি বৈ নহে। ১৮৬। নিশ্চয় তোমাদিকে ধন ও জীবন বিষয়ে পরীক্ষা করা হইবে, তোমাদের পূর্ব্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ দান করা হইয়াছে তাহাদিগ হইতে ও যাহারা অনেকেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহাদিগহইতে প্রচুর দুঃখ শুনিবে † তোমরা সহিষ্ণু ও ধর্ম্মভীরু হইলে সাহসের কার্য্য হয়। ১৮৭। (স্মরণ কর) যখন গ্রন্থ প্রাপ্তলোকদিগকে ঈশ্বর অঙ্গীকার করাইলেন যে একান্তই তোমরা লোকের জন্য তাহা ব্যক্ত করিবে,

---

* কোন কোন প্রেরিতের দ্বারা এই অলৌকিক ক্রিয়া হইয়াছিল যে কোন দ্রব্য ঈশ্বরের বলিরূপে রাখা হইত, এক প্রকার অগ্নি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গ্রাস করিয়া ফেলিত। তখনই জানা যাইত যে এই বলি ঈশ্বরকর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এইক্ষণ ইহুদিগণ ছলনা করিয়া বলিতেছে যে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে যাহা হইতে আমরা এইরূপ অলৌকিকতা দর্শন না করিব তাহাকে যেন বিশ্বাস না করি। ইহা তাহাদের প্রবঞ্চনা বৈ নহে। এক এক সংবাদবাহক এক এক প্রকার অলৌকিকতা লাভ করিয়াছেন। সকলের এক প্রকার অলৌকিকতা কেন হইবে। (ত, শা,)

† প্রচুর দুঃখ শুনিবে ইহার অর্থ প্রেরিত পুরুষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে অনেক দুঃখজনক কথা শুনিবে। (ত, হো,)

তাহা গোপন করিবে না, তৎপর তাহারা সেই অঙ্গীকারকে আপনাদের পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল ও তৎ পরিবর্ত্তে অল্প মূল্য গ্রহণ করিল, তাহারা যাহা গ্রহণ করিতেছে তাহা নিকৃষ্ট। ১৮৮। তাহাদিগকে কখন মনে করিও না যে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তজ্জন্য আহ্লাদিত এবং যাহা তাহারা করে নাই তজ্জন্য প্রশংসিত হইতে ভালবাসে * পরন্তু কখন তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার মধ্যে মনে করিও না, তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১৮৯। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের রাজত্ব ঈশ্বরের তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী। ১৯০। (র, ১৯)

নিশ্চয় স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃজনে ও দিবা রজনীর পরিবর্ত্তনে একান্তই বুদ্ধিমান্ লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে †। ১৯১। তাহারা শয়নে উপবেশনে ও দণ্ডায়মানে ঈশ্বরকে স্মরণ করে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করে (বলে) হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি ইহা নিরর্থক সৃজন কর নাই, পবিত্রতা তোমার,

---

* হজরত ইহুদিদিগের নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া অন্য কথা বলে এবং এরূপ প্রকাশ করে যে তাহারা সত্য উত্তর দান করিয়াছে, ও তজ্জন্য তাহারা প্রশংসা পাইতে ইচ্ছা করে। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অথবা কপট লোকদিগের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যথা তাহারা যুদ্ধে যোগ দান করিতে বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিয়াছে, হজরত প্রত্যাগমন করিলে তাহারা তদ্বিষয়ে নানা ছল কৌশল করে ও প্রশংসা পাইতে অভিলাষী হয়। (ত, হো,)

† কোরেশগণ ইহুদিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে মুসার অলৌকিক নিদর্শন কি ছিল? তাঁহারা হজরত মুসার যষ্টি ভুজঙ্গরূপে পরিণত হওয়া ও হস্তে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাওয়ার বিষয় বলিলেন। পরে ঈশায়ীদিগের

তুমি অগ্নি দণ্ড হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ; হে আমাদের প্রতি-পালক, নিশ্চয় তুমি যাহাকে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করাইয়াছ, নিশ্চয় তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছ, অত্যাচারীদিগের জন্য সাহায্য কারী নাই। ১৯২। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা ঘোষণাকারীকে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করিতেছেন যে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসী হও, তৎপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ; হে আমাদের প্রতি-পালক, আমাদের অপরাধ আমাদের জন্য ক্ষমা কর, আমাদিগ-হইতে মলিনতা সকল দূর কর এবং আমাদিগকে সাধুতা সহকারে মৃত্যুগ্রস্ত কর। ১৯৩।

হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার প্রেরিত পুরুষের যোগে তুমি আমাদের সম্বন্ধে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা আমা-দিগকে দান কর, কেয়ামতের দিনে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না, নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকারের অন্যথা কর না। ১৯৪। অনন্তর তাহাদের ঈশ্বর তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, (বলিলেন) নিশ্চয় আমি অনুষ্ঠান কারীর অনুষ্ঠান বিফল করি না, তোমাদের মধ্যে স্ত্রী হউক কিম্বা পুরুষ হউক, তোমাদের কতক কতক লোকের তুল্য, * পরন্তু যাহারা দেশান্তরে গিয়াছে ও আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আমার পথে প্রপীড়িত হইয়াছে, যুদ্ধ

অলৌকিক ক্রিয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হজরত ঈশার রোগীকে আরোগ্য ও মৃতকে জীবন দান বিষয় বলিলেন। পরে মোসলমানদিগের নিকটে হজরতের অলৌকিকতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত' হো,)

* তোমরা কতক কতক লোকের তুল্য ইহার অর্থ পরস্পর তুল্য। (ত, হো)

করিয়াছে ও হত হইয়াছে, একান্তই আমি তাহাদিগের অপরাধ তাহাদিগহইতে দূর করিব এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইব, যাহার ভিতরে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, ঈশ্বরের নিকটে পুরস্কার আছে, এবং ঈশ্বরের নিকটে উত্তম পুরস্কার। ১৯৫। নগর সকলে ধর্ম্মদ্রোহীদিগের গমনাগমন তোমাকে যেন (হে মোহম্মদ) প্রতারিত না করে *। ১৯৬। (এই) ভোগ ক্ষুদ্র, অতঃপর তাহাদের বাসস্থান নরক, এবং (উহা) মন্দশয্যা। ১৯৭। কিন্তু যাহারা আপন ঈশ্বরকে ভয় করিয়াছে, তাহাদের জন্য স্বর্গলোক সকল, যাহার ভিতরে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে, ঈশ্বরের আতিথ্য (লাভ করিবে,) পরমেশ্বরের নিকটে যাহা মঙ্গল তাহা সাধুদিগের জন্য। ১৯৮। নিশ্চয় গ্রন্থাধিকারীর যাহারা ঈশ্বরে ও তোমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, ঈশ্বরের প্রবচনের বিনিময়ে ক্ষুদ্র মূল্য গ্রহণ করে না, সেই তাহারা, যাহাদিগের পুরস্কার তাহাদের ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের জন্য আছে, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর। ১৯৯। হে বিশ্বাসিগণ, ধৈর্য্য ধারণ কর, পরস্পরকে দৃঢ় রাখ ও নিবিষ্ট থাক, এবং ঈশ্বরকে ভয় ভরসা কর যে তোমরা উদ্ধার পাইবে। ২০০। (র, ২০)

---

* ধর্ম্মদ্রোহী পৌত্তলিক লোকগণ নগরে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্যাদি করিতেছে ও ধন সম্পদ লাভ করিয়া সুখ সচ্ছন্দে আছে, বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক লোকেরা দুঃখ দরিদ্রতার ক্লেশ ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তুমি প্রতারিত হইবে না। তাহাদের সুখ আনন্দ ক্ষণিক, ধার্ম্মিকদিগের জন্য নিত্য স্বর্গ রহিয়াছে। (ত, হো,)

সুরা নেসা।

চতুর্থ অধ্যায়।

১৭৭ আয়ত, ২৪ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ১।)

হে লোক সকল, যিনি এক ব্যক্তি হইতে তোমাদিগকে স্ৃজন করিয়াছেন ও তাহা হইতে তাহার স্ত্রী স্ৃজন করিয়াছেন এবং এই উভয় হইতে বহু পুরুষ ও নারী বিস্তার করিয়াছেন তোমরা তোমাদের সেই ঈশ্বরকে ভয় কর, এবং যাঁহার নামে পরস্পর যাচ্ঞা করিয়া থাক সেই ঈশ্বরকে ও বান্ধবতাকে ভয় কর, * নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগের পরিদর্শক। ২। অনাথদিগকে তাহাদের সম্পত্তি প্রদান কর, শুদ্ধতার সঙ্গে অশুদ্ধতার বিনিময় করিও না, তাহাদের সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তির সঙ্গে যোগ করিয়া ভোগ করিও না, নিশ্চয় ইহা গুরুতর

---

* মদিনাতে এই সুরার প্রকাশ হয়। বিভিন্ন বর্ণ ও আকৃতি সত্ত্বে ঈশ্বর তোমাদিগকে এক আদমের শরীর হইতে উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি সেই আদমের দেহ হইতে তাঁহার পত্নী হবাকে স্ৃজন করিয়াছেন। এইরূপ প্রকাশ যে হবা আদমের কুক্ষ্যস্থি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর এই উভয় হইতে নর নারী বিস্তার করিয়াছেন, অর্থাৎ উত্তরোত্তর বংশ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ঈশ্বরকে ভয় করিও। পরস্পর সাহায্য লাভার্থ ও অনুগ্রহের জন্য যাঁহার নাম করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাক সেই ঈশ্বরকে এবং বান্ধবতাকে অর্থাৎ বান্ধবতা ও স্নেহ প্রেমের ব্যাঘাত হওয়াকে ভয় করিও. (ত, হো,)

অপরাধ *। ৩। যদি আশঙ্কা কর যে অনাথাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে তোমাদের যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে দুই, তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার, পরন্তু যদি আশঙ্কা কর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না তবে এক নারীকে (বিবাহ করিবে), অথবা তোমাদের দক্ষিণহস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে (পত্নী স্থলে গ্রহণ করিবে,) ইহা অন্যায় না করার নিকটবর্ত্তী †। ৪। তোমারা নারীদিগকে সহর্ষে তাহাদের

---

* এই আয়ত গৎফান বংশীয় এক ব্যক্তির সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তাহার ভ্রাতা এক শিশু পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিল। সে ভ্রাতার সম্পত্তি অধিকার করে। ভ্রাতুষ্পুত্র বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃধন তাহার নিকটে প্রার্থনা করিলে সে তাহা প্রদানে শৈথিল্য করিতে থাকে। তাহাতে হজরত মহাপুরুষের নিকটে এবিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত হয়। সেই উপলক্ষে হজরত মোহম্মদ এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। পরে গৎফানী মহা পাপ হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন বলিয়া ভ্রাতার সমুদায় সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রদান করে। (ত, হো,) যে বালকের পিতার মৃত্যু হয় তাহার অভিভাবকের উচিত যে সেই বালক বয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ধনে হস্তক্ষেপ না করে, বিনিময়ে বিরত থাকিয়া তাহা সাবধানে রক্ষা করে, বালক বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে সেই ধন তাহাকে বুঝাইয়া দেয়। (ত, শা,)

† এক জন নিরাশ্রয়া নারী এক ব্যক্তির আশ্রয়ে ছিল। সেই পুরুষ উক্ত নারীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল। পরে তাহার ইচ্ছা হইল যে সেই স্ত্রীলোকটীকে বিবাহ করিয়া অনাথার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য ও তাহার জন্য যেরূপ নির্দ্ধারণ করা উচিত তাহা করে। তাহার মন্দ স্বভাব ও অন্য নানা কারণ উহার প্রতিবন্ধক হইল। মহামান্যা আয়শার নিকটে কেহ ইহার প্রসঙ্গ করে, তাঁহাদ্বারা হজরত ইহা শুনিতে পান, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অনাথাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে না পারিলে তাহাকে বিবাহ করিবে না।

যৌতুক দান করিবে, পরন্তু যদি তাহারা আপনা হইতে সন্তোষ পূর্ব্বক তাহার কোন দ্রব্য তোমাদিগকে প্রদান করে তবে সেই উপযুক্ত সুরসদ্রব্য ভোগ কর। ৫। নিজের সম্পত্তি, যাহা পরমেশ্বর তোমাদের জন্য স্থির করিয়াছেন অবোধদিগকে প্রদান করিও না, তাহাদিগকে খাওয়াইবে ও পরাইবে এবং তাহাদের প্রতি উত্তম কথা বলিবে *। অনাথ-দিগকে বিবাহের যোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত পরীক্ষা কর, পরে যদি তাহাদিগের যোগ্যতা প্রাপ্ত হও, তবে তাহাদের সম্পত্তি তাহা-দিগকে সমর্পণ করিবে, তাহারা বড় হইয়া উঠিল বলিয়া তাহা সত্বর ও বাহুল্যরূপে ভোগ করিবে না, যাহারা ধনী তাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিবে এবং যাহারা নির্ধন তাহারা উপযুক্তরূপে ভোগ করিবে, অতঃপর যখন তোমরা তাহাদিগের সম্পত্তি তাহাদিগের প্রতি সমর্পণ কর তখন তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষী গ্রহণ করিও, ঈশ্বর প্রচুর বিচারকারী। ৬। যাহা পিতা মাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে তাহা হইতে পুরুষের অংশ এবং

দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে ইহার অর্থ যে নারী তোমার অধিকারে আছে, যাহার উপর তুমি কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। ত, হো,

* অর্থাৎ অবোধ বালকের সম্পত্তি তাহার হস্তে দিবে না, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান লাভ করিলে সম্পত্তি তাহার হস্তে সমর্পণ করিবে। কিন্তু তাহাকে প্রিয় বাক্য বলিবে, অর্থাৎ এইরূপ প্রবোধ দিবে যে এই ধন তোমারই, আমার নয়, আমি কেবল তোমার হিত সাধন করিয়া থাকি। (ত, শা,)

তোমাদের নিজের সম্পত্তি এই কথার অর্থ অনাথা নারী বা নিরাশ্রয় বালক বালিকার যে সম্পত্তির রক্ষণের ভার তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ। (ত, হো,)

যাহা পিতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে তাহা অল্প বা অধিক হউক তাহা হইতে নারীর অংশ, অংশ নির্দ্ধারিত ৫।৭। যখন বণ্টন হইবে তখন স্বগণ ও নিরাশ্রয় এবং দরিদ্র উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে তাহা হইতে দান করিবে এবং তাহাদিকে প্রিয় বাক্য বলিবে। ৮। যদি তাহারা দুর্ব্বল সন্তান আপনাদের পশ্চাতে রাখিয়া যায় তাহারা তাহাদিগের (সেই বালকদিগের) সম্বন্ধে তাহাদের ভয় হওয়া উচিত, † পরন্তু উচিত যে ঈশ্বরকে ভয় করে এবং উচিত যে অটল বাক্য বলে। ৯। নিশ্চয় যাহারা অত্যাচার করিয়া অনাথদিগের ধন ভোগ করে তাহারা নিজের পাকস্থলীতে অগ্নি বৈ ভোজন করে না, এইক্ষণ তাহারা নরকে যাইবে ১০। (র, ১)

---

* পৌত্তলিকতার সময়ে আরব্য লোকদিগের এই রীতি ছিল যে স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশু বালকগণকে উত্তরাধিকারিত্বে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হইত এবং লোকে বলিত যাহারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে, অস্ত্র হাতে শত্রুকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের ধন লুণ্ঠন করিতে সক্ষম, তাহারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। হজরত যখন মদিনায় চলিয়া যান তখনও উত্তরাধিকারিত্বের এই নিয়ম ছিল। তৎপর এক দিন অম্কহা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক হজরতের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল যে আমার স্বামী ওস্ বহু সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, আমার গর্ভ সম্ভূত তাঁহার তিন শিশু কন্যা বিদ্যমান। ওসের পিতৃব্য পুত্রগণ আমাকে এবং সেই কন্যাগণকে বঞ্চিত করিয়া সমুদায় সম্পত্তি অধিকার করিয়াছে, আমরা অন্ন বস্ত্রে কষ্ট পাইতেছি। হজরত ওসের পিতৃব্য পুত্রদিগকে ডাকিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা উপরি উক্ত উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম জ্ঞাপন করিয়া সেই অন্যায়াচারকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিল। এই উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হইল। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পরে সন্তানদিগের পক্ষে ক্ষতি না হয় তাহা ভাবিবে। (ত, শা,)

তোমাদের সন্তানসম্বন্ধে ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে দুই জন কন্যার অংশের অনুরূপ এক জন পুত্রের (অংশ) হইবে, পরন্তু যদি দুইয়ের অধিক কন্যামাত্র হয় তবে যাহা (মৃত ব্যক্তি) পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার দুই তৃতীয়াংশ ভাগ তাহাদের জন্য হইবে, এবং যদি এক কন্যা হয় তবে তাহার জন্য অর্দ্ধাংশ, যদি তাহার সন্তান থাকে তবে সে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার ষষ্ঠাংশ তাহার পিতা মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য হইবে, পরন্তু যদি তাহার সন্তান না থাকে তবে তাহার পিতা মাতা তাহার উত্তরাধিকারী, কিন্তু তাহার মাতার জন্য তৃতীয় ভাগ, পরন্তু যদি তাহার কয়েক ভ্রাতা থাকে তবে তাহার মাতার জন্য ষষ্ঠ ভাগ, ইহা, [মৃত ব্যক্তি কর্তৃক] এ বিষয়ে যে নির্দ্ধারণ করা হয় সেই নির্দ্ধারিত পূর্ণ হওয়ার পর, অথবা তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানগণের ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর হইবে, তোমরা জ্ঞাত নও যে কল্যাণ সাধনে তাহাদের মধ্যে কে তোমাদের অধিক নিকটবর্ত্তী, (ইহা) ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিরূপিত, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ * ।১১। এবং যাহা তোমাদের স্ত্রীগণ

---

* এই আয়তে সন্তান এবং পিতা মাতা এই দুইয়ের উত্তরাধিকারিত্বের বিধি হইতেছে, যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং কন্যা সন্তান থাকে তবে দুই কন্যার তুল্য অংশ এক পুত্র প্রাপ্ত হইবে। যদি কেবল কন্যা সন্তান থাকে তবে এক কন্যা স্থলে অর্দ্ধাংশ অধিক কন্যাস্থলে দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান ও অনেক ভ্রাতা ভগিনী থাকিলে তাহার মাতা ষষ্ঠাংশ পাইবে এবং তাহার অভাব হইলে মাতা তৃতীয়াংশের অধিকারিণী। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকিলে পিতা ষষ্ঠাংশের অধিকারী। সন্তানের অভাব হইলে পিতা মূলোত্তরাধিকারী হইবেন। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রথমতঃ

পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদের সন্তান না থাকিলে তোমাদের নিমিত্ত তাহার অর্দ্ধাংশ, পরন্তু যদি তাহাদের সন্তান থাকে তবে তাহারা যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তোমাদের জন্য তাহার চতুর্থাংশ, (ইহা) পরে হইবে, তোমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়াছ যদি তোমাদের সন্তান না থাকে তবে তাহাদিগের জন্য তাহার চতুর্থাংশ, পরন্তু যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে যাহা তোমরা পরিত্যাগ করিয়াছ তাহাদের জন্য তাহার অষ্টমাংশ হইবে, (ইহা) তোমরা এ সম্বন্ধে যে নির্দ্ধারণ কর সেই নির্দ্ধারিত পূর্ণ ও ঋণের পরিশোধ হওয়ার পর হইবে, এবং যাহা হইতে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় সে যদি নিঃসন্তান ও পিতৃমাতৃহীন পুরুষ হয় অথবা (তদ্রূপ) নারী হয় এবং তাহার এক ভ্রাতা ও এক ভগিনী থাকে তবে উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ষষ্ঠাংশ, পরন্তু যদি এতদপেক্ষা অধিক হয় তবে তাহারা তৃতীয় অংশের মধ্যে অংশী হইবে, (ইহা) এ সম্বন্ধে যে নির্দ্ধারণ করা হয় সেই নির্দ্ধারিত পূর্ণ হওয়ার পর বা ক্ষতিবিহীন ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর হইবে, * পরমেশ্বরের নির্দ্ধারিত সীমা (পালন করিবে)

তাহার কোফন ও সমাধির কার্য্যে ব্যবহার করিবে, তৎপর তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে, পরে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহার নির্দ্ধারণ অনুসারে এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করিবে। ইহার পরে যাহা থাকিবে উত্তরাধিকারিত্বে, তাহার বিভাগ হইবে। এই বিভাগ কার্য্যে বুদ্ধির অধিকার নাই, এ বিষয়ে ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুবিজ্ঞ। (ত, শা,)

* এস্থলে ভ্রাতা ভগিনীর উত্তরাধিকারিত্বের বিধি, এবিষয় পিতা পুত্রের সঙ্গে ভ্রাতা ভগিনীর কোন যোগ নাই, পিতার পুত্র না থাকিলে ভ্রাতা ভগিনীতে উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তে। ভ্রাতা ভগিনী প্রকৃত, অপ্রকৃত এবং বৈমাত্র এই

ঈশ্বর জ্ঞাতা ও প্রশান্ত। ১২। এ সকল ঈশ্বরের নির্দ্ধারিত এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হইবে

ত্রিবিধ। এক পিতার ঔরসে এক মাতার গর্ভে যে নরনারীর জন্ম তাহারা পরস্পর প্রকৃত ভ্রাতা ভগিনী, যাহাদের মাতা এক পিতা স্বতন্ত্র তাহারা অপ্রকৃত ভ্রাতাভগিনী যাহাদিগের পিতা এক মাতা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর বৈমাত্র ভ্রাতা ভগিনী, উত্তরাধিকারিত্বে এই তিনের সম্বন্ধ আছে। এক জন হইলে ষষ্ঠাংশ অনেক জন হইলে তৃতীয়াংশ পাইবে। ইহার মধ্যে স্ত্রীপুরুষের তুল্যাধিকার। প্রকৃত ও বৈমাত্র ভ্রাতা ভগিনী উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে ধনস্বামীর সন্তানসদৃশ, পিতা ও সন্তান অভাব হইলে প্রথমত প্রকৃত ভ্রাতা ভগিনীর, তদভাবে বৈমাত্র ভ্রাতা ভগিনীর অধিকার। এই সুরার অন্তভাগে ইহাদের উত্তরাকারিত্ব বিবৃত আছে। অতঃপর আদেশ হইয়াছে যে প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তির অন্তিম নির্দ্ধারণের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে যে অপরের ক্ষতি করা হইয়াছে কি না। ক্ষতি দুই প্রকারে হইয়া থাকে। এক, সম্পত্তির তৃতীয়াংশের অধিক বিতরণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হওয়া, তৃতীয়াংশ পর্য্যন্তই বিতরণ করা প্রচলিত নিয়ম। ২য়তঃ যে জন উত্তরাধিকারিত্বের অংশ পাইবে পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশের অধিক দান করিয়া লোকান্তরিত হওয়া; ইহা গ্রাহ্য নহে। যদি সমুদায় উত্তরাধিকারী সম্মত হন এই দুই নির্দ্ধারণ রক্ষা করিতে পারেন, অন্যথা খণ্ডন করিতে সমর্থ। এই যে পাঁচ প্রকার উত্তরাধিকারিত্ব উক্ত হইল, ইহা সম্পত্তির অংশীদিগের জন্য, এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার উত্তরাধিকারী আছে তাহাকে মূলোত্তরাধিকারী বলা যায়। উহাকে আরব্য ভাষায় "অস্‌ব" বলে, তাহার আর অংশ হয় না। মূলোত্তরাধিকারী হইলে ও অংশী না থাকিলে সমুদায় সম্পত্তি মূলোত্তরাধিকারী অধিকার করিবে। প্রকৃত মূলোত্তরাধিকারী পুরুষে হইয়া থাকে স্ত্রীলোকে নয়। ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে পুত্র ও পৌত্র, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পিতা ও পিতামহ, তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র, চতুর্থশ্রেণীতে পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্র এবং পিতৃব্য পৌত্র। এক এক শ্রেণীতে কতিপয় ব্যক্তি হইলে, যাহার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেই অগ্রগণ্য, যেমন পৌত্র অপেক্ষা পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র

সে স্বর্গে, তথায় সর্ব্বদা অবস্থানকারিরূপে নীত হইবে যাহার (বৃক্ষ) নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, ইহাই মহা চরিতার্থতা। ১৩। এবং যেব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের অবাধ্য হয় ও তাঁহার নির্দ্ধারিত সীমা উল্লঙ্ঘন করে সে নরকাগ্নিতে তথায় সর্ব্বদা অবস্থানকারিরূপে নীত হইবে, এবং তাহার জন্য গ্লানিজনক শাস্তি আছে। ১৪। (র, ২)

তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা কুকার্য্যে উপস্থিত হয় তাহাদের সম্বন্ধে স্বজাতীয় চারি জনের সাক্ষ্য চাহিবে, যদি সাক্ষ্য প্রদত্ত হয় তবে তাহাদিগকে শমন যে পর্য্যন্ত বিনাশ করে অথবা ঈশ্বর তাহাদের জন্য কোন পথ নির্দ্ধারণ করেন সে পর্য্যন্ত গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে *। ১৫। তোমাদের মধ্যে যে দুই ব্যক্তি সেই দুষ্কর্ম্মে উপস্থিত হয়, তোমরা তাহাদিগকে শাস্তি দান করিবে যদি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং সাধু হয় তবে তাহা-

---

অপেক্ষা ভ্রাতা, তৎপর বৈমাত্র ভ্রাতা অপেক্ষা প্রকৃত ভ্রাতা অগ্রগণ্য। অপর সন্তান ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে পুরুষের সঙ্গে নারীও মূলোত্তরাধিকারী হয়, অন্য স্থলে নয়। যদি এই দুই প্রকার উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে অন্য প্রকার হইয়া থাকে, তাহা এরূপ ঘনিষ্ঠ স্বগণ যাহার সঙ্গে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং অন্য অংশী নাই; যথা দৌহিত্র, মাতামহ, ভাগিনেয়, মাতুল, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা এবং ইহাদের সন্তান ইহারাও মূলোত্তরাধিকারী স্থলে গণ্য। (ত, শা)

অন্তিম নির্দ্ধারণে ক্ষতি তৃতীয়াংশের অধিক ধন নির্দ্ধারিত হইলে, ঋণে ক্ষতি মৃতব্যক্তির যাহা নাই এমন কিছু দানে অঙ্গীকার করা। (ত, হো)

* স্ত্রীর ব্যাভিচারের শাসনসম্বন্ধে এই বিধি হইল যে চারি জন মোসলমান পুরুষের সাক্ষ্য দান আবশ্যক হইবে। এইক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসা হইল না তদ্বিষয়ে অঙ্গীকার রহিল, পরে সুরসুরাতে উহার মীমাংসার আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, শা,)

দিগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যাবর্ত্তনকারী দয়ালু *। ১৬। যাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ দুষ্কর্ম্ম করে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তম গ্রহণ করা ঈশ্বরের প্রতি বৈ নহে, পরে তাহারা সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করে, এই সেই লোক যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত হন, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ১৭। যাহাদের কেহ মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত পাপ কর্ম্ম করে তাহার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন নাই সে বলে নিশ্চয় আমি এইক্ষণ প্রত্যাবর্ত্তিত হইলাম, যাহারা মরিতে চলিয়াছে তাহাদের জন্য (প্রত্যাবর্ত্তন) নহে, তাহারা কাফের, এই সেই লোক যে তাহাদের জন্য আমি দুঃখজনক শাস্তির আয়োজন করিয়াছি *। ১৮। হে বিশ্বাসিগণ, বলপূর্ব্বক স্ত্রীগণের সত্ত্ব গ্রহণ করা তোমাদের জন্য অবৈধ, স্পষ্ট দুষ্ক্রিয়ায় তাহাদের যোগ দেওয়া ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যে কোন দ্রব্য দান করিয়াছ তাহা গ্রহণে নিষেধ করিও না, এবং বৈধরূপে তাহাদের সঙ্গ করিবে, পরন্তু যদি তোমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা কর তবে হয়তো এমন এক বস্তুকে অবজ্ঞা করিলে যে যাহাতে ঈশ্বর প্রচুর কল্যাণ

---

* দুই জন পুরুষ দুষ্কর্ম্ম করিলে এই সময়ে সামান্য শাস্তিদানের আজ্ঞা হইল, প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অর্থাৎ অনুতাপ করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে শাস্তিদানের নিষেধ হইল। পরে যখন ব্যাভিচার শাসনের মীমাংসা বাক্য অবতীর্ণ হইল তখন এ বিষয়ে অন্য নির্দ্ধারণ হয় নাই। এ বিষয়ে পণ্ডিত গণের ভিন্নমত, কাহার মতে ইহাই সিদ্ধান্ত, কাহার মতে শিরশ্ছেদন, কাহার মতে অন্য কিছু। (ত, শা)

১১ অর্থাৎ যখন মৃত্যু উপস্থিত তখন অনুতাপ গৃহীত হয় না তাহার পূর্ব্বে অনুতাপ হওয়া আবশ্যক। (ত, শা)

করিয়া থাকেন *। ১৯। যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীর পরিবর্ত্তন ইচ্ছা কর এবং তোমরা তাহাদের এক জনকে কেস্তার দান করিয়াছ তবে তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিবে না, তোমরা স্পষ্ট অপলাপ ও অপরাধ করিয়া কি তাহা গ্রহণ করিবে ?। ২০। এবং কি প্রকারে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে ? বস্তুতঃ পরস্পর তোমাদের এক জন হইতে অন্য জনের প্রতি স্বত্ব হইয়াছে, ও তাহারা তোমাদিগের হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে †। ২১। যাহা নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে তদ্ব্যতীত তোমাদের পিতৃগণ যে সকল নারীকে বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, নিশ্চয় ইহা দুষ্কর্ম্ম, আক্রোশবিশিষ্ট ও কুপথ ‡। ২২। (র, ত)

---

* এই আয়তে দুইটি বিধি, যথা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের বিবাহ বিষয়ে স্বাধীন, মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা তাহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতে ও অন্য পুরুষের সঙ্গে তাহার বিবাহ বাধা দিতে পারে না। এই প্রকার ভয় দেখাইয়া সে ভ্রাতার প্রদত্ত ধন সেই স্ত্রী হইতে হস্তগত করিবার অধিকারী নহে। দ্বিতীয় বিধি এই যে গভীর ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে জীবন যাপন করিবে তাহাদের মধ্যে মন্দভাব কিছু থাকিতে পারে ভালও থাকিতে পারে, কুচরিত্রের সঙ্গে কুব্যবহার করা উচিত নয়। (ত, শা)

† স্বামী যে স্ত্রীর সঙ্গ করিলেন মহর অর্থাৎ ঔদ্বাহিক দান সম্পূর্ণরূপে সেই স্ত্রীর অধিকার ভুক্ত হয়, সেই দান প্রতিগ্রহণ করিয়া তাহাকে বিদায় করা যাইতে পারে না। (ত, শা)

‡ যাহা হইয়াছে সে বিষয়ে এইক্ষণ কোন কথা নাই, অর্থাৎ পৌত্তলিকতার সময়ে যে তোমরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিতে না, এস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণের পর আর সে অপরাধ রহিল না। এইক্ষণ হইতে বিমাতাকে বিবাহ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে। (ত, শা)

তোমাদের সম্বন্ধে তোমাদিগের মাতা, কন্যা, ভগিনী পিতৃ-ষ্বসা, মাতৃষ্বসা, ভ্রাতষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, মাতৃষ্বস্রেয়ী, এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্তন্য দান করিয়াছে সে, (ধাত্রী) এবং সহস্তন্যপায়িনীরূপ ভগিনী, তোমাদের ভার্য্যার মাতা ও কন্যা, যাহার সঙ্গ করিয়াছ তাহার যে কন্যা তোমার ক্রোড়ে (প্রতি-পালিত) সে, (ইহারা) অবৈধ; তাহার সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাকিলে (সেই কন্যা) তোমাদের সম্বন্ধে বৈধ; এবং যাহারা তোমাদের ঔরসজাত, সেই পুত্রগণের ভার্য্যা (অবৈধ) ও দুই ভগিনীর মধ্যে যোগ করা অবৈধ, যাহা গত হইয়াছে তাহা নয়, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ২৩। + এবং সধবা নারী (অবৈধ) কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে ঈশ্বর তাহাকে তোমাদের সম্বন্ধে লিপি করিয়াছেন, এ সকল ব্যতীত তোমাদের জন্য বিধি হইয়াছে যে তোমরা আপন ধন দ্বারা (কাবিন যোগে) সুরক্ষক অব্যভিচারী হইয়া (বিবাহ) অন্বেষণ কর, অনন্তর যদ্দ্বারা তোমরা সেই নারীগণ হইতে ফল ভোগ করিলে (বিবাহ জন্য) পরে উহা তাহাদিগকে তাহাদের নির্দ্ধারিত যৌতুক রূপে দান কর, নির্দ্ধা-রণ করার পর যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর সম্মত হও তদ্বিষয়ে তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ ❀ । ২৪। যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই ক্ষমতা

---

* সধবাকে বিবাহ করা অবৈধ, কিন্তু যদি সেই নারীর উপর অধিকার লাভ হয়, তবে তাহাকে বিবাহ করিতে বিধি আছে, যেমন পতি বিদ্যমান কোন কাফের নারী বন্দী হইয়া হস্তগত হইয়াছে, যিনি তাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছেন তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন। (ত, শা,)

প্রাপ্ত না হয় (অর্থাভাব বশতঃ) যে স্বাধীনা বিশ্বাসিনী কন্যাকে বিবাহ করে তবে তোমাদের বিশ্বাসিনী দাসীদিগের যাহাকে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত অধিকার লাভ করিয়াছে (বিবাহ করিবে) ঈশ্বর তোমাদের বিশ্বাস উত্তম জ্ঞাত, তোমরা পরস্পরের, * অতএব তাহাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে বিবাহ কর এবং তাহারা অব্যভিচারিণী বিশুদ্ধা হইলে ও গুপ্ত বন্ধু গ্রহণ না করিলে বিধিমতে তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্বাহিক দান প্রদান কর, পরন্তু যদি তাহারা (বিবাহে) আবদ্ধ হইয়া দুষ্কর্ম্মে উপস্থিত হয় তবে তাহাদের প্রতি স্বাধীনা স্ত্রীর শাস্তির অর্দ্ধেক (হইবে) তোমাদের যে ব্যক্তি কুকর্ম্মকে ভয় করে তাহার জন্য ইহা, (এই বিবাহ) ধৈর্য্য ধারণ করিলে তোমাদের মঙ্গল, ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ২৫। (র, ৪)

ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেছেন যে তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদের পথ তোমাদিগের জন্য ব্যক্ত করেন ও তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন এবং তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ২৬। এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেছেন যে তিনি তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং যাহারা কুকামনার অনুসরণ করে তাহারা ইচ্ছা করে যে তোমরা মহা কুটিলতায় কুটিল হও। ২৭। ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে তোমাদিগ হইতে লঘু করিয়া লন, মনুষ্য দুর্ব্বল সৃষ্ট হইয়াছে † । ২৮।

---

* তোমরা বিশ্বাসে কিম্বা এক আদমের বংশসম্ভূত বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধ আছে।(ত, হো,)

† বিবাহবিষয়ে তোমরা লঘু হও, বিপদে না পড় ঈশ্বর এরূপ ইচ্ছা করেন। (ত, হে,।)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের সম্মতি ক্রমে বাণিজ্য হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা আপনাদের ধন অন্যায়রূপে পরস্পরের মধ্যে ভোগ করিও না, এবং আপনাদের জীবনকে বধ করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের প্রতি দয়াবান্ *। ২৯। যে ব্যক্তি দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার দ্বারা ইহা করে, পরে সত্বরই আমি তাহাকে নরকে আনয়ন করিব, ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ †। ৩০। যাহা নিষেধ করা যাইতেছে সেই মহা পাপ হইতে যদি তোমরা বিরত থাক, তবে তোমাদের দোষ সকল তোমাদিগ হইতে দূর করিব এবং তোমাদিগকে গৌরবের নিকেতনে প্রবেশ করাইব ‡। ৩১। ঈশ্বর যদ্দ্বারা তোমাদের কাহাকে কাহার উপরে

---

* ক্রোধযোগে ও দ্যূতক্রীড়া উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা, চৌর্য্য, মন্দ ব্যবসায়, মিথ্যা শপথ, অস্বত্বে স্বত্বারোপ ও সাক্ষ্য দান এবং বল প্রয়োগ দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করিয়া ভোগ করা হয় তাহাই অন্যায় ভোগ। এ স্থলে "আপনাদের" অর্থ এই যে প্রকৃত পক্ষে সমুদায় বিশ্বাসী এক, পরস্পর আত্মীয় "আপনাদের জীবনকে বধ করিও না" অর্থাৎ পাপাকার্য্য করিয়া কিম্বা অবৈধ বস্তু ভোগ করিয়া অথবা ইন্দ্রিয়ের অধীনতা স্বীকারে তাহার চরিতার্থতা সাধন করিয়া আপনাদের জীবনকে নষ্ট করিও না। অজ্ঞান পৌত্তলিক হিন্দু যেমন আপনাকে পুত্তলিকার উদ্দেশ্যে বলি দান করে কিম্বা মৃত্যুজনক বিপদ্‌জনক স্থানে আপনাকে স্থাপন করে তোমারা সেরূপ করিবে না। যাহা তোমাদের মৃত্যুর কারণ হয় এরূপ কোন কার্য্য করিবে না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ এই বলিয়া অহঙ্কার করিও না যে আমরা মোসলমান, আমরা কেন নরকে যাইব? তোমাদিগকে নরকে প্রেরণ করা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ (ত, শা,)

‡ কোরাণে বা হদিসে যে পাপের জন্য নরক ভোগ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, ঈশ্বরের আক্রোশ ও নির্দ্ধারিত শক্তির কথা আছে, তাই মহাপাপ, যাহা

শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন তোমরা তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও না, পুরুষদিগের জন্য তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহার স্বত্ব, নারীদিগের জন্য তাহারা যাহা লাভ করিয়াছে তাহার স্বত্ব, ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার করুণা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ *। ৩২। যাহা পিতা মাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করিয়াছে আমি প্রত্যেকের জন্য তাহার উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়াছি, ও যাহার সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছ তাহাদিগকে তাহাদের স্বত্ব প্রদান করিবে, † নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বসাক্ষী। ৩৩। (র, ৪)

পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্ত্তৃত্ব রাখে, ঈশ্বর তাহাদের এক

করিতে নিষেধ মাত্র হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অধিক কিছুই নয় তাহা সামান্য দোষ। (ত, শা)

* আয়শা প্রেরিত মহাপুরুষের নিকটে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন যে পুরুষ ধর্ম্মযুদ্ধের অধিকারী হইয়াছে, নারীগণ তাহার ফললাভে বঞ্চিত। পুরুষ নানা প্রকারে উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা রাখে, নারীগণ দুর্ব্বলা ও তাহাদের অভাব প্রচুর, এমতাবস্থায় তাহাদের অপেক্ষা পুরুষেরা উত্তরাধিকারিত্বের দ্বিগুণ অংশ গ্রহণ করে, ইহা ভাবিয়া আমার আক্ষেপ হইতেছে, হায়! আমি যদি পুরুষ হইতাম তাহা হইলে আমি ধর্ম্মযুদ্ধের পুণ্যের ও উত্তরাধিকারিত্বের তুল্যাংশের অধিকারী হইতাম। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ইহার ভাব এই, প্রত্যেকের আচরণের সঙ্গে ফলের সম্বন্ধ রহিয়াছে, উভয়ের পবিত্রতা ও ধর্ম্মাচারের উপর পুণ্য নির্ভর করে। প্রত্যেকের স্বত্ব ও অংশ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। এক জন অন্য জনের স্বত্ব আকাঙ্ক্ষা করিবে না। ঈশ্বর সমুদায় জানেন, তিনি যাহার যাহা প্রাপ্য প্রদান করিয়া থাকেন। (ত, হো)

† অধিকাংশ লোক একাকী হজরতের নিকটে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের আত্মীয় স্বগণ কাফের ছিল। হজরত দুই জন দুই জন মোসলমানকে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা এক জন

জনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন বলিয়া, তাহারা (পুরুষেরা) নিজের ধন ব্যয় করে বলিয়া; পরন্তু সাধ্বী নারী-গণ বাধ্যা হয়, ঈশ্বর সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া তাহারা গোপনীয়ের (দাম্পত্য ধর্ম্মের) সংরক্ষিকা; তোমরা যে সকল নারীর অবাধ্যতা আশঙ্কা করিয়া থাক তাহাদিগকে উপদেশ দান কর, ও শয়নাগারে তাহাদিগকে যাইতে বারণ কর, এবং তাহাদিগকে প্রহার কর, যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাহাদের প্রতি কোন পথ অন্বেষণ করিও না; নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ ও মহান্ *। ৩৪ । যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আশঙ্কা কর তবে

অন্য জনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। যখন তাহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব মোসলমান হইল তখন এই বাণী অবতীর্ণ হয় যে, স্বজন আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী. কিন্তু যাহাদিগের সঙ্গে তোমরা ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ, জীবদ্দশায় তাহাদিগের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিবে, মৃত্যুকালে তাহাদের জন্য কিছু নির্দ্ধারণ করিবে। (ত, শা,)

* এক স্ত্রী অবাধ্যা হইয়া স্বামীর প্রতি অত্যন্ত বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছিল। তাহাতে স্বামী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে চপেটাঘাত করে। স্ত্রী আপন পিতার নিকটে যাইয়া দুঃখ প্রকাশ করে ও পিতার সঙ্গে যোগ দিয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে স্বামীর প্রহারের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে। হজরত প্রহারের বিনিময়ে স্বামীকে প্রহার করিতে আজ্ঞা করেন। পিতা ও কন্যা উভয়ে ইহার উদ্যোগী হয়। হজরত ইতি মধ্যে এই প্রত্যাদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক কন্যা ও কন্যার পিতাকে ডাকিয়া বলেন যে "আমি এক প্রকার কার্য্যের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি এবং ঈশ্বর অন্যরূপ কার্য্যের ইচ্ছা করিয়াছেন। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহাই কল্যাণজনক।" পুরুষ স্ত্রীলোকের ভরণ পোষণ কারী, সংরক্ষক, কার্য্যনির্ব্বাহক, এজন্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা। পরন্তু বুদ্ধি জ্ঞান গাম্ভীর্য্য বিবেচনা ও চিন্তা শক্তির আধিক্য বশতঃ এবং ধর্ম্মযুদ্ধে, উপবাস ব্রতে ও নানা প্রকার উপাসনায় ও কঠোর সাধনায় প্রচুর যোগ্যতা লাভ জন্য এবং ধনাধিকারিত্বে প্রাধান্য বশতঃ নারী অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা।

পুরুষের স্বগণ হইতে এক জন মীমাংসাকারী ও স্ত্রীর স্বগণ হইতে এক জন মীমাংসাকারী নিযুক্ত করিবে, যদি তাহারা মীমাংসা করিয়া দিতে ইচ্ছা করে তবে ঈশ্বর উভয়ের প্রতি অনুকূল হইবেন; নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী ও জ্ঞাতা। ৩৫। ঈশ্বরকে পূজা কর, তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিও না, এবং পিতা মাতা, স্বগণ, নিরাশ্রয়, দরিদ্র, স্বজন প্রতিবেশী, পর জন প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গী এবং পরিব্রাজক, এ সকলের প্রতি এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কর; যাহারা অহঙ্কারী উৎপীড়ক নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না *। ৩৬। × যাহারা কৃপণতা করে ও লোকদিগকে কৃপণ হইতে বলে এবং ঈশ্বর নিজ কৃপাগুণে তাহা-

---

সমুদায় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও আচার্য্য পুরুষ। সমুদায় উন্নত বিষয়ে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। "নারী গোপনীয়ের সংরক্ষিকা" এ কথার অর্থ দাম্পত্য ধর্ম্মের সতীত্ব ও পবিত্রতার পালয়ত্রী। নারীদিগকে এরূপ প্রহার করিবে না যাহাতে তাহাদের কোন অঙ্গ আহত ও ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়। যাহাতে তাহাদের অন্তর কোমল হয়, তাহারা দাম্পত্য স্বত্বের সম্মান রক্ষা করিতে পারে প্রথমতঃ তাহাদিগকে এরূপ উপদেশ ও শিক্ষা দিবে। অবাধ্যতার আশঙ্কা হইলে উপদেশ, অবাধ্যতা প্রকাশ পাইলে, ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া, পুনঃ পুনঃ অবাধ্যতাচরণ হইলে সামান্য প্রহার বিধি। (ত, হো.)

* প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি পরে পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন, এইরূপ ক্রমান্বয়ে স্বজন প্রতিবেশী ও পর জন প্রতিবেশী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য পালন বিধি। প্রতিবেশী পরজন অপেক্ষা প্রতিবেশী স্বজনের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য গুরুতর। তৎপর সহচর অর্থাৎ যাহারা এক কার্য্যে পরস্পর সহযোগী। যথা এক শিক্ষকের দুই ছাত্র এক প্রভুর দুই ভৃত্য। যাহারা আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী, আত্মতুল্য কোন ব্যক্তিকে গণ্য করে না সে সকল লোকই ইহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ। (ত, শা,)

দিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা গোপন করে (ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না,) এবং আমি কাফেরদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ৩৭। এবং যাহারা লোককে প্রদর্শনে জন্য নিজের ধন ব্যয় করে ও পমেশ্বরে ও পর কালে বিশ্বাস রাখে না, (তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ঈশ্বর অপ্রসন্ন) এবং শয়তান যে ব্যক্তির বন্ধু (সে তাহার) কুবন্ধু *। ৩৮। যদি তাহারা ঈশ্বরকে ও পরকালকে বিশ্বাস করিত ও ঈশ্বর যাহা উপজীবিকারূপে তাহাদিগকে দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিত তবে তাহাদের সম্বন্ধে কি (ক্ষতি) ছিল? পরমেশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৩৯। নিশ্চয় ঈশ্বর বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার করেন না, সৎকার্য্য হইলে তিনি তাহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আপনার নিকট হইতে মহা পুরস্কার দান করিয়া থাকেন। ৪০। অনন্তর কেমন হইবে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং ইহাদের প্রতি তোমাকে সাক্ষী আনয়ন করিব †। ৪১। যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও প্রেরিত পুরুষের প্রতি অপরাধ করিয়াছে তাহারা সে দিবস ইচ্ছুক হইবে যেন তাহাদের উপর ভূমি সমতা প্রাপ্ত

---

* অর্থাৎ ধনদানে কৃপণতা করা ঈশ্বরের নিকটে যেরূপ গর্হিত কার্য্য, প্রদর্শনের জন্য দান করাও তদ্রূপ। যাহার যে স্বত্ব তাহাকে তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ সাত্ত্বিক ভাবে দান করিলে ঈশ্বরের নিকটে গৃহীত হয়। পরকালে আশা ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া দান করিবে। (ত, শা,)

† প্রেরিত পুরুষ আপন মণ্ডলীস্থ লোকের বাক্য ও কার্য্যকলাপের সাক্ষ্য দান করিবেন। (ত, হো,)

হয় ও তাহারা ঈশ্বর হইতে কোন কথা গোপন রাখিতে পারিবে না *। ৪২। [র, ৬]

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা মত্ততাবস্থাপন্ন হইয়া যাহা বলিয়া থাক তাহা বোধ হওয়া পর্য্যন্ত এবং পথপর্য্যটনকারী হওয়া ব্যতিরেকে শুক্রক্ষরণের অবস্থায় স্নান করা পর্য্যন্ত নমাজের নিকটে যাইও না; যদি তোমরা পীড়িত হও বা পর্য্যটনে প্রবৃত্ত থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচাগার হইতে আগমন করে কিম্বা তোমরা স্ত্রীসঙ্গ কর, অপিচ জল প্রাপ্ত না হও তবে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা কর, পরে তাহা আপনাদের মুখে ও হস্তে আমর্শন কর, নিশ্চয় ঈশ্বর মার্জ্জনাকারী ও ক্ষমাকারী †। ৪৩। যাহাদিগকে গ্রন্থের অংশ দেওয়া গিয়াছে তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই? তাহারা পথভ্রান্তিকে ক্রয় করিতেছে এবং ইচ্ছা করি-

---

* বিচারের দিনে প্রত্যেক মণ্ডলীর ও প্রত্যেক যুগের লোকদিগের অবস্থা সেই যুগের প্রেরিত পুরুষের ও সাধুপুরুষদিগের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে। বিরোধীর বিরুদ্ধভাব সাধকের সাধনা বিবৃত হইবে। তখন বিরোধী লোকেরা ইচ্ছা করিবে যে আমরা মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়া যাই, আমরা এরূপ আচরণ না করিলে ভাল ছিল। (ত, শা,)

† এক দিন অওফের পুত্র অবদোল্ রহমাণের আলয়ে কতিপয় ধর্ম্মবন্ধু মিলিয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন সুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা পানে মত্ত ও বিহ্বল হইয়া উঠিলে আজাঁর ধ্বনি শ্রবণ করেন, সকলে যাইয়া নমাজে যোগ দেন। যিনি এমাম (আচার্য্য) ছিলেন, তিনি অধিক পান করিয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি নমাজের এক বচন স্থলে অন্য বচন পড়িতে লাগিলেন। তাহাতেই "মত্ততাবস্থাপন্ন" হইয়া যাহা বলিয়া থ ক তাহা বোধ হওয়া পর্য্যন্ত—নমাজের নিকটে যাইও না" এই বাণী অবতীর্ণ হয়। সুরাসেবনে বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত হইয়া কেবল নমাজের নিকটে মসজিদে যাওয়া নিষেধ তাহা নয়, তদবস্থায় সকল প্রকার সাধনায় প্রবৃত্ত হও-

তেছে যে তোমরাও পথভ্রান্ত হও। ৪৪। এবং ঈশ্বর তোমাদের শত্রুদিগকে উত্তম জ্ঞাত, ও ঈশ্বরই (তোমাদের) যথেষ্ট বন্ধু, ঈশ্বরই যথেষ্ট সাহায্যকারী। ৪৫। ইহুদিদিগের কতক লোক বচনকে তাহার স্থান হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে এবং তাহারা বলিয়া থাকে (ভাবের রসনায়) আমরা শুনিয়াছি ও গ্রাহ্য করি নাই, এবং শ্রোতা না হইয়া (বলিয়া থাকে) শ্রবণ কর, আপনাদের রসনায় "রা আণাকে" জড়িত করে * এবং ধর্ম্মেতে গর্ব্ব করিয়া থাকে, যদি তাহারা 'শ্রবণ করিলাম গ্রাহ্য

যাই নিষেধ। এমাম শাফির মতে পুরুষের কোন অঙ্গ পরাঙ্গনার অঙ্গে স্পৃষ্ট হইলে উভয় বিধ অজু অসিদ্ধ হয়। এমাম মালেকের মতে কামভাবে নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে অজু অসিদ্ধ হয়, অন্যথা নহে। এমাম আজমের মতে স্ত্রীসঙ্গ হইলে অজু অসিদ্ধ।

কোন যুদ্ধযাত্রার কালে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। রাত্রিকালে এস্লাম সৈন্য এক জলশূন্য স্থানে শিবির স্থাপন করেন। রজনী প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বে তথাহইতে যাত্রা করিবেন তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে নমাজের সময়ে কোন জলাশয়ের নিকটে উপনীত হইতে পারিবেন। ঘটনাক্রমে হজরত আয়াশার মুক্তার হার হারাইয়া যায়। তাহার অন্বেষণে বিলম্ব হয়, সূর্য্যোদয় হইয়া পড়ে। উপাসকগণ হজরত আবুবেকরের নিকটে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। আবুবেকর আর্য্যা আয়াশার পটমণ্ডপে যাইয়া হজরতকে নিদ্রাবস্থায় প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় দুহিতা আয়াশাকে এই বিলম্বের কারণে অনেক অনুযোগ করেন। ইতিমধ্যে প্রেরিত পুরুষ জাগরিত হন। তিনি সহচরদিগকে ম্লান বিষণ্ণ দেখিয়া আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি অন্তর স্থাপন করেন, তাহাতেই যে স্থানে জলের অভাব হইবে সে স্থানে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা কর, বাণী অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* বকর সুরায় "রা আণা" উক্তির বিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

করিলাম, ও শ্রবণ কর আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর' বলিত, নিশ্চয় তাহাদের পক্ষে উত্তম ছিল, ও সরল ছিল; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, পরন্তু তাহারা অল্প ব্যতিরেকে বিশ্বাস করে না। ৪৬। হে গ্রন্থপ্রাপ্ত লোক সকল, তোমাদের সঙ্গে যাহা (যে গ্রন্থ) আছে, আমি তাহার সত্যতার প্রতিপাদক যাহা অবতারণ করিয়াছি, মুখমণ্ডল বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তৎপর আমি তাহা তাহার পৃষ্ঠের দিকে ফিরাইব, অথবা শনিবাসরীয় লোককে যেরূপ অভিসম্পাত করিয়াছি তাহাদিগকে সেইরূপ অভিসম্পাত করিব; ঈশ্বরের কার্য্য সম্পাদিত হয় *। ৪৭। নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে অংশী স্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না, এতদ্ভিন্ন যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে

---

* হজরত মোহম্মদ কয়েক জন ইহুদি জ্ঞানবান্ লোককে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন "হে ইহুদিবন্ধুগণ, ঈশ্বরকে ভয় কর, এস্‌লাম ধর্ম্মরূপ বৃত্তের পরিধিতে পদ স্থাপন কর, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি এই বাক্য ও আজ্ঞা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে তোমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়াছি, তিনি সত্য, তিনি তোমাদিগকে তওরয়ত গ্রন্থে আমার তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য তোমাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছেন"। তাহারা এই কথা শুনিয়া বিদ্বেষ বশতঃ বলিল "আমরা তোমার পরিচয় রাখি না, তোমার ও কোরাণের বর্ণনা অবগত নহি," তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। মুখমণ্ডল বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ এই, চক্ষু ভ্রূ ওষ্ঠ নাসিকাদির কোন চিহ্ন থাকিবে না। "তাহা তাহার পৃষ্ঠের দিকে ফিরাইব" অর্থাৎ মুখমণ্ডলকে পৃষ্ঠদেশের দিকে স্থাপন করিব, তাহাতে তাহাদের মুখ পশ্চাদ্দিকে থাকিবে। এ স্থলের "শনিবাসরীয় লোক" তাহারা যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করিয়া শনিবারে মৎস্যশিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। (ত, হো,)

অংশী করিয়াছে নিশ্চয় সে মহা অপরাধকে বাঁধিয়া লইয়াছে। ৪৮। যাহারা আপন জীবনকে শুদ্ধ বলিতেছে তুমি কি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? বরং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় শুদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহারা একটি সূত্র পরিমাণ অত্যাচারিত হইবে না। ৪৯। দেখ (হেমোহম্মদ,) কেমন তাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্যকে সম্বন্ধ করিতেছে, এবং এই স্পষ্ট অপরাধ যথেষ্ট। ৫০। (র, ৭,)

যাহাদিগকে গ্রন্থের স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে তুমি কি (হে মোহম্মদ, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? তাহারা জেবত ও তাদ্যুতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা কাফেরদিগের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যাহারা পথে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগের অপেক্ষা এই সকল লোক অধিক পথদর্শী *। ৫১। এই সেই লোক, যাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং

---

* কোরেশ বংশীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তি মক্কা নগরে এক সভায় বলিয়াছিলেন "আমাদের ধর্ম্মপ্রণালী এই যে আমরা কাবা দর্শনে আগত যাত্রিকদিগের আতিথ্যসৎকার করিয়া থাকি, কাবাকে জঞ্জাল মুক্ত রাখি, আত্মীয় স্বগণের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করি, মাননীয় পিতৃপিতামহের রীতি অনুসারে প্রতিমা পূজায় রত আছি. সম্প্রতি মোহম্মদ এক ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে, মনঃকল্পিত কথা ও রীতি নীতিকে ধর্ম্ম বলিতেছে, সে আমাদের পৈতৃক ধর্ম্মের নিন্দা করে এবং আমাদিগকে কাফের এবং অজ্ঞান বলে।" সভাস্থ ইহুদিগণ এই সকল কথা শুনিয়া বলিল যে "তোমাদের ধর্ম্ম অতিশয় সত্য, এবং তোমাদিগের রীতি নীতি বিশুদ্ধ।" তখন কোরেশ দলপতি আবু সুফয়ান বলিল "আমরা এক সময়ে তোমাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিব। এই ক্ষণ তোমরা আমাদের প্রতিমা সকলকে প্রণাম কর। তখন ইহুদিরা কোরেশদিগের উপাস্য প্রতিমা জেবত ও তাদ্যুৎকে প্রণাম করিল এবং বলিল

যাহাকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেন, তুমি তাহার জন্য সাহায্য-কারী পাইবে না। ৫২। তাহাদের জন্য কি রাজত্বের সত্ব আছে? (যদি স্বত্ব লাভ করে) তবে সেই সময়ে তাহারা লোকদিগকে খর্জ্জুরের খোষা পরিমাণ দান করিবে না। ৫৩। ঈশ্বর নিজ করুণাগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তদুপলক্ষে কি তাহারা লোকের প্রতি বিদ্বেষ করে? নিশ্চয় আমি এব্রাহিমের সন্তানদিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান দান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে প্রকাণ্ড রাজত্ব দিয়াছি। ৫৪। অতঃপর তাহাদের (কাফেরদিগের) কোন লোক তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং তাহা-দের কোন লোক তাহাহইতে বিমুখ হইয়াছে, (তাহাদের জন্য) প্রদীপ্তানল নরক যথেষ্ট *। ৫৫। নিশ্চয় যাহারা আমার নিদ-র্শন সকলের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে, আমি সত্বর তাহাদিগকে অনলে প্রবেশ করাইব, যখন তাহাদের চর্ম্ম দগ্ধ হইবে, তখন তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে অন্য চর্ম্ম দিব, যেন তাহারা শাস্তির স্বাদ প্রাপ্ত হয়; নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রান্ত নিপুণ। ৫৬। এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎ কর্ম্ম করিয়াছে, সত্বর আমি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইব যাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত

পথে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোক অপেক্ষা অর্থাৎ মোসলমানদিগের অপেক্ষা ইহারা অধিক পথদর্শী। ঈশ্বর ইহুদিদিগের এই কপটতা ও অধর্ম্মাচারের সংবাদ দিতেছেন। (ত, হো,)

* পরমেশ্বর সর্ব্বদা এব্রাহিমের বংশে মহত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এইক্ষণও তাঁহার বংশে মহত্ব আছে। অবিবেচক লোকেরা তাহা স্বীকার করে না। (ত, শা,)

তাঁহাতে তাহারা চির অধিবাসী হইবে; তাহাদের জন্য সাধ্বী নারী সকল থাকিবে, এবং আমি তাহাদিগকে নিত্য ছায়াতে প্রবেশ করাইব *। ৫৭। ঈশ্বর তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে তোমরা গচ্ছিত সামগ্রী তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া দেও, যখন তোমরা লোকের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবে তখন ন্যায়ানুসারে আজ্ঞা করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বর যে উপদেশ দান করেন তাহা উত্তম, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও দ্রষ্টা †। ৫৮। হে বিশ্বাসী

---

* তাহাই নিত্য ছায়া সূর্য্য যাহাকে নষ্ট করিতে পারে না। আরবদেশে সূর্য্যতাপ অতিশয় প্রখর। তদ্দেশনিবাসীরা ছায়াকে অত্যন্ত সুখের সামগ্রী বলিয়া জানেন। এস্থলে নিত্য ছায়া নিত্য সুখশান্তি। যদি কেহ বলে স্বর্গলোকে সূর্য্য নাই, তাহার সন্তাপজনক উত্তাপ নাই, তবে নিত্য ছায়ার উল্লেখ কেন? ইহার তাৎপর্য্য কি? নিত্য ছায়ার অর্থ বিশ্বাসীদিগের নিকটে ঈশ্বরের আশ্রয় ও তাঁহার করুণা। উহা সর্ব্বদা স্বর্গবাসিদিগের মস্তকে স্থাপিত থাকিবে, সেই ছায়ার অভাব হইবে না। (ত, হো,)

† যে দিবস মক্কা জয় হইল সে দিবস হজরত মোহম্মদ তল্‌হার পুত্র ওস্‌মানের নিকটে কাবা মন্দিরের কুঞ্চিকা চাহিয়া পাঠাইলেন। কুঞ্চিকা তাহার মাতা সলাকার নিকটে ছিল। ওস্‌মান সলাকার নিকটে যাইয়া তাহা চাহিল, সলাকা দিতে অসম্মত হইয়া বলিল যে "এই কুঞ্চিকা তোমা হইতে গ্রহণ করা হইবে কিন্তু তোমাকে ফিরিয়া দেওয়া হইবে না। আব্‌দোলদারের সময় হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে ইহা আমাদের হস্তে আছে।" ওস্‌মান অনেক অনুরোধ করিয়াও জননী হইতে কুঞ্চিকা গ্রহণ করিতে পারিল না। হজ্‌রত মস্‌জেদোল্‌ হরামের দ্বারে কুঞ্চিকার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বিলম্ব দেখিয়া হজ্‌রত আবুবেকর ও ওমর সলাকার গৃহদ্বারে আসিয়া ওস্‌মানকে ডাকিয়া বলিলেন "ওসমান শীঘ্র চলিয়া আইস, হজ্‌রত অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেন।" তখন সলাকা কুঞ্চিকা পুত্রকে দান করিয়া বলিল 'ভাল, তুমি গ্রহণ কর, পরে ইহা প্রতিগ্রহণ করিবে।" অনন্তর ওসমান্‌ চাবি আনিয়া হজ্‌রতের

গণ, তোমরা পরমেশ্বরের আজ্ঞাবহ হও, প্রেরিত পুরুষের এবং তোমাদের আজ্ঞাপ্রচারকের আজ্ঞাবহ হও, যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধ কর ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাসী থাকিলে তাহা ঈশ্বরের দিকে ও প্রেরিত পুরুষের দিকে উপস্থিত কর, ইহা উত্তম এবং পরিণামানুসারে অত্যুত্তম *। ৫৯। (র, ৮)

নিকটে উপস্থিত করে, হজরত হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবামাত্র অব্বাস উঠিয়া বলিলেন "আর্য্য, জম্জমের জলদানের ভার যেমন আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, মন্দির রক্ষকতার ভারও অর্পিত হউক।" ওস্মান এই কথা শুনিয়া হস্ত সঙ্কুচিত করিল। হজরত বলিলেন "ওস্মান, কুঞ্চিকা আমার হস্তে দান কর।" ওস্মান কুঞ্চিকা প্রদানে উদ্যত হইতেই আব্বাস্ পুনর্ব্বার সেই কথা বলিল। পুনরায় ওস্মান হস্ত সঙ্কুচিত করিল। হজরত ওস্মানকে বলিলেন "যদি ঈশ্বরের প্রতি ও প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস রাখ তবে কুঞ্চিকা আমাকে দেও।" ওস্মান এই ঈশ্বরের গচ্ছিত দ্রব্য গ্রহণ করুন বলিয়া প্রদান করিল। অতঃপর হজরত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিলেন। তখন চাবি তাঁহার হস্তে ছিল। হজরত আলি নিকটে আসিয়া বলিলেন "প্রেরিত মহাপুরুষ যেমন জমজমের জলদানের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তদ্রূপ মন্দিররক্ষকতার পদে মণ্ডলীস্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন।" ইত্যবসরে হজরত অনুপ্রাণিত হইলেন। তখন আজ্ঞা করিলেন "আলি, আমি তোমাদিগকে যে সকল কার্য্যের কথা বলি তাহাতে লোকের উপকার হয় মনে করিও না, মানবমণ্ডলী হইতে তোমাদিগের হিত হইবে," ইহা বলিয়াই তিনি ওস্মানকে ডাকিয়া বলিলেন "তলহার পুত্র, তুমি কুঞ্চিকা গ্রহণ কর, ইহা তোমার হইল।" অনন্তর ওস্মান হজরতের আনুগত্য স্বীকার করিয়া কুঞ্চিকা আপন ভ্রাতা শিবার হস্তে অর্পণ করিল। অদ্যাবধি কাবার কুঞ্চিকা ওস্মানবংশীয় লোকের হস্তে আছে যদিচ এই বিশেষ বিরোধ স্থলে গচ্ছিত সামগ্রী প্রত্যর্পণ করিবার জন্য এই প্রত্যাদেশ বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি এই আজ্ঞা সাধারণ গচ্ছিত সামগ্রীসম্বন্ধে বটে (ত, হো,)

* হজরত মোহম্মদ অলিদের পুত্র খালেদকে এক দল সৈন্যের অধিপতি করিয়া অম্মার ইয়া সরকে তাঁহার সহচর করিয়া দেন। কতকগুলি বিদ্রোহী

তুমি কি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা মনে করিতেছে যে নিশ্চয় তাহারা তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে ও তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতারিত হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহারা শয়তানের প্রতি কর্ত্তৃত্ব লইয়া যাইবে ইচ্ছা করিতেছে এবং নিশ্চয় তাহার সঙ্গে বিরুদ্ধাচার. করিতে

লোক খালেদ আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া পলায়ন করে। সেই দলে এক জন মোসলমান ছিল। সে অম্মারের নিকটে আসিয়া বলিল "আমার স্বগণ জাতি পলায়ন করিয়াছে, আমি নিজের বিশ্বাস প্রচার করিবার জন্য আপন আলয়ে বাস করিতেছি, এস্‌লাম ধর্ম্ম আমার হস্তাবলম্বন করিলে থাকিব অন্যথা পলায়ন করিব।" অম্মার তাহাকে অভয়দান করিল। অম্মারের আজ্ঞানুসারে সে সপরিবারে গৃহে বসিয়া রহিল। প্রভাতে খালেদ সেই বিদ্রোহী জাতিকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহাদের নিবাসে সৈন্য দল প্রেরণ করিলেন। উপরি উক্ত আশ্রয় প্রার্থী লোকটি ব্যতীত অন্য কেহই গৃহে ছিল না। সে সপরিবারে বন্দী হইয়া খালেদের নিকটে আনীত হইল। অম্মার বলিল, "এ ব্যক্তি মোসলমান, এ আমা কর্ত্তৃক আশ্রিত ও অভয়প্রাপ্ত হইয়াছে।" খালেদ বলিলেন "সেনাপতি বিদ্যমান সত্বে তাঁহার আদেশ ও পরামর্শ ব্যতিরেকে কাহাকে অভয় দান করা নীতিবিরুদ্ধ।" এ বিষয়ে খালেদ ও অম্মারের পরস্পর অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। পরে উভয়ে হজরতের নিকটে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। হজরত সেই আশ্রয়দানকে স্থির রাখিয়া দলপতির আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ কাহাকে আশ্রয় দান করিবে না এরূপ নিষেধ করিলেন। তখন এই আয়ত অর্থাৎ আজ্ঞাপ্রচারকের আজ্ঞাবহ হও; অবতীর্ণ হইল। ত, হো,

আধিপত্যপ্রাপ্ত লোক, রাজা ও রাজপুরুষ এবং যে কোন ব্যক্তি বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে চলা আবশ্যক। তাঁহারা ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞার স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করিতে বলিলে তাহা গ্রাহ্য করিবে না। দুই মোসলমানের বিবাদস্থলে এক জন যদি বলে চল শরার (শাস্ত্র বিধির) অনুসরণ করি, তাহাতে অপর ব্যক্তি যদি বলে যে আমি শরা জানি না, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কাফের। (ত, শা,)

তাহারা আদিষ্ট হইয়াছে এবং শয়তান ইচ্ছা করিতেছে যে তাহাদিগকে মহা ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত করে। ৬০। যখন তাহাদিগকে বলা হইল ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তৎপ্রতি ও প্রেরিত পুরুষের প্রতি উপস্থিত হও, কপটদিগকে দেখিতেছ তোমা হইতে বিমুখ হইতেছে। ৬১। অনন্তর যাহা তাহাদের হস্ত পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে তজ্জন্য যখন তাহাদিগের প্রতি বিপদ উপস্থিত হইবে তখন কেমন ঘটিবে? তৎপরে তোমার নিকটে আসিবে ও ঈশ্বরের শপথ করিবে (ও বলিবে) যে কল্যাণ ও সদ্ভাব ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করি নাই *। ৬২। তাহারা সেই সকল

---

* মদিনা নগরে এক জন ইহুদি ও এক জন কপট মোসলমান কোন বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিল। ইহুদি বলিল, চল হজরত মোহম্মদের নিকটে, কপট বলিল "চল তোমাদের দলপতি আশরফের নিকটে।" অবশেষে উভয়ে বিবাদ মীমাংসার জন্য হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। হজরত ইহুদির স্বত্ব বলবৎ রাখিলেন। উক্ত কপট তাহাতে অসম্মত হইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল চল ওমরের নিকটে, তখন তিনি হজরতের আদেশে মদিনার বিচারকের পদে নিযুক্ত। কপট ভাবিয়াছিল, সে এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ওমর তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন। উভয়ে তাঁহার নিকটে গেল। ইহুদি তাঁহাকে নিবেদন করিল যে আমরা হজরতের নিকটে গিয়াছিলাম, তিনি আমার পক্ষ সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ওমর কপটকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "ইহুদি যাহা বলিতেছে সত্য, কিন্তু আমি সেই আজ্ঞায় সম্মত নহি, তোমার নিকটে বিচার প্রার্থনা করি।" ওমর বলিলেন "তোমরা ক্ষণকাল এস্থানে স্থির থাক, আমি গৃহের ভিতর হইতে আসিয়া তোমাদের মধ্যে সত্য ভাবে বিচার করিব।" তখন ওমর কোষমুক্ত করবাল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির হইয়া কপটের শিরশ্ছেদন করিলেন এবং বলিলেন যে ব্যক্তি এমন বিচারকের বিচারে সম্মত নয় তাহার শাস্তি এরূপ হওয়া শ্রেয়ঃ। হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হজরতের নিকটে আসিয়া হত্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে এবং শপথ পূর্ব্বক বলে যে আমরা কল্যাণ ও সদ্ভাব ভিন্ন কিছুই চাহি না।

। ৮৮। যেমন তাহারা কাফের হইয়াছে তোমরা ও কাফের হইবে আশায় তাহারা বন্ধুতা করিয়া থাকে, অতঃপর তোমরা তুল্য হইবে; অতএব ঈশ্বরের পথে দেশত্যাগ করা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, পরন্তু যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে তবে তোমরা তাহাদিগকে ধর ও যেস্থানে পাও

দূর যাইয়া তাহারা চিন্তিত হয় ও পথ হইতে ফিরিয়া আইসে, এবং এস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে বলিয়া মদিনা নগরে হজরতের নিকটে সংবাদ প্রেরণকরে। তাহাদের সম্বন্ধে মোসলমানদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়। কতক গুলি লোক বলে যে তাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, কতক লোক বলে যে তাহারা কপট। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অনেকে বলেন যে মদিনার উপনিবাসী এক দল মোসলমান মদিনার বায়ু অস্বাস্থ্যকর ছল করিয়া হজরত হইতে প্রান্তরে বাসকরার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মদিনা নগর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া মক্কার পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে যোগ দেন, তাহাতেই তাঁহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে হজরতের ধর্ম্মবন্ধু দিগের সংশয় উপস্থিত হয়, পরস্পর মত ভেদ হওয়াতে তাঁহারা দুই দল হইয়া যান। তজ্জন্যই তোমরা কেন দুই পক্ষ হইলে, তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতায় ঐক্য হইলে না কেন? এই মর্ম্মের আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

যাহারা প্রকাশ্যে মোসলমান ছিল না, কেবল স্বার্থ উদ্দেশ্যে হজরতের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেছিল, এস্থলে তাহাদিগকে কপট বলা হইয়াছে। হজরতের সৈন্যের সাহায্যে আমাদের ধন প্রাণ রক্ষা পাইবে এই লক্ষ্য করিয়া তাহারা তাঁহার সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া ছিল। যখন মোসলমানেরা অবগত হইলেন যে ইহাঁদের গমনাগমনের উদ্দেশ্য কেবল স্বার্থ; প্রেমের অনুরোধে নয়, তখন অনেকে বলিলেন যে ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে থাকিতে হইবে। আবার কতক লোক বলিলেন যে ইহাদিগের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যাউক, হয় তো এতদ্দ্বারা ইহারা বিশ্বাসের পথে আসিবে। তাহাতেই কাহাকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন বা পথচ্যুত করা ঈশ্বরের হস্তে, ইহার চিন্তা তোমাদের কেন ইত্যাদি ঐশ্বরিক বাণী অবতীর্ণ হয়। (ত, শা,)

তাহাদিগকে সংহার কর। তাহাদের কাহাকেও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ এবং সাহায্যকারী করিও না * । ৮৯ । † যাহারা (এমন) কোন দলে মিলিত হয় যে তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে অঙ্গীকার রহিয়াছে, † কিম্বা যাহারা তোমাদের নিকটে আগমন করে যে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তাঁহাদের হৃদয় সঙ্কুচিত, অথবা যাহারা আপন দলের সঙ্গে সংগ্রাম করে ‡ তাহাদিগকে ব্যতীত; ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে তোমাদিগের উপর প্রবল করিতেন, পরে নিশ্চয়, তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত; যদি তাহারা তোমাদিগ হইতে অপসারিত হয় অপিচ তোমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ও তোমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তবে ঈশ্বর তাহাদিগের প্রতি তোমাদের জন্য কোন পথ করেন নাই § । ৯০ । সত্বর তোমরা অন্য (এমন) দলকে প্রাপ্ত হইবে যে ইচ্ছা করিতেছে তোমাদিগ

---

* ঈশ্বরের পথে দেশত্যাগ করার অর্থ, বিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরের প্রসন্নতা উদ্দেশ্যে স্বদেশত্যাগ করিয়া যাওয়া, স্বার্থের জন্য নয়। "যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে" ইহার অর্থ "ধর্ম্মবিশ্বাস ও দেশত্যাগকে যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে। (ত, হো,)

† এই দল খজয়া গোষ্ঠী বা বেকর কিম্বা আস্‌লম গোষ্ঠী, ইহাদের সঙ্গে প্রেরিত পুরুষ এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবে সে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইল বলিয়া গণ্য হইবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আপন দলের কাফের দিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাহারা প্রতিশ্রুত। ইহারা মদলজ বংশীয়লোক। প্রেরিত পুরুষের পক্ষ হইয়া কোরেশ দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইহারা অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিল। (ত, হো,)

§ "কোন পথ করেন নাই" ইহার অর্থ তাহাদিগকে আক্রমণ করা ইত্যাদির বিধি দেন নাই। (ত, হো,)

হইতে নির্ভয় হয় এবং আপন দল হইতে নির্ভয় হয়; * যখন তাহারা অত্যাচারের দিকে প্রত্যানীত হয় তাহাতেই ফিরিয়া থাকে; পরন্তু যদি তোমাদিগ হইতে অপসারিত না হয় ও তোমাদের প্রতি সন্ধি স্থাপন না করে এবং আপন হস্ত বদ্ধ না করে তবে তাহাদিগকে ধর ও তাহাদিগকে যে স্থানে পাও সংহার কর; এবং এই সেই দল যে আমি তাহাদের উপর তোমাদিগকে উজ্জ্বল প্রমাণ দান করিয়াছি † । ৯১ ।

[র, ১২]

ভ্রম ব্যতীত মোসলমানকে হত্যা করা মোসলমানের পক্ষে উচিত নহে, যে ব্যক্তি ভ্রম বশতঃ কোন মোসলমানকে হত্যা করে একজন মোসলমানের গ্রীবা বন্ধনমুক্ত করিতে হয় এবং খয়রাত না করিলে তাহার পরিবারের প্রতি হত্যার মূল্য সমর্পণীয়, যদি সে তোমাদের শত্রু দলস্থ ও মোসলমান হয় তবে একজন মোসলমানের গ্রীবা বন্ধনমুক্ত করিতে হয় এবং যদি সে সেই দলের হয় যে তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে অঙ্গীকার আছে তবে হত্যার মূল্য তাহার পরিবারের প্রতি সমর্পণীয় এবং এক জন মোসলমানের গ্রীবা বন্ধনমুক্ত করিতে

---

* এই দল গতফান বা আসদগোষ্ঠী, যাহারা মদিনাতে আসিয়া এসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাসী বলিয়া প্রচার করে, পরে মক্কায় যাইয়া কাফেরদিগের সঙ্গে মিলিত হয় ও এস্‌লাম ধর্ম্মের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। (ত, হো,)

† অর্থাৎ কতক লোক আছে যে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব না এবং স্বজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে; কিন্তু স্থির থাকিতে পারে না। যখন আপন দলে জয়শ্রী দেখে, তাহাদের সঙ্গে যাইয়া যোগ দেয়। অতএব যাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকরে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে ত্রুটি করিও না। (ত, শা,)

হয়; পরন্তু যে ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত না হয় ঈশ্বরের দিক্ হইতে (তাহার) প্রায়শ্চিত্ত দুইমাস অবিচ্ছিন্ন রোজাপালন, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ *। ৯২। যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে মোসলমানকে হত্যা করে তাহার জন্য শাস্তি নরক, তাহাতে চিরা-

---

* আবু রবির পুত্র অয়াশ নামক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। হজরতের মদিনা প্রস্থানের পূর্ব্বে অয়াশ মোসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া আত্মীয় দিগের নিকটে তাহা গুপ্ত রাখিয়াছিল। হজরত মদিনায় চলিয়া গেলে একদিন রাত্রিতে সে মদিনাভিমুখে পলায়ন করে। অয়াশের মাতা তাহার বিচ্ছেদে অত্যন্ত শোক বিলাপ করিতে থাকে। অয়াশের সহোদর ভ্রাতা হারস মাতার বিলাপ পরিতাপ দেখিয়া আবুজহলের সহায়তায় অয়াশের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় মদিনার নিকটে তাহাকে পাইয়া নানা ছলকৌশলে মক্কায় ফিরাইয়া লইয়া আইসে। তথায় এস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইবার জন্য হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহাকে রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া হয়। তখন জয়দের পুত্র হারস তাহার নিকটে যাইয়া বলে, এই ক্লেশ যন্ত্রণা কেন সহ্য করিতেছ এস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও। পরিশেষে অয়াশ নানা উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া অবলম্বিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। পুনর্ব্বার সেই হারস আসিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলে যে, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলে যদি তাহা সত্য ছিল তবে কেন পরিত্যাগ করিলে, অসত্য হইলে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে বা কেন?" অয়াশ হারসের এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইল এবং শপথ করিয়া বলিল "সুযোগ পাইলেই আমি তোমাকে যেরূপেই হউক বধ করিব।" অতঃপর অয়াশ মদিনায় যাইয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মগ্রহণ করে হারসও মদিনায় যাইয়া মুসলমান হয়। হারসের ধর্ম্মগ্রহণ বৃত্তান্ত অয়াশ অবগত ছিল না। এক দিন অয়াশ হারসকে নির্জনস্থানে পাইয়া তাহার জীবন সংহার করে। হজরতের ধর্ম্ম বন্ধুগণ অয়াশকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন "তুমি অযথা একজন মোসলমানকে বধকরিয়া কেয়ামতে কি উত্তর দান করিবে?" তাহাতে অয়াশ অনুতপ্ত হইয়া হজরতের নিকটে যাইয়া সবিশেষ নিবেদন করে এবং আয়তের অবতারণা হয়। (ত, হো,)

অনেক প্রকার ভ্রমে হত্যা হইতে পারে। এস্থানে মোসলমানকে কাফের

বস্থিতি এবং তাহার প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ ও অভিসম্পাত, এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রহিয়াছে *। ৯৩। হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা ঈশ্বরের পথে (যুদ্ধে) গমন কর, তখন অনুসন্ধান লইও, যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি সলাম অর্পণ করে তাহাকে বলিওনা যে তুমি মোসলমান নও, তোমরা পার্থিব সামগ্রী চাহিতেছ, পরন্তু ঈশ্বরের নিকটে লুণ্ঠন দ্রব্য প্রচুর আছে, এইরূপ তোমরা প্রথমে ছিলে পরে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি হিতসাধন করিয়াছেন, অতঃপর অনুসন্ধান করিও

জানিয়া হত্যাকরার উল্লেখ হইয়াছে। সকল প্রকার ভ্রমজনিত হত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এই কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিধি। ১ম একজন মোসলমানের গ্রীবা বন্ধন মুক্ত করা অর্থাৎ কোন মোসলমান ক্রীতদাসকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করা। তাহার সঙ্ঘটন না হইলে অবিচ্ছিন্ন দুইমাস কাল রোজা পালন বিধি। অপরাধের জন্য ঈশ্বরসম্বন্ধে এই স্বত্ব। ২য় হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে হত্যার মূল্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। সে ইচ্ছা করিলে তাহা খয়রাত করিয়া অর্থাৎ দেয় অর্থ ক্ষমা করিয়া হত্যাকারীকে মুক্তি দিতে পারে। যদি হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মোসলমান হয় অথবা সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ কাফের হয় তাহা হইলে তাহাকে হত্যার মূল্য প্রদান করা হইয়া থাকে, শত্রু কাফের হইলে প্রদান করা বিধি নহে। হনিফি ধর্ম্মমতে মোসলমানের হত্যার মূল্য আনুমানিক দুই সহস্র সাত শত চল্লিশ টাকা, তাহা তিন বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে পারে। (ত, শা,)

* জবাবার পুত্র মকিস আপন ভ্রাতা হশামকে বনি অন্নজ্জারের পল্লীতে নিহত প্রাপ্ত হইয়া হজরতের নিকটে যাইয়া এ বিষয় নিবেদন করে। হজরত তাহার সঙ্গে জাহির কহরীকে বনি অন্নজ্জারের নিকটে প্রেরণ করিয়া তাহাকে বলিয়া পাঠান যে কে হশামের হত্যাকারী জ্ঞাত থাকিলে মকিসের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে, অন্যথা যথাবিধি হত্যার মূল্য মকিসকে প্রদান করিবে। বনি অন্নজ্জার এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া হত্যার মূল্য স্বরূপ এক শত উষ্ট্র মকিসকে

তোমরা যাহা কর নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত * ।৯৪। উপবিষ্ট অক্ষত বিশ্বাসিগণ এবং আপন ধন ও জীবন যোগে ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম কারিগণ তুল্য নহে, পরমেশ্বর আপন ধন ও জীবন যোগে সংগ্রাম কারীদিগকে মর্য্যদায় উপবেশন কারিদিগের উপর গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সকলের সঙ্গে পরমেশ্বর উত্তম অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং পরমেশ্বর উপবেশন কারীদিগের অপেক্ষা সংগ্রাম কারীদিগকে উচ্চ পুরস্কার অধিক দিয়াছেন।৯৫। আপনার নিকট হইতে তিনি মর্য্যাদা সকল ও ক্ষমা এবং দয়া (প্রদান করিয়াছেন) ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু †।৯৬।(র, ১৩)

প্রদান করে। মকিস জাহিরের সঙ্গে মদিনায় যাত্রা করিয়া নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে, সে নিরপরাধী জহিরকে মারিয়া ফেলে। মদিনায় না যাইয়া তথা হইতে মক্কায় ফিরিয়া আইসে। তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* হজরতের সময়ে একদল এস্লাম সৈন্য কোন গ্রামে উপস্থিত হয়। সেখানে কতিপয় মোসলমান কৃষক ছিল, তাহারা স্বীয় পালিত পশুদিগকে পার্শ্বে রাখিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং সেই সৈন্যদিগকে সলাম করে। সেনাগণ মনে করে যে ইহারা স্বার্থোদ্দেশ্যে মোসলমানী প্রকাশ করিতেছে, এই ভাবিয়া তাহাদিগকে বধ করে এবং তাহাদের গৃহপালিত পশু সকল হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। "এইরূপ তোমরা প্রথমে ছিলে" যে উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে তোমরা পূর্ব্বে স্বার্থোদ্দেশ্যে অযথা হত্যা করিতে, কিন্তু মোসলমান হইয়া এইক্ষণ আর তাহা করা উচিত নয়। (ত, শা,)

† যে ব্যক্তি বিকলাঙ্গ অর্থাৎ অন্ধ, খঞ্জ বা বধির তাহার সম্বন্ধে জেহাদের (ধর্ম্মযুদ্ধের) বিধি বর্জ্জিত। সুস্থ সবল কায় লোকের মধ্যে যাহারা বসিয়া থাকে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা জেহাদ করে তাহারা অধিক গৌরবান্বিত। (ত, শা,)

নিশ্চয় যাহারা আপন জীবনের উৎপীড়নকারী ছিল তাহাদিগকে দেবগণ গতাসু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে "তোমরা কিঁ ভাবে ছিলে?" তাহারা বলিল "আমরা পৃথিবীতে দুর্দ্দশাপন্ন ছিলাম" দেবগণ বলিল "ঈশ্বরের পৃথিবী কি বিস্তৃত ছিল না যে তাহাতে স্থানান্তরিত হও, এই তাহারা, ইহাদিগের স্থান নরক লোক, কুৎসিত স্থান *। ৯৭। + উপায় অবলম্বন করিতে পারে না ও পথ প্রাপ্ত হয় না; এমন দুর্ব্বল স্ত্রী পুরুষ ও শিশুগণ ব্যতীত। ৯৮। + অতএব এই তাহারা, ভরসা যে ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও মার্জ্জনাকারী †। ৯৯। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে দেশ ত্যাগ করে সে পৃথিবীতে বহু এবং বিস্তৃত স্থান প্রাপ্ত হয়; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগী হইয়া আপন গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তৎপর মৃত্যু গ্রস্ত হয়,

---

* কাকাহার পুত্র কয়স এবং অলিদের পুত্র কয়স এবং আরও কয়েক জন লোক ক্ষমতা সত্ত্বে মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করে নাই। যখন কোরেশ বংশীয় প্রধান পুরুষেরা মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়া বদরের দিকে যাত্রা করে তখন তাহারা তাহাদিগের সঙ্গে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং মোসলমানদিগের করবালের আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। এই আয়ত তাহাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়: "জীবনের উৎপীড়নকারী" ইহার ভাব এই যে যখন মক্কা ত্যাগ করার বিধি হইয়াছিল সেই বিধি উপেক্ষা করার অপরাধে আত্মার অনিষ্টকারী। "তাহাদিগকে দেবগণ গতাসু করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অর্থাৎ শমনের অনুচরগণ তাহাদের প্রাণ হস্তগত করিয়া জিজ্ঞাসা করে। (ত, হো,)

† ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যে দেশে মোসলমানগণ বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া প্রকাশ্য ভাবে থাকিতে পারে না তাহাদিগের সম্বন্ধ তথা হইতে প্রস্থান করা বিধি। অক্ষমদিগের জন্য এই বিধি নয় (ত, শা,)

প্রকৃত পক্ষে তাহার পুরস্কার ঈশ্বরের নিকটে নির্দ্ধারিত, ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু *। ১০০। (র, ১৪)

যখন তোমরা পৃথিবীতে পর্য্যটন কর তখন কাফেরগণ বিপদে ফেলিবে, আশঙ্কা হইলে নমাজ সঙ্ক্ষেপ করায় তোমাদের সম্বন্ধে অপরাধ নাই, নিশ্চয় কাফেরগণ তোমাদের স্পষ্ট শত্রু †।১০১। যখন তুমি (হে মোহম্মদ) ইহাদিগের (বিশ্বাসী-

---

* মক্কাতে এমন বহু সঙ্খ্যক লোক এস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল যে তাহাদের স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা ছিল না। যখন মক্কা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমনের বিধি রূপ আয়ত অবতীর্ণ হইল এবং তাহা লিপি বদ্ধ হইয়া মক্কা নিবাসী দুর্ব্বল মোসলমানদিগের নিকটে প্রেরিত হইল তখন জমরার পুত্র জনদা স্বীয় পুত্রকে বলিলেন "যদিও আমি রুগ্ন ও বৃদ্ধ, তথাপি সাধারণ দুর্ব্বল দিগের সদৃশ নহি, প্রস্থানের উপায় করিতে পারিব, মদিনার পথ ও অবগত আছি, কেবল এইমাত্র ভয় হইতেছে পথে বা আমার মৃত্যু হয়, কিন্তু প্রস্থানে বিরত থাকিলে আমার ধর্ম্মহানি হইবে। অতএব আমি যে আসনের উপর শয়নে আছি এই আসনের সহিত আমাকে বাহির কর।" পুত্রগণও তাঁহার আজ্ঞার অনুসরণ করিল এবং তাহারা পিতাকে বহন পূর্ব্বক তনয়িম নামক স্থানে উপনীত হইল। সেইখানে জনদার প্রাণত্যাগ হয়। এই সংবাদ মদিনায় পঁহুছিল হজরতের ধর্ম্মবন্ধুগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন "জনদা মদিনায় উপস্থিত হইতে পারিলে তাঁহার ধর্ম্ম পূর্ণ হইত, তিনি পূর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† দেশ পর্য্যটন কালে তিন মঞ্জেলে চারি রকাত নমাজ পড়ার বিধি। নমাজের চারি অঙ্গ। তাহার এক এক অঙ্গকে বা অংশকে রকাত বলে। মঞ্জেল অবতরণ ভূমি। পথিকগণ যেস্থানে যাইয়া বিশ্রাম লাভ করে তাহাকে মঞ্জেল বলে। যেস্থানে শত্রুর ভয় সে স্থলে মোসলমানগণ দুই দলে বিভক্ত হইবেন। এমাম এক এক দলে এক এক বার করিয়া দুইবার নমাজ পড়িবেন, অথবা এক এক দলে এক এক রকাত করিয়া নমাজ পড়িবেন। প্রথমে এক দলের সঙ্গে এক রকাত নমাজ পড়া হইলে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া অপর দলের প্রতীক্ষা

লোক, যাহাদিগের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর জ্ঞাত; অতঃপর তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, তাহাদিগকে উপদেশ দেও, এবং তাহাদিগকে তাহাদের অন্তরে সঞ্চারক বাক্য বল। ৬৩। ঈশ্বরের আজ্ঞা মান্য করিবে এই উদ্দেশ্য ব্যতীত আমি কোন প্রেরিত পুরুষকে প্রেরণ করি নাই; যখন ইহারা নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, তখন যদি তোমার নিকটে আসিত, তৎপর ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং প্রেরিত পুরুষ ইহাদের জন্য ক্ষমা চাহিতেন, নিশ্চয় ইহাকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী দয়ালু প্রাপ্ত হইত। ৬৪। তৎপর তোমার ঈশ্বরের শপথ, তাহাদের পরস্পর বিবাদে তোমাকে বিচারক নিযুক্ত না করা পর্য্যন্ত তাহারা বিশ্বাসী হইবে না, তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহাতে তাহারা নিজ অন্তঃকরণে ভার বোধ করিবে না, এবং গ্রহণীয়রূপে গ্রহণ করিবে *। ৬৫। এবং যদি আমি ইহাদের সম্বন্ধে লিখিতাম যে তোমরা আপনাদিগকে বধ কর ও আপন আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও, তাহাদের অল্প সংখ্যক ভিন্ন উহা করিত না এবং যে বিষয়ে উপদেশ করা হই-

---

তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। সে দিন ওমর "ফারুক" উপাধি প্রাপ্ত হন। (ত, শা,)

* যখন জবির ও হাতেব হজরতের বিচারালয় হইতে বাহিরে চলিয়া আসিল, মেকদাদ তাহাদের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে "কাহার সম্বন্ধে স্বত্বাধিকারিত্বের আদেশ হইল।" হাতেব বলিলন "ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্বন্ধে স্বত্ব স্থির হইয়াছে।" এই কথা বলিবার কালে সে স্বর বিকৃত করিয়া ও মুখ ফিরাইয়া অগ্রাহ্যের ভাব প্রকাশ করিল। তখন এক জন ইহুদি সেখানে উপস্থিত ছিল। সে হাতেবের এইভাব দেখিয়া বলিল "ইহারা কেমন লোক, ইহারা মোহম্মদকে প্রেরিত পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করে, এদিকে তাহার আদেশের প্রতি আস্থাশূন্য।

য়াছে' যদি তাহারা তাহা করিত তবে নিশ্চয় তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল ও (বিশ্বাসের) দৃঢ়তা বিষয়ে প্রবল হইত। ৬৬। + এবং আমি একান্তই তখন নিজ হইতে তাহাদিগকে মহাপুরস্কার দান করিতাম। ৬৭। + এবং একান্তই তাহাদিগকে সরলপথ প্রদর্শন করিতাম। ৬৮। এবং যাহারা ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের আদেশ মান্য করে, (প্রেরিত পুরুষের যোগে ও সত্যাচারী ধর্ম্মযুদ্ধে হত এবং সাধুদিগের যোগে তাহাদের প্রতি ঈশ্বর যে দান করিয়াছেন তাহা যাহাদের সঙ্গে আছে) তাহারা সেই লোক এবং তাহারা উত্তম সহচর। ৬৯। ঈশ্বর হইতে এই দান, ঈশ্বরই জ্ঞানবান্ যথেষ্ট। ৭০। (র, ৯)

হে বিশ্বাসিগণ, অস্ত্র ধারণ কর, তৎপর বিভিন্নরূপে বহির্গত হও, অথবা দলবদ্ধ হইয়া বাহির হও। ৭১। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কতক লোক আছে যে একান্তই বিলম্ব করিয়া থাকে, পরিশেষে যদি তোমরা বিপদ্‌গ্রস্ত হও তাহারা বলে "যখন আমরা তাহাদের সঙ্গে ছিলাম না তখন ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন"। ৭২। এবং যদি ঈশ্বর হইতে তোমরা

মুসার সময়ে এস্রায়েল বংশীয় কতকগুলি লোক কোন অপরাধ করিয়াছিল, তাহাতে মুসা আদেশ করেন যে তোমাদের এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এই যে তোমরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হত হও, তৎক্ষণাৎ সকলে আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পরস্পর হত্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে সপ্ততিসহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিল। আপনাদের প্রেরিত পুরুষকে কখন তাহারা অমান্য বা অবিশ্বাস করে নাই।" কয়সের পুত্র সাবেত এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিলেন যে "যদি হজরত আমাকে আদেশ করেন আত্মহত্যা কর, আমি এই আজ্ঞা পালন করিব।" অন্য দুই তিন জনও এই কথা বলিলেন; তখন ঈশ্বরের এই আজ্ঞা হয়। (ত, হো,)

সমুন্নতি লাভ কর তবে তাহারা বলে যেন তোমাদের সঙ্গে কখন বন্ধুতা ছিল না, হায় ! আমরা তাহাদের সঙ্গে থাকিলে মহা কৃতার্থতা লাভ করিতাম *। ৭৩। যাহারা সাংসারিক জীবনকে পরলোকের জন্য বিক্রয় করে তাহাদের উচিত যে ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিতে থাকে এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়া হত হয় বা জয়ী হয় পরে শীঘ্র আমি তাহাকে মহাপুরস্কার দান করি †। ৭৪। ঈশ্বরের পথে যাহারা বলিয়া থাকে যে "হে আমাদের প্রতিপালক, ইহার অধিবাসী অত্যাচারী এই গ্রাম হইতে আমাদিগকে বাহির কর ও তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য কার্য্য সম্পাদক নিযুক্ত কর এবং তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত কর" তোমাদিগের কি হইয়াছে যে এই দুর্ব্বল স্ত্রী পুরুষদিগের নিমিত্ত ও বালকদিগের নিমিত্ত তোমরা যুদ্ধ করিবে না? ‡। ৭৫।

---

* অর্থাৎ এই সকল লোক কপট, ইহারা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলে না। বরং আপনাদের লাভ ক্ষতি গণনা করে। যে কার্য্যে লোকের ক্লেশ দেখে, সে কার্য্য হইতে তাহারা দূরে থাকে, ও তাহাতে যোগ দেয় নাই বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করে এবং লাভ দেখিলে সে কার্য্যে যোগ দেয় নাই বলিয়া অনুতাপ করিয়া থাকে ও শত্রুর ন্যায় হিংসা করে। (ত, শা,)

† মোসলমানদিগের উচিত যে পার্থিব জীবনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, এবং যেন মনে করেন যে ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নানা প্রকার লাভ আছে। (ত, শা)

‡ দ্বিবিধ কারণে যুদ্ধ আবশ্যক। এক ঈশ্বরের ধর্ম্মকে বিস্তার করা ২য় যে সকল উপায়হীন মোসলমান কাফেরদিগের হস্তে পড়িয়া উৎপীড়িত ও বিড়ম্বিত হইতেছে তাহাদিগকে উদ্ধার করা। মক্কা নগরে এরূপ বহুসংখ্যক মোসল-

যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহারা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করে এবং যাহারা কাফের হইয়াছে তাহারা পুত্তলিকার পথে সংগ্রাম করে, অতএব তোমরা শয়তানের প্রেমাস্পদদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের প্রতারণা দুর্ব্বল। ৭৬। (র, ১০)

তুমি কি দেখ নাই (হে মোহম্মদ) যখন তাহাদিগের জন্য বলা হইল যে তোমরা হস্ত বন্ধ করিয়া রাখ (যুদ্ধে নিবৃত্ত থাক) নমাজকে প্রতিষ্ঠিত কর, জকাত দান কর (তাহাতে সম্মত হইল) পরে যখন তাহাদের সম্বন্ধে যুদ্ধ লিখিত হইল অকস্মাৎ তাহাদের এক দল ঈশ্বরকে যেরূপ ভয় করা উচিত সেই প্রকার কিম্বা তদপেক্ষা অধিক ভয়ে লোককে ভয় করিতে লাগিল, এবং বলিল "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের সম্বন্ধে সংগ্রাম কেন লিপি করিলে? এক অল্প সময় পর্য্যন্ত কেন আমাদিগকে অবকাশ দিলে না?" তুমি বল সাংসারিক লাভ ক্ষুদ্র, যে ব্যক্তি ঈশ্বর ভীরু হয় তাহার জন্য পরলোক উৎকৃষ্ট, তাহারা সূত্রপরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না।*। ৭৭। যে স্থানে তোমরা থাকিবে এবং যদি তোমরা সুদৃঢ় উচ্চ গৃহেও বাসকর মৃত্যু সেস্থানে

মান উৎপীড়িত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা কারণে [illegible] হইয়া হজরতের সঙ্গে মক্কা হইতে প্রস্থান করিতে পারেন নাই। তাহাতে মক্কাবাসী পৌত্তলিকগণ তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার পৌত্তলিক করিবার জন্য বিশেষরূপে উৎপীড়ন করে। (ত, শা,)

* অর্থাৎ প্রথমতঃ মক্কানিবাসী মোসলমানেরা পৌত্তলিকগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে ঈশ্বর সেই পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিতে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ধৈর্য্য ধারণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরে যুদ্ধের আদেশ হইলে বিশ্বাসী মোসলমানেরা তাহাতে উৎসাহী হইয়া উঠিল, যাহারা অল্প বিশ্বাসী

তোমাদিগকে ধরিবে, যদি তাহাদের প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয় তাহারা বলে " ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে " এবং যদি কিছু মন্দ উপস্থিত হয় বলে " ইহা তোমা হইতে হইয়াছে," বল সমুদায় ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, অবশেষে সেই দলের কি অবস্থা হইবে যাহারা কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিকটবর্ত্তী নহে *। ৭৮। যে কিছু কল্যাণ তোমার প্রতি উপস্থিত হয় তাহা ঈশ্বর হইতে যে কিছু অকল্যাণ তোমার প্রতি উপস্থিত হয় তাহা তোমার জীবন হইতে ; আমি তোমাকে (হে মোহম্মদ,) লোকের জন্য প্রেরিত পুরুষরূপে পাঠাইয়াছি, ঈশ্বর সাক্ষ্যদানে যথেষ্ট †। ৭৯। যে ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা পালন করে নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে, এবং যাহারা অমান্য করে আমি তোমাকে তাহাদিগের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই ‡ ৮০। এবং

অসরল ছিল তাহারা অপহৃত হইল, ঈশ্বরের ন্যায় মনুষ্যকে ভয় করিতে লাগিল ও মৃত্যু ভয়ে ভীত হইল। (ত, শা,)

* এস্থানেও কপট দিগের প্রসঙ্গ ; যদি যুদ্ধে সুব্যবস্থা হয় ও জয়ী হওয়া যায়, তবে বলে যে ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, অর্থাৎ দৈবাৎ হইয়াছে, হজরতের উদ্যোগ নৈপুণ্যের কোন কথাই বলে না। কোন ব্যতিক্রম হইলে হজরতের উপর দোষারোপ করে। এইক্ষণ ঈশ্বর বলিতেছেন যে জয় পরাজয়াদি সমুদায় ঘটনার মূলে ঈশ্বর আছেন। প্রেরিত পুরুষের আয়োজন উদ্যোগের মূলেও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। কোন দুর্ঘটনা হইলেও জানিবে যে তদ্দ্বারা ঈশ্বর তোমাদিগকে তোমাদের অপরাধ জ্ঞাপন করিয়া সতর্ক করিতেছেন। (ত, শা,)

† কেহ কেহ এই আয়তের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ; যথা, হে মনুষ্য, তোমার প্রতি যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়া থাকে যে অকল্যাণ হয় তাহা তোমার পাপের জন্য হইয়া থাকে। (ত, হো)

‡ " যে ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা পালন করে নিশ্চয় সে ঈশ্বরের

তাহারা বলিয়া থাকে যে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইতেছে, পরে যখন তোমার নিকট হইতে বহির্গত হয়, তাহাদের এক দল তুমি যাহা বলিয়া থাক তাহার বিরুদ্ধে রজনীতে মন্ত্রণা করে, তাহারা রাখিতে যাহা বলে ঈশ্বর তাহা লিখিয়া রাখেন, অতএব তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর, ঈশ্বর কার্য্যসম্পাদনে যথেষ্ট। ৮১। কি তাহারা কোরাণে প্রণিধান করিতেছে না ? যদি তাহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে (সমাগত) হইত তবে তাহারা একান্তই তাহাতে প্রচুর ব্যতিক্রম পাইত *। ৮২। যখন তাহাদের নিকটে ভয় ও নির্ভয়ের কোন কথা উপস্থিত হয় তাহারা তাহা রটনা করে, তাহাদের মধ্যে যাহারা তাহার অনুসন্ধান লয় যদি তাহারা প্রেরিত পুরুষ পর্য্যন্ত ও তাহাদের কার্য্যসম্পাদক পর্য্যন্ত তাহা উপস্থিত করিত

আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে" ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রেরিত পুরুষ যাহা বলেন ঈশ্বরের আদেশে বলিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার আজ্ঞা পালন করা ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা তুল্য। "যাহারা অমান্য করে আমি তোমাকে হে মোহম্মদ তাহাদিগের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই" ইহার অর্থ এই যে তাহাদের অবাধ্যতা বিদ্রোহিতা আদি পাপকে পোষণ কর এরূপ আদেশ করি নাই। (ত, হো,)

* অর্থাৎ মনুষ্য প্রত্যেক অবস্থায় সেই অবস্থার অনুরূপ কথা বলিয়া থাকে। তাহার ক্রোধের অবস্থায় দয়ার প্রতি দৃষ্টি থাকে না, দয়ার অবস্থায় ক্রোধের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। সংসারের বর্ণনা করিতে যাইয়া সে পরলোক ভুলিয়া যায়, পরলোকের বর্ণনার সময় তাহার সংসারে দৃষ্টি থাকেন ইত্যাদি মনুষ্যের বাক্যে এরূপ একদর্শিতা রহিয়াছে। কোরাণ যে ঈশ্বরের বাক্য তাহার প্রমাণ এই যে তাহার প্রত্যেক বিষয়ের উক্তি স্থলে অপর দিকে দৃষ্টি আছে, মনোযোগ করিলেই তাহা বুঝা যায়। তাহার সকল স্থানে সকল বিষয়ের বর্ণনা এক ভাবে

তবে একান্তই তাহা জ্ঞাত হইত; তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে একান্তই অল্পসখ্যক ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুসরণ করিতে *। ৮৩। অতএব (হে মোহম্মদ,) পরমেশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, তুমি জীবনে ব্যতীত প্রপীড়িত হইবে না, এবং বিশ্বাসিগণকে উত্তেজিত কর, সত্বরই ঈশ্বর কাফেরদিগের সমর বন্ধ করিবেন, ঈশ্বর যুদ্ধবিষয়ে সুদৃঢ় ও শাস্তিদান বিষয়ে সুদৃঢ়। ৮৪। যে ব্যক্তি শুভ অনুরোধে অনুরোধ করে তাহার জন্য উহার ভাগ থাকিবে এবং যে ব্যক্তি অশুভ অনুরোধে অনুরোধ করে তাহার জন্য তাহার ভাগ থাকিবে, ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী †। ৮৫। যদি তোমরা সলাম দ্বারা

হইয়াছে। এস্থলে কপটদিগের প্রসঙ্গ। এস্থানেও প্রত্যেক কথায় যথোপযুক্তরূপে দোষারোপ হইয়াছে, আবার যে স্থানে সাধারণের প্রতি উক্তি সেস্থলে যাহার প্রতি দোষের আরোপ হওয়া বিধেয় তাহার প্রতিই দোষারোপ হইয়াছে। (ত, শা,)

* অর্থাৎ কোথা হইতে কোন সংবাদ পাইলে দলপতি বা প্রধান কার্য্যকারকের নিকটে তাহা উপস্থিত করিবে, তাঁহারা তাহা সত্য বলিয়া স্থির করিলে তৎ সম্বন্ধে যাহা করিতে হয় করিবে। হজরত এক ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায় হইতে জকাত গ্রহণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হন, সে তাঁহারা মারিতে আসিতেছেন মনে করিয়া ফিরিয়া আইসে এবং মদিনা নগরে প্রচার করে যে অমুক সম্প্রদায় শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ পর্য্যন্ত হজরতের নিকটে এই সংবাদ পঁহুছে নাই, এদিকে নগরময় তাহা প্রচার হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার তখন অনেক লোক অনুসন্ধান না করিয়া ও দলপতিকে না জানাইয়া বহু কথা রটনা করিয়াছিল। পরিশেষে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। (ত, শা,)

† যথা কেহ কোন ধনবান্‌কে অনুরোধ করিয়া কোন দরিদ্রকে কিছু দেওয়াইলে সেও সেই ধনবানের সঙ্গে ঐ দানের পুণ্যের ফলভোগী হয়। এবং কেহ

সম্মানিত হও তবে তোমরা তদপেক্ষা উত্তমরূপে সম্মান করিও অথবা তাহা প্রতিদান করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ের বিচারক *। ৮৬। তিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই, তিনি একান্তই তোমাদিগকে কেয়ামতের দিনে একত্র করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; কথায় ঈশ্বর অপেক্ষা কে অধিকতর সত্যবাদী ?। ৮৭। (র, ১১)

তোমাদের কি হইল যে তোমরা কপটদিগের সম্বন্ধে দুই পক্ষ হইলে ? তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে বিমুখ করিয়াছেন, ঈশ্বর যাহাকে পথচ্যুত করিয়াছেন তাহাকে কি তোমরা পথপ্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ঈশ্বর যাহাকে পথচ্যুত করিয়াছেন তাহার জন্য কোন পথ পাইবে না †

কোন অত্যাচারীকে এই উপায়ে বন্ধন মুক্ত করিলে সেই অত্যাচারী স্বাধীনতা হইয়া যে অত্যাচার করে, অনুরোধকারী সেই পাপের অংশী হইয়া থাকে। (ত, শা,)

* যদি কেহ তোমাকে "অস্‌সলাম অলয়ক" বলে তুমি তাহার উত্তরে "অলক কমস্‌সলাম রহমতোল্লা" বলিবে এবং যদি সে "রহমতের সঙ্গে" সলাম যোগ করিয়া বলে, তুমি তাহার উত্তরে "বরকা তো হো" শব্দ বৃদ্ধি করিবে অথবা অস্‌সলাম অলয়ুকের উত্তরে অলয়কম অস্‌সলাম বলিবে এটি বিধি মাত্র। প্রথমে যাহা উক্ত হইয়াছে ইহা গৌরবসূচক উত্তর ও এস্‌লাম ধর্ম্মের [illegible] নীতি। মোসলমান মোসলমানের সেলামে উত্তরে অধিক আশীর্ব্বাদসূচক বাক্যের প্রয়োগ করিবে। অপর লোকের সেলামের উত্তরে কেবল সেই কথাটি বলিবে। (ত, হো,)

"অস্‌সলাম অলয়ক" শব্দের অর্থ গ্রীবার নমন তোমার প্রতি "অলয়কমস্‌-সলাম রহমতোল্লার" অর্থ তোমাদিগের প্রতি গ্রীবার নমন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ হউক। "বরকাতোহো" শব্দের অর্থ তাঁহার সমূহ প্রসন্নতা।

† মক্কা হইতে কয়েক জন লোক মদিনাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। কত-

দিগের) মধ্যে থাক তখন তাহাদের জন্য নমাজ প্রতিষ্ঠিত করিও, তৎপর উচিত যে ইহাদের এক দল তোমার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, এবং উচিত যে আপনাদের অস্ত্র গ্রহণ করে, পরে যখন প্রণত হইবে তখন উচিত যে তাহারা তোমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, এবং উচিত যে নমাজ পড়ে নাই এমন অন্য এক দল উপস্থিত হইয়া তোমার সঙ্গে নমাজ পড়ে এবং আপনাদের রক্ষা ও আপনাদের অস্ত্র অবলম্বন করে, কাফেরগণ আকাঙ্ক্ষা করে যেন তোমরা আপনাদের অস্ত্র ও আপনাদের দ্রব্যজাত সম্বন্ধে অসতর্ক হও, তৎপর তাহারা অকস্মাৎ তোমাদের উপর আক্রমণ করে, যদি বৃষ্টিতে তোমাদের কোন ক্লেশ হয় এবং তোমরা রোগগ্রস্ত হও তবে আপনাদের অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের প্রতি দোষ নাই; তোমরা আপনাদের রক্ষাকে অবলম্বন করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর কাফেরদিগের জন্য গ্লানি জনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন *। ১০২। অনন্তর যখন তোমাদের নমাজ সম্পন্ন হয় তখন দণ্ডায়মান হইয়া ও বসিয়া এবং আপনাদের পার্শ্বোপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিও; তৎপর যখন তোমরা সুখে থাক

করিবেন, সেইদল আসিয়া যোগ দিলে উপবিষ্ট হইয়া আর এক দলের প্রতীক্ষা করিবেন। বিশেষ ভয় স্থলে নমাজ ভঙ্গ হইবে। (ত, শা,)

* এই আয়তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিভাবে নমাজ পড়িতে হইবে তাহার বিধি হইয়াছে। যুদ্ধের সময় সৈন্য দুই দলে বিভক্ত হইবে। এক এক দল ক্রমশঃ এমামের সঙ্গে নমাজের অর্দ্ধাংশে যোগ দিবে। অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ ধারণ করিয়া থাকিবে, যদি দল বদ্ধ হইয়া নমাজ পড়ার সুবিধা না হয় তবে তাহা হইতে বিরত হইয়া একাকী ইঙ্গিতে নমাজ পড়িবে তাহার ও সুযোগ না হইলে নমাজ ভঙ্গ করিবে। (ত, শা,)

তখন নমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিও, নিশ্চয় বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে নমাজ সাময়িকরূপে লিখিত *। ১০৩। সেই দলের কাফের দিগের অনুসন্ধানে তোমরা শিথিল হইও না, তোমরা পীড়িত হইয়া থাকিলে তাহারাও তোমাদের ন্যায় পীড়িত, তাহারা যাহা আশা করে না তোমরা ঈশ্বরের নিকটে আশা করিতেছ; ঈশ্বর জ্ঞানী ও নিপুণ †। ১০৪। (র, ১৫)

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যগ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, যেন ঈশ্বর তোমাকে যাহা দেখাইয়াছেন তাহা তুমি লোকদিগের মধ্যে আদেশ কর, তুমি ক্ষতিকারীদিগের অনুরোধে শত্রুতা করিও না ‡। ১০৫। ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়

---

* যদি ভয়ের অবস্থায় নমাজ সংক্ষেপ করা হয় তবে নমাজের পরে অন্য ভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। যথা সময়ে নমাজ পড়া একটি বিশেষ নিয়ম। কিন্তু ঈশ্বর স্মরণ সকল অবস্থায় হইতে পারে। (ত, শা,)

"পার্শ্বোপরিষ্ট" হওয়ার অর্থ পার্শ্বশায়ী হওয়া। অর্থাৎ যখন অস্ত্রাহত হইয়া পার্শ্বশায়ী হও তখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিও। এস্থলে সকল অবস্থায় ঈশ্বরকে স্মরণ করার বিধি হইয়াছে। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ভীত হইবে এই তাহার ভাব। আদোল্ মসির নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, যে "জেকর" শব্দের অর্থ ভয় (এস্থলে "জেকর" শব্দের অর্থ স্মরণ করা লিখিত হইয়াছে) অর্থাৎ কার্য্য করিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় ঈশ্বরকে ভয় করিও ও ভোজন পান ও লোকের সঙ্গে সহবাস করিতে, উপবেশনের অবস্থায়, এবং নিদ্রার উদ্যোগ করিবার সময়, শয়নের অবস্থায় এইরূপ সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরকে ভয় করিও। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পলায়িত কাফের দিগের অনুসন্ধান কর। তোমরা আহত হইয়াছ বলিয়া আপত্তি করিও না, তাহারাও তোমাদের ন্যায় আহত। (ত, হো,)

‡ জফর বংশীয় আব্রিকের পুত্র তামা নামাদের পুত্র কতাদার গৃহে সিঁধ কাটিয়া এক থলে আটা (গোধুম চূর্ণ) চুরি করিয়া লইবার দৈবাৎ সেই থলেতে ছিদ্র

ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১০৬। যাহারা আপনাদের জীবনের ক্ষতি করে তুমি তাহাদের পক্ষ হইতে বিরোধ করিও না, যে ব্যক্তি ক্ষতি-কারী অপরাধী, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাকে প্রেম করেন না। ১০৭। + তাহারা লোক হইতে গুপ্ত রাখে কিন্তু ঈশ্বর হইতে গুপ্ত রাখিতে পারে না, তাহারা যখন রজনীতে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কথার পরামর্শ করে তখন তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকেন, তাহারা যাহা করে ঈশ্বর তাহা ঘেরিয়া রহিয়াছেন। ১০৮। জানি ও তোমরা সেই লোক, যে সাংসারিক জীবন বিষয়ে তাহাদের পক্ষ হইতে বিরোধ করিতেছ, অবশেষে কেয়ামতের দিনে কোন্ ব্যক্তি তাহাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধ করিবে? অথবা কে তাহাদের সম্বন্ধে কার্য্য সম্পাদক হইবে? । ১০৯। এবং যে

ছিল। তামার আলয় পর্য্যন্ত সমুদায় পথে উক্ত ছিদ্র দিয়া আটা পতিত হয়। তামা সেই আটা আপন গৃহে না রাখিয়া জয়দ নামক ইহুদির আলয়ে গচ্ছিত রাখে। প্রাতঃকালে কতাদা পতিত আটার চিহ্নানুসারে তামার গৃহে উপস্থিত হইয়া আটার অনুসন্ধান করে। তামা শপথ পূর্ব্বক বলে যে "আটা আমি চুরি করি নাই, ইহার কোন সংবাদও রাখি না।" যে পথ দিয়া তামা আটার থলে সহ ইহুদির গৃহে গিয়াছিল, কতাদাকে সেই পথে ইহুদির আলয়ে লইয়া গেল এবং ইহুদিকে আটা চোর বলিয়া ধরিল। ইহুদি বলিল "আমি আটা চুরি করি নাই, গত রজনীতে তামা ইহা আমার নিকটে গচ্ছিত রাখিয়াছে।" অনেক লোকে এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করিল। তখন কতাদা যাইয়া হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করে। হজরত অনেকের অনুরোধে প্রসিদ্ধ জফর বংশীয় তামার অপমান ও শাস্তি হয় ইচ্ছা করিলেন না। তিনি এ বিষয়ে ইহুদিকে দোষী মোসলমান তামাকে নির্দ্দোষ স্থির করিলেন, এবং ইহুদিকে শাস্তিদানে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে এই আয়ত ও নিম্নোক্ত দুই তিন আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

ব্যক্তি কুকর্ম্ম করে অথবা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে, ঈশ্বরকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু প্রাপ্ত হয় * । ১১০। এবং যে ব্যক্তি পাপ করে সে তাহা আপন জীবনের প্রতিকরে বৈ নহে, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ † । ১১১। যে ব্যক্তি কোন ত্রুটি করে অথবা পাপ করে তৎপর নিরপরাধীর প্রতি অপবাদ দেয় নিশ্চয় সে অসত্যকে ও স্পষ্ট অপরাধকে বহন করিয়া থাকে। ১১২। (র, ১৬)

যদি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) ঈশ্বরের কৃপা ও তাঁহার দয়া না থাকিত নিশ্চয় তাহাদের এক দল তো তোমাকে পথভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, ‡ তাহারা আপন জীবনকে বৈ পথভ্রান্ত করে না এবং তোমার কিছুই ক্ষতি করে না; ঈশ্বর তোমার প্রতি গ্রন্থ ও জ্ঞান আবতারণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহার জ্ঞান রাখিতে না তোমাকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তোমার প্রতি ঈশ্বরের মহাকৃপা বিদ্যমান। ১১৩। যাহারা দানে অথবা শুভকর্ম্মে কিম্বা সন্ধি স্থাপনে লোকদিগের মধ্যে কথা বলে (মন্ত্রণা করে) তদ্ভিন্ন তাহাদের বহুগুপ্ত মন্ত্রণায় কল্যাণ নাই; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সন্তোষ অন্বেষণে

---

* কুকর্ম্ম গুরুতর এবং আপনার প্রতি অত্যাচার লঘুতর পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে সকল লোক অনুতাপ করে তাহারা ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। (ত, শা,)

† পাপী যে ব্যক্তি পাপ করে সেই পাপী হয়, তাহার পাপে অন্য ব্যক্তি পাপী হয় না। (ত, শা,)

‡ অর্থাৎ তোমাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করার ও জয়দকে শাস্তি দান করার চেষ্টা হইতে ঈশ্বরের কৃপা তোমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে। (ত, হো,)

ইহা করে সত্বর তাহাকে আমি পুরস্কার দান করিব *। ১১৪। যে ব্যক্তি তাহার সম্বন্ধে পথপ্রদর্শন প্রকাশ হওয়ার পর প্রেরিত পুরুষের বিরোধী হয় এবং বিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধপথের অনুসরণ করে, যে বিষয়ে সে সমুৎসুক হয় আমি তাহাকে তাহাতে প্রবর্ত্তিত করিব এবং তাহাকে নরকে আনয়ন করিব এবং (উহা) কুস্থান †। ১১৫। (র, ১৭)

নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে অংশিত্ব স্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না, এতদ্ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশিত্ব স্থাপন করে নিশ্চয় সে দূরতর পথচ্যুত

---

* কপট লোকেরা হজরতের নিকটে যাইয়া কাণে কাণে কথা বলিত। তাহারা হজরতের অতিশয় বিশ্বাস পাত্র ও তাঁহার সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বুঝিয়া লোকে তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিবে এই উদ্দেশেই তাহারা এরূপ করিত। এদিকে সভাতে বসিয়া তাহারা মন্ত্রণা ছলে কাণে কাণে ইহার উহার নিন্দা করিত। এজন্য ঈশ্বর বলিয়াছেন যে তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রণা প্রায়ই অশুভ। শুভ বাক্য গোপন করিবার প্রয়োজন রাখে না। (ত, শা,)

† এই আয়ত ও পূর্ব্বোক্ত তামা সম্বন্ধীয়। তামা আটা চুরির অপরাধে শাস্তির ভয়ে মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কাতে যাইয়া আশ্রয় লয়। সেখানেও এক ব্যক্তির গৃহের প্রাচীরে সিঁধ কাটে। সিঁধ কাটিবার সময় প্রাচীর পড়িয়া যায় সে প্রাচীরের নিম্নে চাপা পড়ে। গৃহস্থ তাহা হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করে, ও তাহার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হয়। পরে কয়েকজন প্রতিবেশীর অনুরোধে সে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর তামা মক্কা নগর হইতে তাড়িত হইয়া শাম দেশের দিকে প্রস্থান করে। পথে একস্থানে একজন বণিকের কোন দ্রব্য চুরি করিয়া ধরা পড়ে এবং সেই বণিক্ কর্ত্তৃক নিহত হয়। প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে মোসলমান মণ্ডলীর উপর ঈশ্বরের হস্ত। যে ব্যক্তি ভিন্ন পথ অবলম্বন করে সে নরকগামী হয়। যে বিষয়ে মণ্ডলীর সঙ্গে যোগ হয় তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। (ত, শা,)

রূপে পথচ্যুত হয়। ১১৬। তাহারা তাঁহাকে ব্যতীত নারীকে (নারীরূপী প্রতিমাকে) ভিন্ন আহ্বান করে না এবং অবাধ্য শয়তানকে ভিন্ন আহ্বান করে না। ১১৭। + ঈশ্বর তাহাকে (শয়-তানকে) অভিসম্পাত করিয়াছেন, সে বলিয়াছে একান্তই আমি তোমার উপাসকগণ হইতে নির্দ্ধারিত অংশ গ্রহণ করিব *। ১১৮। একান্তই আমি তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিব ও একা-ন্তই আমি তাহাদিগকে কামনাযুক্ত করিব এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে আদেশ করিব যেন পশুর কর্ণচ্ছেদ করে এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে আদেশ করিব যেন ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্ত্তন করে; যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শয়তানকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করে পরে নিশ্চয় সে স্পষ্টক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় †। ১১৯। সে তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করে ও তাহাদিগকে কামনাযুক্ত করে, শয়তান তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার ছলনা ভিন্ন করে না। ১২০। এই তাহারা ইহাদিগের আবাস নরক, এবং তাহা হইতে ইহারা উদ্ধার পাইবে না ‡। ১২১। এবং

---

* অর্থাৎ তোমার উপাসকগণ আপন ধনের অংশ আমার জন্য রাখিবে যেমন পৌত্তলিকেরা পুত্তলিকাকে উপহার দেয়, তদ্রূপ তাহারা আমাকে ধন উপহার দিবে। (ত, শা,)

† পশুর কর্ণচ্ছেদ করা কাফেরদিগের রীতি ছিল। একটি গো বৎস বা ছাগ শিশুকে দেবতার নামে অভিহিত করা হইত এবং কর্ণে ছিদ্র করিয়া তাহাকে চিহ্নিত করার নিয়ম ছিল। "ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্ত্তন" করা অর্থাৎ মনুষ্যের রূপ পরিবর্ত্তন করা। তাহা এরূপ হইত যে কোন বালিকার মস্তকে শিকা বাঁধিয়া তাহাকে প্রতিমার নামে অভিহিত করা হইত। মোসলমানগণ এপ্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। (ত, শা,)

‡ গ্রন্থাধিকারী লোকেরা, এরূপ ভাবিয়াছিল যে আমরা বিশেষ চিহ্নিত

যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে সত্বর আমি তাহাদিগকে স্বর্গে প্রবেশ করাইব যাহার ভিতর দিয়া চির-প্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা নিত্যকাল থাকিবে, ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা কথায় অধিকতর সত্যবাদী। ১২২। তোমাদের বাসনানুরূপ এবং গ্রন্থ-কারীদিগের বাসনানুরূপ কার্য্য নহে, যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম্ম করিবে তাহাকে তাহার প্রতিফল প্রদত্ত হইবে, সে আপনার জন্য ঈশ্বর ব্যতীত বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না। ১২৩। স্ত্রী বা পুরুষ যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করে ও বিশ্বাসী হয় পরে সেই তাহারাই স্বর্গে প্রবেশ করিবে এবং তাহারা খর্জ্জুর বীজ পরি-মাণেও অত্যাচারিত হইবে না। ১২৪। যে ব্যক্তি আপন আনন ঈশ্বরোদ্দেশে স্থাপন করিয়াছে ধর্ম্ম বিষয়ে তাহা অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? সেই ব্যক্তি সৎকর্ম্মশীল ও সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এব্রাহি-মের ধর্ম্মের অনুসরণকারী; পরমেশ্বর এব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৫। (র, ১৮)

স্বর্গেতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের, ঈশ্বর সমুদায় বস্তুকে ঘেরিয়া আছেন। ১২৬। নারীগণ সম্বন্ধে (হে মোহম্মদ,) ইহারা তোমার নিকটে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে; বল, তাহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বরই তোমা-দিগকে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন এবং নিরাশ্রয়নারীদিগের বিষয়ে

লোক, যে অপরাধে অপর লোক শাস্তি প্রাপ্ত হয় আমাদিগকে সেই শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। আমাদের পেগাম্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অজ্ঞান মোসলমানগণ ও আপনাদের সম্বন্ধে এইরূপ মনে করিতেছিল: অতএব আদেশ হইল যে যে ব্যক্তি পাপ করিবে তাহারই শাস্তি হইবে। (ত, শা,)

গ্রন্থে তোমাদের প্রতি যাহা পঠিত হইয়া থাকে,—যাহাদিগকে তাহাদের জন্য যাহা লিখিত হইয়াছে তোমরা প্রদান করনা ও যাহাদিগকে বিবাহ করিতে আকাঙ্ক্ষা কর (তাহাদের বিষয়ে) এবং নিরাশ্রয় বালকদিগের বিষয়ে (ব্যবস্থা দিয়াকেন) ন্যায়ানুসারে অনাথ দিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখার (অজ্ঞা) তোমরা যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়া থাক নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। * ।১২৭। যদি কোন স্ত্রী আপন স্বামী হইতে অবাধ্যতা ও অবজ্ঞার আশঙ্কা করে তবে উভয়ের পক্ষে দোষ নয় যে কোন সম্মিলনে আপনাদের মধ্যে সম্মিলন সংস্থাপন করে; সম্মিলন কল্যাণ, কৃপণতার প্রতি প্রাণ স্থাপিত, যদি তোমরা সৎকার্য্য কর ও ধর্ম্মভীরু হও তবে নিশ্চয় তোমরা যাহা কর ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা †।১২৮। যদিচ তোমরা ইচ্ছা

---

* এই সুরার প্রথমভাগে নিরাশ্রয়ের স্বত্ব সম্বন্ধে বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহাতে এই মর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে যে, যে নিরাশ্রয়া বালিকার পিতৃব্যপুত্র ব্যতীত অভিভাবক নাই, পিতৃব্যপুত্র যদি বুঝিতে পারে যে সে তাহার স্বত্ব পরিশোধ করিতে পারিবে না। তবে তাহাকে সে বিবাহ করিবে না। অন্য কাহার সঙ্গে বিবাহ দিবে। এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে মোসলমান-গণ এরূপ অবস্থাপন্ন নারীর পাণিগ্রহণে নিবৃত্ত ছিলেন। পরে যখন দেখিলেন অভিভাবক বিবাহ করিলে নারীর পক্ষে কোন কোন বিষয়ে মঙ্গল হয় এবং সে যেমন তাহার হিতসাধন করিতে সক্ষম অন্য কেহ সেরূপ নয়, তখন তাঁহারা হজরতের নিকটে ইহার বিধি প্রার্থনা কারলেন, তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় ইহার মর্ম্ম এই যে যে পর্য্যন্ত নিরাশ্রয়া নারীর স্বত্ব পূর্ণরূপে প্রদান না করিবে বিবাহে সে পর্য্যন্ত নিষেধ রহিল, তাহা প্রদান করিলে ও তাহার কল্যাণ সাধনে সমুৎসুক হইলে বিধি হইল। (ত, শা,)

† অর্থাৎ স্বামীকে অপ্রসন্ন দেখিয়া স্ত্রী তাহাকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে

কর তথাপি নারীগণের সম্বন্ধে ন্যায়াচরণ করিতে সক্ষম হইবে না যে পর্য্যন্ত লম্বিতস্ত্রীবৎ তাহাকে (অন্য স্ত্রীকে) ছাড়িয়া না দেও সম্পুর্ণ অনুরাগে (প্রিয়তমার প্রতি) অনুরাগ প্রকাশ করিও না; যদি সম্মিলন স্থাপন কর ও ধর্ম্মভীত হও তবে নিশ্চয় ঈশ্বর দয়ালু ও ক্ষমাশীল *। ১২৯। এবং উভয়ে (স্বামী স্ত্রী) বিছিন্ন হইলে ঈশ্বর নিজ উদারতা গুণে প্রত্যেককে নিশ্চিন্ত করিবেন, ঈশ্বর উদার ও নিপুণ। ১৩০। স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের; নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকেও আমি এই উপদেশ দিয়াছি যে ঈশ্বরকে ভয় করিও, যদি কাফের হও তবে নিশ্চয় স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ঈশ্বরের জন্য, ও ঈশ্বর প্রশংসিত ও ঐশ্বর্য্যবান্। ১৩১। স্বর্গেতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের, ঈশ্বর যথেষ্ট কার্য্য সম্পাদক। ১৩২। হে লোক সকল যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমা-

---

নিজের স্বত্ব কিছু ছাড়িয়া দিতে পারে ইহা সঙ্গত। "কৃপণতার প্রতি প্রাণ স্থাপিত" ইহার তাৎপর্য্য এই যে ধনাগমে সকলের মনে সন্তোষ হয়। কিছু ধন পাইলে একান্তই পুরুষ প্রসন্ন হইবে। (ত, শা,)

* মনুষ্য লোভ পরবশ; যাহার বহুপত্নী, পত্নীদিগকে ধনবিভাগ করিয়া দিবার কালে তাহা দ্বারা প্রায় ন্যায় ব্যবহার হইয়া উঠে না। পত্নীদিগের মধ্যে যে তাহার প্রিয়তমা সে তাহাকেই অধিক অংশ দিতে সমুৎসুক হয়। শূন্যে লম্বিত (ঝুলান) সেই স্ত্রীকে বলা যায়, যে স্ত্রীর স্বামী থাকিয়া নাই। এস্থানের ভাব এই যে অপ্রিয় স্ত্রীকে যে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ না কর পূর্ণ অনুরাগে প্রিয়তমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিও না, অর্থাৎ ধনবিভাগে ও পারিবারিক উপজীবিকা দানে প্রিয়তমার প্রতি আন্তরিক অনুরাগকে বাহ্যে প্রকাশ করিও না। (ত, হো,)

দিগকে দূর করিবেন ও অন্য সকলকে আনয়ন করিবেন, এ বিষয়ে ঈশ্বর ক্ষমতাবান্। ১৩৩। যে ব্যক্তি সাংসারিক পুরস্কার ইচ্ছা করে, পরিশেষে পরমেশ্বরের নিকটেই সাংসারিক ও পারত্রিক পুরস্কার; ঈশ্বর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। ১৩৪। (র, ১৯)

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের জন্য ন্যায়ানুসারে সাক্ষ্যদাতারূপে তোমরা প্রস্তুত থাক, যদ্যপি তোমাদের নিজের প্রতি অথবা পিতা মাতার প্রতি এবং আত্মীয়গণের প্রতি ও হয় যদি ধনী অথবা দরিদ্র হয় তবে এই দুইয়ের প্রতি ঈশ্বর অধিক অনুগ্রহকারী; তোমরা ন্যায় ব্যবহার করিতে (নিজ) ইচ্ছার অনুসরণ করিও না, যদি (জিহ্বাকে) বক্রকর, কিম্বা (সাক্ষ্যদানে) বিমুখ হও তবে তোমরা যাহা কর ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা *। ১৩৫। হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁহার প্রেরিত পুরু-

---

* নিজের প্রতি সাক্ষ্যদানের অর্থ এই যে আপনার হস্তে যে বিষয়ের স্বত্ব রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দান। এক ব্যক্তি আসিয়া হজরতকে বলিয়াছিল যে "আমার পিতার প্রতি কাহার স্বত্ব আছে, আমি তাহার সাক্ষী, আমি সাক্ষ্য দান করিলে আমার পিতার সর্ব্বস্ব যায়, আমার বিশেষ ক্ষতি হয়, অতএব আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতে চাহি না। তাহাতেই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে আপনার বিষয়ে সাক্ষ্যদানে ক্ষান্ত থাকিবে না। "যদি ধনী অথবা দরিদ্র হয়, অর্থাৎ সাক্ষ্যদান কালে ধনীকে সম্মান বা ভয় করিবে না, দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবে না। এ দুইয়ের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে, তোমার অনুগ্রহ করিতে হইবে না। (ত, হো,)

অর্থাৎ সাক্ষ্যদানে ধনী দরিদ্রের মনোরক্ষা করিবে না, আত্মীয় স্বগণের প্রতি ও দৃষ্টি রাখিবেনা যাহা সত্য তাহা বলিবে। যদি সত্য কথা বক্রভাবে বল সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, অথবা সমুদায় বক্তব্য প্রকাশ না কর তবে অপরাধী হইবে। (ত, শা,)

ষের প্রতি ও গ্রন্থের প্রতি এবং তিনি আপন প্রেরিত পুরুষের প্রতি ও পূর্ব্ব প্রেরিত গ্রন্থ সকলের প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছেন বিশ্বাস স্থাপন কর; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার +তাহারা (কপট লোকেরা) বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া কাফের দিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহাদের নিকটে কি তাহারা সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে? নিশ্চয় সমগ্র সম্মান ঈশ্বরের জন্য। ১৩৬। নিশ্চয় তোমাদের প্রতি গ্রন্থে অবতারিত হইয়াছে যে যখন তোমরা ঐশ্বরিক প্রবচন সকল শ্রবণ কর তখন তৎপ্রতি অবজ্ঞা এবং তৎপ্রতি উপহাস করা হইলে যে পর্য্যন্ত কথায় তদ্ব্যতীত প্রসঙ্গ না হয় তোমরা তাহাদের (অবজ্ঞাকারী ও উপহাসকদিগের) সঙ্গে উপবেশন করিবে না, (তাহা করিলে) তখন নিশ্চয় তোমরা তাহাদিগের সদৃশ, নিশ্চয় ঈশ্বর নরকে কাফের ও কপটদিগের সংগ্রহকারী। ১৩৭। + তাহারা তোমাদিগের প্রতীক্ষা করে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক যদি তোমাদিগের জয় হয় তাহারা বলে আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? এবং যদি কাফেরদিগের লাভ হয় তবে বলে আমরা কি তোমাদের উপর পরাক্রান্ত ছিলাম না? মোসলমানগণ হইতে কি তোমাদিগকে রক্ষা করি নাই? * নিশ্চয় ঈশ্বর কেয়ামতের দিনে

---

* যুদ্ধে বিশ্বাসিগণ জয় লাভ করিলে লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতের অংশ পাইবার লালসায় কপটি লোকেরা বিশ্বাসীদিগকে বলিয়া থাকে যে "আমরা কি তোমাদিগের সাহায্য করি নাই?" এবং কাফেরগণ বিশ্বাসীদিগের উপর পরাক্রান্ত হইলে সেই কাফেরগণ হইতে অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য বলে তোমাদের অপেক্ষা কি আমাদের বল পরাক্রম অধিক ছিল না? বল প্রকাশ করি নাই, কৌশল করিয়া মোসলমানদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছি। (ত, হো,)

তোমাদিগের মধ্যে বিচার করিবেন, কদাচ ঈশ্বর বিশ্বাসী-দিগের উপর কাফেরদিগের জন্য পথ করিবেন না। ১৩৮। (র, ২০)

নিশ্চয় কপট লোকেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে ঈশ্বর ও তাহা-দিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, যখন তাহারা নমাজের প্রতি দণ্ডায়মান হয় তখন শৈথিল্যভাবে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে, তাহারা লোককে প্রদর্শন করে, ঈশ্বরকে অল্প ব্যতীত স্মরণ করে না। ১৩৯। + তাহারা ইহার উহার মধ্যে দোলায়মান, তাহারা না ইহাদের দিকে না উহাদের দিকে, ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন তুমি তাহার জন্য পথ পাইবে না। ১৪০। হে বিশ্বাসিগণ, বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি ইচ্ছা করিতেছ যে আপনার প্রতি ঈশ্বরের জন্য স্পষ্ট দোষারোপ স্বীকার কর? ১৪১। নিশ্চয় কপট লোকেরা নরকাগ্নির নিম্নতম প্রদেশ বাসী, তুমি তাহাদের জন্য কদাচ সাহায্যকারী পাইবে না। ১৪২। + যাহারা অনুতাপ করিয়াছে, সৎকর্ম্ম করিয়াছে ও ঈশ্বরকে দৃঢ় অবলম্বন করিয়াছে এবং ঈশ্বরের জন্য ধর্ম্মকে সংশোধন করি-য়াছে তাহারা ব্যতীত, এই তাহারা, বিশ্বাসীদিগের সঙ্গী, এবং সত্বর ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগকে মহাপুরস্কার দান করিবেন। ১৪৩। যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও কৃতজ্ঞ হও তবে পরমেশ্বর তোমাদিগকে শাস্তিদান করিয়া কি করিবেন? ঈশ্বর জ্ঞাতা ও

" ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে যাহারা সত্যপথে আছে অথচ পথচ্যুত লোকদিগের সঙ্গে সম্মিলন রক্ষা করিয়া চলে তাহারাও কপট।

মর্ম্মজ্ঞ। ১৪৪। যে ব্যক্তি অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াছে সে ভিন্ন (অন্যের) উচ্চৈঃস্বরে কুকথা বলাকে ঈশ্বর ভাল বাসেন না, ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা *। ১৪৫। যদি তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে সৎকর্ম্ম কর, কিম্বা অপরাধ ক্ষমা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও ক্ষমতাবান্। ১৪৬। নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতগণের সঙ্গে বিদ্রোহিতাচরণ করে এবং ইচ্ছা করে যে ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে এবং বলে যে আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিতেছি ও কাহার প্রতি বিদ্রোহী হইতেছি এবং ইচ্ছা করে যে ইহার মধ্যে কোন পথ অবলম্বন করে †। ১৪৭। + এই তাহারা, তাহারাই প্রকৃত কাফের, আমি কাফেরদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত

---

* অর্থাৎ কাহার দোষ দেখিলে প্রচার করিবে না। তাহা ঈশ্বরই শ্রবণ করেন ও জ্ঞাত হন। তিনি প্রত্যেকব্যক্তিকে পাপের শাস্তি দান করেন। কিন্তু অত্যাচারগ্রস্ত ব্যক্তি অত্যাচারীর দোষ ব্যক্ত করিতে পারে। এই প্রকার আরও কোন কোন অবস্থায় দোষ প্রচার করার বিধি আছে। কপটের নাম প্রচার করা না হয় এই উদ্দেশ্যে হয়তো এই স্থলে এই আদেশ হইয়াছে। হজ রত তাহা প্রচার করিতেন না। প্রচার করিলে কপট লোকের মন আরও বিকৃত হইয়া যায়। কপটকে গোপনে উপদেশ দিবে, তাহাতে সে নিজে বুঝিতে পারিবে, হয়তো সৎপথ প্রাপ্ত হইবে। (ত, শা,)

† ইহুদিগণ বলে যে আমরা প্রেরিত পুরুষ মুসা ও আজিজকে বিশ্বাস করি, ঈশা ও মোহম্মদের বিরোধী। ইহারা ইচ্ছা করে যে বিশ্বাস ও বিদ্রোহিতার মধ্যে কোন পথ অবলম্বন করে। কিন্তু প্রেরিতগণের বিদ্রোহী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হইলে বিশ্বাসের পূর্ণতা হয় না। (ত, হো,)

এস্থানে ইহুদিদিগের প্রসঙ্গ, ইহুদি ও কপট লোকদিগের প্রসঙ্গ কোরাণের প্রায় সকল স্থানে একত্র সন্নিবেশিত। সাময়িক প্রেরিত পুরুষকে মান্য করিলে ঈশ্বরকে মান্য করা হয়। তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা মিথ্যা। (ত, শা,)

রাখিয়াছি। ১৪৮। এবং যাহারা ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত-গণকে বিশ্বাস করে ও তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে বিচ্ছিন্ন করে না, এই তাহারা, সত্বরই আমি তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার প্রদান করিব, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৪৯। (র, ২১)

গ্রন্থধারী লোক সকল (হে মোহম্মদ,) তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে যে তুমি তাহাদের প্রতি স্বর্গ হইতে গ্রন্থ অবতারণ কর, নিশ্চয় তাহারা মুসার নিকটে ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রার্থনা করিয়াছিল, বলিয়াছিল স্পষ্টরূপে ঈশ্বরকে দেখাও, তৎপর তাহারা তাহাদের অপরাধের কারণ বিদ্যুৎ দ্বারা আক্রান্ত হয়, অবশেষে তাহাদের নিকটে অলৌকিক নিদর্শন সকল উপস্থিত হইলে পর তাহারা গোবৎসকে গ্রহণ করিয়াছিল, তৎপর আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি, এবং মুসাকে স্পষ্ট বিক্রম দান করিয়াছি। ১৫০। আমি তাহাদিগের অঙ্গীকার গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের উপর তুর পর্ব্বতকে উত্থাপন করিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে প্রবেশ কর, অপিচ তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে শনিবাসরে সীমা লঙ্ঘন করিও না, এবং তাহাদিগ হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম। ১৫১। তৎপর তাহাদের আপন অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য, ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য ও অন্যায়রূপে প্রেরিত পুরুষদিগকে হত্যা করার জন্য এবং আমাদের অন্তঃকরণ আবৃত তাহাদের (এই) উক্তির জন্য (তাহাদিগকে যাহা করিবার আমি করিয়াছি) বরং ঈশ্বর তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহার (অন্তরের) উপর মোহর করিয়াছেন, তাহারা অল্প ব্যতীত বিশ্বাস করে না। ১৫২। এবং তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য এবং মরয়মের প্রতি গুরুতর দোষা-

রোগের জন্য। ১৫৩। + এবং "নিশ্চয় আমরা মরয়ম নন্দন ঈশ্বরের প্রেরিত ঈশা মসিহ্‌কে হত্যা করিয়াছি" তাহাদের (এই) উক্তির জন্য (যাহা করিবার করিয়াছি) তাহারা তাহাকে বধ করে নাই ও তাহাকে ক্রুশবিদ্ধ করে নাই কিন্তু তাহাদের জন্য একটি মূর্ত্তি রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয় যাহারা তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল একান্তই তাহার বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তৎপ্রতি তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, বাস্তবিক তাহাকে বধ করে নাই। ১৫৪। + বরং ঈশ্বর তাহাকে আপনারদিকে উত্থাপন করিয়াছেন, ঈশ্বর নিপুণ ও পরাক্রান্ত *। ১৫৫। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে একান্ত বিশ্বাসী হইবে ব্যতীত কোন গ্রন্থাধিকারী নাই, কেয়ামতের দিবস তাহাদের প্রতি সাক্ষী হইবে †। ১৫৬। ইহুদিগণ

---

* ইহুদিগণ বলে যে ঈশাকে বধ করিয়াছি, এবং তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করে না। পরমেশ্বর তাহাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে তাহারা তাহাকে কখন বধ করে নাই, ঈশ্বর ঈশার এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিকে তাহারা ক্রুসে বিদ্ধ করিয়াছিল। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন যে ঈশায়ীরা প্রথম হইতে এই কথা বলে যে ঈশাকে বধ করে নাই তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু তাহারা নিশ্চিত বুঝিতেছে না। এ বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। কেহ কেহ বলে যে মহাত্মা ঈশার শরীরকে বধ করিয়াছিল, তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের নিকটে উত্থিত হইয়াছে, কেহ বলে তাঁহাকে বধ করিয়াছিল, কিন্তু তিন দিবস অন্তে তিনি জীবিত হইয়া কলেবর সহ স্বর্গে উত্থিত হইয়াছেন। ইহার কোন উক্তিই প্রমাণ্য নহে। ঈশ্বরই এ বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি বলিতেছেন যে ঈশার মূর্ত্তিকে বধ করিয়াছে। ইহুদ ও ঈশায়ীরা ইহা জ্ঞাত নহে। (ত, শা,)

† গ্রন্থাধিকারিগণ মহাত্মা ঈশার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী

হইতে যে অত্যাচার হইয়াছে তজ্জন্য এবং অনেককে ঈশ্বরের পথ হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহাদের সম্বন্ধে বৈধীকৃত শুদ্ধ বস্তুসকলকে আমি তাহাদিগের প্রতি অবৈধ করিয়াছি। ১৫৭। + এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্য ও নিশ্চয় তাহা আমি নিষেধ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের অন্যায়রূপে লোকের ধন গ্রহণের জন্য, (শুদ্ধ বস্তু সকলকে অবৈধ করিয়াছি।) তাহাদিগের কাফের দিগের জন্য দুঃখজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১৫৮। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানেতে নিপুণ ও বিশ্বাসী, তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে ও তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতারিত হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস করে এবং উপাসনার প্রতিষ্ঠাকারা ও জকাত-দাতা ও ঈশ্বর এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী, সেই তাহারা যে তাহাদিগকে আমি সত্বর মহা পুরস্কার দান করিব। ১৫৯। (র, ২২)

যেমন আমি নুহার প্রতি ও তাহার পরবর্ত্তী প্রেরিত পুরুষ গণের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি তদ্রূপ তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ

হইবে। ইহার অর্থ এই যে মহাত্মা ঈশা অবতীর্ণ হইয়া শত্রুকে সংহার করিবেন, সকল গ্রন্থাধিকারী তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী হইবেন, অর্থাৎ সকলে নিশ্চয়রূপে বুঝিবেন যে ইনি প্রেরিত পুরুষ। তিনি তাঁহাদের নিকটে এস্লাম ধর্ম্ম সমর্থন করিবেন। বিভিন্ন ধর্ম্ম পৃথিবীতে থাকিবে না একমাত্র এস্লাম ধর্ম্ম থাকিবে। হজরত ঈশা আমাদের পেগাম্বরের গ্রন্থ ও বিধি অনুসারে কার্য্য করিবেন। তিনি চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে জীবন যাপন করিয়া পরলোকে চলিয়া যাইবেন। ইহুদিগণ যে ঈশার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে এবং ঈশায়ীগণ যে তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিচারের দিন তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিবে। (ত, হো,)

করিয়াছি ; এবং এব্রাহিম, এস্মাইল, এস্‌হাক ইয়াকুব, তাহার সন্ততিগণ, ঈশা, আয়ুব, ইয়ুনস, হারুণ ও সোলয়মানের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি এবং দাউদকে জবুর গ্রন্থ দান করিয়াছি :৬০। এবং কতক প্রেরিতকে (পাঠাইয়াছি,) নিশ্চয় পূর্ব্বে তাহাদের বিবরণ তোমার নিকটে বলিয়াছি এবং কতক প্রেরিতকে, (পাঠাইয়াছি) তাহাদের বিবরণ তোমার নিকটে বলিনাই ; ঈশ্বর মুসার সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। ১৬১। সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক কতক প্রেরিত (পাঠাইয়াছি,) যেন প্রেরিতদিগের অন্তে ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের জন্য কোন তর্ক না হয়, ঈশ্বর পরাক্রান্ত নিপুণ *। ১৬২। কিন্তু ঈশ্বর তোমার প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছেন তিনি তাহার সাক্ষ্যদান করেন, তিনি আপন জ্ঞানে তাহা অবতারণ করিয়াছেন, এবং দেবগণ সাক্ষ্যদান করেন ; ঈশ্বর যথেষ্ট সাক্ষী। ১৬৩। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, ও ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে, সত্যই তাহারা দূরতর পথচ্যুতিতে পথচ্যুত হইয়াছে। ১৬৪। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও অত্যাচার করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে কখন ক্ষমা করিবার নহেন. তিনি তাহা-

---

* একদা কাফের দলের প্রধান পুরুষেরা হজরতের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল "হে মোহম্মদ, আমরা তোমার ধর্ম্মপ্রণালী বিষয়ে ইহুদিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ও তোমার প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহারা বলে যে আমরা মোহম্মদকে চিনি না, এবং তাঁহার প্রসঙ্গ আমাদের পুস্তকে নাই।" ইতি মধ্যে এক দল ইহুদি হজরতের সভায় উপস্থিত হয়। হজরত তাহাদিগকে বলেন যে "ঈশ্বরের শপথ, তোমরা জ্ঞাত আছ যে আমি ঈশ্বরের তত্ত্ববাহক।" তাহারা বলিল "আমরা তাহা জানি না, কোন সাক্ষ্য রাখি না।" তাহাতেই নিম্নোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

দিগকে নরকের পথ ব্যতীত পথ দেখাইবেন না, তাহারা তাহাতে সর্ব্বদা থাকিবে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে ইহা সহজ। ১৬৫+১৬৬। হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের সন্নিধানে সত্য প্রেরিত পুরুষ আগমন করিয়াছে, অতএব বিশ্বাস কর তোমাদিগের জন্য মঙ্গল হইবে; যদি বিদ্রোহী হও তবে নিশ্চয় (জানিও) স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমুদায় ঈশ্বরের; ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ১৬৭। হে গ্রন্থধারী লোক সকল স্বীয় ধর্ম্মেতে অতিরিক্ত করিও না, ঈশ্বরের সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না, মরয়ম নন্দন ঈশা মসিহ ঈশ্বরের প্রেরিত ও তাঁহার আজ্ঞা ভিন্ন নহে, তাহাকে মরয়মের প্রতি উৎসর্গ করা হইয়াছিল, ঈশ্বর হইতে একটি আত্মা (সমাগত হইয়াছিল) অতএব ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে বিশ্বাস কর, তিন জন ঈশ্বর বলিও না, ক্ষান্ত হও, তোমাদের জন্য মঙ্গল হইবে, ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি এক মাত্র, তাঁহার জন্য সন্তান হওয়া বিষয়ে তিনি নিম্মুক্ত; স্বর্গে যাহা ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তাঁহার, ঈশ্বরই কার্য্য সম্পাদক যথেষ্ট *। ১৬৮। (র, ২৩)

---

* ঈশায়ীদিগের প্রতি এই উক্তি। ঈশায়ীগণ ঈশ্বরকে তিন স্থলেতে প্রদর্শন করে; যথা পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা। আজ্ঞা হইতেছে যে ধর্ম্ম বিষয়ে অতিরিক্ত আচরণ দোষ। কাহার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি হইলে তাহার গুণানুবাদে সীমা লঙ্ঘন করিবে না, যতদূর সত্য তাহাই বলিবে। পরন্তু আজ্ঞা হইতেছে যে প্রকৃত পক্ষে পুত্র উৎপাদন করা ঈশ্বরের যোগ্য কার্য্য নহে। (ত, শা,)

ঈশ্বরের পুত্র গ্রহণ করা অনাবশ্যক। পুত্র পিতার কার্য্যের সাহায্যকারী হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্বয়ংই আপন সৃষ্টি রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত আছেন। তিনি সহচর ও সাহায্যকারীর প্রার্থী নহেন। (ত, হো,)

ঈশ্বরের ভৃত্য হইতে কদাচ ঈশা সঙ্কুচিত নহে ও পারিষদ দেবগণও (সঙ্কুচিত নহে) যাহারা তাঁহার দাসত্ব করিতে সঙ্কুচিত হয় ও অহঙ্কার করে তিনি তাহাদিগকে একত্র আপনার নিকটে সমুত্থাপিত করিবেন * । ১৬৯ । পরিশেষে কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করিবে ও সৎ কর্ম্ম করিবে তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক (ঈশ্বর) পূর্ণ দিবেন, ও আপন কৃপা গুণে তাহাদিগকে অধিক দিবেন, কিন্তু যাহারা সঙ্কুচিত হয় ও অহঙ্কার করে দুঃখ জনক শাস্তিযোগে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। ১৭০। + তাহারা আপনাদের জন্য পরমেশ্বর ব্যতীত কোন বন্ধুও সাহায্যকারী পাইবে না। ১৭১। হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল জ্যোতি অবতারণ করিয়াছি।১৭২। পরে কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াছে, সত্বর তাহাদিগকে তিনি আপন অনুগ্রহের মধ্যে ও দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাইবেন এবং তাহাদিগকে আপনার দিকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন। ১৭৩। তাহারা তোমার নিকটে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল

---

* কথিত আছে যে ঈশায়ীগণ হজরতকে বলিয়াছিল "হে মোহম্মদ, তুমি ঈশার প্রতি কেন দোষারোপ কর।" হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি তাঁহার সম্বন্ধে এমন কি কথা বলিয়া থাকি যে তোমরা তাহা দোষ বলিয়া গণ্য করিতেছ ?" তাহারা বলিল "তুমি বলিয়া থাক যে তিনি ঈশ্বরের ভৃত্য, তাঁহার ভৃত্যত্ব স্বীকারই যে দোষ।" হজরত বলিলেন "ঈশ্বরের দাসত্ব স্বীকারে কোন দোষ নাই, কেহই ইহাকে দোষ বলিয়া গণ্য করে না।" তখন এই কথার অনুরূপ এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

ঈশ্বর "কলালা" বিষয়ে * তোমাদিগকে ব্যবস্থা দান করিতে-ছেন, যদি এমন কোন পুরুষের মৃত্যু হয় যে তাহার সন্তান নাই তাহার ভগিনী আছে, তবে তাহার জন্য সে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে উহার অর্দ্ধাংশ হইবে; এবং যদি তাহার (ভগিনীর) সন্তান না থাকে তবে সে (ভ্রাতা) তাহার উত্তরাধিকারী; যদি দুই ভগিনী হয় তবে তাহাদের জন্য (মৃত ব্যক্তি) যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার দুই তৃতীয়াংশ হইবে; যদি (উত্তরাধিকারী) অনেক স্ত্রী পুরুষ (ভ্রাতা ভগিনী) হয় তবে পুরুষের জন্য দুই স্ত্রীর অংশের তুল্য অংশ হইবে, তোমাদিগের জন্য ঈশ্বর (ইহা ব্যক্ত করিতেছেন যেন তোমরা পথভ্রান্ত না হও, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ †। ১৭৪। (র, ২৪)

---

* যাহার উত্তরাধিকারীর মধ্যে পিতা ও পুত্র নাই এস্থলে "কলালা" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে। (ত, শা,)

† যে স্থলে উত্তরাধিকারীর মধ্যে পিতা ও পুত্র নাই, সে স্থল উত্তরাধিকারিত্বে সহোদর ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যার স্থলবর্ত্তী, সহোদর ভ্রাতা ভগিনী না থাকিলে বৈমাত্র ভ্রাতা ভগিনীর প্রতিও এই বিধি। এক ভগিনী থাকিলে অর্দ্ধাংশ, দুই ভগিনী হইলে দুই তৃতীয়াংশ করিয়া মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। ভ্রাতা ভগিনী দুই থাকিলে, ভ্রাতা ভগিনীর দ্বিগুণ অংশ পাইবে। নিঃসন্তান ভগিনীর উত্তরাধিকারী ভ্রাতা। আহার অংশ নির্দ্ধারিত নাই। সে "অসবা" অর্থাৎ প্রকৃত উত্তরাধিকারী। (ত, শা,)